চতুর্থ অধ্যায়

- দেশের নদ-নদী সরেজমিন পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালি, সেমিনার, কর্মশালা ও সভার কার্যক্রম/প্রতিবেদন

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক দেশের নদ-নদী সরেজমিন পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালি, সেমিনার, কর্মশালা ও সভার কার্যক্রম/ প্রতিবেদন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন	জানরক সভা ও তাং	র‍্যালি	নদী পরিদর্শন
ঢাকা	ঢাকা	কালীগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ	বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর অবৈধ দখল, দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন [লিদরঘাট-গাজীপুরের তুরাগ]	২৮/০১/১৮	-	বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ
	ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জ	সদরঘাট ও মুন্সিগঞ্জ সদর	সদরঘাট থেকে শুরু করে মুন্সিগঞ্জ মুক্তারপুর ব্রিজ পর্যন্ত। বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা নদীর অবৈধ দখল, দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৫/০২/১৮	-	বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ
	ঢাকা	সাভার	চামড়া শিল্প নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ধলেশ্বরী নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন	১১/০২/১৮	-	ধলেশ্বরী
	মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ সদর	মুন্সিগঞ্জ জেলার ইছামতি ও ধলেশ্বরী নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন	২৮/০২/১৮	-	ইছামতি ও ধলেশ্বরী
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর	ধলেশ্বরী ও বংশী নদী এবং নদী সংলগ্ন খালসমূহ পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৮/০৩/১৮	-	ধলেশ্বরী ও বংশ
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন নদী এবং সাতলা-বাগধা প্রকল্প সরেজিমন পরিদর্শন প্রতিবেদন।	১২/০৩/১৮	-	মধুমতি, মধুমতি, কুমার, কচা, সাতলা-বাগধা প্রকল্প পরিদর্শন
	ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা শহরের কল্যাণপুর 'ক' 'চ' খাল, মোহাম্মদপুর রামচন্দ্রপুর খাল, হাজারীবাগ খাল পরিদর্শন।	২১/০৩/১৮	-	বিভিন্ন খাল পরিদর্শন
	ঢাকা	গাবতলী থেকে গাজীপুর	গাবতলী ব্রিজ হতে ময়মনসিংহ রোডের টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত তুরাগ নদী ও টঙ্গী খাল পরিদর্শন সূচী এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন	০৪/০৪/১৮	-	তুরাগ নদী ও টঙ্গী খাল
	ঢাকা	ঢাকা	ঢাকাসহ পার্শ্ববর্তী জেলায় নদ-নদীর অবৈধ দখল, দূষণ রোধকল্পে সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর দায়িত্ব কর্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক আইনসমূহ বিশ্লেষণ কর্মশালা	০৭/০৫/১৮	-	-
	ঢাকা	ঢাকা	নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার	০৯/০৫/১৮	-	-

	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর জেলার নদ-নদী রক্ষার করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন।	৩১/০৫/১৮	-	-
	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর	শরীয়তপুর জেলার নদ-নদী রক্ষার করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০১/০৬/১৮	-	-
	গাজীপুর	গাজীপুর সদর	গাজীপুরের চিলাই নদী, মোগরা খালের অবৈধ দখল, দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন এবং বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল কর্তৃক 'দখল-দূষণে সংকটাপন্ন গাজীপুরের নদ-নদী পুনরুদ্ধারে করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ প্রতিবেদন।	০২/০৬/১৮	-	চিলাই নদী, মোগরা খাল পরিদর্শন
	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং শীতলক্ষ্যা নদীর দখল, দূষণ, ভরাট কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৬/০৬/১৮	-	শীতলক্ষ্যা পরিদর্শন
	ঢাকা	সাভার	সাভার চামড়া শিল্প নগরী সংলগ্ন ধলেশ্বরী নদীর পানির দূষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন, ধল্লা ব্রিজের পাশে ধল্লা মৌজায় চাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিঃ এর অবৈধ দখল অংশ পরিদর্শন এবং মানিকগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় অংশগ্রহণ প্রতিবেদন।	২৬/০৬/১৮	-	ধলেশ্বরী নদী পরিদর্শন
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর	মানিকগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান এবং সাভার চামড়া শিল্প নগরী সংলগ্ন ধলেশ্বরী নদী পরিদর্শন।		-	চামড়া শিল্প নগরী পরিদর্শন
	নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁও উপজেলা	নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলা	২২/০৭/১৮	-	-
	নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁও	নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান এবং নুনেরটেক নদী পরিদর্শন	২২/০৭/১৮		নুনেরটেক নদী পরিদর্শন
	ঢাকা	নবাবগঞ্জ	ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার ইছামতি নদীর উৎসমুখ ও পতিত মুখ সরেজমিনে পরিদর্শন	৩০/০৭/১৮	-	ইছামতি নদী পরিদর্শন
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	নরসিংদী জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা ও নরসিংদী জেলাধীন নদ-নদীর দখল পানি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৫/০৯/১৮	-	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, হাড়িদোয়া পরিদর্শন,
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির			পুরাতন

		সদর	সভা ও জেলাধীন নদ-নদীর দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ।	০৬/০৯/১৮	-	ব্রহ্মপুত্র, নরসুন্দা, নিকলি-মিঠামইন হাওর পরিদর্শন
	ঢাকা	কেরানীগঞ্জ	কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন মীরেরবাগ ও কালীগঞ্জ মৌজা ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরভূমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ৩৩টি ডকইয়ার্ড পরিদর্শন কমিটির পরিদর্শন প্রতিবেদন	৩১/১০/১৮	-	বুড়িগঙ্গা তীরে স্থাপিত ৩৩টি ডকইয়ার্ড পরিদর্শন
	ঢাকা	মিরপুর	ঢাকার চারপাশের নদীর সীমানা জটিলতা নিরসনকল্পে গঠিত কমিটির তুরাগ নদী সংলগ্ন গোড়ান চটবাড়ি, দিগুন খাল [মিরপুর রোড বাঁধ ইত্যাদি] মৌজা পরিদর্শন প্রতিবেদন	২৬/১১/১৮		তুরাগ নদী পরিদর্শন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন	জনসচেতনতা সভা ও তাং	র‍্যালি	নদী পরিদর্শন
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুরের মেঘনা-ধনাগদা প্রকল্প পরিদর্শন এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান	০৪/০৩/১৮	-	মেঘনা-ধনাগদা প্রকল্প পরিদর্শন
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং গোমতী নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন	০৫/০৩/১৮	-	গোমতী নদী পরিদর্শন
	কুমিল্লা	দাউদকান্দি উপজেলা	দাউদকান্দি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান ও মেঘনা নদী পরিবদর্শন প্রতিবেদন	১৮/০৪/১৮	-	মেঘনা ব্রিজের উভয় পাশের অবৈধ শিল্পকারখানা রিদর্শন
	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সদর	চট্টগ্রাম বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভা। নদী রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক র‍্যালি, সেমিনার। কর্ণফুলি ও হালদা নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন। কর্ণফুলি রক্ষায় চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে সভা, হালদা নদী বিষয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসার সাথে মতবিনিময় সভা।	২০-২২/০৫/১৮	র‍্যালি	কর্ণফুলি ও হালদা নদী পরিদর্শন
	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সদর	চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত কর্ণফুলি নদীর আউটার অ্যাংকরেজ থেকে কর্ণফুলি	১০/১২/১৮	-	কর্ণফুলি ইকোনোমি

			ক্লাইস্টক লিঃ কর্ণফুলি ইকোনোমিক জোনসহ কর্ণফুলি নদীর অবৈধ দখল, পরিদর্শন ও প্রতিবেদন			ক জোনসহ অবৈধ দখল, পরিদর্শন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন	জানবক সভা ও তাং	র‌্যালি	নদী পরিদর্শন
খুলনা	খুলনা	খুলনা সদর	খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা সফর ও পরিদর্শন প্রতিবেদন। বিভাগীয় র‌্যালি, সেমিনার, বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান। যশোর জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান।	৬-০৮/০৪/১৮	র‌্যালি	-
	যশোর	যশোর সদর	যশোর জেলার ভৈরব, কপোতাক্ষ, মাথাভাঙ্গা পরিদর্শন ও সেমিনার	০৭-০৮/০৪/১৮	-	ভৈরব, কপোতাক্ষ, মাথাভাঙ্গা
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নদী ও জীবন: সুরক্ষা কৌশল এবং আমাদের অঙ্গীকার' শীর্ষক সেমিনার এবং বিভিন্ন নদ-নদী পরিদর্শন	০৪/০৮/১৮	-	গড়াই নদী পরিদর্শন
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর	চুয়াডাঙ্গা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং নবগঙ্গা এবং মাথাভাঙ্গা নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৫-০৬/০৮/১৮		নবগঙ্গা এবং মাথাভাঙ্গা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন	জানবক সভা ও তাং	র‌্যালি	নদী পরিদর্শন
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর	বরিশাল জেলার গৌরনদী, উজিরপুর ও আগৈলঝরা উপজেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৯-১১/০৩/১৮	-	সাতলা-বাগধা প্রকল্প, তুরকি, পালরদি, আড়িয়াল খাঁ পরিদর্শন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন	জানবক সভা ও তাং	র‌্যালি	নদী পরিদর্শন
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সদর	বড়াল নদী পুনরুদ্ধার বিষয়ক সভায় যোগদান এবং রাজশাহী বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভার কার্যবিবরণী	১৩-১৫/০৩/১৮	র‌্যালি	পদ্মা [গঙ্গা], বড়াল,

						আত্রাই নন্দকুজা
	পাবনা	পাবনা সদর	পাবনা জেলা ইছামতি ও বড়াল নদী পরিদর্শন এবং নদ নদীর বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন।	০৩/০৭/১৮		ইছামতি ও বড়াল নদী পরিদর্শন
	নাটোর	নাটোর সদর	নাটোর জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার বড়াল নদীর দখলকৃত এলাকা ও মির্জা আজিজ খাল পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৪-০৫/০৭/১৮	-	বড়াল ও মির্জা আজিজ খাল পরিদর্শন
	বগুড়া	বগুড়া সদর	বগুড়া জেলার বিভিন্ন নদ-নদী রক্ষায় করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভা এবং করতোয়া, যমুনা ও বাঙ্গালী নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।	০৬/০৭/১৮	-	করতোয়া, যমুনা ও বাঙালী নদী পরিদর্শন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন	জনসচেতনতামূলক সভা ও তাং	র‌্যালি	নদী পরিদর্শন
রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর	রংপুর, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলা সফর পরিদর্শন প্রতিবেদন। রংপুর বিভাগীয় র‌্যালি, সেমিনার বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান।	১৪-১৬/০৪/১৮	র‌্যালি	ঘাঘট, শ্যামাসুন্দরী খাল, ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, বুড়িতিস্তা, দুধকুমার, তিস্তা পরিদর্শন
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	কুড়িগ্রাম জেলা চিলমারী উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন।	১৬/০৯/১৮	-	ব্রহ্মপুত্র নদী পরিদর্শন
	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	কুড়িগ্রাম জেলা চিলমারী উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন।	২১/১০/১৮		ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, দূষণ সরেজমিন
	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	কুড়িগ্রাম জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং ধরলা, তিস্তা, চিলমারী রমনা ঘাটসহ ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন।	২১/১০/১৮		ধরলা, তিস্তা, চিলমারী রমনা ঘাটসহ ব্রহ্মপুত্র

						নদীর দখল, দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন
	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর জেলা সফর প্রতিবেদন।	২২/১০/১৮	-	-
	রংপুর	রংপুর সদর	রংপুর জেলার নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং শ্যামাসুন্দরী, ঘাঘট-খোকসা, ইছামতি নদী ও খালের দখল দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।	২২/১০/১৮		শ্যামাসুন্দরী, ঘাঘট-খোকসা, ইছামতি নদী ও খালের দখল দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন
	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	লালমনিরহাট জেলা নদী রক্ষ কমিটির সভা এবং ধরলা, সতী, ঘর্ণাভতি,সাকোয়া খাল, রত্নাই নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।	২২/১০/১৮	-	ধরলা, সতী, ঘর্ণাভতি,সাকোয়া খাল, রত্নাই

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন	জনরক সভা ও তাং	র‍্যালি	নদী পরিদর্শন
সিলেট	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	সিলেট বিভাগাধীন সুনামগঞ্জ জেলা পরিদর্শন প্রতিবেদন।	১৪/০৫/১৮	-	-
	সিলেট	জৈন্তাপুর, জাফলং	সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলাধীন সারি নদী এবং জাফলং এর ডাউকি ও পিয়াইন নদী সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।	১৬/০৫/১৮	-	জাফলং, ডাউকি সারি ও পিয়াইন
	সিলেট	সিলেট সদর	সিলেট বিভাগের নদ-নদী রক্ষায় করণীয় বিষয়ে সেমিনার ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভার প্রতিবেদন।	১৬/০৫/১৮	র‍্যালি	
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	সুনামগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা, সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর ও বিভিন্ন নদী পরিদর্শন, সিলেট বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান	১৭/০৫/১৮	-	টাঙ্গুয়ার হাওর ও বিভিন্ন নদী পরিদর্শন
	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং সোনাই, সুতাং নদীর দখল, দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন প্রবিবেদন।	১৪/০৯/১৮	-	সোনাই, সুতাং নদী পরিদর্শন
	সিলেট	সিলেট সদর	সিলেট জেলার জাফলং ও তামাবিল এলাকার নদ-নদী দখল, পানি ও	১৫/০৯/১৮	-	

			পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় সভা এবং ডাউকি-পিয়াইন নদীর দখল, দূষণ পরিদর্শন প্রতিবেদন।			ডাউকি-পিয়াইন নদী পরিদর্শন
	সিলেট	সিলেট সদর	সিলেট জেলার জাফলং-এর ডাউকি ও পিয়াইন নদী পরিদর্শন এবং সিলেট জেলা নদী রক্ষা কমিটির বর্ধিত সভা	১৬/০৯/১৮		-

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সেমিনার /ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন	জনরক সভা ও তাং	র‍্যালি	নদী পরিদর্শন
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহে বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান। ময়মনসিংহে নদ-নদী রক্ষায় জনসচেতনতামূলক র‍্যালি, সেমিনার অনুষ্ঠান	২৪/০৪/১৮	র‍্যালি	-
	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর ও দুর্গাপুর	নেত্রকোণা জেলা সফর প্রতিবেদন। ফগুয়া নদী পরিদর্শন, সোমেশ্বরী নদী পরিদর্শন। দুর্গাপুর উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা, নেত্রকোণা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভার প্রতিবেদন।	২৫-২৬/০৪/১৮	-	সোমেশ্বরী ও মগরা নদী পরিদর্শন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন ধল্লা মৌজায় মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট কর্তৃক ধলেশ্বরী নদীর জমি দখল সংক্রান্ত বিষয়ে সিংগাইর উপজেলার সহকারী কমিশনার [ভূমি] অফিসে কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।

ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের দখল ও দূষণ প্রতিরোধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদারের উপস্থিতিতে কমিটির নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ গত ২/১২/২০১৮ তারিখে সিংগাইর উপজেলার সহকারী কমিশনার [ভূমি] অফিসে মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট কর্তৃক ধলেশ্বরী নদীর দখলীকৃত জমি সংক্রান্ত রেকর্ড, পর্চা, ম্যাপ, দলিল ও রেজিস্টারসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা, শুনানী গ্রহণ ও নদী পরিদর্শন করেন:

[১] জনাব মো: আলাউদ্দিন, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
[২] জনাব মো: আনিসুজ্জামান, পরিচালক [প্রশাসন], ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর;
[৩] জনাব মো: শফিকুল হক, পরিচালক [বন্দর ও পরিবীক্ষণ], বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ [বিআইডব্লিউটিএ];
[৪] জনাব মো: শাহাদাত হোসেন, সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা [উপসচিব], ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর;
[৫] জনাব শঙ্কর ঘোষ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব], মানিকগঞ্জ;
[৬] জনাব মো: আখতারুজ্জামান তালুকদার, উপপরিচালক ও চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন;
[৭] ড. অশোক কুমার বিশ্বাস, উপপরিচালক, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন;
[৮] জনাব হামিদুর রহমান, সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিংগাইর উপজেলা, মানিকগঞ্জ;
[৯] জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ [বিআইডব্লিউটিএ];
[১০] জনাব মো: আজারুদ্দিন, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর;
[১১] জনাব মো: হাসান রেজা শিকদার, কারিগরি উপদেষ্টা, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর;
[১২] জনাব মোহাম্মদ নুর হোসেন, সহকারী পরিচালক, ঢাকা নদী বন্দর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ [বিআইডব্লিউটিএ];
[১৩] জনাব মো: আজিজুর রহমান, উপসহকারী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ [বিআইডব্লিউটিএ];
[১৪] জনাব আবু জাফর শব্বির আহম্মদ, উপসহকারী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;
[১৫] জনাব মো: হান্নান মিয়া, সার্ভেয়ার, সিংগাইর উপজেলা, মানিকগঞ্জ;
[১৬] জনাব মো: নুর ইসলাম মিয়া, ধল্লা ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, সিংগাইর উপজেলা, মানিকগঞ্জ;

২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এর উপস্থিতিতে ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তরের সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা [উপসচিব], অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব], মানিকগঞ্জ, সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিংগাইরও বিআইডব্লিউটিএ এর উপপরিচালকসহ উপরোক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ কর্তৃক সিংগাইর উপজেলার সহকারী কমিশনার [ভূমি] অফিসে মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট কর্তৃক দখলীকৃত জমির মালিকানা দাবির সমর্থনে দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি, রেকর্ড, নামজারী, সৃজিত কেস নথি এবং প্ল্যান্টের নিকট জমি হস্তান্তরকারীদের মালিকানা দাবির সমর্থনে দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি কেসভিত্তিক যাচাই বাছাই করা হয়। একই সাথে উক্ত জমি সংক্রান্ত সিএস/আরএস/বিএস/ দিয়ারা জরিপের পর্চা, ম্যাপ, দলিল ও রেজিস্টারসমূহ পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পাওয়ার প্ল্যান্ট কর্তৃক দখলীকৃত জমির পরিমান ১১.৩০ একর। তথাকথিত চর্চা ম্যাপ করে এসব শুষ্ক মৌসুমে জেগে ওঠা জমি এলাকার দরিদ্র কৃষকদেরকে কৃষিকাজের শর্তে অনুমতি দেয়া হয়। রেকর্ডে দেখা যায় যে, "সরকারি কৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব পত্র" শীর্ষক ফরমে ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সালে এলাকার দরিদ্র কৃষকদেরকে এসব জমি প্রদান করা হয়। এ ধরণের ১২ টি প্রস্তাব পত্র পরীক্ষা করা হয় [পরিশিষ্ট-১]।

৩। তথাকথিত বন্দোবস্তের আবেদন ও প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করা হয়। নমুনাস্বরূপ জনাবআ: রশিদ মোল্লা, পিতা মৃত ইয়ান মোল্লা তার "সরকারি কৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের আবেদন পত্র" শীর্ষক ফরমে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ভূমিহীন [ক্রমিক ৪]। কিন্তু একই আবেদনে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি ধল্লা মৌজায় ২০৭নং খতিয়ানে ৪১৬ ও ৬৫৫ নং দাগে মোট ৩৫শতক জমির মালিক অপরপক্ষে "সরকারি কৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব পত্র" শীর্ষক ফরমেতহশিলদার তাকে ভূমিহীন কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে শর্তাধীনেজমি প্রদানের সুপারিশ করেছেন। উক্ত বন্দোবস্তের ফরমে তাকে ৮০ শতাংশ নদীর জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব], মানিকগঞ্জ তাকে ৮০ শতাংশ নদীর জমি প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ত্রুটিগুলি হল: [ক] তর্কিত জমি খাস জমি নয়, সিএস ম্যাপ অনুযায়ী এটি

নদীর জমি, কাজেই কৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের পদ্ধতিতে ও ফরমে এ জমি কাউকে প্রদান করা বেআইনী; [খ] সিএস ম্যাপ অনুযায়ী এ জমি নাল শ্রেণির নয়, এটিনদী; অথচ নাল জমি উল্লেখ করে কৃষককে প্রদান করা হয়েছে এবং শ্রেণি পরিবর্তন করা হয়েছে, অথচ নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তনের এখতিয়ার কারো নেই; [গ]বর্ণিত ব্যক্তি ভূমিহীন নন, অথচ তাকে ভূমিহীন কৃষক আখ্যা দিয়ে নদীর জমি প্রদান করা হয়েছে; [ঘ] তিনি শিকস্তি হওয়া জমির মালিক না হওয়ার কারণে পয়স্তি জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার উপযুক্ত নন; [ঙ] কৃষককে এ জমি কেবল চাষবাদের জন্য প্রদান করা হয়েছে, তার নামে জমির নামজারি করা হয়নি, কাজেই তিনি জমির মালিক নন বিধায় তিনি তা হস্তান্তর করতে পারেন না, অথচ তিনি হস্তান্তর করেছেন যা বেআইনী কাজ; [চ] তিনি হস্তান্তর করেছেন একটি শিল্পকারখানার নিকট যা জমির প্রকৃত শ্রেণির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কাজেই তথাকথিত এ বন্দোবস্ত প্রদান বেআইনী যা SATA 1950 এর ৮৬ ও ৮৭ ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ২২ ও ২৩ নং বিধির সরাসরি লংঘন। পরবর্তীতে হস্তান্তর ও শ্রেণি পরিবর্তনও বেআইনী, অকার্যকর ও বাতিলযোগ্য।

৪। উপরোক্ত জমির মালিকানা ও স্বত্ব স্বার্থের বিষয়ে ভূমির মালিক দাবিদারদের মধ্যে ১০ জনের বক্তব্য গ্রহণ করা হয় ও তাদের প্রদর্শিত কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয় সেসব কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তথাকথিত এ বন্দোবস্ত প্রদান উক্তরূপে বেআইনী এবং পরবর্তী হস্তান্তর ও শ্রেণি পরিবর্তনও বন্দোবস্তের শর্তাদি অকার্যকর ও বাতিলযোগ্য। তারা জানান যে, চাষাবাদের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জমি মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্টের নিকট চাপে ও ভয়ে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। বাধ্য হয়ে বিক্রির সময় তারা নামমাত্র মূল্য পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। অনেকে এখনও কোনো টাকা পাননি মর্মে দুঃখ প্রকাশ করেন।

৫। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ৩৫০৩/২০০৯নং রিট পিটিশনের রায়ে প্রদত্ত নির্দেশনা এবং তা SATA 1950 এর ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধানাবলী পর্যালোচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, নদীর জমির মালিক জনগণের পক্ষে সরকারের এবং নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তনযোগ্য নয় ও বন্দোবস্তযোগ্য নয়। নদ নদীর জমি, তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার আইন ও বিধি বিধান সরকারি কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়ার বিধি বিধান/ নীতিমালা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। SATA 1950 এর ৮৬ [৪] ধারার বিধান অনুযায়ী সিকস্তিকৃত নদীর জমি যথাস্থানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পয়স্তি ঘটলেই কেবল তার প্রকৃত মালিক বা উত্তরাধীকারীকে ৮৬[১], ৮৬[২], ৮৬[৩] ও ৮৬[৫]ধারার বিধান এবং ১৯৫৫ সালের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধানাবলিপালন সাপেক্ষে কেবলমাত্র বরাদ্দ [allo:] করা যায়। এ ব্যতিত পয়স্তিকৃত জমি বন্দোবস্ত দেয়ার আর কোন বিধান নেই। নদ নদীর জমি বন্দোবস্ত কিংবা উক্তরূপে হস্তান্তর ও শ্রেণি পরিবর্তন আইন পরিপন্থী যা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর প্রচেষ্টা। আলোচ্যক্ষেত্রে ৮৬[২ ও ৮৬[৫] ঘটেনি বিধায় কৃষকদেরকে নদীর শুষ্ক মৌসুমে জেগে ওঠা জমি প্রদান সুস্পষ্ট বেআইনীভাবে করা হয়েছে।

৬। দিয়ারা জরিপের জন্য কালেক্টর এর রিকুইজিশন ছিল কিনা তা জানতে চাইলে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসার জনাব মো: শাহাদাত হোসেন বলেন যে,ধলেশ্বরী নদীর বর্ণিত অংশে দিয়ারা জরিপের জন্য কালেক্টরের রিকুইজিশন ছিল। এ জমি দিয়ারা জরিপের সময় কিভাবে ব্যক্তিমালানায় রেকর্ড হল তার ব্যাখ্যায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন যে, ব্যক্তির নামে কবুলিয়ত থাকায় তা ব্যক্তির নামে রেকর্ড করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিংগাইর বলেন যে, এ জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড না করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছিল [অনুলিপি সংযুক্ত]; কিন্তু এতদসত্ত্বেও ব্যক্তির নামে তা রেকর্ডভুক্ত হয়েছে এবং তড়িঘড়ি করে ২০১৮ সালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক পরিদর্শন ও উদ্ধারের নির্দেশনা/ পরামর্শ দেয়ার পর পরই ডি.এস. নামে গেজেট নোটিফিকেশন করা হয়েছে যা আইনের লংঘন এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ প্রসঙ্গে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসার জনাব মো: শাহাদাত হোসেন বলেন যে, সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিংগাইর এর অনুরোধের জবাবে তাদেরকে উক্ত জমির কবুলিয়ত বাতিল করার অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিংগাইর কবুলিয়ত বাতিল করেননি তবে উপস্থিত সকল পক্ষ [জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, কালেক্টর ও তার প্রতিনিধি সহকারী কমিশনার [ভূমি] ও সহকারী ভূমি কর্মকর্তা, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, বিআইডব্লুটিএ এর প্রতিনিধিসহ] উক্ত জমি সংক্রান্ত ভূমি অফিসের সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ পত্র/ কেসনথি/ রেকর্ডপত্র, সিএস/আরএস/বিএস পর্চা, নকশা ও দলিল এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর একমত হন যে, ব্যক্তির নামে দেয়া কবুলিয়ত১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। উক্ত পাওয়ার প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষের নানামুখী চাপের মুখেও হুমকির কারণে তারা নদীর জমি বেআইনীভাবে হস্তান্তরে বাধ্য হয়েছেন যা বাতিল যোগ্য এবং ব্যক্তির নামে প্রদত্ত রেকর্ড সংশোধন করে নদীর জমি কালেক্টর এর ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত করতে হবে।

৭। সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ বরাবর পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়ে অনাপত্তি চেয়ে আবেদন করে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক উক্ত আবেদন নামঞ্জুর করেন।

বেআইনীভাবে এ জমি ব্যক্তির নামে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে বলে পরীক্ষান্তে প্রমাণিত হয়। উক্ত রেকর্ড হালনাগাদপূর্বক নিষ্পত্তি করতে কালেক্টর/ রাজস্ব কর্মকর্তা আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও দায়বদ্ধ। ইতোমধ্যে আদালতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী করে মামলার রেসপনডেন্ট করা হয়েছে। কাজেই চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর, মানিকগঞ্জ-কে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। এভাবে যাদেরকে নদীর জমি উক্ত আইন লঙ্ঘনপূর্বক বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তার পূর্ণাংগ তালিকা প্রদানের জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন/ কমিটি কর্তৃক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] এর মাধ্যমে সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিংগাইর-কে অনুরোধ জানানো হয়।

৮। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিংগাইর বলেন যে, বন্দোবস্ত প্রদানের কাগজে শর্ত দেয়া ছিল যে, এ জমি কৃষিকাজ ভিন্ন অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না, সাব লিজ দেয়া যাবে না এবং বর্গা দ্বারা চাষাবাদ করা যাবে না। তারা শর্ত ভঙ্গ করে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য এবং প্রভাবশালী ক্রেতাদের অবৈধ তৎপরতা ও ভয়ভীতির মুখে পাওয়ারপ্ল্যান্টের নিকটবিক্রয়করতে বাধ্য হয়েছেন। জরিপকালে তাদের লিখিত আপত্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ব্যক্তিনামে রেকর্ড করে মারাত্মক ভুল করেছে।

৯। শুনানী গ্রহণের পর কমিটির সকল সদস্য মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্টের দখলকৃত জায়গায় সরেজমিন পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, সিএস মোতাবেক এ জায়গা নদীর জায়গা। প্ল্যান্টের পশ্চিম সীমা হতে আরও ৩০০ ফুট পশ্চিমে নদীর সীমাবিস্তৃত বলে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্ত এবং সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব]সহ রাজস্ব কর্মকর্তাগণ সিএস পর্চা ও ম্যাপের ভিত্তিতে মতামত প্রদান করেন। কমিটির সদস্যবৃন্দ সরেজমিন পরিদর্শন করে আরও জানান যে, প্ল্যান্টের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত শহীদ রফিক সেতুর প্রস্থ সংকীর্ণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতি নদীর সীমানা সংকুচিত করে প্লাবন ভূমি দখল করে নির্মাণ করা হয়েছে।

১০। সিংগাইর উপজেলার সহকারী কমিশনার [ভূমি] জনাব হামিদুর রহমান, মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট কর্তৃক দখলীকৃত জমির ম্যাপ, পর্চা,দলিলাদি, রেজিস্টার ইত্যাদি উপস্থাপন করেন। এসব কাগজপত্র, সিএস, আরএস, এস এ পর্চা/নকশা বন্দোবস্ত প্রাপ্তদের জবানবন্দি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের জবানবন্দি পর্যালোচনায় উক্ত রাজস্ব কর্মকর্তাগণ ও জরিপ বিশেষজ্ঞ দল এর পরিদর্শনকারী কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইন বহির্ভূতভাবে জোরপূর্বক নদী ও নদীর তীরভূমি [জোরশোরসহ জেগে ওঠা জমি] দখল করা হয়েছে।

১১। কমিটির সুপারিশসমূহ

[১] মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার ধল্লা মৌজাস্থিত কৃষকদের নামে প্রদত্ত নদীর ও নদীতীরের জমি হস্তান্তরের অযোগ্য ও শ্রেণি পরিবর্তন অযোগ্য [১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারাসহ বিধানবালী এবং প্রাকৃতিক জলাধার আইন, ২০০০ এর ২[চ] ও [জ] এবং ৫ ধারার বিধানানুযায়ী]। উক্তরূপ বেআইনী বন্দোবস্ত ও তার উপর ভিত্তি করে হস্তান্তরিত নদী ও নদীর জমি কালেক্টর কর্তৃক এখনই সরকারের নিরঙ্কুশ মালিকানায় ১ নং খাস খতিয়ানে উক্ত আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার অধীনে ১৪৩/১৪৯ [৪] নম্ব সংশ্লিষ্ট ধারা ও পদ্ধতিতে অবিলম্বে হালনাগাদ করতে হবে। আইনের আলোকে এসব কবুলিয়ত অগ্রহণযোগ্য ও বাতিলযোগ্য। কালেক্টর বাহাদুর এসব কবুলিয়ত বাতিল করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অবিলম্বে গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৩/৯/২০১৫ তারিখের পরিপত্র নং ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ নং স্মারকে প্রদত্ত আদেশপরিপালনীয়। [২] মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট কর্তৃক দখলীকৃত ধলেশ্বরী নদীর সকল জমি প্লাবন ভূমির অন্তর্গত। উক্ত প্ল্যান্ট কর্তৃক ক্রয় করা জমি রেজিস্ট্রি ও বিএস জরিপভুক্ত করে তা জারী করা উক্ত আইনের সরাসরি লংঘন ও গর্হিত কাজ এবং এভাবে নদীর জমি উক্ত রূপে প্ল্যান্ট তৈরির মাধ্যমে স্থাপনা তৈরির কর্মকান্ডের মাধ্যমে শ্রেণি পরিবর্তনের কর্মকান্ড সম্পূর্ণভাবে বেআইনী। প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন ২০০০ এর ধারা ২[চ], ৫ ও ৬ এর সরাসরি লঙ্ঘন এবং উক্ত আইনের ৮ ধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে ফৌজদারী ও উচ্ছেদ মামলা দায়ের করেছে। তাদেরকে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। [৩] ২০০৬-২০১৬ তে দিয়ারা জরিপের সময় সিংগাইর উপজেলার সহকারী কমিশনার [ভূমি] ধলেশ্বরী নদীর জমি ব্যক্তি নামে রেকর্ডের বিষয়ে আপত্তি প্রদান করেন যার লিখিত প্রমাণ উপস্থাপন করেন। অপরদিকে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তর লিখিতভাবে সিংগাইর উপজেলার সহকারী কমিশনার [ভূমি] কে কবুলিয়ত বাতিলের অনুরোধ করে। এতদসত্ত্বেও ২০১৮ সালে দিয়ারা জরীপে বন্দোবস্তপ্রাপ্তদেরকে ব্যক্তি মালিক দেখিয়ে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে, যা উক্ত আইন কানুন এবং ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে বেআইনী। উক্ত জমি মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট কর্তৃক জোরপূর্বক রেজিস্ট্রি করিয়ে নেয়ার প্রমাণের প্রেক্ষিতে পাওয়ার প্ল্যান্টের অনুকূলে কোন নামজারী করা হয়নি এবং করা যাবে না।আরএস/বিএস জরীপে ব্যক্তিমালিকানায় উক্ত নদীর জমি রেকর্ডভুক্তি সহকারী কমিশনার [ভূমি]/ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] অবিলম্বে সংশোধন করবে বলে বর্ণিত প্রমাণাদিরভিত্তিতে

সমত হন এবং পরবর্তীতে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে সমগ্র ধলেশ্বরী নদীর দিয়ারা জরিপ সুসম্পন্ন করবে। [৪] পিএস ও আর এস উভয় রেকর্ডে মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট কর্তৃক দখলীকৃত সম্পূর্ণ জমি নদীর অন্তর্গত; উপরন্তু পাওয়ার প্ল্যান্ট যে পর্যন্ত দখলে রেখেছে তার পশ্চিমেও প্রায় ৩০০ ফুট পর্যন্ত নদীর জমি রয়েছে বলে সরেজমিন পরিদর্শনকালে কমিটির সকল সদস্য [জানরক, ডিজিএলআর, জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর, মানিকগঞ্জ এর প্রতিনিধি, বিআইডব্লুটিএ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি] কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ এলাকায় নদীর সীমানা নির্ধারণের পিলার না থাকায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ নদী রক্ষায় অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। কালেক্টর বাহাদুর ও তার অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি] ও রাজস্ব কর্মকর্তা এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কারিগরি ও জরিপ সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তিবিদগণ অবিলম্বে সরেজমিনে যৌথভাবে পরিমাপ করে ধলেশ্বরী নদীর রফিক সেতু থেকে উত্তর দিকে মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট কর্তৃক দখলীকৃত এলাকার নদীর স্থায়ী সীমানা পিলার স্থাপন করবে। পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত স্থানে ধলেশ্বরী নদীর ও রফিক সেতুর উভয় প্রান্তের নদী ও নদীর তীরভূমি এবং একইরূপ বিবেচনার একই পদ্ধতিতে অব্যাহতভাবে গোটা নদীতেই স্থায়ীভাবে সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে। বিআইডব্লুটিএ গৃহীত প্রকল্পের আওতায় এ নদীর নির্ধারিত সীমানায় অস্থায়ীকার ভিত্তিতে স্থায়ী পিলার স্থাপন করবে। পিলার স্থাপনের সময় উক্ত কমিটি সরেজমিন উপস্থিত থেকে পিলার স্থাপন পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। [৫] মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট এর উত্তর দিকে নর্দান পাওয়ার প্ল্যান্টসহ আরো কয়েকটি স্থাপনা দেখা যায়, যা নদীর তীরবর্তী জমির উপর বলে পরিদর্শনেপরিলক্ষিত হয়। রফিক সেতুর দক্ষিণ পার্শ্বে একটি স্কুল ও একটি মসজিদ ধলেশ্বরী নদীর জমিতে স্থাপিত বলে প্রতীয়মান হয়। সরেজমিনে ও পর্চার/ নক্সার ভিত্তিতে পরিদর্শন ও সীমানা চিহ্নিত করে অবৈধ স্থাপনাগুলি অবিলম্বে কালেক্টর/ সহকারী কমিশনার [ভূমি] উচ্ছেদ করবে। [৬] যারা নদীর তীরভূমি ও মোগে ওঠা বর্ধিত জমিতে পর্চাবীনে অস্থায়ীভাবে শুষ্ক মৌসুমে চাষবাস করছে তাদেরকে কোনরূপ কবুলিয়ত দেয়া যাবেনা; যদিও পূর্বে দেয়া হয়ে থাকে তা বাতিলপূর্বক অবিলম্বে দখলকারীকে উচ্ছেদপূর্বক স্থায়ীভাবে সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে। কালেক্টর/ জেলা প্রশাসক ও রাজস্ব কর্মকর্তাগণ জরিপ অধিদপ্তরের কারিগরি সহায়তায় তা নিশ্চিত করবে বলে সাব্যস্ত হয়। [৭] কৃষকদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট জমি ক্রয় করেছে বলে তাদের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো জমির দলিল হস্তান্তর করে দেননি। কিন্তু মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট তাদের জমি দখল করে নির্মাণ কাজ পরিচালনা করছে। মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষের এহেন ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে জমি ক্রয় ফৌজদারী মামলা ফৌ.কা.বি. ১৩৩ ধারার অপরাধ বলে বিবেচিত। আইনানুসারে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। [৮] মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এর আদেশ অনুযায়ী এ নদী ও নদীর তীরভূমি / ফোরশোর ও বর্ধিত পয়স্তিলব্ধ জমি রক্ষার্থে ওয়াকওয়ে/ পেভমেন্ট নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/ পৌরসভা/ জেলা পরিষদ অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। [৯] নদীর তীরভূমি / ফোরশোর ও বর্ধিত পয়স্তিলব্ধ জমিতে ঘোরার আটায় পরিবেশসম্মত সংরক্ষণশীল ও সংবেদনশীল গাছপালা/ বৃক্ষরাজি/ ইকোপার্ক ইত্যাদি রোপন/ তৈরি করতে হবে। [১০] নদীর তীরস্থ সরকারি খাস জমি হতেও সকল ধরণের অবৈধ দোকানসহ সকলপ্রকারবৈধ স্থাপনা আগামী ১ মাসের মধ্যে উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক/ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লুটিএ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। একান্ত ধলেশ্বরী নদীসহ ঢাকা ও তার চারিপার্শ্বের অন্যান্য নদী- বুড়িগঙ্গা/ আদি বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, যমুনা ও বালু এর ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে যৌথভাবে পরিচালিত হবে যা ডেল্টা প্লান ২১০০ এর অধীনে সীমানা নির্ধারণ ও উচ্ছেদ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে চলমান থাকবে।

হামিদুর রহমান সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিংগাইর মানিকগঞ্জ	পঙ্কজ ঘোষ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] মানিকগঞ্জ	মোঃ মোমিনুর রশীদ সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা [উপসচিব] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
এ, কে, এম কামরারুল ইসলাম উপ-পরিচালক [ঢাকা নদী বন্দর] বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ [বিআইডব্লুটিএ]		মোঃ আলাউদ্দিন সার্বক্ষণিক সদস্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

ড. মুজিবুর রহমান মাওলাদার
চেয়ারম্যান [সরকারের সচিব]
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও
আহ্বায়ক
ঢাকার চারপাশের নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে গঠিত কমিটি

বিতরণ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য:
১। মন্ত্রিপরিষদসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সচিব, ভূমি/ পৌরবিষয়/ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর।
৪। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ
৫। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড।
৬। সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
৭। জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর, মানিকগঞ্জ।
৮। পরিচালক [প্রশাসন], ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।
৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মানিকগঞ্জ।
১০। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন মীরেরবাগ ও কালীগঞ্জ মৌজা, ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরভূমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ৩৩টি ডকইয়ার্ড পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ: ৩১/১০/২০১৮
স্থান: বুড়িগঙ্গা নদীর তীরভূমি, কেরানীগঞ্জ উপজেলা।
মৌজা: মীরেরবাগ ও কালীগঞ্জ
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা: সংযুক্ত

গত ৩১/১০/২০১৮ তারিখ সকাল ৭.৩০ ঘটিকায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা মীরেরবাগ মৌজায় ২৫টি এবং কালীগঞ্জ মৌজায় ৮টি ডকইয়ার্ড তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কমিটিতে সদস্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, জনাব মো: হাফিজুর রহমান, বিআইডব্লিউটিএ এর সদস্য [পরিকল্পনা ও পরিচালনা] মো: শহিদুল ইসলাম, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালক [প্রশাসন], জনাব মো: আনিসুজ্জামান, আরডিসি ঢাকার জনাব আবদুল্লাহ মামুন, ডকইয়ার্ড মালিক সমিতির সেক্রেটারী, মো: মাসুদ হোসেন এবং কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: আলাউদ্দিন এবং উপ-পরিচালক ড. অশোক কুমার বিশ্বাস ও সদরঘাট বন্দর অফিসার, মো: আরিফউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কমিটি মীরেরবাগ মৌজায় নজরুল ইসলাম ডকইয়ার্ড, ফারহান ডকইয়ার্ড, আজিম ডকইয়ার্ড, তালুকদার ডকইয়ার্ড, মেসার্স সাগর ডকইয়ার্ড, মেসার্স আলী ডকইয়ার্ড, উজির আলী ডকইয়ার্ড, ঢাকা ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, বোগদাদীয়া অ্যান্ড মঈন ডকইয়ার্ড, মেসার্স সিটি ডকইয়ার্ড, জনতা ডকইয়ার্ড, মালারীপুর ডকইয়ার্ড, প্রিন্স ডকইয়ার্ড, ফারুক [সাবেক সাত্তার] ডকইয়ার্ড, এশিয়াটিক মেরিন ডকইয়ার্ড, কুমিল্লা শিপবিল্ডার্স, আগরপুর ডকইয়ার্ড, বারেজিদ ডকইয়ার্ড, হোসেন ডকইয়ার্ড, লাট ডকইয়ার্ড, বিল আওলাদ ডকইয়ার্ড, সামছু ডকইয়ার্ড, আফাতি ডকইয়ার্ড, শাহাবুদ্দিন ডকইয়ার্ড, বিসমিল্লাহ ডকইয়ার্ড, পরিদর্শন করেন। একই সঙ্গে কালীগঞ্জ মৌজায় অবস্থিত মদিনা ডকইয়ার্ড, বিসমিল্লাহ ডকইয়ার্ড, লাট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডকইয়ার্ড, সাত্তার খান ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ফারুক খান ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, জেনারেল ডকইয়ার্ড, পারজোয়ার ডকইয়ার্ড পরিদর্শন করেন।

২। আলোচ্য ৩৩টি ডকইয়ার্ড [তালিকা সংযুক্ত] এর অবস্থান, ডকইয়ার্ডের মোট আয়তন, স্লীপওয়ের এবং নির্মাণাধীন ও সংস্কারাধীন জাহাজসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনপূর্বে ডকইয়ার্ড মালিক সমিতির সেক্রেটারি ও সভাপতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ডকইয়ার্ড মালিকদের সকল কাগজপত্রসহ পরিদর্শনের সময় ডকইয়ার্ড প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তদনুসারে অল্প সংখ্যক ডকইয়ার্ড মালিক ও তাঁদের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে কেরানীগঞ্জ উপজেলার কেরানীগঞ্জ দক্ষিণ এর সহকারী কমিশনার [ভূমি] ও সংশ্লিষ্ট তহশিলের সহকারী ভূমি কর্মকর্তা, সার্ভেয়ারগণ উপস্থিত ছিলেন।

৩। যে কয়েকজন ডকইয়ার্ড মালিক/ ডকইয়ার্ড প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কাগজপত্র প্রাথমিকভাবে যাচাই করা হয়। কাগজপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, যে-স্থানে/ভূমিতে ডকইয়ার্ড স্থাপন করা হয়েছে ঐ সকল ভূমি ক্রয়সূত্রে প্রাপ্ত। উক্ত জমির ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের দলিল নামজারিকরণ, খাজনার দাখিলা, পর্চা, সবই RS জরিপের ভিত্তিতে করা হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মীরেরবাগ ও কালীগঞ্জ মৌজায় বিএস বা সিটি জরিপ হয়েছে বলেও স্থানীয়ভাবে জানা গিয়েছে। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন যে, বিএস জরিপের কার্যকারিতা উক্ত দুই মৌজার জন্য পরবর্তীকালে রহিত করা হয়েছে। RS ভিত্তিতে নির্মিত RoR, নামজারিকরণ, কাগজপত্রাদি পরীক্ষাকালে দেখা যায়, অধিকাংশ ডকইয়ার্ডের জমি 'নাল' শ্রেণিভুক্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে, আবার কোনো ডকইয়ার্ডের জমি 'বালুচর' হিসেবে দেখানো হয়েছে। বাস্তবে আলোচ্য ৩৩টি ডকইয়ার্ড বুড়িগঙ্গা নদীর মধ্যে তীরবর্তী অংশে জেগে ওঠা চরে স্থাপন করা হয়েছে। মীরেরবাগ মৌজায় বুড়িগঙ্গা নদীর দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে বুড়িগঙ্গা নদীর সীমানা পিলার স্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, বুড়িগঙ্গা নদীর সীমানার মধ্যে আলোচিত ডকইয়ার্ডগুলো চরভূমিতে স্থাপন করা হয়েছে।

৪। পরিদর্শনকালে সহকারী কমিশনার [ভূমি], কেরানীগঞ্জ দক্ষিণ এবং সংশ্লিষ্ট তহশিলের তহশিলদারগণ CS নকশা ও পর্চা প্রদর্শন করতে পারেননি। তারা জানিয়েছেন যে, তাদের দপ্তরে মীরেরবাগ ও কালীগঞ্জ মৌজার CS ম্যাপ নেই। বিআইডব্লিউটিএ এর প্রতিনিধি CS ম্যাপ প্রদর্শন করেন। CS ম্যাপ অনুসারে উক্ত স্থান [যেখানে ডকইয়ার্ডগুলি বর্তমানে রয়েছে] নদীভুক্ত জায়গা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে বুড়িগঙ্গা সীমানা পিলার স্থাপনের সময় মৌজা দুটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরভূমিতে জেগে ওঠা বালুচর হিসেবে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কালীগঞ্জ মৌজায় ১৯৭২ সালে একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এবং কেন্দ্রসংলগ্ন স্থানে ১৯৭৬ সালে শারগেভারিয়াতে চর মীরেরবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছে। পরিদর্শিত ডকইয়ার্ডগুলো নদীর মধ্যে ও তীরভূমিতে পয়স্তি হওয়া চরভূমিতে স্থাপন করা হয়েছে বলে দৃশ্যমান হয়।

৫। স্থাপিত ডকইয়ার্ডগুলোর মালিকানা ও কাগজপত্রাদি অধিকতর যাচাই-বাছাই করার জন্য বিকাল ৪টায় কমিটির সকল সদস্য, সহকারী কমিশনার [ভূমি], দক্ষিণ, কেরানীগঞ্জ অফিসে গমন করে। সংশ্লিষ্ট ডকইয়ার্ড এর বিপরীতে রেজিস্ট্রার, ভলিউম ও অন্যান্য কেস নথিগুলো পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডকইয়ার্ড এর নামে জারিকৃত নামজারি নোটিশ পর্চা, দাখিলা, সবই RS জরিপের ভিত্তিতে করা হয়েছে। একটি ডকইয়ার্ডের ক্ষেত্রেও CS পর্চা /নকশা অনুসরণ করা হয়নি। নদীর জমি শ্রেণি পরিবর্তন করে RS ভিত্তিতে নামজারিকরণ, স্বত্বলিপি তৈরিকরণ ও নিয়মিতভাবে ভূমি উন্নয়ন কর গ্রহণ বিধিসম্মত হয়নি। সহকারী কমিশনার [ভূমি] অফিসে ৫/৬টি নামজারি কেস পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, নামজারিকরণ কেসটি সূচনা করা হয়েছে RS জরিপের তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে, যা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৮৬ ও ৮৭ ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫-এর ২২ ও ২৩ ধারাসহ সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, বিধি-বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে। এর পেছনে পারস্পরিক যোগসাজশ না থাকলে এভাবে বুড়িগঙ্গা নদীর পোর্ট এলাকার রাষ্ট্রীয় জমি ব্যক্তি মালিকানায় পর্চা করে দেয়া যায় না।

৬। পরিদর্শনের সময় যেসকল ডকইয়ার্ড মালিক কাগজপত্রসহ ডকইয়ার্ড প্রাঙ্গনে উপস্থিত থাকতে পারেননি এবং যারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিকভাবে প্রদর্শন করতে পারেননি তাদের ০৩ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন অফিসে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত স্থানে ডকইয়ার্ড স্থাপনের জন্য BIWTA/নৌপরিবহণ অধিদপ্তর কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন সময়ে লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রদান করেছে। এসব পত্রের মাধ্যমে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ডকইয়ার্ডকে নদীর দখল-দূষণে সহায়তা করছে।

৭। উপস্থিত কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কর্তৃক পরিদর্শনকালে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর অফিসে উপস্থাপিত, নামজারি কেস নথি ও সিএস পর্চা ও নকশার ভিত্তিতে ডকইয়ার্ডগুলির মালিকানা, স্বত্ব ও স্বার্থের দলিলাদি যাচাইয়ান্তে প্রকৃষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, "নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তন করা হয়েছে। CS এর ব্যত্যয় ঘটিয়েছে যা যোগসাজশ ও নদীর জমি অবৈধভাবে দখল করার মানসেই কৃত। মীরেরবাগ ও কালীগঞ্জ অঞ্চলে গড়ে ওঠা ডকইয়ার্ডগুলো বুড়িগঙ্গা নদীর তীরের নদীমধ্যে জেগে ওঠা চরে তৈরি করা হয়েছে। এসব ডকইয়ার্ড মালিকদের ভূমির কাগজপত্র পরীক্ষা করে আরও দেখা যায় যে, নদীর এসব চরজমির শ্রেণি কোথাও নাল এবং কোথাও বালুচর হিসেবে দেখানো হয়েছে। SATA, ১৯৫০ এর আইন-কানুন বিবেচনায় নদীর জমি প্রথমতঃ শ্রেণি পরিবর্তন করা যায় না এবং কাউকে দলিল করে বা বন্দোবস্ত দেওয়া যায় না। সিএস এ নদীর জমি পরীক্ষা করে পাওয়া গেলে সেসব স্থান পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম চর সৃষ্টি করে কাউকে বিলিবন্দোবস্ত করে মালিকাধীন ভূমিতে রূপান্তরিত করা উক্ত ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনবিরুদ্ধ কাজ। আরএস রেকর্ডের ভিত্তিতে এসব ভূমি ব্যক্তিনামে নামজারি করা হয়েছে, যা নদীর ক্ষেত্রে আইনসম্মত হয়নি। এসব জমি সিএস রেকর্ডে নদী থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে, যাচাই না করে মিথ্যা দলিল সৃজন করা হয়েছে এবং বুড়িগঙ্গার নদীগর্ভে ও তীরভূমিতে অবৈধ দখলে নিয়ে ডকইয়ার্ডের ব্যবসা করা হয়েছে।

অনেকক্ষেত্রেই ডকইয়ার্ডের মালিকানায় দাবিদার চুক্তি/লিজ/সাবলিজ দিয়ে আমাদেরকে তা ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন অর্থের বিনিময়ে। ভূমি অফিসে কাগজপত্র পরীক্ষান্তে দেখা যায়, ৩৬৬ দাগে ১৬ একর জমি। শ্রেণি 'বালুচর' হিসেবে উল্লিখিত। 'বালুচর' মানেই হলো নদীর জেগে ওঠা জমি, যা কোনো ব্যক্তিমালিকানায় দেয়া যায় না। সেটা আইনের ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের লঙ্ঘন। এক্ষেত্রে যেখানে যে সীমানা পিলারগুলি [৪-৫ টি] রয়েছে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়নি এবং বালুচরকে ব্যক্তি মালিকানায় ধরে করা হয়েছে বলেই ডকইয়ার্ডগুলিকে যোগসাজশের মাধ্যমে অবৈধ সুযোগ দেয়া হয়েছে। কালেক্টর বাহাদুরও তার নিয়ন্ত্রণাধীন রাজস্ব কর্মকর্তাগণ এবং ডিজি,এলআর-এর এরূপ সীমানা নির্ধারণ ও RS-এর ভিত্তিতে বুড়িগঙ্গার নদীগর্ভ ও তীরভূমি উক্ত ডকইয়ার্ড মালিকদের নামে নামজারি করে দেয়া অবৈধ কাজ বলে বিবেচিত যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। IT is a fake and false case. IT will be rejected immediately counting as Fraudulent Entry or clerical mistake CS 149 [4], SATA, 1950. এসব অঞ্চলে বুড়িগঙ্গা নদীতে কৃত্রিমভাবে Sand filling করে alluvian পরিস্থিতি করা হয়েছে বলেও সাম্প্রতিক জরিপ পরিদর্শনে দেখা যায়। এসব জমি জেলা প্রশাসক অবিলম্বে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ অথবা ১৪৯ [৪] ধারার অধীনে ব্যক্তিমালিকানা বাতিল করে সরকারি ১নং খতিয়ানভুক্ত করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ফিরিয়ে নেবেন।

উক্ত আইনানুযায়ী "নদীর জমি অপরাপর খাস জমির মতো খাস জমি নয়। এ জমি জেলা রাজস্ব সংগ্রাহক [Deputy Collector] বন্দোবস্ত দিতে পারেন না। সরকার যদি কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করেন তাহলে নদীর জমি সরকারের নিয়ন্ত্রণে হেফাজতেই তা সংরক্ষিত থাকবে। এ জমি হস্তান্তরযোগ্য নয়। কালেক্টরের ক্ষমতা সহকারী কমিশনার [ভূমি] প্রয়োগ করে থাকেন। নামজারি ভুলক্রমে করা হয়ে থাকলে ভুল ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সহকারী কমিশনার [ভূমি] সেটি রিভিউ করে যে কোনো সময় SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ [ঘ] ধারা প্রয়োগ করে বাতিল করবেন।"

ভূমি অফিস পরিদর্শনকালে দেখা যায়, বুড়িগঙ্গা নদীর কোরশোরে ও চরভূমিতে ব্যক্তি মালিকানা দলিলপত্র সৃজন করা হয়েছে। এগুলো কোনোটারই সিএস রেকর্ডে ব্যক্তিমালিকানা নেই। এর কোনো ট্রেসিং ম্যাপও নেই, সাইজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদনও নেই। নদীর জমি সিএস রেকর্ড পরীক্ষা না করে বুড়িগঙ্গা নদীর এসব জমি ভূমি অফিসের কর্মচারীগণ যোগসাজসে ব্যক্তিমালিকানায় নামজারি করে হস্তান্তর করেছে, যা সঠিক হয়নি। আরও উল্লেখ্য যে নদীর জমি কেবলমাত্র সিয়ারা জরিপ করেই CS পর্চার/নকশার সঙ্গে তুলনার্থে বিচার-বিশ্লেষণ করেই কেবলমাত্র কালেক্টর বাহাদুর যথার্থ সিদ্ধান্ত/আদেশ/রায় দিতে ক্ষমতাবান, অধীনস্থ রাজস্ব কর্মকর্তাদের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতার অবৈধ চর্চা যথার্থ নয়। কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে এসব নামজারি নথি Review/Revision করে আইনানুগ আদেশ দিবেন। RS এক্ষেত্রে একেবারেই মূল্যহীন।

বুড়িগঙ্গার [সদরঘাট টার্মিনালের অপর তীরে] মধ্যে ও তীরভূমিতে ৩৪ টি ও অন্যান্য ডকইয়ার্ডগুলি স্থাপনের কারণে নদীর চরভূমি, অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে। নদীর গর্ভ পর্যন্ত বেআইনীভাবে স্লিপওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে যা অনুমোদিত/নবায়নকৃতও নয়। নির্মাণাধীন বা সংস্কারাধীন জাহাজ নদীর মধ্যে রেখে মেরামত ও রং পালিশ করা হচ্ছে। জাহাজের ময়লা-আবর্জনা, রং ইত্যাদি নদীতে পড়ে ননীর পানি ও পরিবেশ দূষণ করছে একটা চরম অস্বাস্থ্যকর অবস্থা তৈরি হয়েছে। নদীর স্বাভাবিক চলাচলের পথ বাঁধাগ্রস্ত করা হয়েছে। এছাড়া সাগর ডকইয়ার্ডের সামনে ৫/৬টি জাহাজ নদীতে অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় রাখা হয়েছে, যা নদীর অবৈধ গতিপথ বাধাগ্রস্ত করাসহ নদী দূষণ করছে। সদরঘাট একটি ব্যস্ততম নৌ-বন্দর। এ বন্দরে দক্ষিণপাশে প্রায় পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত দুই কিলোমিটারব্যাপী ডকইয়ার্ড সংস্কারাধীন জাহাজ ডাম্পিং জাহাজ করে বুড়িগঙ্গা নদীর নৌপথকে সংকীর্ণ করা হয়েছে। এই সংকীর্ণ পথে নৌ চলাচলের সময় যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নৌপথটি নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে রাখার জন্য BIWTA/নৌপরিবহন অধিদপ্তর এর ভূমিকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু তাঁরা তাদের অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে তৎপর হয়নি। সদরঘাটের সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নৌ-চলাচলকে বাঁধাহীন ও নাব্য রাখতে হবে যে কোন মূল্য। নৌপথের নৌযান তৈরিতে ডকইয়ার্ডের ভূমিকা থাকলেও নদীর তীরভূমি অবৈধ দখল করে/পরিবেশ দূষণ করে/নৌ-চলাচল বাধাগ্রস্ত করে ব্যস্ততম সদরঘাট এলাকা ও অপর তীর জমিতে ডকইয়ার্ড স্থাপন অবৈধ।

সুপারিশ:

[১] ডকইয়ার্ডের সকল মালিক বা তাদের প্রতিনিধি ডকইয়ার্ড স্থাপনকৃত জমি, ডকইয়ার্ড সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে আগামী ৩ দিনের মধ্যে জমা দিবেন।

[২] সাগর ডকইয়ার্ডের সামনে নদীতে অবস্থানরত পুরাতন জাহাজ এবং ডাম্পিংকৃত জাহাজ জরুরি ভিত্তিতে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য বলা হলো। এ বিষয়েও নৌ-পরিবহণ অধিদপ্তর ও বিআইডব্লিউটিএ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করবে।

[৩] মীরেরবাগ ও কালীগঞ্জ মৌজাধীন আলোচিত স্থানের সিএস ম্যাপ পর্যালোচনা করে উক্ত ডকইয়ার্ডগুলির নামজারিকৃত নথি ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র গভীরভাবে পরীক্ষান্তে সহকারী কমিশনার [ভূমি] কেরানীগঞ্জ কালেক্টরের অনুমোদন নিয়ে এ কমিটিকে আগামী ৭[সাত] কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

এক্ষেত্রে উক্ত প্রতিবেদনে উক্ত দু'টি মৌজায় ডকইয়ার্ডের নামে নামজারিকৃত জমি, জমির শ্রেণি পরিবর্তন, খতিয়ানলিপি খাজনা দাখিলা সিএস মোতাবেক করা হয়েছে কি-না তা সংশ্লিষ্ট তফসিলাদিসহ সহকারী কমিশনার [ভূমি] পুনরায় পরীক্ষা করে কমিটির নিকট মতামত প্রদান করবেন।
যে সকল ডকইয়ার্ডের নামজারি সিএস-ভিত্তিক হয়নি, তা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ধারা ১৪৩, ১৪৭,১৪৯,১৫০ প্রয়োগ করে রেকর্ড সংশোধনের পরামর্শ প্রদান করা হয়।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.৯৯.০০৮.১৮-

তারিখ: ০৫ নভেম্বর ২০১৮

প্রাপক: কার্যার্থে

১। মো: হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। মো: শফিকুল ইসলাম, সদস্য [পরিকল্পনা ও পরিচালনা], বিআইডব্লিউটিএ-মনোনীত প্রতিনিধি, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
৩। মো: আনিছুজ্জামান, পরিচালক [প্রশাসন], ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
৪। অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক [রাজস্ব]/আরডিসি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা
৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
৬। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন [মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
৭। সার্বক্ষণিক সদস্যের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন [মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
৮। মো: মামুন হোসেন, সেক্রেটারি, ডকইয়ার্ড মালিক সমিতি, ১০৩ মতিঝিল, ঢাকা
৯। অফিস কপি।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: নারায়ণগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী ও মেঘনা নদীর দখল, দূষণ সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন।

গত ০৯/০২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে 'দি ডেইলি স্টার' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে মেঘনা নদী অবৈধভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত সংবাদের বরাতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার ও সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন মেঘনা নদী পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উপপরিচালক জনাব জমির উদ্দিন পাটোয়ারী, বিআইডব্লিউটিএ'র যুগ্মপরিচালক জনাব গুলজার হোসেন, গজারিয়া উপজেলা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং গজারিয়া রাজস্ব অফিসের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত পরিদর্শনের দৃশ্যমান প্রতিবেদন নিম্নে পেশ করা হলো :

১] মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার হোসেনদী ইউনিয়নের চরবেতাগি গ্রামের মেঘনা নদীর পশ্চিম তীর সংলগ্ন চরবেতাগী নামক স্থানে নদীর জায়গায় ডকইয়ার্ড নির্মাণের জন্য মেঘনার ফোরশোর এরিয়াতে খান ব্রাদার্স শিপওয়ে এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস নামে একটি প্রাইভেট লি: কোম্পানি আনুমানিক ৪০ একর জায়গার মধ্যে ৬০০ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট দুটি শিপওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। চরবেতাগীর সংলগ্ন চরবালাকী নামক স্থানে যেখানে শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী মেঘনায় মোহনায় এসে মিলিত হয়েছে উক্ত জায়গায় নদীর নাব্যতা প্রতিহত করে খান ব্রাদার্স কর্তৃক নদীর জায়গায় শিপওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। মেঘনা নদীর প্রবাহ কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না। জরুরিভিত্তিতে উক্ত স্থানে নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে হবে। নদীর জমি কীভাবে কোম্পানির নামে দেয়া হয়েছে তার

নথি পত্রসহ কমিশন যৌথ ও রেকর্ডভিত্তিক আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। বাস্তবায়ন : জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ এবং সহকারী কমিশনার [ভূমি], গজারিয়া।

২] মেঘনা নদীর উপর নির্মিত মেঘনা ব্রিজ সংলগ্ন নদীর বিশাল এলাকা দখল করে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, ফ্রেশ সিমেন্টসহ বিভিন্ন ফ্যাক্টরি, ওরিয়ন গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ, শাহ সিমেন্ট, সামিট গ্রুপ, দেশ গ্রুপ, আনন্দ শিপইয়ার্ড, হোলসিম প্রভৃতি কোম্পানি নদী দখল করে বিভিন্ন ধরনের মিল কলকারখানা/ডকইয়ার্ড নির্মাণ করছে এবং বাধাহীনভাবে নির্মাণ করে যাচ্ছে। এসব অবৈধ স্থাপনা আগামী ০৭[সাত] দিনের মধ্যে দখলমুক্ত করার জন্য বিআইডব্লিউটিএ এবং জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়ন : বিআইডব্লিউটিএ, জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।

৩] সোনারগাঁও উপজেলা প্রতাপের চর, মেঘনা ব্রিজের ভাটিতে মেঘনা গ্রুপ নদীর মধ্যে বাঁধ দিয়ে মেঘনা ডকইয়ার্ড নির্মাণ করছে। নদীর জায়গা কোনভাবে ডকইয়ার্ড নির্মাণ করা যাবে না। অবিলম্বে এ ডকইয়ার্ডেও স্থাপনা নদী হতে অপসারণ করতে হবে। বাস্তবায়ন : জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ, সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁও।

৪] সোনারগাঁ উপজেলায় মেঘনা নদীতে হোসেন্দী নামক জায়গায় আনুমানিক ৫০ একর নদীর ফোরশোর দখল করে সিটি গ্রুপের মালিক জনাব ফজলুর রহমান কর্তৃক হোসেন্দী ইকোনমিক জোন গড়ে তুলেছে। উক্ত ইকোনমিক জোন সিটি গ্রুপের নিকট হতে ক্রয় করে খান ব্রাদার্স কর্তৃক নদীর জায়গায় অবৈধ নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এতে নদীর নাব্যতা প্রায় বিলীন হওয়ার পথে। জরুরিভিত্তিতে নদী দখলমুক্ত করতে হবে। বাস্তবায়ন : জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ও চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

স্মারক নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫-১২৭ তারিখ: ৮/০২/২০১৯

বিতরণ: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য [জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়]

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২। সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। নির্বাহী পরিচালক [BEZA], প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৪। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন [৩য় তলা], মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৫। চেয়ারম্যান, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ [বিআইডব্লিউটিএ], ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
৬। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ ও সভাপতি, বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটি, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
৭। জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ ও সভাপতি, জেলা নদী রক্ষা কমিটি, মুন্সীগঞ্জ/জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ও সভাপতি, জেলা নদী রক্ষা কমিটি, নারায়ণগঞ্জ
৮। পুলিশ সুপার, মুন্সীগঞ্জ/নারায়ণগঞ্জ

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: ঢাকার চারপাশের নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক গত ২৬/১১/২০১৮ তারিখে মিরপুর সার্কেলের সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর অধিভুক্ত গোড়ান চটবাড়ি মৌজা পরিদর্শনের প্রতিবেদন।

ঢাকার চারপাশের নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে টাস্কফোর্স কর্তৃক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি গত ২৬/১১/২০১৮ তারিখে মিরপুর সার্কেলের সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর অধিভুক্ত গোড়ান চটবাড়ি মৌজা পরিদর্শন করে। পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

২। পরিদর্শনের শুরুতে গোড়ান চটবাড়ি মৌজায় দ্বিগুণ খালের দক্ষিণ পার্শ্বে উন্মুক্ত স্থানে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিনিধির উপস্থিতিতেএক প্রাথমিক সভায় মিলিত হন। সভায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: আলাউদ্দিন; ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মো: আনিছুজ্জামান ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার জনাব মো: আওরঙ্গজেব; কালেক্টর ও জেলা প্রশাসক, ঢাকার পক্ষে মিরপুর সার্কেলের সহকারী কমিশনার মিস আয়েশা সিদ্দীকা;পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব দেওয়ান আইনুল হক ও সহকারী পরিচালক জনাব রাজীবদেব গোস্বামী; বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ [বিআইডব্লিউটিএ] এর যুগ্ম পরিচালক জনাব এ কে এম আরিফ উদ্দিন, সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নূর হোসেন ও উপসহকারী প্রকৌশলী মো: আজিজুর রহমান এবং গণপূর্ত জরিপ অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী আবু আকম শাকির আহাম্মদ, নদী রক্ষা কমিশনের উপপরিচালক ড. অশোক কুমার বিশ্বাস, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জনাব আখতারুজ্জামান তালুকদার, মিরপুর সার্কেলের ভূমি সহকারী কর্মকর্তা দীপংকর চন্দ্র চন্দ, সার্ভেয়ার মোছা: নিশাত খানম, মো: মাহবুবুর রহমান ও মো: মজিবুল হক, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, ঢাকা এর কারিগরি উপদেষ্টা মো: হাসান রেজা শিকদার উপস্থিত ছিলেন। তুরাগ নদীর সীমানা পিলারের আপত্তিকারীদের পক্ষে জনাব মো: আব্দুল হালিম, জনাব মো: মোশাররফ হোসেন, প্রকৌশলী মোরশেদ আলম ও মো: মেজবাহ উদ্দিন মোল্লা উপস্থিত ছিলেন।

৩। সভাপতির অনুমোদনক্রমে সভার এজেন্ডা উপস্থাপন করতে গিয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: আলাউদ্দিন বলেন যে, তুরাগ নদীর পিলার স্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মালিকদের আপত্তি রয়েছে এবং এ বিষয়ে আদালতের নির্দেশনাও রয়েছে। পিলার স্থাপনে ভুল করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই বিষয়টির আইনানুগ সুষ্ঠু সমাধান চায় জাতীয়নদী রক্ষা কমিশন। পানি উন্নয়ন বোর্ড সচেতন থাকলে নদীর এতটা দখল হতনা। সহকারী কমিশনার [ভূমি] অফিস নদীর দখল রোধে যে দায়িত্ব ছিল তারা তা করেননি। তুরাগকে বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান আওতাভুক্ত ক্রাশ প্রোগ্রামে দখলমুক্ত করতে চায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, এজন্য পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। আশুলিয়া ব্রিজ থেকে আমিনবাজার পর্যন্ত সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে।

৪। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আইনুল হক বলেন যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড কোন ভূমি মালিককে কেবল সংযোগ সড়ক তৈরি ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে। বোর্ড কাউকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিতে শিল্প কারখানা স্থাপন করার অনুমতি প্রদান করেনা। তারা সিমেন্ট কারখানা, রেডি মিক্স তৈরির কারখানা ও বালির ব্যবসা করার জন্য কাউকে তারা ভূমি দিয়ে দেননি। তবে জোরপূর্বক বাঁধ দেয়া সত্ত্বেও অধিগ্রহণকৃত ও অব্যবহৃত জমিতে এসব কারখানার মালিকগণ প্রভাব বিস্তার করে দখল করে ফেলেছে।

৫। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ [বিআইডব্লিউটিএ] এবং কালেক্টর বাহাদুর ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] তুরাগ নদী অবৈধ দখলের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। জনসাধারণের মনে সন্দেহ তৈরি হতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির দায়িত্বশীল কর্মকর্তার কোনো কিছুর বিনিময়ে এ কৌশলগত নিরবতা পালন করেছে কিনা। ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর তুরাগ নদী সময়ে সময়ে উপযুক্তরূপে দিয়ারা জরিপ করে দিতে পারেনি, ফলে নদীর সীমানা অস্পষ্ট ও অরক্ষিত থেকেছে। তিনি এ প্রসঙ্গে কয়েকটি নির্দেশনা প্রদান করেন। [ক] তুরাগসহ ঢাকার আশে-পাশের সব নদীর ডিজিটাল দিয়ারা সার্ভে করার জন্যভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তরকে পত্র দিতে হবে। ডেল্টা প্লানের আওতায় ক্রাশ প্রোগ্রাম নিয়ে এ সার্ভে সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য স্পারসো ও সিজিআইএস এর সহযোগিতা নিতে পারে ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর; [খ] দিয়ারা জরিপ সম্পন্ন করতে হবে নদীর দুই দিকে। অবৈধ দখলকারীদের তালিকা করবে সহকারী কমিশনার [ভূমি] মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট, টঙ্গী, সাভার, আশুলিয়া, আমিনবাজার,

লালবাগ ও ধানমন্ডি। নদীর দুই দিকে খাস জমি ছিল কিনা, থাকলে তা কোথায় গেল এর বিবরণ তৈরি করবেন তারা একইসঙ্গে অবৈধ দখলদারদের নদী দখলের তালিকাও চূড়ান্ত করতে হবে অবিলম্বে; [গ] বিআইডব্লিউটিএ তাদের নির্ধারিত ল্যান্ডিং স্টেশনের জন্য কতটুকু ভূমি লাগবে তা পুনর্মূল্যায়নপূর্বক তার চাহিদা নির্ধারণ করে প্রেরণ করবে; [ঘ] বেড়িবাঁধ ও তুরাগ নদীর ফোরশোর এর মধ্যবর্তী যে সমস্ত স্থানে জমি রয়েছে তা নদী ও বাঁধ রক্ষার্থে নদী উন্নয়নের স্বার্থে Pathway তৈরির জন্য সকল জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন ; [ঙ] এসব কাজ করতে গিয়ে ব্যক্তি মালিকদের সত্যিকার স্বত্ব থাকলে তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। তাদের জমি নদী রক্ষার্থে সরকারি প্রয়োজনে ব্যবহার করা হলে বিধি মোতাবেক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিংবা অধিগ্রহণ করা যাবে; [চ] তুরাগ, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদী রক্ষার্থে নদীগুলির সীমানা নির্ধারণ চূড়ান্তকরণে আগামী ১ [এক] বছরের কার্যক্রমের ক্যালেন্ডার তৈরি করবে নদী রক্ষা কমিশন। এর প্রথম পর্যায়ে আগামী ৫/১২/২০১৮ তারিখে মিরপুর সার্কেলের সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর দপ্তরে কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে সকাল ১০ টায়; [ছ] পানি উন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন ভূমি দখলকারীদের তালিকা ও দখল ছেড়ে দেয়ার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশের কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করতে হবে; [জ] ঢাকার চারপাশের নদীগুলির ডিজিটাল দিয়ারা ম্যাপ তৈরির জন্য স্পারসোর সহায়তা গ্রহণের বিষয়টিসহ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন চূড়ান্ত করবে।

৬। ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার জনাব মো: আওরঙ্গজেব বলেন যে, তুরাগ ও বালু নদী ভাঙনপ্রবণ নয়, অন্যদিকে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ভাঙনপ্রবণ। তুরাগ নদে ভাঙন না হওয়ার কারণে দিয়ারা জরিপ হয়নি বলে মন্তব্য করেন জনাব মো: আওরঙ্গজেব। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান এ বক্তব্যকে গ্রহণ না করে বলেন যে, SATA ১৯৫০ সালের ৮৬ ও ৮৭ ধারা অনুযায়ী নদী মেপে নেয়ার দায়িত্ব কালেক্টর বাহাদুরের। ভাঙুক বা না ভাঙুক দিয়ারা জরিপ করে নদীরসীমানা বুঝে নিতে হবে। SATA ১৯৫০ সালের আইনের ১৪৩[ধ] ধারা অনুযায়ী জরিপ অধিদপ্তরের সহায়তা নিয়ে হালনাগাদ করার প্রয়োজনে কালেক্টর/রাজস্ব কর্মকর্তা মাপজোখ/নির্ধারণ করতে পারেন। Port Act ,১৯০৮ অনুযায়ী নদ-নদীর ফোরশোর থাকবে। নদী ভাঙলে ফোরশোর বেড়ে যাবে। তিনি বলেন যে, তুরাগ নদীর হাই ওয়াটার মার্ক চিহ্নিত করতে হবে। তিনি উপস্থিত পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদেরকে ব্যাখ্যা করার জন্য জিজ্ঞাসা করেন, গোড়ান চটবাড়ি মৌজার দ্বিগুণ খালের বিপরীত পাশে পানি উন্নয়ন বোর্ডেরজায়গায় মাইশা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, রেডিমিক্স সিমেন্ট কারখানা, কয়েকটি টাইলস কোম্পানি হলো কিভাবে? সরকারি টাকায় জমি অধিগ্রহণ করে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে দিয়েছে, বেআইনিভাবে লিজ দেয়ার জন্য নয়। যাদের কারণে নদীর জমি বেদখল হলো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন যে, ফোরশোরে ৫০০ ফুট দূরে পিলার স্থাপন করা হয়েছে যার অবস্থান সঠিক নয়, এটি সরিয়ে নেয়ার দাবি জানান। জনগণের পক্ষে অলিম্পিক সিমেন্টের জনাব এস এম কাউসার, বেসরকারি ভূমি মালিক দাবিদার জনাব মোকলেস আদালতের সিদ্ধান্তের আলোকে তাদের জমির পিলার সরানোর দাবি জানান। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান তাদেরকে জমির স্বত্ব প্রমাণের জন্য আইনানুগ সকল পর্চা, ম্যাপ ও দলিলাদি পরদিন মিরপুর সার্কেলের সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর দপ্তরে দাখিল করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, সরকারের পক্ষে নদী রক্ষা কমিশন ও কালেক্টর ন্যায়ানুগ ও নিরপেক্ষভাবে কাগজপত্র পরীক্ষা করে যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে পিলারের অবস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে ডিজিটাল জরিপ করে তাদের মতামত জানাবেন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। আদালতের আদেশ বাস্তবায়নে এ ক্ষেত্রে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর/কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে তা সুরাহা করবেন।

৮। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নদী পরিদর্শনকরা আবশ্যক। অন্যথায় বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় নীতি নির্ধারণে সীমাবদ্ধতা থাকবে।

৯। সভাশেষে নদীর পিলার ও নদীর সীমানা পরিদর্শন করেন উপস্থিত সদস্যবৃন্দ। দেখা যায়, দ্বিগুণ খালের মুখে প্রস্থ ১৮০ ফুট। আমিন বাজার থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত তুরাগ নদীতে অনেকগুলি খাল আছে এবং ৫১ টি স্লুইস গেট রয়েছে মর্মে জানা যায়। গোড়ান চটবাড়ি মৌজার স্লুইস গেটের পাশে নদীর তীরে একটি বিশাল কনস্ট্রাকশন কোম্পানি [মাইশা কনস্ট্রাকশন] দেখা যায়। বালু ভরাট করে নদীর flood flow zone এলাকায় এটি নির্মাণ করার ফলে বর্ষাকালে নদীর পানি প্রবাহে বাধা প্রদান করছে এ স্থাপনাটি। এর পাশে রয়েছে এবিসি রেডি মিক্স সিমেন্ট কারখানা, কয়েকটি টাইলস কোম্পানি। এসব কোম্পানি পানি উন্নয়ন বোর্ডের জায়গা অবৈধ দখল করেও রয়েছে সকলে প্রত্যক্ষ করেন। এসব স্থাপনা অবিলম্বে তুলে নেয়ার নোটিশ প্রদান ও কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করা হয় নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ডকে। বেড়ি বাঁধ ও নদীর মাঝে অ্যাংকর সিমেন্টের জায়গা দেখা যায়। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান পরামর্শ প্রদান করেন যে, তুরাগ নদীর ফোরশোর এবং বেড়ি বাঁধের অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমি, যা এসব কোম্পানি জবরদখলপূর্বক ব্যবসায়ে নিয়োজিত রয়েছেন বা রেখেছেন। তা অবিলম্বে অধিগ্রহণের মাধ্যমে নদী ও বাঁধ রক্ষার

কারণে এবং দু'ধারে পর্যাপ্ত Pathway তৈরি ও জনগণের জন্য ইকোপার্ক কিংবা waterbody সৃষ্টির জন্যার্থে বিধি মোতাবেক অধিগ্রহণ করাই শ্রেয় বলে বিবেচিত।

১০। পরিদর্শন শেষে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাশ্ব হাউজের সম্মেলন কক্ষে কমিটির সদস্যবৃন্দ পুনরায় মিলিত হন। সেখানে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়। চেয়ারম্যান বলেন যে, কালেক্টর, ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ সকল নদী ও সংযোগ খাল রক্ষায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এ প্রেক্ষাপটে সরকার আদালতের পরামর্শে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন তৈরি করেছে। রাষ্ট্রীয়/জাতীয় স্বার্থে নদী রক্ষায় ব্যর্থতার কোন সুযোগ নেই। ভবিষ্যত প্রজন্মের অস্তিত্ব ও ক্রমবর্ধিত হারে পানির জোগান দান ও সভ্যতা টেকসই করার স্বার্থে নদীগুলি রক্ষা করতেই হবে। এক্ষেত্রে সম্মিলিত প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের বিকল্প নেই। তবে হাইড্রোমরফোলজিক্যাল ও জিওটেকনিক্যাল/জিওফিজিক্যাল/জিওগ্রাফিক্যাল সমীক্ষা করে টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। Bangladesh Delta Plan 2100 এর আওতায় এসব প্রকল্প বাস্তবায়নযোগ্য। ঢাকার চারপাশের বছরের ৩৬৫ দিনই নৌপরিবহণযোগ্য করে গড়ে তুলতে নদীগুলির সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি স্থায়ী মনোরম circular waterway/shipping facilities সৃষ্টি/সচল করতে হবে। তুরাগ, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, বালু নদী ঢাকার প্রাণ। এগুলিকে দখল, দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে, এগুলির নব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

১১। কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, ধলেশ্বরী ও তুরাগসহ ঢাকার চারিপাশের সব নদীর ডিজিটাল জরিপ ১ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে শুরু করে অব্যাহতভাবে চলবে। 'Bangladesh Delta Plan 2100' এর আওতায় ক্রাশ প্রোগ্রাম নিয়ে এ জরিপ টাস্ক ফোর্স কর্তৃক গঠিত কমিটি ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর প্রয়োজনে স্পারসো ও সিজিআইএস এর সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারে।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর। ২। বিভাগীয় কমিশনার ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি, ঢাকা বিভাগ ৩। জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর, ঢাকা ৪। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ
২	সহকারী কমিশনার ভূমি মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট, টঙ্গী, সাভার, আশুলিয়া, আমিনবাজার, পালবাগ ও ধানমন্ডি তুরাগ নদীর অবৈধ দখলকারীদের তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী যেই হোকনা কেন ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর মধ্যে উচ্ছেদ ও উদ্ধারপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও টাস্কফোর্স কমিটি বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। নদীর দুই দিকে খাস জমি ছিল কিনা, থাকলে কিভাবে কার দখলে আছে এর বিবরণ তৈরি করতে হবে।	১। বিভাগীয় কমিশনার ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি, ঢাকা বিভাগ ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুর, ঢাকা। ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পাউবো ৫। সহকারী কমিশনার ভূমি, মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট, টঙ্গী, সাভার, আশুলিয়া, আমিনবাজার, পালবাগ ও ধানমন্ডি।
৩	বিআইডব্লিউটিএ ল্যান্ডিং স্টেশনের জন্য কি পরিমান ভূমি প্রয়োজন হবে তার চাহিদা নির্ধারণ করে অবিলম্বে জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর নিকট প্রেরণ করবে। বিআইডব্লিউটিএ/নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় পোর্ট এ্যাক্ট ১৯০৮ মোতাবেক এবং নৌ চলাচল ল্যান্ডিং স্টেশন উপযুক্তরূপে ব্যবস্থাপনার বাস্তব প্রয়োজনীয়তার নিরীখে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর বাহাদুর এবং একইসঙ্গে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও টাস্কফোর্সকে ফোরশোর এর চাহিদা সুনির্দিষ্টরূপে প্রদান করবে, যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও উক্তরূপ কমিটির তত্ত্বাবধানে সীমানা উক্তরূপে	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও কালেক্টরগণ ৩। জরিপ অধিদপ্তরের উপযুক্ত জরিপ কমিটি

	আইন কানুনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে ও পিলার স্থাপন করতে হবে।	
৪	আমিনবাজার থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত বেড়িবাধ থেকে তুরাগ নদী পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি থাকলে তা নদী ও বেড়িবাঁধ সংরক্ষণের স্বার্থে ফুটপাথ/সার্কুলার ওয়াটার গুয়ে তৈরির লক্ষ্যে/ প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বেড়ি বাঁধ ও নদীর মধ্যবর্তী চিলতে পরিমাণ বদ্ধ [closed] জমিতে অ্যাংকর সিমেন্ট, মাহিশা কনস্ট্রাকশন ও টাইলস কারখানাসহ যেসকল অবৈধ কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে সেগুলি আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ এর মধ্যে উচ্ছেদ করতে হবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সকলের সহযোগিতা কামনা করে।	১। টাস্কফোর্স কর্তৃক গঠিত কমিটির সকল সদস্য ২। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩। জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর বাহাদুর, ঢাকা। ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মিরপুর। ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট, টঙ্গী, সাভার, আশুলিয়া, আমিনবাজার, লালবাগ ও ধামরাই।
৫	উন্নয়ন করতে গিয়ে নদীর তীরবর্তী ব্যক্তি মালিকদের প্রকৃত স্বত্ব থাকলে তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবেনদী রক্ষার্থে ও পোর্ট এ্যাক্ট মোতাবেক ফোরশোর ও ল্যান্ডিং স্টেশন ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সরকারি প্রয়োজন অনুযায়ীএসব জমি অধিগ্রহণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুর,ঢাকা। ২। সহকারী কমিশনার [ভূমি], মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট, টঙ্গী, সাভার, আশুলিয়া, আমিনবাজার, লালবাগ ও ধামরাই।
৬	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও টাস্কফোর্স কর্তৃক গঠিত কমিটিআগামী ১ [এক] বছরের জন্য উক্ত নদীগুলির সীমানা নির্ধারণসহ পাথওয়েসহ সার্কুলার ওয়াটারওয়ে/নৌপথ তৈরির পথ সুগম, সুনিশ্চিত, বাধাহীন, জটিলতামুক্ত করার কার্যক্রমের ক্যালেন্ডার তৈরি করবে। এর প্রথম পর্যায়ে ৫/১২/২০১৮ তারিখ সকাল ১০টায় মিরপুর রাজস্ব সার্কেলের সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর দপ্তরে পিলার স্থাপন সংক্রান্ত আপত্তির কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে।	১। সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। ২। টাস্কফোর্স কর্তৃক গঠিত কমিটির সকল সদস্য ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], মিরপুর রাজস্ব সার্কেল, ঢাকা।
৭	পানি উন্নয়ন বোর্ড তুরাগ নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধের দুপার্শ্বে অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়ন করে জরুরিভাবে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণান্তে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ও টাস্কফোর্স কর্তৃক গঠিত কমিটির আহ্বায়ক এর নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	১। প্রধান প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড। ২। জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর, ঢাকাসহ সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ।
৮	ঢাকার চারপাশের নদীগুলির ডিজিটাল ম্যাপ তৈরির বিষয়ে স্পারসোসহ অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ/ব্যবহারকারী টেকনিক্যাল সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে একটি সভা করে কারিগরি সহায়তা গ্রহণ নিশ্চিত করবে।	১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। ২। চেয়ারম্যান, স্পারসো ৩। মহাপরিচালক, পাউবো
৯	গোড়ান চাটবাড়ি মৌজার ও খিলগাঁও মৌজার স্লুইস গেটের পাশে নদীর তীরে মাহিশা কনস্ট্রাকশন,এবিসি রেডি মিক্স সিমেন্ট কারখানা ও কয়েকটি টাইলস কোম্পানি পানি উন্নয়ন বোর্ডের জায়গা দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করছে। তারা ময়লা আবর্জনা ও কারখানার বর্জ্য ফেলে নদী ভরাট ও নদীর পানি দূষণ করছে। কাজেই নদীর পাড় রক্ষা, নদী ভরাট প্রতিরোধ ও দূষণ প্রতিরোধে অবিলম্বে এ সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। প্রধান প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড। ২। জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর, ঢাকা। ৩। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ
১০	তুরাগ নদীর হাইড্রোমরফলজিক্যাল সমীক্ষা করে হাইড্রোগ্রাফিক্যাল, জিওটেকনিক্যাল ও জিওফিজিক্যাল ডাটাবেইজ যাচাই বাছাই/	১। চেয়ারম্যান, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ।

	পরীক্ষা নিরীক্ষাক্রমে তুরাগসহ ঢাকার আশে পাশের জেলাগুলির নদীর সীমানাসহ হাই ওয়াটার মার্ক ও লো ওয়াটার মার্ক চিহ্নিত করতে হবে।	২। প্রধান প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড। ৩। চেয়ারম্যান, স্পারসো
১১	তুরাগ নদী ও বেড়িবাঁধের মধ্যবর্তী অঞ্চলে চিলতে পরিমাণ কয়েকখন্ড জমি ব্যক্তিমালিকানাধীন রয়েছে। সেসব জমি মালিকগণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিগ্রহণকৃত জমি ও তুরাগ নদীর জমি অবৈধভাবে ব্যবহার করছে। এজন্য নদী ও জনগণের স্বার্থে এসব চিলতে জমি পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অবিলম্বে পুনঃঅধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব পেশ করতে হবে। তুরাগ নদীর ফোরশোর এবং বেড়ি বাঁধের অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমি, যা বিভিন্ন কোম্পানি জবরদখলপূর্বক ব্যবসায়ে নিয়োজিত রয়েছেন বা রেখেছেনতা অবিলম্বে অধিগ্রহণের মাধ্যমে নদী ও বাঁধ রক্ষার জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থে দু'ধারে পর্যাপ্ত Pathway তৈরি ও জনগণের জন্য ইকোপার্ক কিংবা waterbody সৃষ্টির জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি মোতাবেক অধিগ্রহণ করাই শ্রেয় মর্মেসিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড। ৩। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৪। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর, ঢাকা। ৬। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ সহকারী কমিশনার [ভূমি]

১২। কমিটির সদস্যবৃন্দ উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
ও
সভাপতি,
ঢাকার চারপাশের নদীর সীমানা জটিলতা নিরসনকল্পে গঠিত কমিটি

স্মারক নং-১৮.২০.০০০০.৯১৮.১০.০০১.১৪-৮৫০ তারিখ: ১১/১২/২০১৮

বিতরণ: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য [জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়]

১। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
৪। চেয়ারম্যান, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ [বিআইডব্লিউটিএ], ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৫। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন [৩য় তলা], মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৬। প্রধান প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, এলিট হাউস, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর, ঢাকা।
৯। পরিচালক [প্রশাসন], ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মিরপুর।
১১। সহকারী কমিশনার [ভূমি], মিরপুর সরকারি রাজস্ব সার্কেল, কাঁটাবন, নীলক্ষেত, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতার্থে]।
১৩। দাপ্তরিক নথি।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও কিশোরগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটি কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত কিশোরগঞ্জ জেলাধীন নদ-নদীর দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ।

তারিখ: ০৬ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ।। স্থান: কিশোরগঞ্জ

জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব মো: সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী সেমিনারের শুরুতে উপস্থিত সকলের সাথে পরিচিতি হন। তিনি বলেন যে, অদ্য সকালে চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, সার্বক্ষনিক সদস্য, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব], উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সকল দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মিঠামইন এলাকার পরিদর্শন করি। পরিদর্শনের বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তিনি বলেন এই সেমিনারে দুটি পেপার উপস্থাপন করা হবে, একটি জেলা প্রশাসন কর্তৃক এবং অপরটি নির্বাহী প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উপস্থাপন করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] দুলাল চন্দ্র সাহা তাঁর পেপার উপস্থাপন করে বলেন যে, কিশোরগঞ্জ নদী মাতৃক জেলা। এখানে নদ-নদী সহ অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার নদ-নদীর সামগ্রিক চিত্র পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, জেলার পূর্ব সীমানায় মেঘনা, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে সোনাকোণা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কংস, মগরা নদী এবং রয়েছে এদের অসংখ্য শাখা সংযুক্ত নদী ও খাল। নদীগুলো দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে অধিকাংশ শাখা-প্রশাখা ভৈরবের নিকট মিলেছে এবং ভৈরবে সৃষ্টি হয়েছে একটি ফানেল সদৃশ আকৃতি [Funnel shape], যার এক দিকে মেঘনা ও অপর দিকে ব্রহ্মপুত্র আর ডালপালা হিসাবে অন্যান্য নদী ও খালগুলোর অবস্থান। কিশোরগঞ্জ জেলায় ছোট-বড় মোট ৩৩টি নদ-নদী রয়েছে। নদীসমূহের মধ্যে ১টি নদীর তীরে ১৪টি ছোট/বড় বাজার রয়েছে এবং ১২টি নদীতে নাব্যতা নেই।

নদ-নদী দখল সম্পর্কে তিনি বলেন যে, নদী তীরে অবৈধ স্থাপনার মাধ্যমে দখল, অবৈধ হাট-বাজার গড়ে উঠার মাধ্যমে দখল, প্রভাবশালী ও ভূমিদস্যু কর্তৃক দখল, অবৈধভাবে মাছ চাষের মাধ্যমে দখল, নদীতে স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মাছ ধরার মাধ্যমে দখল এবং অবৈধভাবে বালি উত্তোলন।
নদ-নদীর দূষণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, জনসচেতনতার অভাব, শিল্প ও কৃষি বর্জ্য নিক্ষেপ, ইঞ্জিনচালিত নৌযানের তেল, মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার, পৌরসভা কর্তৃক শোধনহীন গৃহস্থালির বর্জ্য এবং নদীতে কাঁচা পয়ঃনিষ্কাশন।

নদ-নদীর ভরাট সম্পর্কে তিনি বলেন যে, প্রাকৃতিকভাবে নদীর তলদেশে বালি/পলি জমে ভরাট, নদী তাঙনের ফলে ভরাট, নদীর জেগে ওঠা জমি অবৈধভাবে দখল করে চাষাবাদ, কৃষি জমি সম্প্রসারণ দরুন ভরাট, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন বাধ/সেতু/কালভার্ট/স্লুইচগেট নির্মাণের দরুণ ভরাট, ত্রুটিপূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য এবং দীর্ঘদিন ধরে কচুরিপানা জমে ভরাট ।

নদ-নদী রক্ষার্থে জেলা প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সিএস নকশা ও খতিয়ান অনুযায়ী নদী শ্রেণি রেকর্ড হালকরণের নির্দেশনা প্রদান, নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদ এবং উচ্ছেদ কার্যক্রম বেগবান রাখতে নির্দেশনা প্রদান, জনসচেতনার জন্য সাইনবোর্ড টানানো, গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি নদী খননের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ এবং নদী রক্ষার্থে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ।

নদ-নদী রক্ষার্থে করণীয়/সুপারিশ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে, সিএস রেকর্ড অনুযায়ী নদীর সীমানা চিহ্নিত করে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে, দিয়ারা জরিপ প্রয়োজন, কচুরিপানা অপসারণ করতে হবে, নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে ড্রেজিং করতে হবে, দখল/দূষণ রোধে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে, নদী থেকে অবাধে বালি উত্তোলন বন্ধ করতে হবে, নদীর তীরে দেশী এবং পরিবেশবান্ধব গাছ লাগাতে হবে ।

করণীয়/সুপারিশ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, নদীর দূষিত পানিকে ব্যবহার উপযোগী করা, নদী দূষণরোধে জনসচেতনতার পাশাপাশি আইনের আওতায় আনা, মাছের প্রজননের জন্য অভয়াশ্রম তৈরি করা, নৌপথ উন্মুক্ত করতে হবে, প্রধান নদ-নদীর সাথে ছোট নদীর পানির প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য সার্ভে করে ব্যবস্থা নিতে হবে, মনিটরিং এর জন্য কালেক্টরেটে নদী বিষয়ক শাখা/সেল গঠন করা যেতে পারে, নদী রক্ষার্থে সকল বিভাগ সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে হবে, নদ-নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে ।

পৌরসভার বর্জ্য নদীতে নিক্ষেপ নিঃসরণ করা হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন যে, নদীর প্রতি মায়া/দরদ সৃষ্টি করার জন্য নদীর নাম, আয়তন, সম্বলিত সাইন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। মনিটরিং এর জন্য কালেক্টর নদী বিষয়ক শাখ/সেল গঠন করার আহ্বান জানান। নদী বাঁচলে দেশ বাঁচবে। একথা বলে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম শুরুতে একটি ভিডিও প্রদর্শন করে অত্র এলাকার নদ-নদীর সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরেন এরপর তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার নদ-নদীর বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন।
কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রবহমান প্রধান ছয়টি নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ১। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র; ২। নরসুন্দা; ৩। সিংগুয়া; ৪। ধনু; ৫। ঘোড়াউত্রা; ৬। কালনী নদী কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রবহমান অন্যান্য ছোট নদী সমূহ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ১। বালেশ্বরী ; ২। চাকী চরিগ্রাম; ৩। বিসুক; ৪। হাটুরিয়া; ৫। লোপড়া; ৬। ঘরতালা ৭। আড়িয়াল; ৮। কুড়িখাই; ৯। সুতী; ১০। অশিয়ুয়া; ১১। নাগী; ১২। সমারচর মরা; ১৩। জল কাইরাইল ; ১৪। বেতাগা; ১৫। বেতাই ধামিনী; ১৬। উজান ধনু; ১৭। কালী; ১৮। ভুবি নদী; ১৯। সোয়াইজান; ২০। করগাঁও; ২১। রোদা; ২২। মগরা; ২৩। চিনাই; ২৪। দামিহা; ২৫। বর্গি; ২৬। বেতাই; ২৭। চয়ড়ালজাঙ্গা নদী।

তিনি আরো বলেন যে, নরসুন্দা নদীটি বর্তমানে প্রায় মৃত। তিনি নদী রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন বাচ্চু বলেন যে, এই শহরের ব্যাপক জলাবদ্ধতা রয়েছে। নরসুন্দা নদীর চৌহদ্দি ফিরিয়ে আনার দাবি জানান। তিনি চলমান প্রকল্পের ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। এই বিষয়ে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বাপার সদস্য কিবরিয়া বেগম বলেন যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড নরসুন্দা নদী নিয়ে কি কাজ করছে সে সম্পর্কে জনগণ জ্ঞাত নয়। তিনি ১৮ কোটি টাকার নদী খনন প্রকল্পের কাজ দৃশ্যমান নয় এবং এর ওয়াক ওয়ে নির্মাণ যথাযথ হয়নি। নদী খনন করে নদীতেই ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে, যা কাম্য নয়। বর্তমানে নরসুন্দ নদী খালে পরিণত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের সাথে সংযোগ খাল খনন করে নরসুন্দ নদীর পানিপ্রবাহ পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান। নরসুন্দ নদীর তীরে যে সব অবৈধ দখল রয়েছে তাদের উচ্ছেদ করতে হবে। আড়িয়াল খা নদীতে বাধ দেওয়ার কারণে পানি প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। বালু উত্তোলন করে ব্রহ্মপুত্র নদীতেই ফেলা হচ্ছে। সিএস পর্চা অনুসারে ব্রহ্মপুত্র নদী অনেক বড় ছিলো। বর্তমানে নদীটি অনেক হ্রাস পেয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে নরসুন্দ নদীতে প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে।

জেলা সভাপতি জনাব আলম সারোয়ার টিটু বলেন যে, শহরে অল্প জায়গায় পর পর অনেকগুলো ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এর পাশে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের আহ্বান জানান। তিনি নরসুন্দ নদীর আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি জানান।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] বলেন যে, পাকুন্দিয়া নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে গেয়ে মামলার কারণে করা যায় নি। বর্তমানে আদালত কর্তৃক স্থগিত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ফলে উচ্ছেদ করা যাচ্ছে না।

বিজ্ঞ জিপি বিজয়শংকর রায় বলেন যে, নদীর দখল দূষণের বিষয়টি আরও আগেই আলোচনা করা উচিত ছিল। সিএস রেকর্ড অনেক পুরনো। বর্তমানে আরএস রেকর্ড সংশোধন না করে উচ্ছেদ করতে গেলে সংশ্লিষ্টরা আদালতে যাবেন। এতে করে হাইকোর্ট নিষেধাজ্ঞা দিতে পারেন। ফলে উচ্ছেদ কার্য করা যাবে না। সিএস অনুসারে কখনও নোটিশ করা যাবে না। এতে আইনের জটিলতা বাড়বে। ল্যান্ড সার্ভেতে প্রায় ৫০০০ মামলা করেছি। অথচ আমাদের বকেয়া প্রায় ১ কোটি টাকা আজও পেলাম না।

তাড়াইল উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার লুৎফুল মাহমুদ বলেন যে, নদ-নদী রক্ষার আন্তরিকতা থাকলে নদী রক্ষা করা সম্ভব। স্ব অবস্থান থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করলে সরকারি স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব।

প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব মোস্তফা কামাল বলেন যে, নদীর দূষণ রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এখনকার নদ-নদীর নাব্যতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। ফলে ড্রেজিং এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নরসুন্দ নদীর সীমানা নির্ধারণে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। শুধু খনন নয় সীমানা নির্ধারণের দুর্নীতি হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কাউনিয়া এলাকার বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এই বাধ অপসারণ করতে হবে। এতে নরসুন্দের প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। ব্রহ্মপুত্র সঠিকভাবে ড্রেজিং করা হলে নরসুন্দের পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। নদ নদী খাল বিল খনন করলে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাস পাবে।

ইটনা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মশিউর রহমান খান বলেন যে, আগাম বন্যার কারণে ব্যাপক ফসল হানি ঘটে। এ বছর যে পরিমাণ পানি পাওয়ার কথা সে পরিমাণ পানি পাওয়া যায় নি। তিনি আরো জানান যে, তিনটি নদী খননের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সিনাই নদীতে প্রায় ২ কিঃমিঃ এলাকার কাটা বাঁশ অপসারণ করা হয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন থেকে হাওর এলাকার মনিটরিং টিম পাঠানোর আহ্বান জানান।
বাজিতপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন যে, বালু উত্তোলনে বাঁধা দিলে বালু উত্তোলনকারীরা সীমানা অতিক্রম করে অন্য উপজেলায় চলে যায় [নিকলি উপজেলা] ফলে আমরা তাদের আইনের আওতায় আনতে পারি না। এ বিষয়ে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন যে, ড্রেজেড সয়েল বিক্রি করা যেতে পারে।
বাপার সদস্য বলেন যে, নরসুন্দ নদীর খনন কাজে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ভৈরব পৌরসভার মেয়র জনাব ফখরুল আলম আক্কাছ বলেন যে, নরসুন্দ এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী বিলুপ্ত/মৃত। সেনাবাহিনী কর্তৃক ড্রেজিং এর কোন সুফল পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন যে, নদীতে জেগে ওঠা চর ড্রেজিং করে সেই মাটি দ্বারা নদীর ভাঙন রোধ করা যেতে পারে। অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করায় নদী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
সার্বক্ষণিক সদস্য বলেন যে, নদী সংক্রান্ত বিষয়ে জনসচেতনতা/জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে জেলা পর্যায়ের এই সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। নরসুন্দ নদীর খনন প্রকল্পের দুর্নীতির দায়ে জড়িতদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনা হবে। সন্যাসী চরের নিকট খনন করলে ব্রহ্মপুত্র নদীতে নাব্যতা/প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। অত্র এলাকার ৩৩টি নদ নদীর দখল দূষণ বিষয়ে পত্রিকার প্রকাশের আহবান জানান। তিনি বলেন যে, নদ নদীর দখলদারদের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল মামলা করতে হবে। প্রেসক্লাবের সভাপতির নিকট নদী সংক্রান্ত দুর্নীতির বিষয়ে পত্রিকা কাটিং দেওয়ার আহবান জানান। তিনি পরিবেশ অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দূষণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানান। অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নির্মাণ না করার আহবান জানান। কোন রাস্তা যাতে নদী খালের প্রবাহ/নাব্যতা নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে কাজ করতে হবে। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/কানুনগোদের নিয়মিত নদী পরিদর্শনের আহবান জানান। তিনি আরো বলেন যে, কোন বর্জ্য/আবর্জনা কোনোক্রমে নদীতে নিক্ষেপ/নিঃসরণ করা যাবে না। বিচ্ছিন্নভাবে নদী খনন না করে সমন্বিতভাবে নদী খনন করতে বলেন। নদীর জমি বন্দোবস্তযোগ্য নয়। তিনি ইকোনমিক জোন/আশ্রয়ণের জন্য নদীর জায়গা প্রস্তাব না দেওয়ার আহবান জানান।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] বলেন যে, ভূমি অফিসে লোকবলের সংকট রয়েছে। সার্ভেয়ার কানুনগো নিয়োগ/পদায়ন এর বিষয়ে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সেমিনারে আলোচনাকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে হৃদয় দিয়ে বোঝার জন্য। তিনি আরও বলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন প্রায় ৫০ কোটি লোক ছিল। এই ৫০ কোটি লোক মিলে এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। ধন্যবাদ জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর সৎ, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা শুনি তখন আমরা লজ্জায় অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সততা নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড , এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, হাওর খনন করতে হবে। তিনি নদীর নাব্যতা নষ্ট করে কোন ব্রিজ, কালভার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক [বর্তমান ও আগামীরা] জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা জরুরি সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে

দলিল করলেও তা SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অশুদ্ধতার প্রমাণে ভিত্তিক [Evidence on incorrectness] বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রয়ণ বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে। সিএস পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে ['জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে] এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাননীয় হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানার রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার মানুষের ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী বিলুপ্ত পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। খুলনার ডেরখাদার ভূতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী

রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির কাম্য প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা ধরেই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুষম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।
চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদী হতে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। নদীর জায়গা জবরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান বলেন যে, নদী বিষয়ে পূর্বে আমাদের তেমন কোন সচেতনা ছিল না। নদী কমিশন গঠিত হওয়ার পর আমাদের সচেতন বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, প্রজেক্ট সয়েল এর মাটির ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, নদীর ক্ষেত্রে কোন ক্রমে আরএস করা যাবে না। নদীর ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক দিয়েরা জরিপ করবে। অবৈধ দখলদারকে নোটিশ না দিয়েই অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে।
চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, নদীর জমি বন্দোবস্ত যোগ্যনয়। চেয়ারম্যান বলেন, প্রচারণা চালাতে হবে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরকে বর্জ্য/ব্যবস্থাপনা কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। প্রত্যেক টিভি চ্যানেলে নদী বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে। পুকুরকে খনন করতে হবে। পুকুরকে ভরাট করা যাবে না। নদীর শ্রেণি পরিবর্তন করা যাবে না।
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নরসুন্দা নদী খনন কাজের দুর্নীতির বিষয়ে বলেন যে, প্রয়োজনে নদী কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুর্নীতি দমনে মামলা করবে এবং অত্র এলাকায় গণশুনানীর অনুষ্ঠান করা হবে এবং নদী সংক্রান্ত সকল মামলা নিষ্পত্তিতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান পার্শ্ববর্তী উপজেলার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানান।
ইটভাটা আইনকে যুগোপযোগী করার আহবান জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরকে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে যথাযথ তদন্ত করার কথা বলেন। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেন। টপ সয়েল এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। টপ সয়েল কাটা বন্ধ করার আহবান জানান।

সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সহকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা

উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী বিশেষ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সাহস ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ময়লা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহবান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। তিনি আরও বলেন খননকৃত মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে করতে হবে। পরিশেষে জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনার শেষ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	[ক] যমুনেশ্বরী নদী অধিকাংশের স্থান দখল, দূষণে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। নদীর তীর ভূমিতে যে সকল অবৈধ স্থাপনা নির্মিত হয়েছে অবিলম্বে সেই সব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। [খ] সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরন ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই যার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৪৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ। ২। পুলিশ সুপার কিশোরগঞ্জ। ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ।
০২।	হাওর অঞ্চলে নদ-নদী, খাল, বিল এর উপর জরিপ পরিচালনা করা আবশ্যক। হাওড় অঞ্চলাধীন নদ-নদী ও খালের প্রকৃত সংখ্যা, বর্তমান অবস্থা ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকা প্রয়োজন। হাওর ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার জন্য CEGIS, বাংলাদেশ হাওর ও জলাশয় উন্নয়ন অধিদপ্তর কে সুপারিশ করা হলো।	১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ । ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কিশোরগঞ্জ ৩। উপপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাশয় উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ । ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ ।
০৩।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লব্ধ হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনস্বার্থাধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কিশোরগঞ্জ

	BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/ আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	
০৪।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার , কিশোরগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল]কিশোরগঞ্জ
০৫।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কসহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/ সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনি/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ৫। পুলিশ সুপার , কিশোরগঞ্জ ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কিশোরগঞ্জ
০৬।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনানুযায়ী মৌজা ম্যাপ/নিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সমন্বয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ৫। পুলিশ সুপার , কিশোরগঞ্জ ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কিশোরগঞ্জ

	গেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতার পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	
০৭।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কিশোরগঞ্জ
০৮।	[ক] হাওর অঞ্চলের নদী, খাল গুলো ক্রমশয়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে, নদ নদীগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে খননের ব্যবস্থা করা অতি জরুরি। [খ] ভূগর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসংস্থান সৃষ্টির স্বার্থে স্থানীয় জনসাধারণদের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে স্কুল/কলেজ/মসজিদ/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গার উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কিশোরগঞ্জ ৪। উপপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ। ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কিশোরগঞ্জ
০৯।	জেলার মধ্যে পাউবো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অব্যবহৃত রয়েছে যথাযথ ব্যবহার না করার ফলে জমিগুলো বে-দখল হয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে রিজিউম করা যেতে পারে। এছাড়াও কৃষি জমির টপ সয়েল বিক্রি বন্ধ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কিশোরগঞ্জ ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ
১০।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না।যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কিশোরগঞ্জ
১১।	[ক] নরসুন্দা নদীতে বিদ্যমান কচুরিপানা এবং নদীর সীমানা নির্ধারণ করা জরুরি। [খ] Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/	১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন

	তীর স্থিতিবস্থাপনার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভার আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	বোর্ড, কিশোরগঞ্জ ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কিশোরগঞ্জ
১২।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাড়ের জমাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কিশোরগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কিশোরগঞ্জ ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল]কিশোরগঞ্জ
১৩।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ন/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হতে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রগণ্যতা বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], কিশোরগঞ্জ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], কিশোরগঞ্জ
১৪।	[ক] জেলাধীন যে সকল নদী সংক্রান্ত অবৈধ দখলের উপর হাইকোর্টের Stay Order রয়েছে তার তালিকা নদী কমিশনে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। [খ] জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্টে নদী সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান মামলাগুলি আইনি মোকাবিলা করে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার তালিকা প্রণয়ন, পিপি/জিপি নিয়োগ এবং এস,এফ [Statemant of FActs] যথাযথভাবে তৈরি করে মামলাগুলি মোকাবিলা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], কিশোরগঞ্জ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], কিশোরগঞ্জ
১৫।	[খ] নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল],কিশোরগঞ্জ ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] , কিশোরগঞ্জ
১৬।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ

	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন ক্রমেই প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কিশোরগঞ্জ
১৭।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], কিশোরগঞ্জ
১৮।	[ক] সকল শিল্প কারখানায় ইটিপি স্থাপন এবং ২৪ ঘন্টা চালু রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। [খ] নদীতে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও যুগোপযোগী প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [গ] কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R; Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [ঘ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।	১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। মেয়র পৌরসভা, কিশোরগঞ্জ ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ ৪। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কিশোরগঞ্জ
১৯।	১। কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে মিঠামাইন, অষ্টগ্রাম ও নিকলাতে হাওর এলাকায় সরকারি কর্মকর্তাদের নদী, খাল, বিল, হাওর পরিদর্শন ও যোগাযোগ করার জন্য Sea Truck/Rescue Boat থাকা আবশ্যক। ২। হাওর অঞ্চলে বজ্রপাতের সংঘটনের সংখ্যা অনেক বেশি। বজ্রপাত জনিত দুর্ঘটনা হতে রক্ষার জন্য হাওড় অঞ্চল অধিক সংখ্যক তালগাছ রোপন করার পরামর্শ দেওয়া হলো। ৩। হাওর অঞ্চলে বর্ষাকালে বা বৃষ্টির সময় ধান বা অন্যান্য শস্য মাড়াই করার কোন সুযোগ নেই। গ্রাম গ্রামে কমিউনিটি ভিত্তিক "কৃষি আঙ্গিনা" তৈরি করা প্রয়োজন। এতে করে কৃষকেরা সহজে ফসল মাড়াই করতে পারবে। উপজেলা কৃষি অফিসার এব্যাপারে প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ২। মেয়র, কিশোরগঞ্জ, পৌরসভা ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কিশোরগঞ্জ ৫। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কিশোরগঞ্জ
২০।	জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ

	রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	অধিদপ্তর/গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, কিশোরগঞ্জ ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], কিশোরগঞ্জ

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৪১]-   তারিখ: ২৮ অক্টোবর ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করনার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৮। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১০। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ
১১। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ
১২। মেয়র, পৌরসভা, কিশোরগঞ্জ
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/ এল.জি.ইডি/সড়ক ও জনপথ, কিশোরগঞ্জ
১৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল],কিশোরগঞ্জ
১৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল],কিশোরগঞ্জ
১৭। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৮। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: গাজীপুরের টঙ্গী নদী, মোগর খালের অবৈধ দখল, দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন এবং বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল কর্তৃক 'দখল-দূষণে সংকটাপন্ন গাজীপুরের নদ-নদী পুনরুদ্ধারে করণীয়'শীর্ষক সেমিনারের প্রতিবেদন।

তারিখ: ০২ জুন ২০১৮ ।। স্থান: গাজীপুর

গত ২/৬/১৮ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ আলাউদ্দিন গাজীপুর জেলা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার গাজীপুর সদর, নদী

পরিব্রাজক দলের সভাপতি ও স্থানীয় পরিবেশ কর্মীগন উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে তারা টঙ্গী নদীর উপর নির্মিত DBL পকেট,মার্কাস ব্রিজ, শ্মশানঘাটসহ চিলাই নদীর বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে নদী ও খালগুলোর দখল ও দূষণ চিত্র প্রত্যক্ষ করে তাৎক্ষনিকভাবে তা অপসারণ/উচ্ছেদ করার জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন। নদী ও খাল বিলে যাতে কোন ধরনের বর্জ্য ব্যক্তি/সংস্থা বা সংগঠন নিঃসরন/নিক্ষেপ না করে তার জোরালো নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিদর্শন শেষে বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল কর্তৃক 'দখল-দূষণে সংকটাপন্ন গাজীপুরের নদ-নদী রক্ষায় করণীয়' শীর্ষক এক বিশেষ আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন। গাজীপুর নগর ভবন সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় সাধারণ সম্পাদক মীর মোহাম্মদ সেলিমের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় নদী কমিশনের সার্বক্ষনিক সদস্য মো. আলাউদ্দিন, বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর, গাজীপুর জেলা প্রশাসক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, গাসিকের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান কাজল, ধলাদিয়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ বোরহান-উল-কবীর, ভাওয়াল শহীদ কলেজের অধ্যক্ষ মুকুল কুমার মল্লিক ও ডা. খোন্দকার শহিদুল হক। নদ-নদী ও খালের বেহাল অবস্থা নিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ আলী হোসেন, গাজীপুর জেলা শাখার সভাপতি মোহাম্মদ সোহেল রানা চৌধুরী।

নদী পরিব্রাজক দলের সহ সভাপতি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এর- নদ-নদী ও খালের বেহাল অবস্থা নিয়ে সচিত্র Documentary হতে জানা যায় যে স্থানীয় কৃষকেরা লবণদহ খালের পানি দ্বারা কোন শস্য উৎপাদন করতে পারছেনা। কলকারখানার রাসায়নিক মিশ্রিত বর্জ্য [তরল/কঠিন বর্জ্য] নিক্ষেপ/নিঃসরণ করায় লবনদহ খাল ব্যাপক দূষণের শিকার। খালের দূষিত পানির কারণে কৃষি কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । কৃষি পেশা চলমান রাখার জন্য উদ্ভূত অবস্থা নিরসনের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

জেলা প্রশাসক, গাজীপুর বলেন যে সকল স্টেকহোল্ডারদের একত্রে কাজ করতে হবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, জরিপ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক যৌথভাবে নদীর সীমানা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। উচ্ছেদ কার্য পরিচালনার জন্য অর্থ ও লজিষ্টিক সাপোর্ট দেয়া হলে তিনি দ্রুত উচ্ছেদ করবেন বলে জানান।

সার্বক্ষণিক সদস্য চিলাই নদী রক্ষার জন্য প্রথমে সীমানা নির্ধারণ, অবৈধ দখলদারদের তালিকা তৈরিকরণ, রাজনৈতিক অঙ্গীকার, জনগণের সচেতনতা, প্রশাসনিক কার্যক্রম, যৌথভাবে নদী রক্ষার কর্মপরিকল্পনা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়, উচ্ছেদের জন্য বাজেটের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি তুলে ধরেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদ-নদীর সমস্যা, নদ-নদী নিয়ে জনগণের চিন্তা-চেতনা সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য দেশের সমস্ত বিভাগ, জেলা, উপজেলা সফর করে সভা, সেমিনার, র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করে কার্যকর আইনানুগ ও প্রশাসনিক দিকনির্দেশনা রেখেছেন। নির্বাচনী ইশতেহারে নদীর দখল, দূষণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে জনপ্রতিনিধিদের অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত করার আহবান জানান। তিনি DBL কর্তৃক চেলাই নদী দখল হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তিনি নদী উদ্ধারের রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দের এগিয়ে আসার জোর আহবান জানান। তিনি জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে অবিলম্বে উচ্ছেদ কার্য পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এসি ল্যান্ড-দের অবৈধ দখল উচ্ছেদের জোর তাগিদ দেন। ড্রেজিং করা হচ্ছে তবে মাটি কোথায় ফেলা হবে তা পূর্বে নির্দিষ্ট করতে হবে। যারা নদী উদ্ধারে আইনের প্রয়োগে সঠিকভাবে কাজ করবে না তাদের বিরুদ্ধেও মামলা হবে। তিনি বড়াল নদী উদ্ধারের সাফল্যের কথা বলেন। এখন থেকে নদী সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন তদারকি করবে বলে তিনি জানান। সমীক্ষা ছাড়া কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। তিনি সমীক্ষা করে প্রকল্প নেওয়ার আহবান জানান। বিভিন্ন প্রকল্প চলমান থাকলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন বাধ্যতামূলক থাকতে হবে বলে তিনি জানান।

গাজীপুর জেলার নদ-নদীর দখল দূষণ পরিদর্শন এবং সেমিনার শেষে কমিশনের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করা হলো:

ক্রমিক নং	কমিশনের সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১।	গাজীপুর জেলা টাউনের উপর দিয়ে প্রবাহিত চিলাই নদী দখল ও দূষণে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। DBL কারখানা কর্তৃক নদী দখল করা হয়েছে। নদীতে নির্বিচারে ময়লা/আবর্জনা ডাম্পিং করা হচ্ছে নগরবাসীর স্বাস্থ্য, চলাচল বিবেচনা করে জরুরি ভিত্তিতে নদীতে	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। মেয়র গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ৩। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৪। পুলিশ সুপার, গাজীপুর

	ডাম্পিং বন্ধ করতে হবে বাসাবাড়ির পয় প্রণালী, মনুষ্য বর্জ্য নিঃসরণও বন্ধ করতে হবে।	৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,গাজীপুর সদর
২।	মার্কজ ব্রিজের ডাউনে নদী দখল করে সিটি কর্পোরেশন রাস্তা তৈরি করেছে। নদীর প্রবাহ বন্ধ করে বা নদী ভরাট করে কোন রাস্তা তৈরি করা যাবেনা। নদী ভরাটের জন্য যে বেড়া দেয়া হয়েছে তা বন্ধ করার জন্য সুপারিশ করা হল।	১। জেলা প্রশাসক গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। মেয়র গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
৩।	টঙ্গী নদীতে সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য,তরল বর্জ্য এবং বাসাবাড়ির সোয়ারেজ পড়ছে। টিলাই নদীতে কোন ময়লা আবর্জনা ডাম্পিং করা যাবেনা। সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব স্থানে ময়লা-আবর্জনা স্বাস্থ্যসম্মত উন্নত, লগসই ও যুৎসই পদ্ধতিতে [3R Reduce, Reuse and Recycle] ফেলবে/ধ্বংস করবে।	১। জেলা প্রশাসক গাজীপুর, ২। মেয়র গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর ৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর,গাজীপুর
৪।	জানা গেছে যে টিলাই নদীর উৎস মুখে VERGO কারখানা বাঁক নদীর পানি দূষিত করছে। জরুরিভাবে নদীর উৎসমুখ পরিদর্শন করে VERGO কর্তৃক সৃষ্টি দূষণ বন্ধ করতে হবে এবং এ কারখানার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগে দূষণ বন্ধ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর,গাজীপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীপুর
৫।	২৩ কিমি দৈর্ঘ্য টিলাই নদীর উপর ৭ টি ঘাট স্থাপিত আছে। প্রত্যেক ঘাটেই দখল, দূষণ ও ভরাট রয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শন করে এ সকল প্রতিবন্ধকতা অবিলম্বে দূর করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
৬।	গাজীপুর জেলাধীন ১৮টি নদী [যথা-লবলং, তুরাগ, ব্রহ্মপুত্র,বাঁক, শীতলক্ষ্য,বালু, টিলাই] এর সীমানা চিহ্নিত করনের কাজ অবিলম্বে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনে প্রদত্ত আদেশ অনুসরণ ও সকল স্বার্থরক্ষার্থে সিএস-এর ভিত্তিতে করতে হবে। দখল ও দূষণ প্রতিরোধে এখনই কার্যকর বাস্তব উদ্যোগ নিতে হবে। অবৈধ দখলদার/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ অপসারণে উচ্ছেদ অভিযান চালাতে হবে এবং এ কমিশনকে মাসিক/পাক্ষিক মেয়াদে প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
৭।	বাঁক নদীর শাখা নদী লবলং খালের উপর এবং খালের মধ্যে শতাধিক অবৈধ শিল্প কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। ঐ সকল কারখানার কেমিক্যাল বর্জ্য পানি নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ চরমভাবে ধ্বংস করছে। ঐ সকল শিল্প কারখানা লবলং নদী হতে উচ্ছেদ করতে হবে। খালের প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য কারখানার পরিশোধিত পানি খালে ফেলতে হবে তার জন্য প্রত্যেক কারখানা ETP স্থাপন করাতে হবে এবং তা সার্বক্ষণিকভাবে কার্যকররূপে চালানো নিশ্চিত করনে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণসহ আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর,গাজীপুর ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
৮।	Documentary হতে জানা গেছে যে স্থানীয় কৃষক লবলং খালের দূষিত পানি দ্বারা কোন শস্য উৎপাদন করতে পারছেনা। খালের দূষিত পানিতে এলাকার কৃষি কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । কৃষি পেশা চলমান রাখার জন্য উদ্ভূত অবস্থা নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে।	১। জেলা কৃষি অফিসার গাজীপুর, ২। শিল্প ও কারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক, গাজীপুর ৩। স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা, গাজীপুর
৯।	গাজীপুর শহরে যোগার খালের অপার পাড় পূর্বে চান্দনা-মহিরান হয়ে টিলাই নদীতে পড়েছে। খালটি সর্বত্রই দখল দূষণের শিকার হচ্ছে। খালটি উদ্ধার ও মানব সৃষ্ট দূষণ হতে উদ্ধার করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর

		৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
১০।	কাপাসিয়া-শ্রীপুর উপজেলায় প্রবাহিত শারুলিয়া নদী দখল ও দূষণে আক্রান্ত। গাজীপুর শহরেও মোগার খালের অস্তারপাড়, পূর্বে চান্দনা-মহিরাম-টিলাই হয়ে বালু নদীতে পড়েছে। মোগার খালটি হায়দরাবাদ খালে যুক্ত হয়েছে। খালটি পুরোপুরিভাবে দখল হয়ে গেছে। খালটির অবৈধ দখল মুক্ত ও দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। মেয়র সিটি কর্পোরেশন গাজীপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার গাজীপুর সদর
১১।	গাজীপুরের কাপাসিয়া-শ্রীপুর জেলায় প্রবাহিত শারুলিয়া নদী দখল ও দূষণে সংকটাপন্ন। নদীতে ভরাট, দখল, দূষণ চলছে। জরুরি ভিত্তিতে নদীটি উদ্ধার করতে হবে। তার জন্য সম্মিলিতভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আইনের উপযুক্ত ও সৎ-সাহসী প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর সদর।
১২।	বালু নদী লোলিংকো হতে উৎপত্তি হয়ে ২০টি গ্রাম অতিক্রম করে বালু নদীতে পড়েছে। বালু নদীর গর্ভ ও নদীর তীরভূমি দখল করে শতাধিক হাউজিং গড়ে উঠেছে। একইসাথে ব্যক্তি পর্যায়েও নদী বে-দখল হয়েছে/হচ্ছে। অবিলম্বে নদীর জমি উদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আইনের কঠোর, নির্ভয়, সাহসী প্রয়োগ নিশ্চিত করে এ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও নদী সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে হবে। উল্লেখ্য যে নদীর জমি, তীরভূমি ও ফোরশোর SATA, ১৯৫০-এর ৮৬ ও ৮৭ ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সংরক্ষিত সম্পত্তি যা হস্তান্তরযোগ্য নয়। সরকারি পয়স্তিলব্ধ জমিতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও তার মালিকানা সরকারেরই রয়ে যাবে। নদীর জমি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় যাবার কোনই আইনগত সুযোগ নেই।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা, গাজীপুর
১৩।	গাজীপুর জেলার সুরমা নদী দখল দূষণে আক্রান্ত। ৬ টি কোম্পানি ও কারখানার বর্জ্য পদার্থ নদীটিকে গ্রাস করছে। একইসঙ্গে দখলও হচ্ছে নদীর জায়গা। দ্রুত নদীর সীমানা চিহ্নিত করে সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে এবং অবৈধ স্থাপনা আইনের সাহসী প্রয়োগের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা, গাজীপুর
১৪।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালি হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে খননকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], গাজীপুর। ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], গাজীপুর।
১৫।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লব্ধ হলে ১৯৫০ সনের প্রজাসত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ ROR প্রস্তুত করাবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারযুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার , গাজীপুর

	আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোন সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	
১৬।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার , গাজীপুর
১৭।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কালিসহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/ সিএস ও আরএস, তুলনা বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপীল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখঃ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর
১৮।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক , গাজীপুর

	করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনুযায়ী মৌজা ম্যাপ/সিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সহবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/ অনুরোধপত্র গেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতার পার্শ্বে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোন অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর ভূমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই সিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর অস্তিত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	
১৯।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর
২০।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করতঃ দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৪। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর
২১।	[ক] কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য তরল কিংবা কঠিন, নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R] Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ ব্যক্তি/গোষ্ঠির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৪। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকল গাজীপুর

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং ১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫ [৬০] -৫১৯ তারিখঃ ১৯ জুলাই, ২০১৮

অনুলিপি [সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে]:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
৪। সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
৭। মেয়র, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
৮। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর।
৯। পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সদর] গাজীপুর।
১১। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১২। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ইকরামুল হক
পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : গাজীপুর জেলা পরিদর্শন প্রতিবেদন।

গত ২/৫/১৮ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ আলাউদ্দিন গাজীপুর জেলা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার গাজীপুর সদর, নদী পরিব্রাজক দলের সভাপতি ও স্থানীয় পরিবেশ কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে তারা চিলাই নদীর উপর নির্মিত DBL গয়েন্ট, মার্কস ব্রিজ, শশ্মানঘাটসহ চিলাই নদীর বিভিন্ন অংশে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে নদী ও খালগুলোর দখল ও দূষণ চিত্র প্রত্যক্ষ করে তাৎক্ষনিকভাবে তা অপসারণ/উচ্ছেদ করার জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন। নদী ও খাল বিলে যাতে কোন ধরনের বর্জ্য ব্যক্তি/সংস্থা বা সংগঠন নিঃসরন/নিক্ষেপ না করে তার জোরালো নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিদর্শন শেষে বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল কর্তৃক 'দখল-দূষণে সংকটাপন্ন গাজীপুরের নদ-নদী রক্ষায় করণীয়' শীর্ষক এক বিশেষ আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন। গাজীপুর নগর ভবন সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ওই আলোচনা সভায় সাধারণ সম্পাদক মীন মোহাম্মদ সেলিমের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় নদী কমিশনের সার্বক্ষনিক সদস্য মো. আলাউদ্দিন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর, গাজীপুর জেলা প্রশাসক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, গাসিকের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান কাজল, ঝলাদিয়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ বোরহান-উল-কবীর, ভাষা শহীদ কলেজের অধ্যক্ষ মুকুল কুমার মল্লিক ও ডা. খোন্দকার শাহিদুল হক। নদ-নদী ও খালের বেহাল অবস্থা নিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ আলী হোসেন, গাজীপুর জেলা শাখার সভাপতি মোহাম্মদ সোহেল রানা চৌধুরী।
নদী পরিব্রাজক দলের সহ সভাপতি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এর- নদ-নদী ও খালের বেহাল অবস্থা নিয়ে সচিত্র Documentary হতে জানা যায় যে স্থানীয় কৃষকেরা লবলং খালের পানি দ্বারা কোন শস্য উৎপাদন করতে পারছেনা। কলকারখানার রাসায়নিক মিশ্রিত বর্জ্য [তরল/কঠিন বর্জ্য] নিক্ষেপ/নিঃসরণ করায় লবনদহ খাল ব্যাপক দূষণের শিকার। খালের দূষিত পানির কারণে কৃষি কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কৃষি পেশা চলমান রাখার জন্য উদ্ভুত অবস্থা নিরসনের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

জেলা প্রশাসক, গাজীপুর বলেন যে সকল স্টেকহোল্ডারদের একত্রে কাজ করতে হবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, জরিপ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক যৌথভাবে নদীর সীমানা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। উচ্ছেদ কার্য পরিচালনার জন্য অর্থ ও লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া হলে তিনি দ্রুত উচ্ছেদ করবেন বলে জানান।

সার্বক্ষণিক সদস্য টিলাই নদী রক্ষার জন্য প্রথমে সীমানা নির্ধারণ, অবৈধ দখলদারদের তালিকা তৈরিকরণ, রাজনৈতিক অঙ্গীকার, জনগণের সচেতনতা, প্রশাসনিক কার্যক্রম, যৌথভাবে নদী রক্ষার কর্মপরিকল্পনা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়, উচ্ছেদের জন্য বাজেটের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি তুলে ধরেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদ-নদীর সমস্যা, নদ-নদী নিয়ে জনগণের চিন্তা-চেতনা সমন্বিতভাবে অবহিত হওয়ার জন্য দেশের সমস্ত বিভাগ, জেলা, উপজেলা সফর করে সভা, সেমিনার, র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে কার্যকর আইনানুগ ও প্রশাসনিক দিকনির্দেশনা রেখেছেন। নির্বাচনী ইশতেহারে নদীর দখল, দূষণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে জনপ্রতিনিধিদের অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত করার আহবান জানান। তিনি DBL কর্তৃক টেলাই নদী দখল হওয়ার ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তিনি নদী উদ্ধারের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এগিয়ে আসার জোর আহবান জানান। তিনি জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে অবিলম্বে উচ্ছেদ কার্য পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এসি ল্যান্ড-দের অবৈধ দখল উচ্ছেদের জোর তাগিদ দেন। ড্রেজিং করা হচ্ছে তবে মাটি কোথায় ফেলা হবে তা পূর্বে নির্দিষ্ট করতে হবে। যারা নদী উদ্ধারে আইনের প্রয়োগে সঠিকভাবে কাজ করবে না তাদের বিরুদ্ধেও মামলা হবে। তিনি বড়াল নদী উদ্ধারের সাফল্যের কথা বলেন। এখন থেকে নদী সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন তদারকি করবে বলে তিনি জানান। সমীক্ষা ছাড়া কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। তিনি সমীক্ষা করে প্রকল্প নেওয়ার আহবান জানান। বিভিন্ন প্রকল্প চলমান থাকলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন বাধ্যতামূলক থাকতে হবে বলে তিনি জানান।

গাজীপুর জেলার নদ-নদীর দখল দূষণ পরিদর্শন এবং সেমিনার শেষে কমিশনের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করা হলো:

ক্রমিক নং	কমিশনের সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১।	গাজীপুর জেলা টাউনের উপর দিয়ে প্রবাহিত টিলাই নদী দখল ও দূষণে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। DBL কারখানা কর্তৃক নদী দখল করা হয়েছে। নদীতে নির্বিচারে ময়লা/আবর্জনা ডাম্পিং করা হচ্ছে নগরবাসীর স্বাস্থ্য, চলাচল বিবেচনা করে জরুরি ভিত্তিতে নদীতে ডাম্পিং বন্ধ করতে হবে।বাসাবাড়ির পয় প্রনালী, মনুষ্য বর্জ্য নিঃসরনও বন্ধ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। মেয়র গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ৩। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৪। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,গাজীপুর সদর
২।	মার্কাজ ব্রিজের আউটলে নদী দখল করে সিটি কর্পোরেশন রাস্তা তৈরি করেছে। নদীর প্রবাহ বন্ধ করে বা নদী ভরাট করে কোন রাস্তা তৈরি করা যাবেনা। নদী ভরাটের জন্য যে বেড়া দেয়া হয়েছে তা বন্ধ করার জন্য সুপারিশ করা হল।	১। জেলা প্রশাসক গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। মেয়র গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
৩।	টিলাই নদীতে সিটি কর্পোরেশনের সলিড বর্জ্য,তরল বর্জ্য এবং বাসাবাড়ির সোয়ারেজ পড়ছে। টিলাই নদীতে কোন ময়লা আবর্জনা ডাম্পিং করা যাবেনা। সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব স্থানে ময়লা-আবর্জনা স্বাস্থ্যসম্মত উন্নত, লগসাই ও যুক্তসাই পদ্ধতিতে [3R Reduce, Reuse and Recycle] ফেলবে/ধ্বংশ করবে।	১। জেলা প্রশাসক গাজীপুর, ২। মেয়র গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর ৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর,গাজীপুর
৪।	জানা গেছে যে টিলাই নদীর উৎস মুখে VERGO কারখানা বীরু নদীর পানি দূষিত করছে। জরুরিভাবে নদীর উৎসমুখ পরিদর্শন করে VERGO কর্তৃক সৃষ্টি দূষণ বন্ধ করতে হবে এবং এ কারখানার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগে দূষণ বন্ধ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর,গাজীপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীপুর
৫।	২৩ কিমি দৈর্ঘ্য টিলাই নদীর উপর ৭ টি ঘাট স্থাপিত আছে। প্রত্যেক ঘাটেই দখল, দূষণ ও ভরাট রয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শন করে এ সকল প্রতিবন্ধকতা অবিলম্বে দূর করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার,

	হবে।	গাজীপুর
৬।	গাজীপুর জেলাধীন ১৮টি নদী [কথা-লবলং, তুরাগ, ব্রহ্মপুত্র,বালু, শীতলক্ষা,বালু, চিলাই] এর সীমানা চিহ্নিত করনের কাজ অবিলম্বে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনে প্রদত্ত আদেশ অনুসরণ ও সফল বাস্তবায়নার্থে সিএস-এর ভিত্তিতে করতে হবে। দখল ও দূষণ প্রতিরোধে এখনই কার্যকর বাস্তব উদ্যোগ নিতে হবে। অবৈধ দখলদার/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ অপসারণে উচ্ছেদ অভিযান চালাতে হবে এবং এ কমিশনকে মাসিক/ পাক্ষিক মেয়াদে প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
৭।	বালু নদীর শাখা নদী লবলং খালের উপর এবং খালের মধ্যে শতাধিক অবৈধ শিল্প কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। ঐ সকল কারখানার কেমিক্যাল বর্জ্য পানি নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ চরমভাবে ধ্বংশ করছে। ঐ সকল শিল্প কারখানা লবলং নদী হতে উচ্ছেদ করতে হবে। খালের প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য কারখানার পরিশোধিত পানি খালে ছাড়তে হবে তার জন্য প্রত্যেক কারখানা ETP স্থাপন করাতে হবে এবং তা সার্বক্ষনিকভাবে কার্যকররূপে চালানো নিশ্চিত করতে পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণসহ আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর,গাজীপুর ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
৮।	Documentary হতে জানা গেছে যে স্থানীয় কৃষক লবলং খালের দূষিত পানি দ্বারা কোন শস্য উৎপাদন করতে পারছেনা। খালের দূষিত পানিতে এলাকার কৃষি কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । কৃষি পেশা চলমান রাখার জন্য উদ্ভুত অবস্থা নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে।	১। জেলা কৃষি অফিসার গাজীপুর, ২। শিল্প ও কারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক, গাজীপুর ৩। স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা, গাজীপুর
৯।	গাজীপুর শহরে মোগার খালের জয়দার পাড় পূর্বে চান্দনা-মইরান হয়ে চিলাই নদীতে পড়েছে। খালটি সর্বত্রই দখল দূষণের শিকার হচ্ছে। খালটি উদ্ধার ও মানব সৃষ্ট দূষণ হতে উদ্ধার করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর
১০।	কাপাসিয়া-শ্রীপুর উপজেলায় প্রবাহিত সাকলিয়া নদী দখল ও দূষণে জরাক্রান্ত। গাজীপুর শহরেও মোগার খালের জয়দারপাড়, পূর্বে চান্দনা-মইরাম-চিলাই হয়ে বালু নদীতে পড়েছে। মোগার খালটি হায়দরাবাদ খালে যুক্ত হয়েছে; খালটি পুরোপুরিভাবে দখল হয়ে গেছে। খালটির অবৈধ দখল মুক্ত ও দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। মেয়র সিটি কর্পোরেশন গাজীপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার গাজীপুর সদর
১১।	গাজীপুরের কাপাসিয়া-শ্রীপুর জেলার প্রবাহিত পারুলিয়া নদী দখল ও দূষণে সংকটাপন্ন। নদীতে ভরাট, দখল, দূষণ চলছে। জরুরি ভিত্তিতে নদীটি উদ্ধার করতে হবে। তার জন্য সম্মিলিতভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আইনের উপযুক্ত ও সৎ-সাহসী প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাজীপুর সদর।
১২।	বালু নদী গোসিংগা হতে উৎপত্তি হয়ে ২০টি গ্রাম অতিক্রম করে বালু নদীতে পড়েছে। বালু নদীর গর্ভ ও নদীর তীরভূমি দখল করে শতাধিক হাউজিং গড়ে উঠেছে। একইসঙ্গে ব্যক্তি পর্যায়েও নদী বে-দখল হয়েছে/ হচ্ছে। অবিলম্বে নদীর জমি উদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আইনের কঠোর, নির্ভয়, সাহসী প্রয়োগ নিশ্চিত করে এ রাষ্ট্রীয় নদ ও নদী সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা, গাজীপুর

	হবে। উল্লেখ্য যে নদীর জমি, তীরভূমি ও ফোরশোর SATA, ১৯৫০-এর ৮৬ ও ৮৭ ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সংরক্ষিত সম্পত্তি বা হস্তান্তরযোগ্য নয়। সরকারি পয়স্তিজাত জমিতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও তার মালিকানা সরকারেরই রয়ে যাবে। নদীর জমি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় যাবার কোনই আইনগত সুযোগ নেই।	
১৩।	গাজীপুর জেলার সুরমা নদী দখল দূষণে তারাক্রান্ত। ৬ টি কোম্পানি ও কারখানার বর্জ্য পদার্থ নদীটিকে গ্রাস করছে। একইসঙ্গে দখলও হচ্ছে নদীর জায়গা। দ্রুত নদীর সীমানা চিহ্নিত করে সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে এবং অবৈধ স্থাপনা আইনের সাহায্যে প্রয়োগের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা, গাজীপুর
১৪।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালি হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], গাজীপুর। ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], গাজীপুর।
১৫।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লব্ধ হলে ১৯৫০ সনের প্রজাসত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ ROR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোন সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার , গাজীপুর
১৬।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] দলিল হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার , গাজীপুর

	সহযোগিতা প্রদান করবেন।	
১৭।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ কিসহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভূলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অধিদপ্তরে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পার্চা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপীল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake পন্থে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর
১৮।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা ক্ষালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনানুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরহদ্দের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পার্শ্বে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোন অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক , গাজীপুর
১৯।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর
২০।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরপাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করতঃ দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ৪। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর
২১।	[ক] কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R] Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লংঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি /গোষ্ঠির বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, গাজীপুর ৩। পুলিশ সুপার, গাজীপুর ৪। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] গাজীপুর

ড. মুজিবুর রহমান মাওলানার
চেয়ারম্যান

১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫ [৬০] -৫১৯

তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০১৮

অনুলিপি [সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে]:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ,বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব , প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা ।
৪। সচিব ,নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা ।
৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব , বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা ।
৭। মেয়র , গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
৮। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর।
৯। পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] গাজীপুর।
১১। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১২। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ইকরামুল হক
পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়ঃ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার-এর গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন নদী এবং সাতলা-বাগধা প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখঃ ১১-১২ মার্চ/২০১৮ ।। সময়ঃ সকাল ৯:০০- ৫:০০ ঘটিকা

১। পরিদর্শনের উদ্দেশ্যঃ

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলাধীন নদ-নদী দখল, দূষণ ও নাব্যতা রক্ষায় করণীয় বিষয়ে পর্যবেক্ষণ এবং সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার- ১ সংলগ্ন এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা নিরসন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাবাসীর জান-মাল রক্ষা, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনে করণীয় বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ করা এবং গোপালগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান।

২। পরিদর্শনকালে মোঃ সফিউদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ, শান্তি মনি চাকমা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ, মীর শাহিদুর রহমান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী,বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ, নুরুজ্জামান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ, মোহাম্মদ উল্লাহ, সহকারী কমিশনার ভূমি, টুঙ্গিপাড়া এবং স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

৩। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

কোটালীপাড়া ১ নং পোল্ডারের অন্তর্ভুক্ত তারাইল-পাচুড়িয়া বেড়িবাঁধের চাপড়াইল [Boat-Pass] ব্রিজের কাজ এখনও অসম্পন্ন রয়েছে। টুঙ্গিপাড়া জাতির পিতার সমাধির পাশ দিয়ে প্রবাহিত লেকে পানি উন্নয়নবোর্ড কর্তৃক সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য লেকের দু'পাড় বাধা এবং চলাচল পথ [Pathway] তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। জামাইবাজার নামক স্থানে নির্মিত [Boat-Pass] লক্ষ করা যায়। বেড়িবাঁধের উপর দিয়ে জামাইবাজার রেগুলেটরের দিকে যেতে দেখা যায় সাতলা-বাগধা প্রকল্প এলাকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত এপ্রোচ খালগুলির [Approach Canals] মধ্যে কাঠবাড়ি নির্মাণ পূর্বকতা অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে এবং খালগুলি পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানি নিষ্কাশন এবং গমন ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়েছে। জামাইবাজার রেগুলেটরের দু'পাশে আরসিসি স্থাপনা ফাটল ধরেছে। রেগুলেটরের চেইন কপ্পা, হ্যান্ডল ইত্যাদি অকেজো হয়ে পড়েছে।

সুপারিশসমূহঃ

০১। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ চাপড়াইল [Boat-Pass] ব্রিজের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
০২। টুঙ্গিপাড়া জাতির পিতার সমাধি স্থলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত লেকের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য লেকের যথাস্থানে যথাযথ কর্তৃপক্ষ দর্শকদের দৃষ্টিনন্দন উপভোগ্য পানির ফোয়ারা তৈরির বিষয়ে বিবেচনা করতে পারেন।
০৩। সাতলা-বাগধা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এপ্রোচ খালগুলিতে বিদ্যমান অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে অবিলম্বে ড্রেজিং/খনন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ যৌথ প্রকল্প গ্রহণে তৎপর হতে পারেন।
০৪। যে সকল রেগুলেটরের দু'পাশে আরসিসি স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা রেগুলেটরের চেইন কপ্পা- হ্যান্ডল ইত্যাদি অকেজো হয়ে পড়েছে সে গুলি দ্রুত সংস্কার করতে হবে।
০৫। মধুমতি নদীর বিভিন্ন স্থানে অবৈধ স্থাপনা ও দখল উচ্ছেদের কার্যকর যথাযথ উদ্যোগ অবিলম্বে এবং নদীর নাব্যতা আনয়নে পর্যাপ্ত ড্রেজিং/খনন করতে প্রকল্প হাতে নিতে হবে।
০৬। পৌরসভা ও উপজেলার হাট-বাজার, হাসপাতাল-ক্লিনিকসহ যাবতীয় বর্জ্য সরাসরি নদী-নালায় ফেলা অবিলম্বে বন্ধের কার্যকর উদ্যোগ পরিবেশ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করবে। নদীর পানি দূষণ বন্ধসহ পরিশোধনে যুগোপযোগী কৌশল/লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

০৭। বর্ষা মৌসুমে পলিসহ উচ্চফলনশীল আমন ফসল জন্মানোর সকল উদ্যোগ কৃষি বিভাগকে গ্রহণ করতে হবে। বর্ষা মৌসুমে জমির মালিকানা ভিত্তিক আলাদা ফসল জন্মানো সম্ভব না হলে সামাজিক মৎস্য চাষে যৌথভাবে-মৎস্য বিভাগ উপজেলা পরিষদ এবং জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে ও তদারকিতে বাস্তবায়ন করবে।

বাস্তবায়নে:

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর/ জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, গোপালগঞ্জ/নির্বাহী প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ/সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার- প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৯.০০৩.১৪-

তারিখ: ১৪ মার্চ, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
০৪। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
০৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ
০৭। জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ
০৮। উপজেলা চেয়ারম্যান, টুঙ্গিপাড়া/কোটালীপাড়া
০৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টুঙ্গিপাড়া/কোটালীপাড়া
১০। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফরিদপুর/মাদারীপুর/গৌরনদী, উজিরপুর, আগৈলঝরা, বরিশাল
১২। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: ধলেশ্বরী ও বংশী নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো. আলাউদ্দিন গত ০৮/০৩/২০১৮ তারিখ সাভার ও ধামরাই উপজেলাধীন বংশীনদী, কাটাখাল, কর্মতলী খাল ও ধলেশ্বরী নদী পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় সহকারী কমিশনার [ভূমি], সাভার সঙ্গে ছিলেন। নির্দেশনাগুলি অবিলম্বে বাস্তবায়নপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা নদী রক্ষা কমিটির মালিক কার্যবিবরণীসহ প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো:

২। ধলেশ্বরী ও বংশী নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলো:

তাৎক্ষণিক সভার আলোচনা ও পরিদর্শনের ভিত্তিতে কমিশনের পক্ষে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রম নং	সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়নে
০১।	ব্যাংকটাউন ব্রিজের পূর্ব পার্শ্বে ব্যাংক টাউনের প্রাচীর সীমা কাটাখাল নদীর সীমানার মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রিজের মাপ অনুসারে ব্যাংক টাউনের দখলকৃত জায়গা নদীর। নকশানুসারে মাপ দিয়ে সীমানা নির্ধারন করা এবং নদীর তীরে ও অভ্যন্তরে সৃষ্ট অবৈধ দখল/স্থাপনা	কালেকটর বাহাদুরের নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার, ঢাকা এবং সহকারী কমিশনার, ভূমি।

	উচ্ছেদ করতে হবে।	
০২।	ব্রিজের উজানে ভাটাখালে পৌর আবর্জনা স্তুপ করে রাখা হয়েছে। নদীর তীর ভূমিতে পাকা বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। নদীর সীমানা নির্ধারণ করে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার, ঢাকা। সংশ্লিষ্ট জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা
০৩।	এলাকার নদীর তীর ভূমিতে অবৈধভাবে শত শত বাড়ি ও স্থাপনা নির্মান করা হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে এই এলাকায় নদীর সীমা চিহ্নিত করে সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে এবং সকল অবৈধ বাড়িঘর উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সকল অবৈধ বাড়িঘর উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] সাভার ও জেলা প্রশাসক,ঢাকা।
০৪।	কর্ণপাড়া নদীর তীর ভূমি বিআইডব্লিউটিএ এর ট্রোল কালেকশন সেন্টারের পার্শ্বেই নদীর তীরে ঘর নির্মাণের কাজ চলছে। পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। নদীর জায়গায় তীরে কিংবা সীমানায় কোন স্থাপনাই নির্মাণ করা যাবে না। অবিলম্বে উচ্ছেদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] সাভার ও জেলা প্রশাসক,ঢাকা।
০৫।	কর্ণপাড়া খালের সীমানা চিহ্নিতকরণ, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] সাভার ও জেলা প্রশাসক,ঢাকা।
০৬।	এখানে নিটল-টাটা গ্রুপের বাংলো নির্মাণ করা হয়েছে। বাড়ির কিছু অংশ নদীর জমির মধ্যে পড়েছে। নিটল-টাটা গ্রুপের প্রাপ্ত জায়গার বাহিরে নির্মিত বাড়ি বা অন্য স্থাপনা অপসারণ ও উচ্ছেদ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] সাভার ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও বিআইডব্লিউটিএ।
০৭।	ধলেশ্বরী নদীর উত্তর পাড়ে জেলে পল্লীতে পার্শ্বে কাগজ ও প্রিন্টিং কারখানার ময়লা আবর্জনা ফেলে নদী দূষণ করছে। পেপারস মিলের কাগজ ও আবর্জনা সরানোর জন্য মিল মালিককে নোটিশ দিতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] সাভার এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কর্মকর্তা।
০৮।	বংশী-ধলেশ্বরী অংশে নদীর মধ্যে ৩-৪টি ইটের ভাটা স্থাপন করা হয়েছে। মাটি দিয়ে ভাটা ভরাট করে নদী দখল করছে। অবিলম্বে দখল, ভরাট বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে ইটের ভাটার লাইসেন্স বাতিল করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিঙ্গাইর/ধামরাই ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা, পরিবেশ অধিদপ্তর
০৯।	সাভার থানার তেঁতুল ঝরা, ইউনিয়নের ইউনিয়ন তহশিল সংলগ্ন স্থানে ময়লা-আবর্জনা স্তুপ করা হচ্ছে। পার্শ্বেই ইটের ভাটা রয়েছে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] সাভার ও জেলা প্রশাসক,ঢাকা পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ।
১০।	এ, কে, এম, প্রিন্ট মিলস লি: এর ময়লা-আবর্জনা; বর্জ্য তরল আবর্জনা নদীতে ডাম্পিং করা হচ্ছে। অবিলম্বে আবর্জনা ডাম্পিং বন্ধ করতে হবে। ইটিপি চালু করার জন্য নির্দেশ দিতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাভার ও পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ।
১১।	বংশী নদীর জায়গা দখল করে মো: বাবলু মিয়া লীলা বর্ষা নামে প্রাইভেট পার্ক তৈরি করেছে। পার্কের সম্প্রসারণও করছে। সত্বর নদীর সীমানা চিহ্নিত করে পার্কের দ্বারা নদী দখল বন্ধ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ধামরাই ও জেলা প্রশাসক,ঢাকা।
১২।	সাভার সিএন্ডবির ব্রিজের ভাটিতে দক্ষিণ দরিয়াপুর নদীর তীর দখল করে বাজার ও বাড়ি করা হচ্ছে। অনতিবিলম্বে নোটিশ করে বাড়ি নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। নদীর মধ্যে নির্মিত সকল ঘর দোকানপাট উচ্ছেদ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার,সাভার ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
১৩।	সাভারে বাজারে ১০-১৫ টি কাঠের মিল [Sawmill] আছে। সব মিলের কাঠ নদীতে ভিজিয়ে নদীর সিলটেশন ও ভরাট সহায়তা করছে। নদীতে কাঠ জমিয়ে রাখা যাবে না। নদীতে কাঠ স্টোর না করার জন্য	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] সাভার ও জেলা প্রশাসক,ঢাকা ও পরিবেশ অধিদপ্তর,

	সকল কাঠ মিল কে নোটিশ দিতে হবে।	ঢাকা বিভাগ।
১৪।	ব্রিজের পার্শ্বে প্লাস্টিক আবর্জনা ফেলে নদী ভরাট করা হয়েছে। প্লাস্টিক ডাম্পিং বন্ধ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরিবেশ আইনে মামলা দায়ের করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] সাভার ও জেলা প্রশাসক,ঢাকা
১৫।	সাভার বাজার, সাভার পৌর এলাকার ব্রিজের পার্শ্বে ডাম্পিং করা হয়েছে। নদীতে কোন আবর্জনা ডাম্পিং করা যাবে না। অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার, মেয়র, সাভার পৌরসভা ও উপজেলা চেয়ারম্যান,সাভার।
১৬।	সাভার নামা বাজার সংলগ্ন বংশী নদীতে বাঁশের বেড়া দিয়ে নদী দখলের পায়তারা শুরু হয়েছে। দখলদারদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা রুজু করতে হবে। উচ্ছেদের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] সাভার ও জেলা প্রশাসক,ঢাকা
১৭।	নয়ারহাটে ব্রিজের উত্তরে অবৈধ দখল চলছে। এখানে নদী ভরাটসহ দখল হচ্ছে। সহকারী কমিশনার [ভূমি] জানিয়েছেন ৬৭ জনের অবৈধ তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] সাভার ও জেলা প্রশাসক,ঢাকা
১৮।	নয়ারহাটে স্থানীয় জনসাধারণ জানিয়েছেন যে, ইপিজেড এর তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় বংশী নদীতে নিষ্কাশন করা হচ্ছে। ইপিজেড সাভার এর তরল ও রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে বংশী নদী বেশি দূষিত হচ্ছে। ইপিজেড এর তরল বর্জ্য পরিশোধন করে ছাড়তে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার,সাভার ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা এবং জিএম, সাভার ইপিজেড
১৯।	ধামরাই অংশে বংশী নদীতে সিন্ধুরিয়া গ্রামের বিপরীতে নদীর তীর হতে মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে। এখনই নদী কাটা বন্ধ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] সাভার/ধামরাই।
২০।	পরিদর্শনকালে সাভারস্থ নদী ও পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ আবেদন করেছেন যে, সাভারের অভ্যন্তরীণ কর্ণতলী, বংশী নদী সম্পর্কে টাস্কফোর্সের বিশেষ এজেন্ডা হিসেবে আলোচনা করার জন্য।	টাস্কফোর্স সংশ্লিষ্ট শাখা, নৌপম।
২১।	ধলেশ্বরী নদীতে শাখার প্রান্তের বিপরীতে নদীর মধ্যে ৩ তলা পার্টেক্সিন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটি আপাতঃ দৃষ্টিতে নদীর মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান। CS ও RS অনুসারে নদীর সীমানা চিহ্নিত করে ভবনটির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] সাভার ও জেলা প্রশাসক,ঢাকা।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.৩১৮.০৬.০০১.১৫[৪৫]-২৩৭

তারিখঃ ৩০ মে, ২০১৮

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]ঃ

০১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
০২। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০৩। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০৪। সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০৫। চেয়ারম্যান, BIWTA, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০৭। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব,নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা[মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৮। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৯। সচিব [যুগ্মসচিব], জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১০। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মানিকগঞ্জ।
১১। উপজেলা চেয়ারম্যান, সাভার উপজেলা পরিষদ, ঢাকা।

১২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার , সাভার/আড়াইহাজার/ধামরাই/সিঙ্গাইর।
১৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সাভার/আড়াইহাজার/ধামরাই/সিঙ্গাইর।
১৪। পৌর মেয়র, সাভার পৌরসভা, ঢাকা ।
১৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১৬। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১৭। সভাপতি, নদী ও পরিবেশ, সিঙ্গাইর উন্নয়ন পরিষদ, ভার্ক, আনন্দপুর, ঢাকা।
১৮। দপ্তর কপি।

মোঃ সাইদুর রহমান
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়ঃ নারায়ণগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং শীতলক্ষ্যা নদীর দখল, দূষণ, তথ্যাদি কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন।

তারিখঃ ০৬ জুন ২০১৮ ।। স্থানঃ নারায়ণগঞ্জ

গত ০৬/০৬/২০১৮ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ আলাউদ্দিন, নারায়ণগঞ্জ জেলা সফর করেন। সফরকালে তাঁরা শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী নদী পরিদর্শন করেন। নদী পরিদর্শনকালে নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের কর্মকর্তা জনাব গুলজার হোসেন এবং ফতুল্লা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সঙ্গে ছিলেন। পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন।

জেলা প্রশাসক মহোদয় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ জেলার নদ-নদীর দখল-দূষণ ও তথ্যাদির সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র ও বালু এ জেলার উল্লেখযোগ্য নদী। নদীর মোট দৈর্ঘ্য ২১৭.৫৩৯ কি.মি। বিআইডব্লিউটিএ-এর তথ্য মতে কম-বেশি ৩০১০ টি অবৈধ দখলের ঘটনা রয়েছে। এর মধ্যে ১৫৩৯ টি দখল উচ্ছেদ হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি আরও জানান যে, মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ তাং ২৪ ও ২৫ জুন এর আদেশ/নির্দেশনা মোতাবেক শীতলক্ষ্যা নদীর সীমানা পিলার সঠিকভাবে স্থাপিত না হওয়ায় আপত্তিকৃত সীমানা পিলারগুলো যৌথভাবে জেলা প্রশাসন ও বিআইডব্লিউটিএ পুনঃপরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। চলমান এ কার্যক্রম শেষে অবৈধ দখলদারদের সঠিক তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকৃত চিত্র জানা যাবে এবং ঐ তালিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, এখানে বেশ কিছু অবৈধ বড় বড় শিল্প কারখানা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে যা উচ্ছেদের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণের ফলে পানির প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানান। উচ্ছেদের পর দখলমুক্ত জায়গা আবার বেদখল হয়ে যায় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনাকালে তিনি অদ্যকার সভার প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সভ্যতার পাদভূমি হিসেবে উল্লেখ করতঃ কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখাসহ সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রজন্মান্তরে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধসহ নাব্যতা বজায় এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধীন সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর, অফিস, মাঠপ্রশাসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক [বর্তমান ও আগামীর] জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখা-শোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নামে বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অশুদ্ধতার প্রমাণে ভিত্তিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রায়ন বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকার বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর শিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে ['জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে] এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাননীয় হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়া যায়,যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী

উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। খুলনার তেরখাদার ভুতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একটিরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা [CEGIS, IWM] এর সাথে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসককে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। নদীর জায়গা জবরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় শাখাই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপযুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি হস্তান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সদাচরণ ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ময়লা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহ্বান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

শাহ সিমেন্ট, ক্রাউন সিমেন্ট এবং বসুন্ধরা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি কর্তৃক নদী দখল করায় চেয়ারম্যান মহোদয় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর নিয়ন্ত্রিত মীর কাদিম বন্দরের সীমানাধীন সৈয়দপুর মৌজায় ধলেশ্বরী নদীর গর্ভে স্থাপিত অবৈধ ডকইয়ার্ডটি অবিলম্বে উচ্ছেদ করার জন্য জেলা প্রশাসকের প্রতি আহ্বান জানান।

বিআইডব্লিউটিএ এর প্রতিনিধি বলেন যে,নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর নিয়ন্ত্রিত মীর কাদিম বন্দরের সীমানাধীন সৈয়দপুর মৌজায় ধলেশ্বরী নদীর গর্ভে স্থাপিত অবৈধ ডকইয়ার্ডটির জায়গা CS পর্চা অনুসারে চিহ্নিত করে জেলা প্রশাসন এবং বিআইডব্লিউটিএ যৌথভাবে উচ্ছেদ কার্য পরিচালনা করবে।

সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রথমে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়কে নদী রক্ষায় তার আন্তরিক দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য ধন্যবাদ জানান। সিমেন্ট কারখানা এবং হাসপাতালের বর্জ্যের কারণে নদী ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে। শাহ সিমেন্ট, ক্রাউন সিমেন্টসহ অবৈধ দখলদারদের শুধু আর্থিক দণ্ডই যথেষ্ট নয় বরং জেল দেয়া হলে তাদের অপতৎপরতা হ্রাস পাবে বলে তিনি মনে করেন। নদীর উভয় পাড়ে ওয়াকওয়ে করে দেয়ার আহ্বান জানান।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সিনিয়র কেমিস্ট বলেন যে, পরিবেশ আইন বিধি মোতাবেক কলকারখানার আনট্রিটেড ওয়াটার সংগ্রহ করে পানির PH সহ অন্যান্য রাসায়নিক পরীক্ষা করে পরিবেশ অধিদপ্তরের ইনফোর্সমেন্ট শাখায় প্রেরণ করা হয় এবং তার ভিত্তিতে কলকারখানার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তিনি আরও বলেন যে, আমাদের পরিবেশ আইনের অন্যতম দুর্বল দিক হচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তরের Standard G Colour Ges Odour remove নেই। ফলে রং এবং গন্ধের কারণে পানি আরও বেশি দূষিত হচ্ছে এবং নদীর দূষণ দৃশ্যমান হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বর্জ্য নদীতে নিক্ষেপ/নিঃসরণ করায় নদী দূষিত হচ্ছে । সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বর্জ্য নদীতে নিক্ষেপ/নিঃসরণ বন্ধ না হলে পরিবেশ অধিদপ্তরের কাজ দৃশ্যমান হবে না।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বলেন, বর্তমান জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে নদী রক্ষার আমরা একটি টিম হিসেবে কাজ করছি। ইতোমধ্যে নদী রক্ষায় অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে জেল জরিমানা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তিনি কমিশনের উৎসাহ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন যে, নদীর দখল, দূষণ, ভরাট প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আমরা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছি।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অবৈতনিক সদস্য শারমিন সোনিয়া মুরশিদ বলেন যে, নারায়ণগঞ্জ জেলার নদ-নদীর দখল, দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন করতে এসেছি। তিনি বলেন যে, আমাদের উপর অর্পিত নদী রক্ষার দায়িত্ব খুবই চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জ অবশ্যই আমাদের মোকাবেলা করতে হবে এবং নদীগুলোকে রক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে সুশীল সমাজ, এনজিওসহ সকলের সহযোগিতা তিনি কামনা করেন।

সার্বক্ষণিক সদস্য বলেন যে, নদ-নদী সংক্রান্ত ১৫ টি মামলা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির আহ্বান জানান। নদী রক্ষায় সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলেন। সুশিল সমাজের প্রতিনিধিদের নদী রক্ষা কমিটিতে রাখার কথা বলেন। নদীর জমিতে ইকনোমিক জোন/গুচ্ছগ্রাম না করার নির্দেশনা প্রদান করেন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন, টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত, নদী কমিশনের সুপারিশ ও সিদ্ধান্তনুসারে প্রাধিকার ভিত্তিতে নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধ করতে হবে। উচ্ছেদের জন্য অর্থায়ন প্রয়োজন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এ অর্থ বরাদ্দের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে। জেলা, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা নিয়মিত করতে হবে। নদীর জায়গা যদি বেদখল হয় তাহলে নদীর জমি ফেরত পাওয়া যাবে না। নদী রক্ষায় সমন্বয়হীনতা প্রায়শ লক্ষ করা যায়। নদী রক্ষায় সকল দপ্তরের কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতা আবশ্যক। নদী দখলদার যেই হোক না কেন তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। তিনি আশ্বাস দেন যে, উচ্ছেদের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। তিনি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য পৌরসভার মেয়রদের পৌরসভার আবর্জনা নদীতে না ফেলার জন্য আহ্বান জানান। নদীর জন্য ফোরশোর থাকা অত্যাবশ্যক। কোনোভাবেই অধিগ্রহণকৃত জমি অন্য কারও নিকট বিআইডব্লিউটিএ, পানি উন্নয়ন বোর্ড লিজ দিতে পারবে না। তিনি উল্লেখ করেন যে, নদীর স্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হবে। নদীর মধ্যে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও অপসারণের জন্য সরকারিভাবে যন্ত্রপাতি প্রকিউর করা হবে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ না করা পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তর, এলজিইডি ও সড়ক ও জনপথের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

আলোচনা ও পরিদর্শনের ভিত্তিতে কমিশনের পক্ষে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	[ক] শীতলক্ষ্যা নদীর দক্ষিণপাড়ে খাদ্যগুদাম কর্তৃপক্ষ নদী ভরাট করে গুদামের বর্ধিতাংশে নদীর মধ্যে স্থাপনা তৈরি করছে। নদী ভরাট করে উক্তরূপ স্থাপনা নির্মাণ নদী দখল ও নাব্যতা হ্রাস/হরণকে ত্বরান্বিত করেছে যা চলমান আইনের পরিপন্থি। অবিলম্বে উক্ত খাদ্যগুদাম নদীর জমি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে স্থাপন করার যথাব্যবস্থা গ্রহণার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় নদী, নদী সম্পদ রক্ষার্থে জাতীয়/রাষ্ট্রীয় বৃহত্তর স্বত্ব/স্বার্থ বিবেচনায় তা উচ্ছেদের মাধ্যমে নদীকে মুক্ত করে নাব্যতা আনয়নের কাজ সম্পন্ন করা হবে। [খ] আকিজ কোম্পানি নদী ভরাট ও ড্রেজিং করে বালু ফেলে নদী দখল করেছে। অবিলম্বে নদীর জায়গা হতে উক্ত কোম্পানির বেআইনী দখলকে উচ্ছেদ করার জন্য জেলা প্রশাসন আইনানুগ অভিযান চালাবেন এবং নদীর ভূমি নদীকেই ফেরৎ দিতে হবে। [গ] কাচপুর ব্রিজের পূর্বপাশে ও পশ্চিম পার্শ্বে নদী ভরাট ও দখল করে বালুর ভিটি, ইট-পাথরের ও কাঠের দোকান করা হয়েছে। নদীর গর্ভে নির্মিত বস্তি, বাসা, ঘর-বাড়ি অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। [ঘ] স্ক্যান সিমেন্ট ফ্যাক্টরি নদীর অভ্যন্তরে জায়গা দখল করে কারখানা স্থাপন করেছে। এখনও ক্রমান্বয়ে কারখানার সীমানা বৃদ্ধি করেই চলেছে। স্ক্যান সিমেন্ট ফ্যাক্টরি কর্তৃক দখলকৃত নদীর তীর উদ্ধারে অবিলম্বে জেলা প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান চালাবে। এসব অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করবে। [ঙ] সিমরাইল বেঙ্গল গ্লাস কোম্পানি নদীর তীরভূমি দখল করে কারখানার অকেজো মালামাল রাখছেন। অবিলম্বে তীরভূমি অবৈধ দখল হতে উদ্ধার করার কার্যকর অভিযান জেলা প্রশাসন পরিচালনা করবে। [চ] চর সৈয়দপুর মৌজায় নদীর মধ্যে নদীর জায়গা দখল করে ডকইয়ার্ড ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। অবিলম্বে নদীতে নির্মিত ডকইয়ার্ড ও অন্যান্য স্থাপনা উচ্ছেদে জেলা প্রশাসন কার্যকর অভিযান চালাবে এবং নদীর জমি নদীকেই ফেরৎ দেবে। এসব অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করবে। [ছ] শাহ সিমেন্ট, ক্রাউন সিমেন্ট প্রভৃতি নদীর জায়গা দখল করে কারখানা সম্প্রসারণ করেছে। নদীর জায়গায় কোনো সিমেন্ট কারখানা সম্প্রসারণ করা কোনোরূপ স্থাপনা নির্মাণ করা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ও আইন পরিপন্থি কাজ। সিমেন্ট কারখানা কর্তৃক নদীর দখলকৃত জায়গা উদ্ধারের জন্য জেলা প্রশাসন নারায়ণগঞ্জ সত্বর সকল আইনি প্রয়োগে উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করবে। [জ] সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ বর্ণিত নদ-নদীর মালিকানা রক্ষার্থে ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগপূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই স্বার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ করে নদ-নদী অবৈধ দখল প্রতিরোধ/উচ্ছেদ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর/ পানি উন্নয়ন বোর্ড/পরিবেশ অধিদপ্তর ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৪। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নারায়ণগঞ্জ ৫। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার,নারায়ণগঞ্জ ৬। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি),নারায়ণগঞ্জ ৭। বন্দর কর্মকর্তা,বিআইডব্লিউটিএ, নারায়ণগঞ্জ
২।	শীতলক্ষ্যা নদীতে খানপুর ও হাজীগঞ্জ গ্রামাঞ্চলে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিসি এবং বিআইডব্লিউটিএ এর শতাধিক ভাঙ্গা ড্রেজার, ট্রলার, কার্গো, জাহাজ, নদীতে ডাম্পিং করা হয়েছে। ফলে ঐ স্থানে	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ

	পলি জমে নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। জরুরি ভিত্তিতে ঐ সকল অকেজো জলযান, ড্রেজার, ট্রলার, স্পীডবোট নদী হতে অপসারণপূর্বক বিহিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।	৩। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি ৪। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।
৩।	শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ওয়াকওয়ে তৈরি করা হচ্ছে। Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পার্শ্বে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষার্থে জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নারায়ণগঞ্জ ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], নারায়ণগঞ্জ ৫। বন্দর কর্মকর্তা, বিআইডব্লিউটিএ, নারায়ণগঞ্জ।
৪।	[ক] নদীর মধ্যে হরিপুর বিদ্যুৎ প্লান্টের তরল বর্জ্য নদীতে পড়ছে। পাশেই নদীর তীরে দখল করে ডকইয়ার্ড স্থাপন করা হয়েছে। কারখানার অপরিশোধিত রাসায়নিক তরল বর্জ্য ও অপরিশোধিত পানি নদীতে নিঃসরণ বন্ধ করতে হবে। [খ] নদীর দক্ষিণ তীরে আদমজী উৎস হতে কয়েকটি চ্যানেলে EPZ এর সকল বর্জ্য ও রাসায়নিক তরল নদীতে পড়ছে। রঙিন ও রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে প্রায় ২ কিমি নদীর পানি কালচে রং ধারণ করেছে। ETP এর মাধ্যমে তরল বর্জ্য পরিশোধন করতে হবে। [গ] শারমিন ভেজিটেবল ফ্যাক্টরি হতে অপরিশোধিত রাসায়নিক তরল বর্জ্য নদীতে পড়ছে। উক্ত ফ্যাক্টরি হতে কেমিক্যাল নিঃসরণ বন্ধ করতে হবে। [ঘ] নদীতে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ৩। ব্যবস্থাপক, আদমজী EPZ নারায়ণগঞ্জ ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নারায়ণগঞ্জ ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], নারায়ণগঞ্জ ৬। বন্দর কর্মকর্তা, বিআইডব্লিউটিএ, নারায়ণগঞ্জ।
৫।	নারায়ণগঞ্জ সাইলো ও আদর্শ পেপার মিলের মাঝখানে একটি অর্ধমৃত প্রশস্ত খাল রয়েছে। বর্তমানে ক্রমান্বয়ে তা দখল হচ্ছে। খালটি অবিলম্বে পুনরুজ্জীবিত করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নারায়ণগঞ্জ
৬।	কাঁচপুর ব্রিজের ডাউনে ব্রিজের দক্ষিণ পাশে উদ্ধারকৃত জায়গায় বিআইডব্লিউটিএ ইকোপার্ক তৈরি করছে। ইকোপার্ক ব্যবস্থাপনার জন্য বিধি মোতাবেক সরকারের অনুমোদনক্রমে সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নারায়ণগঞ্জ
৭।	জেলাধীন নদী সংশ্লিষ্ট কোনো প্রকল্প গ্রহণ, নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ, বাঁধ, কালভার্ট, ব্রিজ স্লুইস গেট ইত্যাদি তৈরির ক্ষেত্রে জেলা কমিটিতে আলোচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো। নদীর প্রস্থের চেয়ে ছোট আকারের কোন ব্রিজ তৈরি করা সঠিক হবে না যা নদীর নাব্যতাকে হ্রাসকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/ সড়ক ও জনপথ বিভাগ ৩। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ ৪। বন্দর কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ বন্দর
৮।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লব্ধ হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ

	প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারযুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনাসহ যে কোনো Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	৩। পুলিশ সুপার , নারায়ণগঞ্জ
৯।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা অবিলম্বে চূড়ান্তভাবে তৈরি ও প্রকাশ করবেন/করাবেন। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ফোরশোরসহ জনগণের/রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নদী রক্ষার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষের সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার , নারায়ণগঞ্জ
১০।	জেলা কালেক্টর জরিপ বিভাগের সহায়তায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতের মাধ্যমে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ ধারার অধীনে AD লাইন টানা/দিয়ারা জরিপ কাজ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন এবং ১৪৩ ধারার মাধ্যমে যেকোনো সময় প্রয়োজনানুসারে নদীর রেকর্ড বাস্তবতার নিরিখে হালনাগাদ করবেন/করাবেন। ১৪৪ ধারা অনুযায়ী নদীর রেকর্ড ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের নামে বন্দোবস্ত কিংবা নামজারি হয়ে গেলে তা CS পর্চা সরেজমিন অবস্থা বিবেচনায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালত [LAB] এর মাধ্যমে কালেক্টরের পদেও বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত করবেন। ১৪৭-১৫১ ধারার আবশ্যকীয় প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষার্থে জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস তুল্য বিবেচনায় সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/ আপীল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake পথে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধন/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ

	২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অনুপালন্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	
১১।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। RS/BS কিংবা চর্চা ম্যাপের ভিত্তিতে নদ-নদীর জমি [চর-জমি] ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে মাঠ জরিপের [১৪৪ ধারার] মাধ্যমে যেসব ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে রেকর্ড করে দিয়েছে তা অবিলম্বে বাতিল করবে এবং নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রকে/নদীকে ফিরিয়ে দেবার কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কালেক্টর বাহাদুরের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করতে সহায়তা করবে।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক , নারায়নগঞ্জ
	[খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাভেদেতে প্রয়োজনানুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতার পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-খনন ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে একই SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর মতু এবং যার্থ নির্ধারণ করবেন। [গ] সাব-রেজিস্ট্রি অফিস জমি হস্তান্তরে দলিল রেজিস্ট্রেশনের প্রাক্কালে জমির পূর্বাপর রেকর্ডের [CS/SA/RS/CITY জরিপ] সাথে CS/RS ম্যাপ/নকশা বিবেচনায় নিয়ে নদীর ভূমি ও ফোরশোর যাতে কারো নামে রেজিস্ট্রিকৃত না হতে পারে তা নিশ্চিত করবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলাধীন নদ-নদী/জলাশয়/জলাধার/খাল-বিলের নকশা ও পর্চায় দাগ নম্বর চিহ্নিত করণপূর্বক তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিস/সহকারী কমিশনার [ভূমি] কার্যালয় তা নিশ্চিত করবে। কোনরূপ সন্দেহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগপূর্বক তাদের মতামত/সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।	
১২।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সেগুলি বাতিল করবেন এবং সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ

	নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	
১৩।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রগণ্যতা বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল],নারায়ণগঞ্জ
১৪।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৪। পুলিশ সুপার,নারায়ণগঞ্জ ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ
১৫।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থি। কোনো প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের আগুন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], নারায়ণগঞ্জ ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি],[সকল], নারায়ণগঞ্জ
১৬।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] নারায়ণগঞ্জ
১৭।	[ক] কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকরভাবে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নত পদ্ধতির [3R: Reduce, Reuse and Recycle] সাপেক্ষই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন/হস্তান্তরিত/আমদানিপূর্বক প্রয়োগ/ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠির বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] নারায়ণগঞ্জ

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৬২]-৫৯২ তারিখ: ৮ জুন ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের যথাদেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়/নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৫। রেজিস্ট্রার জেনারেল, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
০৭। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
০৮। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, আব্দুল গণি রোড, সচিবালয় লিংক রোড, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
০৯। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
১২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।
১৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ।
১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড এল.জি.ইডি/সড়ক ও জনপথ, নারায়ণগঞ্জ।
১৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১৬। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সদর/বন্দর।
১৭। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১৮। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও নরসিংদী জেলা নদী রক্ষা কমিটি কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত নরসিংদী জেলাধীন নদ-নদীর দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ।

তারিখ: ০৫ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ।। স্থান: নরসিংদী

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার গত ০৫/০৯/২০১৮ তারিখ নরসিংদী জেলা সফর করেন। সফরসঙ্গী হিসেবে কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন, উপ-পরিচালক[গবেষণা ও পরিবীক্ষণ] ড. অশোক কুমার বিশ্বাস এবং চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জনাব শহিদুজ্জামান নরসিংদী জেলায় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও হাড়িধোয়া নদী পরিদর্শন এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটির সেমিনারে যোগদান করেন।

নরসিংদী জেলাধীন নদ-নদীর দখল, দূষণ, ও ভরাট প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক সেমিনারের প্রারম্ভে ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক সকলকে সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি নদী প্রধান নরসিংদী জেলায় সকলকে স্বাগত জানান। তিনি জানান, নদ-নদী রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসন সদা সচেষ্ট। প্রত্যেকটি উপজেলায় নদ-নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে অত্র এলাকায় ৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে বলে তিনি জানান। এক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে নদী খনন প্রকল্পের কাজ করা হচ্ছে। তিনি জানান, সিএসএ পর্চা/নকশায় নদী থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে আরএস পর্চা/নকশার নদী নেই। আরএস পর্চায় ব্যক্তির নামে নদীর জমি রেকর্ড হয়েছে।
এর পর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] নরসিংদী জেলার নদ-নদীর সামগ্রিক চিত্র এর মাধ্যমে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

তিনি নরসিংদী জেলার নদীসমূহের উপজেলাভিত্তিক বর্ণনায় বলেন যে, নরসিংদী সদর উপজেলায় যথা: মেঘনা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল খাঁ, হাড়িদোয়া ও ব্রহ্মপুত্র নদী; শিবপুর উপজেলায় শীতলক্ষ্যা ও পাহাড়িয়া নদী; পলাশ উপজেলায় শীতলক্ষ্যা ও হাড়িদোয়া নদী; রায়পুরা উপজেলায় মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ, পাহাড়িয়া নদী ও ব্রহ্মপুত্র। মনোহরদী উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ, পাহাড়িয়া নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী এবং বেলাব উপজেলায় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়িয়া ও আড়িয়াল খাঁ নদী প্রবাহিত হয়।

তিনি পানি দূষণ ও নদী ভরাট প্রতিরোধকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বলেন যে, মোট ৬টি ইটিপি বিহীন অকার্যকর তরল বর্জ্য নির্গমনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয় । পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশ দূষণকারী ২টি প্রতিষ্ঠান [অ্যামেনা ডাইং এন্ড প্রিন্টিং, বিরামপুর,মাধবদী, নরসিংদী ও বেস্ট কটন মিলস লি:, বাগহাটা, সাহেবাবাদ, নরসিংদী] এর বিরুদ্ধে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ অনুসারে জরিমানা/ ক্ষতিপূরণ আদায়সহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ১৪,৫০,৫২০/-[চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত বিশ] টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয় এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে নির্দেশ প্রদান করা হয়।
তরল বর্জ্য নির্গমনকারী ২টি প্রতিষ্ঠানের[তালহা টেক্স প্রো: লি:, রঘুনাথপুর,পাঁচদোনা, নরসিংদী ও টেকনো ড্রাগন লি:-৩ বিসিক,শিবপুর, নরসিংদী] পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক পাওয়ায় তাদের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হয় এবং নিয়মিত পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে সভা করে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীকে সম্পৃক্ত করে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। তাছাড়া ইটিপিবিহীন কোম্পানির বিরুদ্ধে অথবা যাদের ইটিপি আছে কিন্তু পরিচালনা করেনা তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ চলছে।

তিনি আরো বলেন যে, নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়ালখাঁ, হাড়িদোয়া, ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়িয়া, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নরসিংদী জেলার ৫টি নদীতে ২৩২ কিলোমিটার নদী পুনঃখনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

নরসিংদী জেলার নদীসমূহে বর্তমান চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি আরো বলেন যে, আড়িয়ালখাঁ নদী ড্রেজার দ্বারা খনন কাজ চলমান। ব্রহ্মপুত্র নদ, হাড়িদোয়া নদী, খনন কাজের জন্য সমীক্ষা [Study] করার লক্ষ্যে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। পাহাড়িয়া নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ [নরসিংদীর অংশে] এক্সকাভেটর দ্বারা খনন কাজ চলছে । আড়িয়ালখাঁ নদী মনোহরদী উপজেলার শিমুলতলী হতে চরমাধবদীয়া হয়ে বেলাব উপজেলা কমপ্লেক্স পর্যন্ত খননের কাজ চলছে। মেঘনা নদী, শীতলক্ষ্যা নদী [নরসিংদীর অংশে] খনন করা প্রয়োজন ।

অবৈধ দখল, উচ্ছেদ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, নরসিংদী জেলায় অবস্থিত নদীর পাড়ে অবৈধ দখল রয়েছে যা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হচ্ছে । নরসিংদী জেলার নদীসমূহের উপজেলাভিত্তিক নদীর তীরবর্তী স্থানে অবৈধ দোকানপাট, হাট-বাজার, দখলদারদের তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং নরসিংদী সদরের শেখেরচর ও মাধবদীতে যে সকল নদী রয়েছে সেগুলোর দুই পাড়ে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পরিকল্পনাসহ বর্তমান সমস্যা সমাধানে সম্ভাব্য সময়াবদ্ধ কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত তুলে ধরেন:

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিষয়	বর্তমান অবস্থা	প্রস্তাব	সময়/কর্মপরিকল্পনা
০১	নদী সংক্রান্ত তথ্যাদি	বেশির ভাগ নদী সমূহের প্রকৃত তথ্যাদি নেই ।	নদীর প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে ।	মধ্য মেয়াদী
০২	নদীসমূহের সীমানা পিলার চিহ্নিতকরণ ও স্থাপনা করার নিমিত্ত সিএস এবং আরএস মৌজা ম্যাপের মধ্যে সংক্রান্ত	নদী সমূহের সিএস এবং আরএস মৌজা ম্যাপ না থাকার কারণে সীমানা পিলার চিহ্নিতকরণ ও স্থাপনা করা হয়নি। তবে সিএস ও আরএস মৌজা ম্যাপের চাহিদাপত্র ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে ।	সিএস এবং আরএস মৌজা ম্যাপ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নদী সমূহের সীমানা পিলার চিহ্নিতকরণ ও স্থাপন করা যেতে পারে	স্বল্প মেয়াদী

০৩	নদী সমূহের অবৈধ দখল সংক্রান্ত	নদীর উভয় পাড়ে অবৈধ স্থাপনা ও দখলদার রয়েছে ।	নদী উভয় পাড়ে অবৈধ দখলদারদের তালিকা তৈরি করা যেতে পারে এবং উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে	মধ্য মেয়াদী
০৪	নদী দূষণ এবং ইটিপি সংক্রান্ত	শিল্প ও কলকারখানাগুলোতে ইটিপি চালু না থাকার কারণে নদী দূষিত হচ্ছে	নদী দূষণরোধ এবং ইটিপি চালুর বিষয়ে শিল্প মলিকদের বাধ্য করা যেতে পারে	স্বল্প মেয়াদী
০৫	বিলুপ্ত বা মৃতপ্রায় নদী খনন সংক্রান্ত	বেশির ভাগ নদী সমূহের খনন না হওয়ার কারণে নাব্যতা নেই	বিলুপ্ত বা মৃত প্রায় নদী খননের বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উক্ত বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে ।	দীর্ঘ মেয়াদী
০৬	সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত	নদী রক্ষায় স্থানীয় জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করণের সম্ভাব্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতি মাসের জেলা নদী রক্ষা কমিশনের সভায় আলোচনা হয়/ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়	স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে নদী রক্ষা করতে হবে/করা যেতে পারে । সামাজিক যোগাযোগে মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে	স্বল্প মেয়াদী

নদী সংক্রান্ত কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, উচ্চ আদালতে মামলা, সিএস, এসএ, আরএস রেকর্ড অনুযায়ী নদীর প্রকৃত সীমানা চিহ্নিত নেই। ভৌগোলিক ও সীমানা সংক্রান্ত অসুবিধার কারণে অনেক সময় অভিযান পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। উচ্ছেদের খরচ ও লোকবলের অভাব রয়েছে। পুনর্বাসনগত জটিলতা এবং বহুপক্ষীয় সংশ্লিষ্টতা থাকায় সমন্বয়ে অসুবিধা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন যে, উচ্ছেদ কাজ করতে গিয়ে কিছু বাস্তব জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন- কোর্টে মামলা, সিএস অনুসারে নদীর সীমানা চিহ্নিত না থাকা প্রভৃতি।
নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। তিনি জানান, অত্র এলাকার নদ-নদীগুলো দীর্ঘদিন খনন করা হয়নি। প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০ কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে। দুটি প্রকল্প রয়েছে ।

নরসিংদী পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী এর আওতাধীন চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ:

১। নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প [১ম সংশোধিত]।
২। "নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়ালখাঁ, হাড়িদোয়া, ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়িয়া, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প"।

তিনি বলেন যে, অত্র প্রকল্পের উদ্দেশ্য [Objectives] হল বাঁধ নির্মাণ করে ৩৯৫০ হেক্টর এলাকায় বর্ষাকালে পাহাড়িয়া নদীর পানি প্রবেশ রোধকরণ। ১৬০০ হেক্টর এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন। সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে অতিরিক্ত ৪০০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনা এবং পালপাড়া বাজার এলাকায় নদী ভাঙন রোধকরণ।

মুক্ত আলোচনায় বক্তাগণ তাদের নিম্নোক্ত বক্তব্য তুলে ধরেন:
সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর গোলাম মোস্তফা মিয়া প্রথমেই গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন যে, দেশের মা কে? এ প্রশ্নের উত্তর অনেকেই সঠিকভাবে বলতে পারে না। এতে তিনি ব্যথিত হন। তিনি বলেন যে, দেশের মা হচ্ছে নদী। পদ্মা, মেঘনা যমুনা- এদেশের মূল ঠিকানা। তিনি জানান নদ-নদী রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসন খুবই আন্তরিক। কিন্তু তার পরেও নদ-নদী দখল, দূষণ হচ্ছে। শীতলক্ষ্যার পাশে ঘোড়াশালে প্রাণ কোম্পানির অনেক স্থাপনা নদী দখল করে গড়ে উঠেছে। পাঁচদোনা ব্রিজের ব্রহ্মপুত্র এর উপরা

নিকট দক্ষিণ পার্শ্বে ব্যাপক দখল ও দূষণ হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হাড়িদোয়া নদীটি সম্পূর্ণরূপে দূষিত হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। শুষ্ক মৌসুমে এর অবস্থা আরও করুণ হয়। তিনি আরো বলেন যে, যাদের জন্য নদী ভরাট ও দূষণ হয় তাদের এই সেমিনারে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহি করা জরুরি ছিলো। কিন্তু তারা অনুপস্থিত। নরসিংদী কে যে কয়টি শাখা নদী রয়েছে তার অধিকাংশেই মৃত। পাহাড়িয়া নদীর নাম হবে কলাগাছিয়া নদী। তিনি এই নদীর নাম সংশোধনের আহবান জানান। ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক বলেন, যথাযথ আচাই-বাছাই এর পর বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

প্রফেসর সূর্যকান্তি দাস বলেন যে, হাড়িদোয়া নদীটি ব্যাপকভাবে দূষিত হয়েছে। এতে করে চর্মরোগসহ অন্যান্য রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে নদীতে কোন মাছ নেই। পূর্বে এই নদীতে লঞ্চ চলাচল করতো। বর্তমানে হাটু পর্যন্ত পানিও নেই। এই নদীর পাড়ে বড় বড় শিল্প কারখানা থাকায় নদী ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে। ইটিপি থাকলেও সব সময় চালু রাখা হয় না। এতে করে হাজার হাজার গ্যালন বর্জ্য নদীতে নিক্ষেপ/নিঃসরণ হচ্ছে। নদীকে দ্রুত দখলমুক্ত করতে হবে। সিএস ম্যাপ অনুসারে নদীর ৭৫% দখল হয়ে গেছে। তিনি সম্মিলিতভাবে অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্য পরিচালনার আহবান জানান।

পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বলেন যে, ডাইং কারখানার কারণে নদী দূষিত হচ্ছে। নদী পূর্বেও দূষিত হতো। বর্তমানেও নদী দূষিত হচ্ছে। ১০৩ টি ডাইং কারখানার মধ্যে মাত্র ৯৬টি কারখানায় ইটিপি রয়েছে। তিনি আরো বলেন দুই জেলার দায়িত্বে রয়েছে। ফলে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তারপরেও কারখানা পরিদর্শন করা হয়। প্রায় ১২/১৩ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। প্যাকেজিং ডাইং ফ্যাক্টরিকে প্রায় ১ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জনবল না থাকায় সঠিকভাবে কার্যক্রম করা যাচ্ছে না।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কে বলেন যে, শুধু জরিমানা করাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজনে জেল দিতে হবে। অন্তত দশটি কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে। আইনের ন্যারালুপ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হবে পানি নিয়ে। সুতরাং পানির সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। তিনি আবর্জনা, বর্জ্য ফেলার জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার আহবান জানান। জনগণকে সচেতন করার আহবান জানান।

এসিস্টেন্ট ডি এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব রায়হান বলেন যে, নদীর সীমানা করার ফলে সীমানা জুড়ে অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠেছে। এর প্রতিকার কী? নদীর শাখা-প্রশাখা রক্ষায় আমাদের অধিক দায়িত্ববান হতে হবে।

রায়পুরা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) বলেন যে, হাড়িদোয়া নদী মৃত এবং দূষিত হয়ে গেছে। এই নদী থেকে যাতে দূষিত পানি মেঘনা নদীতে না পড়ে সে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি আহবান জানান। তিনি বলেন যে, হাড়িদোয়া নদীর মুখে বাঁধ অথবা ইটিপি স্থাপন করে মেঘনা নদীতে দূষণ রোধ করা সম্ভব।

পলাশ উপজেলার নির্বাহী অফিসার ভাস্কর দেবনাথ বলেন যে, কালিগঞ্জে মেঘনা নদীর গর্ভে প্রায় দেড়শো মিটার নদী দখল করে প্রাণ কোম্পানি স্থাপনা নির্মাণ করেছে। এক্ষেত্রে তিনি তিন জেলার মেঘনা নদীর প্রবাহ থাকায় গাজীপুর, নরসিংদী এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সংগে যৌথ সভা করার আহবান জানান।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব জাকির হাসান বলেন যে, দেশের সকল নদ-নদীতে কম-বেশি দূষণ রয়েছে। নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে। হাড়িদোয়া নদীতেও ব্যাপক দূষণ হয়েছে। এর তলদেশে বালু/মাটি নেই, রয়েছে শুধু পলিথিন। তিনি বলেন যে, যৌথভাবে নদী রক্ষায় সকল দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা নদী রক্ষার কাজ করে যাচ্ছি।

সার্বক্ষণিক সদস্য উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। নদী রক্ষা করা অন্যতম চ্যালেঞ্জিং কাজ। নদী রক্ষায় যে, সকল আইন ও বিধি বিধান রয়েছে, সেগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। রাজনৈতিক, সামাজিক যতই বাধা বিপত্তি আসুক না কোন প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হবে। নদী রক্ষায় মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা/নদী রক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। তাদেরকে নদী রক্ষার কাজ করতে হবে। ইকোনমিক জোন, শুল্কগ্রাম করার জন্য নদীর জমি ব্যবহৃত না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার আহবান জানান। নদীর মালিক সরকার/রাষ্ট্র। নদী রক্ষার দায়িত্বে স্থানীয় প্রশাসনের। নদী দখলদারদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। নদী কমিশন একটি জাতীয় প্রাতিষ্ঠান। তিনি নদী রক্ষায় সকলের সহযোগিতা চান। তিনি ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাসহ সকলকে নদী রক্ষায় আরো সতর্ক হওয়ার আহবান জানান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, 'নরসিংদী জেলাধীন মরা-নদীর দখল, দূষণ ও ভরাট প্রতিরোধে করণীয়' শীর্ষক সেমিনারটি সফল আয়োজনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সেমিনারে আলোচনাকালে তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে হৃদয় দিয়ে বোঝার জন্য। তিনি আরও বলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন প্রায় ৫০ কোটি লোক ছিল। এই ৫০ কোটি লোক মিলে এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। তিনি ধন্যবাদ জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর সৎ, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা শুনি তখন আমরা লজ্জায় অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সততা শিষ্টার মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, হাওর খনন করতে হবে। তিনি নদীর নাব্যতা নষ্ট করে কোন ব্রিজ, কালভার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্যক্রম চালানোর আহ্বান জানান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক [বর্তমান ও আগামীর] জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ সেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসারে নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না; তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অশুদ্ধতার প্রমাণের ভিত্তিতে [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রায়ণ/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রায়ণ বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে ['জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে] এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাননীয় হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্য সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়া যায়,যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর যার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী বিলুপ্তির পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। খুলনার তেরখাদার ভুতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয় স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা যাতে অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির কাম্য প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা ধরেই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুষম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদী হতে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কর্মে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহবান জানান। নদীর জায়গা জবরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে

রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, নদীর জমি নিরঙ্কুশভাবে সরকারের দখলে নিতে হবে। নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তা দিতে হবে। নদীর জমি রক্ষণাবেক্ষনে অর্থায়ন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। নদী রক্ষায় সিভিল সোসাইটি/সাংবাদিকসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

চেয়ারম্যান বলেন যে, নদী বিষয়ে পূর্বে আমাদের তেমন কোন সচেতনতা ছিল না। নদী কমিশন গঠিত হওয়ার পর আমাদের সচেতনতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। চেয়ারম্যান বলেন, চলমান প্রকল্পেরগুলির জন্য ৫২০ কোটি টাকার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়নের বিষয় সকলকে নজর রাখতে হবে। মেঘনা নদী সংকুচিত করে যে ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে তার কারণে নদীর প্রবাহ/নাব্যতা নষ্ট হচ্ছে। ফলে অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠেছে। এখানে যে ড্রেজিং এর কাজ হচ্ছে তার মাটি নদীতেই ফেলা হচ্ছে। ফলে নদী এবং খাল সংকুচিত এবং ভরাট হচ্ছে।

যা অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে/সুফলে সরিয়ে নেয়ার বিষয়ে নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জরুরি ভিত্তিতেই নিতে হবে। তিনি ইটভাটা আইন যুগোপযোগী করার আহ্বান জানান। তিনি পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র দেয়ার বিষয়ে আগে যথাযথ তদন্ত করার আহ্বান জানান। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেন। টপ সয়েল এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। টপ সয়েল কাটা বন্ধ করার আহবান জানান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, হাড়িদোয়া নদীর তীরে যে সকল শিল্প কারখানা নির্মিত হয়েছে তাদের মালিকদের সাথে সভা করতে হবে। প্রয়োজনে দূষণকারী শিল্প মালিকদের জেল/জরিমানা দিতে হবে এবং ইটিপি ২৪ ঘন্টা চালু রাখতে হবে। আইনে যে কোন ব্যত্যয়ের জন্য নদী কমিশন প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিরুদ্ধে মামলা করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সুনির্দিষ্ট মতামত তুলে ধরে বলেন যে, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি হস্তান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষম, দক্ষ ও যোগ্য করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লংঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমেই নদীতে ফেলা যাবে না। নদীতে ফেলাসে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবে। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সৎসাহস ও জবাবদিহিতা জরুরি।

জেলা প্রশাসক, নরসিংদী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	[ক] হাড়িদোয়া ও মেঘনার মিলন স্থলে নদীর তীরে ব্যক্তি মালিকানাধীন দোকান, ইট নির্মিত টিনশেড ইত্যাদি অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠেছে। অবিলম্বে এই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। [খ] পিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নরসিংদী সদর, নরসিংদী । ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], নরসিংদী সদর, নরসিংদী ।

	এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই সার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	
০২।	[ক] গোবিন্দপুর খেয়া ঘাটের যাত্রী ছাউনির অতি সন্নিকটে মেঘনা নদীকে চলমান ড্রেজিংকৃত মাটি নদীতেই নিক্ষেপ হচ্ছে যা সঠিক নয়। এ খননকৃত মাটি নদী থেকে অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে। [খ] নরসিংদী সদরের মেঘনা নদীর অপর তীরে নির্মিতব্য নতুন ব্রিজ নদীর জমি অনেক বালি বেঁধে নদীর মধ্যে এসে ব্রিজ করা হয়েছে। প্রায় ১ কিলোমিটার ব্যাপী নদীর মধ্যে বাঁধ দেয়া হয়েছে। এ ব্রিজ নদীর নাব্যতাহানীর কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। যথাযথভাবে নদীর স্টাডি করে এ ব্রিজ নির্মাণ করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ নদীর সঙ্গে সংযোগকৃত খালগুলোর পানির প্রবাহ যাতে বজায় থাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী। ২। মেয়র, নরসিংদী পৌরসভা, নরসিংদী। ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী। ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নরসিংদী সদর, নরসিংদী। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], নরসিংদী সদর, নরসিংদী।
০৩।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙ্গন কিংবা সৃষ্ট হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ জরুরি প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সমন্বিত আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ৩। পুলিশ সুপার, নরসিংদী ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] নরসিংদী।
০৪।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ৩। পুলিশ সুপার, নরসিংদী ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] নরসিংদী।
০৫।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ কিংবা ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ ৪। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ৫। পুলিশ সুপার, নরসিংদী ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,

	রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনি/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অনুসরণ। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	[সকল] নরসিংদী ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] নরসিংদী।
০৬।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং প্রেপাগুলোতে প্রয়োজনুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে বার্তাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতার পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর সার্বিক আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ ৪। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ৫। পুলিশ সুপার , নরসিংদী ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] নরসিংদী
০৭।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] নরসিংদী
০৮।	ভূগর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সার্থে স্থানীয় জনসাধারণদের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দুরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি]

	স্কুল/কলেজ/মসজিদ/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গায় উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ড্রেজিংকৃত পলি/মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে।	[সকল]নরসিংদী
০৯।	জেলার মধ্যে পাউবো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অব্যবহৃত রয়েছে যথাযথ ব্যবহার না করার ফলে জমিগুলো বে-দখল হয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে রিজিউম করা যেতে পারে। এছাড়াও কৃষি জমির টপ সয়েল বিক্রি বন্ধ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নরসিংদী সদর, নরসিংদী ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], নরসিংদী সদর, নরসিংদী
১০।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। পুলিশ সুপার, নরসিংদী ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী
১১।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/ গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] নরসিংদী
১২।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নরসিংদী ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, নরসিংদী ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] নরসিংদী
১৩।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রগণ্যতা বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], নরসিংদী ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], নরসিংদী
১৪।	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্টে নদী সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান মামলাগুলি আইনি মোকাবিলা করে সত্বর নিষ্পত্তি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার তালিকা প্রণয়ন, পিপি/জিপি নিয়োগ এবং এস,এফ [Statement of FActs] যথাযথভাবে তৈরি করে মামলাগুলি মোকাবিলা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], নরসিংদী ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল],নরসিংদী
১৫।	[ক] নদীর তীরে স্থাপিত ইটভেরাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী

	রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	৩। পুলিশ সুপার, নরসিংদী ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নরসিংদী ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], নরসিংদী ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] , নরসিংদী
১৬।	[ক] নরসিংদী জেলায় মেঘনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। এতে নদী এবং নদীর প্রতিবেশ নষ্ট হচ্ছে। অবিলম্বে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। [খ] অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ৩। পুলিশ সুপার, নরসিংদী ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] নরসিংদী
১৭।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], নরসিংদী
১৮।	[ক] হাড়িদোয়া নদীটি ব্যাপক দূষিত হয়েছে এবং ডাইং কারখানার কারণে নদী দূষিত হচ্ছে। [খ] নদীতে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনোরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [খ] কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ /ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।	১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ২। মেয়র পৌরসভা, নরসিংদী ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, নরসিংদী ৪। পুলিশ সুপার, নরসিংদী ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নরসিংদী ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] নরসিংদী ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] নরসিংদী

২০।	জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/গণসংযোগ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, নরসিংদী

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(৪১)- তারিখ: ১৪ অক্টোবর ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের যথাদেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৮। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১০। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী
১১। পুলিশ সুপার, নরসিংদী
১২। মেয়র, পৌরসভা, নরসিংদী
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/ এল.জি.ইডি/সড়ক ও জনপথ, নরসিংদী
১৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিকদা, নরসিংদী
১৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিকদা, নরসিংদী
১৭। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৮। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার কর্তৃক সদরঘাট থেকে শুরু করে মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর ব্রিজ পর্যন্ত ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যা নদী সরেজমিন পরিদর্শন বিষয়ক প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ: ০৫/০২/২০১৮ ।। সময়: সকাল ৯:৩০-৫:০০ ঘটিকা

১। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য:

নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, পরিবেশ উন্নয়ন, নদীর তীর সংরক্ষণ, দূষণের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ, অবৈধ দখলের প্রকৃতি, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নদীকে নৌপরিবহণযোগ্য করে গড়ে তোলা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করণের যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সার্বিক সমন্বয় সাধন ও কার্যকর টেকসই বাস্তবভিত্তিক সুপারিশ প্রদান।

২। পরিদর্শনকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উপ-পরিচালক [প্রশাসন, অর্থ ও পরিবীক্ষণ] এবং চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জনাব মো: লোকমান আহমেদ, বিআইডব্লিউটিএ-এর ঢাকা নৌ বন্দরের যুগ্ম-পরিচালক জনাব জয়নাল আবেদীনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব], মুন্সিগঞ্জ, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর ও সহকারী কমিশনার [ভূমি], মুন্সিগঞ্জ সদর, সহকারী কমিশনার [ভূমি], নারায়নগঞ্জ সদর, জেলা প্রশাসন ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডিজিএলআর এর ৩ [তিন] জন প্রতিনিধি সিএস ও আর এস পরচা ম্যাপ ও নকশাসহ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন কার্যাদি ও পর্যবেক্ষণ:

[ক] সদরঘাট নদী বন্দর হতে পোস্তগোলা ব্রিজ [চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু] নদীর দু'পাশে বাগানবাড়ি এবং নদীর পাড় ঘেঁষে নদীর জমি অবৈধ দখলপূর্বক সেয়াও-ওয়াল তৈরি করা হয়েছে।
[খ] 'কস্তুরা গ্রুপের ফুড এন্ড ব্যাভারেজ ফ্যাক্টরি' হতে অনবরত দুর্গন্ধযুক্ত পানি নদীতে ফেলতে দেখা যায়; এবং সীমানা প্রাচীর দিয়ে অবৈধভাবে নদীর পাড় ও নদীগর্ভের জমি দখলের চিত্র পরিলক্ষিত হয়;
[গ] বুড়িগঙ্গার মুখ থেকে ইছামতি নদীর দুপাশে বহু অবৈধ ইট-ভাটা দেখতে পাওয়া যায়, যা থেকে প্রচুর পরিমান ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়, যা গোটা পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য অস্বাস্থ্যকর/নাজুক অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে।
[ঘ] জেলা প্রশাসন থেকে নদীর তীরে যেটুকু "Walk-Way" তৈরি করে দেয়া হয়েছে তা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায়-বিলীন হবার পথে। বুড়িগঙ্গার পানি অবর্ণনীয়রূপে দূষিত ও ইছামতি নদীর দু'পাশে অবৈধ দখল করে প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছে।
[ঙ] নদীর দু'পাশের শিল্পকারখানা গুলির "ETP" কার্যকর নয় বলে দেখা গেল। ময়লা পানি ও বর্জ্য নদীগর্ভে পড়ার দৃশ্য দেখা যায়;
[চ] নদীর দু'পাশে সর্বত্র ১৫০ ফুট "Port Limit" দেখা গেল না।
[ছ] নদীর মধ্যে বিভিন্ন জাহাজ/ট্রলার ফেলে নৌচলাচল ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। বিভিন্ন সিমেন্ট বোঝাই কার্গোসমূহ নদীতে বিচ্ছিন্নভাবে ঝুঁকিপূর্ণভাবে ওভারলোডিং অবস্থায় দেখা যায়। এসব বন্ধে "Marine Court" অথবা "Special Officer Marine Safety" কর্তৃক ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে কার্যকর আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারেন;
[জ] শীতলক্ষ্যা নদীর নব্যতা বৃদ্ধির জন্য জরুরি ভিত্তিতে ড্রেজিংয়ের করা প্রয়োজনীয়তা পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়েছে;
[ঝ] হাইস্পীড শীপইয়ার্ড সাইনবোর্ড টাংগানো একটি বাগানবাড়ি অবৈধভাবে নদীর তীরে নদীর জমি অবৈধ-দখলপূর্বক গড়ে তোলা হয়েছে বলে দৃশ্যমান হয়;
[ঞ] চরজজ্ঞানবাদি মৌজায় মীরকাদিম পোর্ট-এর জরাজীর্ণ অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।
[ট] ২০০৫ সালে মীরকাদিম পোর্ট-কে সরকার ১৮৬ একর জমিসহ বন্দোবস্ত প্রদান করলেও পোর্ট কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি তার দখলে যেতে পারছেন না বলে তাঁরা অভিযোগ করলেন।
[ঠ] মুক্তারপুর ব্রিজের দু'পাশে ক্রাউন সিমেন্ট, শাহ সিমেন্ট, প্রিমিয়ার সিমেন্টসহ কয়েকটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দেখতে পাওয়া যায়। এসকল ফ্যাক্টরি থেকে অনবরত দূষিত পানি নির্গমন ও বর্জ্য নদীতে ফেলতে দেখা যায়। এসকল প্রতিষ্ঠান নদীর তীরের জমি অবৈধভাবে দখল করে গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ রয়েছে এবং দৃশ্যমান হয়েছে, যা অবিলম্বে সরেজমিন পরীক্ষাপূর্বক

বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট নারায়নগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উচ্ছেদসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অনতিবিলম্বে নিশ্চিত করবে।

[ঙ] নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি/যাত্রীবাহী লঞ্চ/ট্রলার ব্যতিত কোন কার্গো বুড়িগঙ্গার একেবারে অভ্যন্তরে/তীরে নোঙ্গর করার অধিকার সীমিত করার আবশ্যকতা বিআইডব্লিউটিএ সমীক্ষা করে দেখতে পারেন।

পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১।	অবৈধভাবে স্থাপিত বিভিন্ন স্থাপনা পুনরুদ্ধার করে নদীর জায়গা নদীকে ফিরিয়ে দেবার কার্যক্রম অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ এবং জেলা প্রশাসন, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ,মুন্সিগঞ্জ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ CS/RS ম্যাপ অনুসরনে উচ্ছেদসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০২।	সদরঘাট নৌবন্দর হতে ইছামতি নদীর মধ্যবর্তী স্থানে ময়লা-আবর্জনা অনতিবিলম্বে অপসারণের জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৩।	প্রতিমাসে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর সহযোগিতায় নদীর দখল, দূষণ প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট অগ্রগতির রিপোর্ট যথারীতি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে প্রদান করবে।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৪।	বুড়িগঙ্গা নদীর দূষিত পানি পরিশোধন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এজন্য কার্যকর পরিশোধন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, ওয়াসা, ঢাকা/ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/জেলা প্রশাসন, ঢাকা।
০৫।	নদীর সীমানার মধ্যকার জায়গা [CS/RS] নকশা অনুযায়ী জরিপ করে অবৈধ দখলকৃত বাগানবাড়ি অপসারণপূর্বক CS মোতাবেক নদীর জায়গা সংরক্ষণার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ কাজে মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর CS/RS ম্যাপ সরবরাহ নিশ্চিতপূর্বক সরেজমিন সীমানা নির্ধারণ করে দিবেন।
০৬।	নদীর সীমানা নির্ধারণপূর্বক নদীর দু'পাড়ের জায়গা রক্ষনার্থে ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য গাছ লাগানো, নৌকা বাইচসহ বিভিন্ন পর্যটন স্পট তৈরি করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বিআইডব্লিউটিএ/জেলা প্রশাসন ঢাকা, নারায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৭।	নদীর দূষণ ও নাব্যতা ফিরিয়ে আনার নিমিত্তে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধির এবং "Focal Point" কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আবশ্যক কার্যক্রম/এ্যাকশান পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যক্রম নিশ্চিত করা হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জসহ অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

০৮।	ইটভাটাসহ অবৈধভাবে গড়ে উঠা নদীর পাড়ের পরিবেশদূষণকারী কারখানাগুলি অনতিবিলম্বে অপসারণ/ স্থানান্তর করতে হবে।	জেলা প্রশাসন, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/ মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর- অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

ড. মুজিবুর রহমান মাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৯.০০৩.১৪-৭৫ তারিখ: ০৫/০২/২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:
১। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫। মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেড কোয়ার্টার, ঢাকা
৬। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
৭। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
৮। মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৯। চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল, ঢাকা
১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
১১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
১২। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্তসচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১৪। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর
১৫। পুলিশ সুপার, ঢাকা/গাজীপুর
১৬। চেয়ারম্যান এর একান্তসচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১৭। নথির কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান মাওলাদার-এর বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।

সদরঘাট নৌবন্দর হতে বুড়িগঙ্গা [আদি বুড়িগঙ্গা] নদীর দুই তীর হয়ে বসিলা, রায়চন্দ্রপুর, বড়বয়রদেশী, গাবতলী স্যান্ডিং স্টেশন, আশুলিয়া স্যান্ডিং স্টেশন হয়ে টঙ্গী নদী বন্দর এবং গাজীপুরের কড্ডা নদীপথ সরেজমিন পরিদর্শন বিষয়ক প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ: ২৮/০১/২০১৮ ।। সময়: সকাল ৯:০০- ৪:৩০ ঘটিকা

পরিদর্শনের উদ্দেশ্য:
নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, পরিবেশ উন্নয়ন, নদীর তীর সংরক্ষণ, পানি ও পরিবেশ দূষণের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ, অবৈধভাবে নদীর তীর দখলের প্রকৃতি ও প্রকার সরেজমিন পরিদর্শন এবং যথোপযুক্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণান্তে স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা/সুপারিশ প্রদান।

১। পরিদর্শনকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উপ-পরিচালক [প্রশাসন, অর্থ ও পরিবীক্ষণ] এবং চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জনাব মো: লোকমান আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক গাজীপুর, বিআইডব্লিউটিএ-এর ঢাকা নৌ বন্দরের যুগ্ম-পরিচালক জনাব অরুণাল আবেদীন, সহকারী কমিশনার [ভূমি] লালবাগ জনাব অমিত দেবনাথ, সহকারী পরিচালক জনাব মাহফুজুর রহমান এবং জনাব আজিজুর রহমান, বিআইডব্লিউটিএ উপস্থিত ছিলেন।

২। পরিদর্শন কার্যাদি ও পর্যবেক্ষণঃ

[ক] সদরঘাট নদী বন্দর হতে আদি বুড়িগঙ্গার অবস্থা, বুড়িগঙ্গা নদীর তীর [বাকল্যান্ড বাঁধ] ও এর সন্নিহিত এলাকা, আশাদনগর, ডাকঘাট জামে মসজিদ ও তদসংলগ্ন নদীর সীমানা পরিদর্শন করা হয়;

[খ] আমিন মমিন হাউজিং কে নদীর সীমানাস্থ তীরের জমিতে নিজেদের সীমানা পিলার বসিয়ে মাটি ভরাটের কাজ করতে দেখা যায়;

[গ] বুড়িগঙ্গা, আদি বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর উভয় পাড়ে ও পাড়সংলগ্ন বিআইডব্লিউটিএ/সরকারি জমিতে বিভিন্ন মাপে অবৈধ ভবন/স্থাপনা/অবকাঠামো লক্ষ্য করা যায়। এসব জমির সীমানা নির্দিষ্টকরা ও রক্ষা করায় আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়;

[ঘ] অত্যন্ত নোংরা পানিতে বিআইডব্লিউটিসির একটি "ওয়াটার বাস" প্রায়-যাত্রীশূন্য অবস্থায় চলতে লক্ষ্য করা যায়;

[ঙ] বসিলা এরিয়ায় বিভিন্ন হাউজিং লিঃ কর্তৃক জলঅধিকারভুক্ত [রাইট অব ইজমেন্ট এর আওতাধীন] খাল ভরাট করে অবৈধভাবে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি হচ্ছে বলে দেখা যায়;

[চ] রামচন্দ্রপুর মৌজায় ঢাকা উদ্যান নামে একটি অবৈধ স্থাপনা লক্ষ্য করা যায়;

[ছ] বড়বরদেশী মৌজায় বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা দেখতে পাওয়া যায়;

[জ] আমিন বাজারের সন্নিকটে 'বাগবাড়ি' নামক স্থানে কতিপয় লোককে নদী থেকে মাটি তুলতে দেখা যায়। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি] এবং সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] কে অবহিত করে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণার্থে নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

[ঝ] আমিনবাজার বড়বরদেশী মৌজায় "শাহ সিমেন্টের" ওয়াল পিলার দিয়ে অবৈধভাবে দখল ও কাঠামো নির্মাণ দৃশ্যমান হয়;

[ঞ] আমিনবাজারের ডানদিকে ইয়াখাবাদ মৌজায় নদী সংলগ্ন জমি দখল করে বাড়ি-ঘর তৈরি করতে দেখা যায়;

[ট] "আবদুল মোত্তালেব জামে মসজিদ" নামে মসজিদটি নদীর সীমানা অতিক্রম করে পানির উপরে তৈরি হয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায়;

[ঠ] গগনচটবাড়ি মৌজায় এবং বিগুন মৌজায় অবৈধভাবে নদীর পাড়ের সীমানাসহ জমিতে "এবিসি রেডি মিক্স" কারখানা দেখতে পাওয়া যায়;

[ড] আমিন বাজারে "ঢাকা বোর্ড ক্লাব" এর নিকট বিভিন্ন জাহাজ যত্রতত্র ফেলে রেখে "Navigation" বন্ধ করে রেখেছে বলে লক্ষ্য করা যায়;

[ঢ] "আশুলিয়া ল্যান্ডিং স্টেশন" হতে ইজতেমা মাঠ পর্যন্ত যত্রতত্র বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা ও ময়লা আবর্জনার স্তুপ নদীর মধ্যে ফেলা অবস্থায় দৃশ্যমান হয় যা সৌন্দর্যকে বাধাগ্রস্থ করেছে;

[ণ] টঙ্গী রেল ব্রিজ এলাকায় পানি প্রবাহ একেবারেই স্থিমিত ও সীমিত। জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতিকর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়;

[ত] উক্ত পুঁতি, দুর্গন্ধময়, চরম অস্বাস্থ্যকর ও বসবাস-অনুপযোগী পরিবেশে টঙ্গী নৌ-পুলিশ ফাঁড়ীর একটি অফিস দেখতে পাওয়া যায়;

[থ] টঙ্গী নদী বন্দরের চতুর্দিকে বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা/কাঠামো এবং ময়লা আবর্জনার স্তুপ/প্রচুর পলিথিন এবং বিভিন্ন কারখানা বর্জ্য দেখতে পাওয়া যায়;

[দ] অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধময় জলাবদ্ধতা নজরে আসে।

পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ

ক্রমিক নং	গৃহিতব্য/বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১	[ক] অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদপূর্বক নদী ও দু'পাড়ের সীমানাস্থ জায়গা পুনরুদ্ধার, নদীসমূহ পরিবেশ দূষণমুক্ত কার্যক্রম সুনিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। নদীর দু'দিকের পাড়ের সীমানা সিএস ও আরএস পর্চা/নকশা অনুযায়ী নদীর দু'পাড়ের জমির সীমানা নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণপূর্বক বিদ্যমান সকল অবৈধ দখল ও কাঠামো/ স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত/প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। [খ] শিল্প কারখানাগুলোর জন্য 'ইটিপি' সার্বক্ষণিকভাবে কার্যকর রেখে পরিচালনার মাধ্যমে দূষিত পদার্থ ও ময়লা আবর্জনা	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/গাজীপুর/ মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটি, ঢাকা এ কার্যক্রম তদারকিসহ বাস্তবায়ন/মূল্যায়ন প্রতিবেদন

	পরিষ্কার করার আধুনিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। [গ] উল্লেখ্য যে, কোনক্রমেই বর্জ্য সরাসরিভাবে নদীতে ময়লা পানি নিঃসরণ/ নির্গত করা যাবে না। যে সকল প্রতিষ্ঠান/ কারখানার মালিক 'ইটিপি' চালু রাখছেন না, এমন প্রতিষ্ঠানের সত্ত্বাধিকারীদেরকে পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন পর্যবেক্ষণ/উদ্বুদ্ধকরণ সভা করে তা নিশ্চিত করবে। এ বিধানের ব্যত্যয় যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করণার্থে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এ কাজে গতিশীল ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজনানুযায়ী আইনের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে জনস্বার্থ সুনিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যর্থতার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এলাকা নির্ধারণ করে দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্বে নিয়োজিত করার পরামর্শও দেয়া হলো। [ঘ] জেলা প্রশাসন, ঢাকা/গাজীপুর এলজিইডি/পরিবেশ অধিদপ্তর/ বিআইডব্লিউটিএ/বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বয়ে নদী রক্ষার্থে [নব্যভাগুনরুদ্ধার, পানি ও পরিবেশ দূষণমুক্ত, অবৈধ মৌজা চিহ্নিতকরণ] যথাযথ কর্মসূচি/ প্রকল্প প্রণয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে প্রদান করবেন।
০২।	সদরঘাট টার্মিনাল হতে আদিবুড়িগঙ্গা এর মধ্যবর্তী স্থানে স্থূপীকৃত ময়লা-আবর্জনা অনতিবিলম্বে অপসারণের জন্য ঢাকার সংশ্লিষ্ট দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক,পরিবেশ অধিদপ্তর/ প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/জেলা প্রশাসন, ঢাকা/গাজীপুর, অফিলম্বে সমন্বিত উদ্যোগে উচ্ছেদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এছাড়া উল্লেখিত কর্তৃপক্ষ এসব এলাকার ময়লা-আবর্জনা যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য স্থান সুনির্দিষ্টসহ তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।
০৩।	সরকারি জমি দখলমুক্ত করে দুই তীরে জনসাধারণের ব্যবহার উপযোগী "Path Way" তৈরি করতে হবে। সিএস ও আরএস পর্চা ও মৌজা ম্যাপ মোতাবেক বুড়িগঙ্গা, আদি বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা, বালু ও ধলেশ্বরী নদী এবং নদীর তীরের জমি সংরক্ষণার্থে অবিলম্বে স্থায়ী সীমানা পিলার/দেয়াল তৈরি করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা/ দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ /মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর/মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ জেলা প্রশাসন ঢাকা/গাজীপুর অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৪।	প্রতিমাসে ঢাকা/গাজীপুর/নারায়নগঞ্জসহ জেলার সহকারী কমিশনার [ভূমি]-দের নিকট হতে নদী রক্ষা বিষয়ক সরেজমিন প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসন, ঢাকা/গাজীপুর, অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৫।	অবৈধভাবে নদীর জায়গায় মসজিদ অপসারণপূর্বক নদীর জায়গা সংরক্ষণার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/জেলা প্রশাসন, ঢাকা/গাজীপুর অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৬।	নদীর পাড় রক্ষনার্থে ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য গাছপালা লাগানো, নৌকা বাইচের আয়োজন করা ও বিভিন্ন পর্যটন স্পট তৈরি করার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করণার্থে	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, যুব ও ক্রীড়া অধিদপ্তর/চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন

	নদীর দু'পাড়ের সিএস/আরএস পর্চা-ম্যাপভুক্ত জমির অতিরিক্ত ভূমি প্রয়োজন হলে তা আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধিগ্রহণের প্রস্তাবনাও বিবেচনায় নেয়া আবশ্যক হবে।	কর্পোরেশন/ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ /জেলা প্রশাসন, ঢাকা/গাজীপুর অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৭।	সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসসমূহ ও বিআইডব্লিউটিএ নদী, নদীর পাড় সংলগ্ন জমি রক্ষার্থে, সম্পত্তির হালনাগাদ তথ্যাদির ভিত্তিতে নদী সংরক্ষণের ও পরিবেশ-প্রতিবেশ উন্নয়নের জন্য মৌজা ম্যাপ তৈরি করে দীর্ঘস্থায়ী "Master plan" প্রস্তুত করবে।	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/জেলা প্রশাসন, ঢাকা/ গাজীপুর, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের ও নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে অবিলম্বে এসব এলাকার জনপ্রতিনিধি/ স্টেকহোল্ডার/সুশীল সমাজ ও উপযুক্ত শ্রেণির জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নদী রক্ষা বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৮।	সহকারী কমিশনার [ভূমি], সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসে অবৈধ দখলদার চিহ্নিত করে নদীর পাড় বা তীরে জমি বেচা-কেনা কিংবা নামজারি যাতে না-করতে পারে তা নিশ্চিত করতে বন্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এসকল এলাকায় সিএস/আরএস পর্চা সংরক্ষিত রেখে এবং হালনাগাদ পর্চা [RoR] পরীক্ষা করে অবৈধভাবে মালিকানা পরিবর্তন যাতে কোনক্রমেই না করতে পারে তার কার্যকর/ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/ ইলপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/গাজীপুর/ সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল], ঢাকা/ গাজীপুর/ সাব-রেজিস্ট্রার [সকল], ঢাকা/ গাজীপুর/ ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা [সকল], ঢাকা/ গাজীপুর/ সার্কেয়ার, চেইনম্যান [সকল], ঢাকা/গাজীপুর।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৯.০০৩.১৪-৭৪

তারিখ : ০২/০২/২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

১। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৫। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯। মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেড কোয়ার্টার, ঢাকা
১০। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
১১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
১২। চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল, ঢাকা
১৩। ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন, আইন ও বিচার বিভাগ, আবুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০
১৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
১৫। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১৮। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর
১৯। পুলিশ সুপার, ঢাকা/গাজীপুর
২০। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]

২১। সার্বক্ষণিক সদস্য সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
২২। দপ্তর কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার কর্তৃক সদরঘাট থেকে শুরু করে মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর ব্রিজ পর্যন্ত ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যা নদী সরেজমিন পরিদর্শন বিষয়ক প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ: ০৫/০২/২০১৮ ।। সময়: সকাল ৯:৩০-৫:০০ ঘটিকা

পরিদর্শনের উদ্দেশ্য:

নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, পরিবেশ উন্নয়ন, নদীর তীর সংরক্ষণ, দূষণের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ, অবৈধ দখলের প্রকৃতি, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নদীকে নৌপরিবহণযোগ্য করে গড়ে তোলা এবং অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করনের যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সার্বিক সমন্বয় সাধন ও কার্যকর টেকসই বাস্তবভিত্তিক সুপারিশ প্রনয়ন।

১। পরিদর্শনকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উপ-পরিচালক [প্রশাসন, অর্থ ও পরিবীক্ষণ] এবং চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জনাব মো: লোকমান আহমেদ, বিআইডব্লিউটিএ-এর ঢাকা নৌ বন্দরের যুগ্ম-পরিচালক জনাব জহুরুল আবেদীনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব], মুন্সিগঞ্জ, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর ও সহকারী কমিশনার [ভূমি], মুন্সিগঞ্জ সদর, সহকারী কমিশনার [ভূমি], নারায়ণগঞ্জ সদর, জেলা প্রশাসন ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডিজিএলআর এর ও [তিন] জন প্রতিনিধি সিএস ও আর এস পরচা ম্যাপ ও নকশাসহ উপস্থিত ছিলেন।

২। পরিদর্শন কার্যাদি ও পর্যবেক্ষণ:

[ক] সদরঘাট নদী বন্দর হতে পোস্তগোলা ব্রিজ [চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু] নদীর দু'পাশে বাগানবাড়ি এবং নদীর পাড় ঘেষে নদীর জমি অবৈধ দখল পূর্বক ঘেরাও-ওয়াল তৈরি করা হয়েছে।

[খ] 'কাশফুরা গ্রুপের ফুড এন্ড ব্যাভারেজ ফ্যাক্টরি' হতে অনবরত দুর্গন্ধযুক্ত পানি নদীতে ফেলতে দেখা যায়; এবং সীমানা প্রাচীর দিয়ে অবৈধভাবে নদীর পাড় ও নদীগর্ভের জমি দখলের চিত্র পরিলক্ষিত হয়;

[গ] বুড়িগঙ্গার মুখ [BG Mouth] থেকে ইছামতি নদীর দুপাশে শতশত অবৈধ ইট ভাটা দেখতে পাওয়া যায়, যা থেকে প্রচুর পরিমান ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় যা গোটা পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে বলে পর্যবেক্ষিত হয়;

[ঘ] জেলা প্রশাসন থেকে যে "Walk-Way" তৈরি করে দেয়া হয়েছে তা রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে প্রায় বিলীন হবার পথে। বুড়িগঙ্গার পানি অবর্ননীয়রূপে দূষিত ও ইছামতি নদীর দু'পাশে অবৈধ দখল করে প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছে।

[ঙ] নদীর দু'পাশের শিল্পকারখানা গুলির "ETP" অকার্যকর নয় বলে দেখা গেল। ময়লা পানি ও বর্জ্য নদীগর্ভে পড়ার দৃশ্য দেখা যায়।

[চ] নদীর দু'পাশে ১৫০ ফুট "Port Limit" থাকার কথা রয়েছে যা মানা হচ্ছে না।

[ছ] নদীর মধ্যে বিভিন্ন জাহাজ/ট্রলার তেলে নৌচলাচল ব্যবস্থায় "Navigation" বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। বিভিন্ন সিমেন্ট বোঝাই কার্গোসিমূহ নদীতে বিচ্ছিন্নভাবে ঝুঁকিপূর্ণভাবে ওভারলোডিং অবস্থায় দেখা যায়। এসব বন্ধে "Marine Court" অথবা "Special Officer Marine Safety" কর্তৃক প্রয়োজন আদালত বসিয়ে কার্যকর আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারেন।

[জ] শীতলক্ষ্যা নদীর নব্যতা বৃদ্ধির জন্য জরুরি ভিত্তিতে ড্রেজিং করা প্রয়োজনীয়তার কথা পরিদর্শনকালে দেখা যায়।

[ঝ] হাইস্পীড শীপইয়ার্ড সাইনবোর্ড টাংগানো একটি বাগানবাড়ি অবৈধভাবে নদীর তীরে নদীর জমি অবৈধ-দখলপূর্বক গড়ে তোলা হয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায়।

[ঞ] চরভদ্রাবলী মৌজায় মীরকাদিম পোর্ট-এর জরাজীর্ণ অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।

[ট] ২০০৫ সালে মীরকাদিম পোর্ট কে সরকার ১৮৬ একর জমিসহ বন্দোবস্ত প্রদান করলেও পোর্ট কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি তার দখলে যেতে পারছেন না বলে অভিযোগ করলেন।

[ঠ] মুক্তারপুর ব্রিজের দু'পাশে ক্রাউন সিমেন্ট, শাহ সিমেন্ট, প্রিমিয়ার সিমেন্টসহ কয়েকটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দেখতে পাওয়া যায়। এসকল ফ্যাক্টরি থেকে অনবরত দূষিত পানি বর্জ্য নদীতে নির্গত/ফেলতে দেখা যায়। এসকল প্রতিষ্ঠান নদীর তীরের জমি অবৈধভাবে দখল করে গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ রয়েছে, যা অবিলম্বে সরেজমিন পরীক্ষাপূর্বক যথাকার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

[ড] নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি/যাত্রীবাহী লঞ্চ/ট্রলার ব্যতিত কোন কার্গো বুড়িগঙ্গার একেবারে অভ্যন্তরে /তীরে নোঙর করার অধিকার সীমিত করা আবশ্যক বলে বিবেচিত হতে পারে।

পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১	অবৈধভাবে স্থাপিত বিভিন্ন স্থাপনা পুনরুদ্ধার করে নদীর জায়গা নদীকে ফিরিয়ে দেবার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ এবং জেলা প্রশাসন, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ,মুন্সিগঞ্জ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০২।	সদরঘাট সৌন্দর্য হতে ইছামতি নদীর মধ্যবর্তী স্থানে ময়লা-আবর্জনা অনতিবিলম্বে অপসারণের জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৩।	প্রতিমাসে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সহকারী কমিশনার [ভূমি] নদী সংশ্লিষ্ট অগ্রগতি রিপোর্ট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৪।	যে যে পুলিশ স্টেশন এর অধীন অবৈধ স্থাপনা রয়েছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সে সকল স্থানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। এ বিষয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক একটি টিম যৌথভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সাথে যুগপৎ অভিযান করবে।	পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, ডিএমপি কমিশনার, ঢাকা, অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৫।	বুড়িগঙ্গা নদীর দূষিত পানি পরিশোধন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এজন্য কার্যকর পরিশোধন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, ওয়াসা, ঢাকা, চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, জেলা প্রশাসন, ঢাকা।
০৬।	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর যৌথ উদ্যোগে সুপারিশকল্পে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৭।	অবৈধ নদীর জায়গায় গড়ে উঠা বাগানবাড়ি অপসারণপূর্বক নদীর পূর্বের জায়গা সংরক্ষণার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, জেলা প্রশাসন, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৮।	নদীর পাড়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য গাছ লাগানো, নৌকা বাইচসহ বিভিন্ন পর্যটন স্পট তৈরি করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বিআইডব্লিউটিএ, জেলা প্রশাসন ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

০৯।	সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি] ও বিআইডব্লিউটিএ মৌজা ম্যাপ তৈরি করে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য মাস্টার প্লান তৈরি করবে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, জেলা প্রশাসন, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
১০।	নদীর দূষণ ও নাব্যতা ফিরিয়ে আনার নিমিত্তে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধির এবং "Focal Point" কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আবশ্যক কার্যক্রম/এ্যাকশান পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যক্রম নিশ্চিত করা হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জসহ অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
১১।	ইটভাটাসহ অবৈধ ভাবে গড়ে উঠা নদীর পাড়ের পরিবেশদূষণরত কারখানাগুলি অনতিবিলম্বে অপসারণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসন, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ অবিলম্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৯.০০৩.১৪-৭৫ তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]

১। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫। মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেড কোয়ার্টার, ঢাকা
৬। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
৭। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
৮। মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৯। চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল, ঢাকা
১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
১১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
১২। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১৪। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মুন্সিগঞ্জ
১৫। পুলিশ সুপার, ঢাকা/মুন্সিগঞ্জ
১৬। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১৭। দপ্তর কপি।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: মাদারীপুর জেলায় নদ-নদী রক্ষায় করণীয় বিষয়ে ৩১ মে ২০১৮ তারিখের মতবিনিময় সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন।

জনাব ওয়াহিদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ৩১ মে ২০১৮ তারিখের সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এর পর প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নিজের পরিচয় ও সুদীর্ঘ কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনান্তে কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হন। অতঃপর মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনাকালে তিনি অদ্যকার সভার প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা

কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সভ্যতার পাদভূমি হিসেবে উল্লেখ করতঃ কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখাসহ সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রজন্মান্তরে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধসহ নাব্যতা বজায় এবং আর্থ -সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধিনস্ত সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর, অফিস, মাঠপ্রশাসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

সভার প্রারম্ভে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, রাজস্ব মাদারীপুর জেলার নদীগুলো রক্ষার জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম [জুলাই/১৭ থেকে এপ্রিল ১৮ পর্যন্ত] তুলে ধরেন। ২২ টি উচ্ছেদ কার্যক্রম, ৩৪ টি মোবাইল কোর্ট ,৭৩ টি মামলা, ৬৫ জন আসামী, ৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা জরিমানা এবং ৪৭ জনকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয় এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় কুমার নদীতে ২১ কি.মি, আড়িয়ালখাঁতে ১৮ কি.মি, লোয়ার কুমার নদীতে ১৮ কি.মি এবং আপার কুমার নদীতে ২৪৩ কি.মি খনন করা হয়েছে।
সভায় আলোচনাকালে সহকারী কমিশনার [ভূমি], কালকিনি বলেন যে উপজেলায় প্রবাহিত আড়িয়ালখাঁ এবং পালরদী নদীতে কোন অবৈধ দখল নেই। তবে নদীগুলোতে ড্রেজিং এর কাজ চলমান। কমিশনার [ভূমি] মাদারীপুর সদর বলেন যে আড়িয়ালখাঁ, কুমার নদীতে কোন অবৈধ দখল নেই। অবৈধ স্থাপনা শুরুর পর্যায়ে নোটিশ দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। নদীর জমি অধিকাংশে ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড করা হয়েছে। সহকারী কমিশনার [ভূমি] রাজৈর বলেন যে কুমার নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করা হয়েছে। অধিকাংশে সহকারী কমিশনার [ভূমি] RS রেকর্ডে নদীর জমি ব্যক্তিমালিকানাধীনে রেকর্ড হয়েছে বলে মন্তব্য করেন এবং এ ক্ষেত্রে করনীয় বিষয়ে পরামর্শ চান।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন যে আড়িয়াল খাঁ নদীতে ৭২০ মিটার ড্রেজিং এর কাজ চলছে। এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন যে ব্রিজের লে-আউট তিনি নিজে দেখেন যাতে নদীর আকার ছোট না হয়ে যায় এবং নদীর নেভিগেশন এর দিকে নজর রাখেন। দৈনিক ইত্তেফাক এর জেলা প্রতিনিধি খাল খননের প্রস্তাব রাখেন এবং বলেন যে অধিকাংশে পুকুরগুলো ভরাট করা হচ্ছে। রাজৈর উপজেলার বিভিন্ন খালগুলোতে নাব্যতার সংকট রয়েছে। ফলে ব্যাপকভাবে পানির সংকট রয়েছে। প্রথম আলো সাংবাদিক বলেন যে এলাকার অধিকাংশে খালগুলোতে পানির সংকট রয়েছে এবং ময়নাকাটা, বিল এবং পদ্মা নদীর অধিকাংশে জায়গা ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। খোয়াজপুর খাল খননের বিষয়টির প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন যে ইলিশ মাছ জাতীয় সম্পদ। ড্রেজিং এর কারণে ইলিশ প্রজননে ব্যাপক ক্ষতি হয়। আরও বলেন যে স্পীড বোটের তীব্র গতি নদীর ভাঙনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ফলে নদীর পাড় ভেঙে যায় এবং তিনি জানান যে গোসাই হাট নদীর অধিকাংশে প্রায় ১০ কিমি চর পড়েছে। জেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান যে ১ কেজি ধান উৎপাদন করতে প্রায় ৩০০০ লিটার পানি প্রয়োজন। পর্যাপ্ত পানি না থাকলে ফসল ফলবে না। খাল দখলে ড্রেনেজ সিস্টেম নষ্ট হচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার শিবচর জানান যে পদ্মার ৮ কি.মি শিবচর উপজেলার মধ্যে পড়েছে। তিনি আরও জানান যে বর্তমানে নদীগুলোতে কোন স্রোত নেই। বাঁধ নির্মানের ফলে আড়িয়ালখাঁতে পানি হ্রাস পেয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের খনন কাজ খুবই অপ্রতুল। নাব্যতার সংকটের কারণে ফেরী ঘাট সচল রাখা যাচ্ছে না। অনেকবার মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা সত্ত্বেও অবৈধ দখল রোধ করা যাচ্ছে না। অবৈধ দখল উচ্ছেদে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে কোন স্বীকৃত বালু মহল না থাকলেও সরকারি কাজে নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। অধিকাংশে ক্ষেত্রে RS রেকর্ডে নদীর জমি ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড হয়েছে। ময়নাকাটা নদীর মাত্র ৬০ ফুট নদীর নামে রেকর্ড হয়েছে, বাকি অংশ ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে কৃষি জমিতে ব্যাপক হারে বালু ফেলা হচ্ছে। ফলে জমি বা জলাশয়গুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজৈর তার আওতাধীন সীমানায় নদীতে অবৈধ স্থাপনা নেই বলে জানান। তবে কুমার নদীটি খালে পরিণত হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাদারীপুর সদর বলেন যে মাদারীপুর সদরের নদীর অবস্থা বেশ ভালো, এখানে কোন অবৈধ দখল নেই। তবে নদীতে কচুরিপানা ব্যাপক। নদীতে মাঝে মাঝে বাঁধ দিতে দেখা যায়। তবে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তা

সমাধান করা হয়। তবে অনেক খাল বন্ধ বা ভরাট হয়ে গেছে। কনেকটিং খালগুলো ভরাট হয়ে গেছে এবং ব্যক্তি মালিকানা রেকর্ড হয়েছে। দূষণ যেমন নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সভায় চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক। তিনিই নদীর স্বত্ব-মার্থ দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া হয়নি। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। বংশ পরম্পরায় জনগণ কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের/জাতীর স্বার্থে কালেক্টর বাহাদুর/জেলা প্রশাসকগণ তা নিশ্চিত করবেন। বিআইডব্লিউটিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নদীর পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা পাশে থাকবে।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোন ব্যতিক্রম হবার কোন সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে তা ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা/অনুরোধপত্র মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণের কারিগরী জনবল সরবরাহপূর্বক মাঠ জরিপ দিয়ারা জরিপ সুসম্পন্ন করণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। অথচ অদ্যাবধি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণ শেষ করতে পারেনি। এ বিষয়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে অনতিবিলম্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিতকরণে পরামর্শ প্রদান করেন। প্রয়োজনে জেলা/বিভাগ হতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা মোতাবেক কারিগরী জনবল সরবরাহ নিয়ে বাস্তবতার ভিত্তিতে এ বিষয়ে পৃথক দিয়ারা জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখবেন। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বাংলাদেশের সকল নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের কার্যক্রম জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা মোতাবেক কিংবা স্ব-উদ্যোগে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে সম্পাদন করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোন প্রকার আশ্রায়ন বা গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প এক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য নয়' মর্মে সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোন প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়। এতে পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃত প্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন' মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির তাজন কিংবা লব্ধ হলে ১৯৫০ সনের প্রজাসত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান অনুযায়ী নদীর জমির হালনাগাদ ROR প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জেলা প্রশাসকগণ সংরক্ষণ করবেন যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব। নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুনের প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ৩। পুলিশ সুপার, মাদারীপুর ৪। বিআইডব্লিউটিএ,মাদারীপুর
২।	জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৩, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/স্বত্ব করে নেয়া যায়,যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর
৩।	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পার্শ্বে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোন অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গায় সীমানা CS মোতাবেক CS/RS এর নথির আইনানুগ ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়নপূর্বক ন্যায়ানুগ সীমানা নির্ধারণ	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর

	করবে।	
৪।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দ্রুতত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে পানি ধারনের ক্ষেত্রে পানির আধার হিসেবে খালগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। খাল খননের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মাদারীপুর
৫।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ২। পুলিশ সুপার, মাদারীপুর ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মাদারীপুর
৬।	নদীর তীরে বা নদীর আরগায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অপরিহার্যতা বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। পানি উন্নয়ন বোর্ড, মাদারীপুর ২। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ৩। পুলিশ সুপার, মাদারীপুর
৭।	বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ৩। পুলিশ সুপার, মাদারীপুর
৮।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটের ভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করতঃ দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ৩। পুলিশ সুপার, মাদারীপুর
৯।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষনার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পার্শ্বে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভার আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষনার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর
১০।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের তাজন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালি হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ৩। পুলিশ সুপার, মাদারীপুর ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি]।
১১।	জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা,	১। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর

	পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	২। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিসমূহ মাদারীপুর ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি]।
১২।	কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। আইন লংঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠির বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ৩। পুলিশ সুপার, মাদারীপুর ৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, মাদারীপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] মাদারীপুর

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তার সুস্বাস্থ্য কামনা করে ও নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণে জোর প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে অদ্যকার সভায় উপস্থিতির জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মুজিবুর রহমান মজুমদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৬১]-

তারিখ: ০২ জুলাই, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
০৪। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৬। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
০৭। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
০৮। চেয়ারম্যান, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০০।
০৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মাদারীপুর
১০। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর
১১। পুলিশ সুপার, মাদারীপুর
১২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাদারীপুর সদর, শীতচর, কালকিনি, রাজৈর
১৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি],মাদারীপুর সদর, শীতচর, কালকিনি, রাজৈর
১৫। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

মো: সাইদুর রহমান
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: সাভার চামড়া শিল্প নগরী সংলগ্ন ধলেশ্বরী নদীর পানির দূষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন, সিঙ্গাইর উপজেলায় ধলেশ্বরী নদীর ধল্লা ব্রিজের উত্তরপার্শ্বে স্থাপিত নির্মাণাধীন স্থাপনা ও অবৈধ দখল পরিদর্শন এবং মানিকগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় অংশগ্রহণ প্রতিবেদন।

তারিখ: ২৬ জুন, ২০১৮ ।। স্থান: মানিকগঞ্জ

গত ২৬/০৬/১৮ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন মানিকগঞ্জ জেলা সফর করেন। সফর কালে চামড়া শিল্প নগরী, বংশিধরা, সাভার ধলেশ্বরী নদীর ধল্লা ব্রিজ এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলো:

প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নিজের পরিচয় ও সুদীর্ঘ কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনান্তে কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হন। অতঃপর মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনাকালে তিনি অদ্যকার সভার প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সভ্যতার পাদভূমি হিসেবে উল্লেখ করত: কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখাসহ সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রজন্মান্তরে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধসহ নাব্যতা বজায় এবং আর্থ -সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধিনস্ত সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর, অফিস, মাঠপ্রশাসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জকে তার জেলার নদ-নদীর অবৈধ দখল, দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারে পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক। তিনিই নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া হয়নি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা বাতিল হবে। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Basement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। বংশ পরম্পরায় জনগণ কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীর স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। বিআইডব্লিউটিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে।

নদীর সিমানা ও পরিধি করণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোন ব্যত্যয়ক্রম হবার কোন সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে তা ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা/অনুরোধপত্র মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণের কারিগরী জনবল সরবরাহপূর্বক মাঠ জরিপ দিয়ারা জরিপ সুসম্পন্ন করণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। অথচ অদ্যাবধি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণ শেষ করতে পারেনি। এ বিষয়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে অনতিবিলম্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিতকরণে পরামর্শ প্রদান করেন। প্রয়োজনে জেলা/বিভাগ হতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা মোতাবেক কারিগরী জনবল সরবরাহ নিয়ে বাস্তবতার ভিত্তিতে এ বিষয়ে পৃথক দিয়ারা

জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখবেন। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বাংলাদেশের সকল নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের কার্যক্রম জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা মোতাবেক কিংবা স্ব-উদ্যোগে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে সম্পাদন করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোন প্রকার আশ্রয়ণ বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প এক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য নয়' মর্মে সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোন প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়। এতে পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃত প্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন' মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সি এস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন যে, অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার সিংগাইর উপজেলাধীন বল্লা মৌজায় ঢাকা মর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিঃ কর্তৃক মাটি ভরাটের বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন এবং উচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। এখনও পর্যন্ত অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে মামলা না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন অবৈধ দখল উচ্ছেদের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, অফিসার ইনচার্জ কে আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা আইনেই দেয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা অন্য কোন সংস্থা বা ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়নি। তাই তিনি আইনের ন্যায়ানুগ প্রয়োগ নিশ্চিত করার গুরুত্ব আরোপ করেন। মামলার ক্ষেত্রে কমিশন প্রয়োজনে আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা করবে বলে তিনি জানান। তাছাড়া আগামী ৭ দিনের মধ্যে ধলেশ্বরীর সকল অবৈধ দখল/স্থাপনা উচ্ছেদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন নদীর পানি যে স্থানে যাবে সেইটাই নদীর জায়গা। সব আইন নদীর পক্ষে। সীমানা নির্ধারন নেই এই অজুহাতে নদী দখল হয়ে যাবে এটা মেনে নেয়া যায় না। এছাড়াও তিনি জেলা এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্যদের মাসে ১ বার নদীগুলো পরিদর্শন করে অত্র কমিশনে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশনা দেন।

জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে একমত হয়ে বলেন যে, নদী বাঁচলে আমরা বাঁচবো। উন্নয়নের জন্য নদীর সাথে কোন আপোষ নেই। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে নদীর অবৈধ দখলদার যতই ক্ষমতাশীল হোক না কেন তা উচ্ছেদ করা হবে। হাই কোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং যুগান্তকারী রায়টি অত্র জেলার নদ-নদী রক্ষায় রেফারেন্স হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নদী বাঁচাও আন্দোলনের প্রতিনিধি বলেন যে শুধু ধলেশ্বরী নয় কালিগঙ্গা নদীরও গুরুত্ব তিনি তুলে ধরেন। নদীটি মৃত প্রায়। শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যায় না। ধলেশ্বরীর তীস্তির মুখ ভরাট হওয়ায় কালিগঙ্গার পানি আর ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হচ্ছে না। এ ব্যাপারে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভায় উপস্থিত আইনজীবী দিপঙ্কর বলেন- নদী রক্ষায় পূর্বের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জোর তাগিদ দেন। কালিগঙ্গা, ধলেশ্বরী, গাজীখালি নদীগুলো যারা দখল করেছে তাদের তালিকা প্রকাশের আহ্বান জানান।

সভাপতি প্রেসক্লাব চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাহসী বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানান। আরও বলেন ধলেশ্বরী নদীর তীরবর্তি স্থানে সীমানা পিলার নির্মাণ কাজের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিলো। এই বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে কিনা তার সর্বশেষ অবস্থা জানতে চান। নদীর জমির কাউকে লিজ প্রদান করা হয়ে থাকলে তা বাতিল করার দাবি জানান।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন যে, ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিঃ এর বিরুদ্ধে অবিলম্বে মামলা নেয়া হবে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।

ইছামতি নদীর বাঁধ রক্ষা কমিটির এক সদস্য বলেন যে, একটি নদীতে কয়টি ব্রিজ হতে পারে। ধলেশ্বরী নদীতে ৫০০ গজের ভিতরে ২ টি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। এভাবে আরও ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে যার কারণে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এভাবে অপরিকল্পিতভাবে আর কোন ব্রিজ নির্মান যাতে না হয় সে বিষয়ে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ধলেশ্বরী নদী বাঁচাও আন্দোলনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে ধল্লা ব্রিজের উত্তরে ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিঃ এর নদী দখল সংক্রান্তিন পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন। বিভিন্ন দপ্তর যেমন- বিআইডব্লিউটিএ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জেলা মৎস্য অধিদপ্তর উক্ত অবৈধ দখল প্রতিরোধে কি ভূমিকা পালন করছে তা কমিশনকে লিখিতভাবে জানাতে বলেন। পুলিশকে অনতিবিলম্বে মামলা নেয়ার আহ্বান জানান। তিনি অবৈধ দখলের বিষয়টি জেলা প্রশাসন হতে কোন পত্রপত্রিকায় প্রচারিত হয়নি বলে উল্লেখ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে জাতীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় নিম্নরূপ সুপারিশ পেশ করেন:

ক্রমিক নং	প্রদানকৃত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লব্ধ হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান অনুযায়ী নদীর জমির হালনাগাদ ROR প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Basement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জেলা প্রশাসকগণ সংরক্ষণ করবেন যা তাদের আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব। নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত লিখিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক লিখিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ তারিখের প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক , ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ ৪। বিআইডব্লিউটিএ,মানিকগঞ্জ [আরিচা নৌবন্দর]
২।	জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কাসহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কেয়রশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্য সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়া যায়,যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ

	যাবে।	
৩।	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালক্ষিপ্ত ব্যতিক্রেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কর্মাদির সময়য়ের ও সহযোগিতায় পার্শ্বে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোন অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক CS/RS এর দাবির আইনানুগ ও বাস্তবভিত্তিক পুনমূল্যায়নপূর্বক ন্যায়ানুগ সীমানা নির্ধারণ করবে।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ
৪।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি প্রবহমান করার জন্য উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। খননকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। খাল খননের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মানিকগঞ্জ
৫।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মানিকগঞ্জ
৬।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম যা এই জাতীয় কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিংগাইর
৭।	বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত শিল্প/সাব শিল্প এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ
৮।	ধল্লা মৌজায় ঢাকা নর্দান গাওয়ার জেনারেশন লিঃ এর দখল বিষয়ে জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক জমির মালিকানা নির্ধারণ করবে। কারণ যে স্থানে নদীর পানি সৌজন্য সেই স্থান জলাধার আইন মোতাবেক নদীর জায়গা বলে বিবেচিত। পূর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত জায়গা বন্দোবস্ত দেয়া হলেও সেটা আইনানুগ হয়নি। পূর্বে বন্দবস্তের ক্ষেত্রে কোন ভুল হয়ে থাকলে জেলা প্রশাসক ROR সংশোধনের ব্যবস্থা নিবেন এবং অবিলম্বে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার
৯।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ

	Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা প্রবহমান থাকে।	২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মানিকগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস এন্ড হাইওয়ে, মানিকগঞ্জ
১০।	ধল্লা ব্রিজের উভয় পার্শ্বের দুই অংশের রাস্তাকে [মানিকগঞ্জ, সিংগাইর অংশে] সীমানা ধরে উভয় পার্শ্বে খনন করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মানিকগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস এন্ড হাইওয়ে, মানিকগঞ্জ
১১।	বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ধলেশ্বরী নদীর High Tide Mark করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। High Tide হচ্ছে নদীর ফোরশোর তাই এই জায়গা কখনও উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিঃ কর্তৃক উক্ত ফোরশোর ভরাট করায় প্রয়োজনে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ভূমি আপিল বোর্ডে মামলা করবে। অধিকন্তু জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।	১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মানিকগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার/সিংগাইর
১২।	সহকারী কমিশনার [ভূমি], সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহে সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন ভূমি অফিসে অবৈধ দখলদার চিহ্নিত করে নদীর পাড় বা তীরে জমি বেচা-কেনা কিংবা নামজারি যাতে না করতে পারে তা নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এসকল এলাকার সিএস/আরএস পর্চা সংরক্ষিত রেখে এবং হালনাগাদ পর্চা [RoR] পরীক্ষা করে অবৈধভাবে মালিকানা পরিবর্তন যাতে কোনরকমেই না করতে পারে তার কার্যকর/ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা ২। ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রার ৩। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] মানিকগঞ্জ ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল], মানিকগঞ্জ
১৩।	জেলা এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্যদের মাসে ১ বার নদীগুলো পরিদর্শন করে অত্র কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] মানিকগঞ্জ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল], মানিকগঞ্জ
১৪।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করত: দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ
১৫।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পার্শ্বে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষনার্থে ও জনস্বার্থে	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, মানিকগঞ্জ

	অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	
১৬।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালি হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি]।
১৭।	জেলা জনসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিসমূহ মানিকগঞ্জ ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার।
১৮।	কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য তিরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। আইন লংঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/ পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠির বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/ উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, মানিকগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ ৪। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, মানিকগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল]মানিকগঞ্জ

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: শরীয়তপুর জেলার নদ-নদী রক্ষায় করণীয় বিষয়ে ৩১ মে ২০১৮ তারিখের মতবিনিময় সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন।

কাজী আবু তাহের, জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ৩১ মে ২০১৮ তারিখের সভায় সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এর পর প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নিজের পরিচয় ও সুদীর্ঘ কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনান্তে কর্মকর্তাদের সাথে পরিচয় হন। অতঃপর মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনাকালে তিনি অদ্যকার সভার প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সভ্যতার পাদভূমি হিসেবে উল্লেখ করতঃ কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখাসহ সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রজন্মান্তরে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধসহ নাব্যতা বজায় এবং আর্থ -সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর,

সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধিনস্ত সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর, অফিস, মাঠপ্রশাসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

সভাপতি শরীয়তপুর জেলাকে পাইলট জেলা হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানান। যেমনা, কীর্তনখোলা প্রভৃতি নদ-নদী নিয়ে এই জেলা। জাজিরা ও নড়িয়া পন্নার ভাঙন কবলিত এলাকা। এখানে নদ-নদীর অবৈধ দখল কম। নিয়মিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হচ্ছে। নদীতে দূষণের মাত্রা কম। তবে নদীর ভাঙন খুব বেশি। তিনি জানান যে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করা হচ্ছে। অবৈধ ড্রেজিং বন্ধ করা হয়েছে। পরিকল্পিত ড্রেজিং প্রয়োজন। নদ-নদীর উন্নয়ন ও সংরক্ষণের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা

জেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা অতি জরুরি প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন খাল সাধারণ জনগণ দখল করে না। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন- পদ্মার প্রবল ভাঙন হচ্ছে এর ফলে নদী শাসন এখানে গুরুত্বপূর্ণ । মৎস্যজীবিদের পুর্নবাসনে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। ভূগর্ভের পানি আশংকাজনক ভাবে দিন দিন নিচে নামছে। তিনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন যে শরীয়তপুরকে রক্ষা করার জন্য সুরেশ্বর প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। তিনি এই প্রকল্প বাস্তবায়নে জোর দাবি জানান। পদ্মার শাখা নদী রক্ষা করা অতি প্রয়োজন। তিনি অবৈধ দখল কারীদের তালিকা প্রস্তুত ও উচ্ছেদের আহ্বান জানান। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা বলেন যে সুরেশ্বর প্রকল্পের মাধ্যমে খাল খনন ও নদী শাসন করা হচ্ছে।

বিআইডব্লিউটিএর প্রতিনিধি শরীয়তপুর জেলার খাল খননের সাময়িক চিত্র তুলে ধরেন। [১] দুবালদিয়া নালা, কাজ শুরুর তারিখ ২৭/১২/২০১৬, খননের পরিমাণ ২৫ লক্ষ ঘনমিটার, নৌ পথ ২০ কি.মি [২] আড়িয়াল খাঁ, কাজ শুরুর তারিখ ২৫/০২/২০১৭, খননের পরিমাণ ২৭ লক্ষ ঘনমিটার, নৌ পথ ৩৪ কিলোমিটার [৩] পালং নদী, কাজ শুরুর তারিখ ০১/০৩/২০১৫, খননের পরিমান ৬ লক্ষ ঘন মিটার, নৌ পথ ৫.২৫ কিলোমিটার [৪] পালং ও নড়িয়া খাল, কাজ শুরুর তারিখ ২৫/০২/২০১৭, খননের পরিমাণ ৭ লক্ষ ঘনমিটার, নৌ পথ ৭.৫০ কিলোমিটার। জেলা নদী রক্ষা কমিটির এক সদস্য খাল খননে ড্রেজার/ড্যাকু এর পরিবর্তে শ্রমিক দিয়ে খনন করার আহ্বান জানান। অন্য সদস্য জানান ভেদরগঞ্জ বাজারের সকল অবৈধ দখল উচ্ছেদের আহ্বান জানান। কীর্তিনাশা নদীর নাব্যতা খুবই কম [প্রায় ৩৫ কি.মি] তাই তিনি কীর্তিনাশা নদীর নাব্যতার জন্য খননের আহ্বান জানান। নরিয়ার খাল খননের বিষয়ে মেয়র মহোদয় উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ জানান।

চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে আমরা আনন্দিত যে শরীয়তপুর জেলায় সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ হয়। নদী কমিশনের প্রত্যাশা অনুযায়ী এখানে কাজ হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদিচ্ছায় তিনি খুবই আপ্লুত। যেমন পেট্রোল পাম্পের অবৈধ দখল থেকে খাল মুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন নদীর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে কেউ বাধা দিলে আমাকে জানাবেন। প্রয়োজনে আমি এখানে অবস্থান করবো। চেয়ারম্যান বলেন যে আমি মনে করি জেলা প্রশাসক শরীয়তপুরের নেতৃত্বে এ জেলায় নদীর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সফল হবে। মুক্তিযুদ্ধের/দেশপ্রেমের চেতনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের স্বার্থে/জনগনের স্বার্থে নদীকে রক্ষা করতেই হবে। এক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা/প্রত্যাশা করে চেয়ারম্যান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সকলকে আহ্বান জানান। শুধু প্রকল্প নেওয়াই যথেষ্ট নয় প্রয়োজনে বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। তিনি বিভিন্ন জেলা প্রশাসকদের সফল উচ্ছেদের কথা সভায় তুলে ধরেছেন এবং অবৈধ দখল উচ্ছেদ করার জন্য সকলকে উৎসাহিত করেছেন। নদী সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে বলেন। CS ও RS অনুসারে নদীর সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে বলেন। তিনি আরও বলেন বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে আমরা প্রস্তাব দিয়েছে। উচ্ছেদ কার্য করার জন্য আমরা বাজেট এর ব্যবস্থা করবো উচ্ছেদ কার্য চালিয়ে যেতে হবে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান আরও বলেন যে খাল খনন করে নাব্যতা রক্ষা করতে হবে, রাজনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে হবে। তিনি আরও জানান যে [নয়] ৯ জন মন্ত্রীর নেতৃত্বে ঢাকা শহরের খাল উদ্ধারের কার্যক্রম চলছে, অর্থাৎ সরকার এই বিষয়ে খুবই সচেতন ও সংবেদনশীল। তিনি বলেন যে নদীর অবৈধ দখলদারের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল মামলা করার সুযোগ আছে। প্রয়োজনে দুর্নীতিগ্রস্ত নদী দখলকারীর বিরুদ্ধে দুদকে দুর্নীতির মামলা করার ও সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন যে খাল খননের কাজে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন যে নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক হিসাবে নদীর স্বার্থ দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া হয়নি। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা সংরক্ষণ করতে হবে। বংশ পরম্পরায় জনগণ নদীর জায়গা ব্যবহার করবে। দেশের/জাতীয় স্বার্থে কালেক্টর বাহাদুর/জেলা প্রশাসকগণ তা নিশ্চিত করবেন। বিআইডব্লিউটিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নদীর পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দুষণ প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বিআইডব্লিউটিএকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা পাশে থাকবে।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোন ব্যতিক্রম হবার কোন সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে তা ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।
জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা/অনুরোধপত্র মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণের কারিগরী জনবল সরবরাহপূর্বক মাঠ জরিপ [নিরস্তর জরিপ] সুসম্পন্ন করণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। অথচ অদ্যাবধি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণ শেষ করতে পারেনি। এ বিষয়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে অনতিবিলম্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিতকরণে পরামর্শ প্রদান করেন। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা মোতাবেক বাস্তবতার ভিত্তিতে এ বিষয়ে পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে ও সমন্বয় করবে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বাংলাদেশের সকল নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের কার্যক্রম কালবিলম্ব ব্যতিরেকে সম্পাদন করবে।
নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছ গ্রাম জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোন প্রকার আশ্রয়ণ প্রকল্প বা আদর্শ গ্রাম প্রকল্প এক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য নয়' মর্মে সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোন প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়। এতে পরবর্তীতে আশেপাশের এলাকার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃত প্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন' মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লক্ষ করলে ১৯৫০ সনের প্রজাসত্ত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান অনুযায়ী নদীর জমির হালনাগাদ ROR প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Basement]	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ৩। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর

	সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জেলা প্রশাসকগণ সংরক্ষণ করবেন যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব। নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাষ্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুনের প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অধিদপ্তরে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	৪। বিআইডব্লিউটিএ,শরীয়তপুর
২।	জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানার রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/অচল করে নেয়া যায়,যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর
৩।	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনুযায়ী মৌজা ম্যাপ/সিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরহদ্দারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে/চাহিদাপত্র অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পার্শ্বে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোন অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর ভূমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক CS/RS এর দাবির আইনানুগ ও বাস্তবভিত্তিক পুনমূল্যায়নপূর্বক ন্যায়ানুগ সীমানা নির্ধারণ করবে।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর
৪।	বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নদীর ফোরশোরের জায়গার যে ক্ষেত্রে লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র/লাইসেন্স দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সঙ্গে নদীর	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ৩। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর

	ফোরশোর-এ অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	
৫।	ভূগর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সার্থে স্থানীয় জনসাধারণদের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে প্রস্তাব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দ্রুততে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে পানি ধারনের ক্ষেত্রে পানির আধার হিসেবে খালগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। খাল খননের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। সুরেশ্বর প্রকল্পটি পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। জাজিরা ও নড়িয়া পয়েন্টে ভাঙন বেশি, সেই ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, শরীয়তপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সংশ্লিষ্ট]
৬।	সরকার স্থানীয় জেলা/উপজেলা পরিষদ প্রয়োজনে ব্যক্তির পুকুরও খনন করে জলাধার তৈরিতে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প/অর্থ যোগানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে; পুকুরগুলো যাতে ভরাট না হয় সে দিকে জোর দিতে হবে এবং বর্ষায় মিঠা পানি সংরক্ষনের জন্য জলাধার হিসেবে গড়ে তুলতে পরামর্শ দিতে পারে। ফলে শুষ্ক মৌসুমে পুকুরগুলো পানির আধার হিসেবে কাজ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প নিয়ে পুকুরগুলো খনন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গৃহীত প্রকল্পগুলো জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/এলজিইডি/রোডস্ এন্ড হাইওয়ে/সংশ্লিষ্ট দপ্তর, শরীয়তপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সংশ্লিষ্ট]।
৭।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ২। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, শরীয়তপুর
৮।	নদীর তীরে বা নদীর অববাহিকায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। পানি উন্নয়ন বোর্ড, শরীয়তপুর ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর
৯।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করতঃ দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ৩। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর
১০।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পার্শ্বে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর

	অনুযায়ী নদী রক্ষনার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	
১১।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের অঞ্চল ভূগর্ভস্থিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালি হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ২। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ৪। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি]।
১২।	জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ৩। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিসমূহ শরীয়তপুর ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি]।
১৩।	কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। আইন লংঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ৩। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর ৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, শরীয়তপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] শরীয়তপুর
১৪।	অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে বর্ষা মৌসুমের প্রাক্কালে নদী/খাল খননের অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়; যার কারণে যথাযথরূপে খনন কার্য নিষ্পন্ন করা যায় না; বরং এতে অর্থের অপচয় ঘটে। বর্ষা মৌসুম শুরুর পূর্বেই উপযুক্ত মৌসুম-শুষ্ক মৌসুমে বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতপূর্বক খাল খননের কাজ যথারীতি সম্পন্ন করতে হবে।	১। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় ৩। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৫।	গোসাইরহাটে লঞ্চ চলাচলে অসুবিধা বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি খাল খনন করা হলেও তা বস্তুতঃ/কার্যতঃ নাব্যতা আনয়নে কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সংযুক্ত নদী যেখান থেকে খাল পানি প্রবাহ পায় সেই নদীতে পানি প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য খনন অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত। খাল খননে প্রকল্প গ্রহণার্থে সংযুক্ত নদীর ড্রেজিং [Capital] ড্রেজিং এর ব্যবস্থা পূর্বশর্ত হিসেবে নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে খননকৃত খাল নাব্যতার জন্য পানি প্রবাহ পেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর

১৬।	চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ জনসাধারণের জানার সুবিধার্থে প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার টাঙানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকল্পে নিয়োজিত ঠিকাদার/ প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে প্রকল্পে নিয়োজিত ঠিকাদার/ প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/এলজিইডি/রোডস্ এন্ড হাইওয়ে/সংশ্লিষ্ট দপ্তর, শরীয়তপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সংশ্লিষ্ট]।
১৭।	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নদ-নদী, খাল-বিলের নাব্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। এতে বৃষ্টির পানির আধার তৈরি হবে এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচ কাজে এই পানি ব্যবহৃত হবে এবং মৎস্য জীবিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।	১। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/এলজিইডি/রোডস্ এন্ড হাইওয়ে/সংশ্লিষ্ট দপ্তর, শরীয়তপুর ৪। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা,শরীয়তপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সংশ্লিষ্ট]

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তার সুস্বাস্থ্য কামনা করে ও নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে সভায় উপস্থিতির জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৫০]-৪৭৭ তারিখ: ০২ জুলাই, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
০৪। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
০৫। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরণী, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৮। চেয়ারম্যান, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৯। মহাপরিচালক, জাতীয় জনপ্রশাসন ইনস্টিটিউট, ১২৫, মারুফ সালাম, এ জহির চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬।
১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, শরীয়তপুর
১১। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর
১২। পুলিশ সুপার, শরীয়তপুর
১৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শরীয়তপুর সদর, জাজিরা, নড়িয়া, ভেদরগঞ্জ, ডামুড্যা, গোসাইরহাট
১৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি],শরীয়তপুর সদর, জাজিরা, নড়িয়া, ভেদরগঞ্জ, ডামুড্যা, গোসাইরহাট
১৬। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

মোঃ সাইফুর রহমান
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার-এর সাভার চামড়া শিল্প নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিম পাড় সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ: ১১/০২/২০১৮ ।। সময়: সকাল ৯:০০- ৫:০০ ঘটিকা

১। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য:

সাভার চামড়া শিল্পের "ইটিপি" সমূহ ২৪ ঘন্টা ধারাবাহিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনার বিষয় এবং ধলেশ্বরী নদীর পানি ও পরিবেশ দূষনের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ।

২। পরিদর্শনকালে নদী রক্ষা কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: আলাউদ্দিন, চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জনাব মো: লোকমান আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক জনাব জিয়াউল হক, সাভার চামড়া শিল্প নগরী, চামড়া শিল্প প্রকল্পের কনসালটেন্ট প্রফেসর দেলোয়ার হোসেন, এনভায়রণমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বুয়েটসহ অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা/প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৩। পরিদর্শন কার্যাদি ও পর্যবেক্ষণ:

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য এর উপস্থিতিতে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প সম্পর্কিত একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনা শেষে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন 'ETP' প্লান্টসহ পুরো প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন ও আলোচনার নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণে পরিলক্ষিত হয়:

[১] চামড়া শিল্প নগরীতে দীর্ঘদিন অর্থাৎ দীর্ঘ ১ বছরেও Chromium Recovery Unit চালু হয়নি। Separated Chromium Cake সরাসরি মাটির উপর স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে। বৃষ্টির পানিতে এই ক্রোমিয়াম মাটি ভেদ করে ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছে যা একসময় ভূপর্ষ্ঠস্থ পানির স্তরকে স্পর্শ করতে পারে। ক্রোমিয়াম একটি হেভিমেটাল এবং ক্যান্সার রোগ ঘটায়। যদি কোনভাবে ভূ-পর্ষ্ঠস্থ পানির স্তর ক্রোমিয়াম দ্বারা দূষিত হয় তবে গোটা এলাকা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে এবং মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ও মানবিক বিপর্যয় ঘটে যাবে।

[২] চামড়া শিল্পনগরীতে স্থাপিত CETP থেকে যে তরল বর্জ্য পরিশোধনের পর ধলেশ্বরী নদীতে ফেলা হচ্ছে তা পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মানমাত্রার চেয়ে সকল প্যারামিটার অনেক বেশিমাত্রায় রয়েছে। এই অর্ধ পরিশোধিত তরল বর্জ্য ধলেশ্বরী নদীকে মারাত্মক ভাবে দূষিত করছে।

[৩] Chaina Contractor, JLEPCL, চামড়া শিল্পনগরীতে উৎপাদিত বর্জ্যের আনুমানিক মোট ৬০ ভাগ তরল বর্জ্য গ্রহণ করে এবং আনুমানিক শতকরা ৪০ ভাগ তরল বর্জ্য গ্রহণ করে না। এই অপরিশোধিত তরল বর্জ্য সারফেস ড্রেনের মাধ্যমে সরাসরি নদীতে চলে যায়, যা নদীকে মারাত্মকভাবে দূষিত করছে।

[৪] অভিযোগ পাওয়া যায় যে বিসিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বার বার বলা সত্ত্বেও চায়না কন্ট্রাকটর তা কর্তপাত করছে না। ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক যে সকল নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কন্ট্রাকটর তা মান্য করছে না। যার ফলে যথাযথ ভাবে কাজ হচ্ছে না। জানুয়ারি ২০১৮ এর মাসিক রিপোর্ট এর ১৪ নং পাতায় তার সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৫ম LC এর মালামাল সমূহ/রাসায়নিক দ্রব্যাদি আনা যায়নি বা ব্যবহার করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। পরিমান মত Bottom acrator এবং Surface acrator পর্যাপ্ত পরিমান অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে না মর্মে প্রকল্প পরিচালক অভিযোগ করেন।

[৫] CETP এর প্রায়োদিক ও কাজের অগ্রগতি অত্যন্ত ধীরগতির মর্মে অভিযোগ রয়েছে। নিম্নমানের যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে যেগুলো স্থাপন করা হয়েছে তা প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে মর্মে অবহিত করা হয়। অপরদিকে ট্যানারী মালিকগণকে দু'টো ড্রেন ব্যবহার করার কথা বলা হলেও তা তারা করছেন না। Septic Tank ভিন্ন grit chamber এবং লবন অপসারণকারী [Desalting Machine] মেশিন ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হলেও ট্যানারী মালিকগণ তা ব্যবহার করছেন না। যথার্থ অভিজ্ঞ প্রয়োজন অনুসারে জনবল নিয়োগ করা হয়নি।

[৬] ২৫/০১/২০১৮ তারিখে 'BUET' এর কনসালটেন্ট যে সকল নির্দেশনা দিয়েছে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা তা আদৌও মান্য করছেন না।

[৭] ২৫/০১/২০১৮ তারিখে 'BUET' এর কনসালটেন্ট যে সকল নির্দেশনা দিয়েছে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা তা আদৌও মান্য করছেন না।

পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১	চামড়া শিল্প কারখানাসমূহের ইটিপি সার্বক্ষণিক কার্যকর রাখার আধুনিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাভার চামড়া শিল্প নগরী।
০২।	কোন ক্রমেই বর্জ্যসহ সরাসরি ধলেশ্বরী নদীতে অরলা পানি অবমুক্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিসিক, জেলা প্রশাসন, ঢাকা/মানিকগঞ্জ।
০৩।	CETP [Control Effluent Treatment plant], Common chromiam Reduce Unit [CCRU], Solid Water Dumping Yard Laboratory ২৪ ঘন্টা সক্রিয় রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিসিক/মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসন, ঢাকা/ প্রকল্প পরিচালক, সাভার চামড়া শিল্প নগরি।
০৪।	Sewage Treatment Plant [STP] I Sludge Power Generation System [SPGS] সক্রিয় রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাভার চামড়া শিল্প নগরী।
০৫।	Two sedimentation Uanks/grit chambers, one for chrome liquor another for other Effluents must be constructed and operated in each tannery before disposing in the respective sewer.	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাভার চামড়া শিল্প নগরী।
০৬।	Aeration must he provided in the aeratral equalization tank for 24 hours in a day [all Time continuously].	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাভার চামড়া শিল্প নগরী।
০৭।	Grit separator was non-functional. turbine mixers were no: in operation. the feed pumps of the grit separator were disconnected and direct connection was made. JLEPCL must operate all grit chambers properly.	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাভার চামড়া শিল্প নগরী।
০৮।	Significant Portions of the Aerated Equalization Thanks [Aets] were not aerated due to defects in the air supply pipe network/disc diffusers.	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাভার চামড়া শিল্প নগরী।
০৯।	Chemicals [caustic soda] are added manually in chrome recovery Units. the mechanical mixture of caustic soda is not operating yet. JLEPCL must mix the chemical properly.	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাভার চামড়া শিল্প নগরী।
১০।	Five pumps out of eight were installed in the Aerated Equalization tanks but one pump is non-functional [out of order].	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাভার চামড়া শিল্প নগরী।
১০।	Heavy rustion of the components of the shade of the Blower and Dosing Room is noticed.	চেয়ারম্যান, বিসিক/ জেলা প্রশাসন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সাভার চামড়া শিল্প নগরী।

ড. মুজিবুর রহমান ভাণ্ডারী
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৯.০০৩.১৪-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　তারিখ : ১৩/০২/ ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]।

০১। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১,মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
০৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, ৯১,মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
০৪। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
০৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৭। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মানিকগঞ্জ
০৮। প্রকল্প পরিচালক, সাভার চামড়া শিল্প নগরী, হরিণধরা, সাভার, ঢাকা ভিত্তিক প্রকল্পে নিয়োজিত কনসালটেন্ট, প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা গ্রহণে অনুরোধ করা হলো।
০৯। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ/সাভার, ঢাকা
১১। সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন [বাপা], শাহবাগিয়া, ঢাকা
১২। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৩। দপ্তর কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়ঃ নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলা সফর প্রতিবেদন।

তারিখঃ ২২ জুলাই/২০১৮ ।। স্থানঃ সোনারগাঁ

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভার আলোচনাকালে তিনি অদ্যকার সভার প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সভ্যতার পাদভূমি হিসেবে উল্লেখ করে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সকল শাখাসহ সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধসহ নাব্যতা বজায় এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদীসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধীন সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর, অফিস, মাঠপ্রশাসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

এর পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুক্ত আলোচনার আহ্বান জানানঃ

উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্য বেগম জাহানারা বলেন যে, নদী রক্ষা করতে গেলে প্রশাসনকে হয়রানির শিকার হতে হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা কামনা করেন। অবৈধ দখলদাররা শক্তিশালী হলে তারা প্রশাসনকে হয়রানি করার অপচেষ্টা করে থাকে।

দৈনিক মানব জমিনের সাংবাদিক আনাব কারুক বলেন যে, দখল এবং দূষণ সোনারগাঁও এলাকার অন্যতম বৃহৎ সমস্যা। ইকোনোমিক জোনের দূষিত পানি/বর্জ্য মেঘনা নদীতে পড়ে নদীর দূষণ হচ্ছে। এমনকি আদালতের নিষেধ অমান্য করে নদীতে অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠছে। মোস্তফা নামক জনৈক ব্যক্তি মেঘনা নদীতে প্রায় দেড় কোটি ঘন ফুট বালু ফেলে নদী ভরাট করেছে বলে অভিযোগ করেন। এখানকার অসংখ্য খাল প্রায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বেঙ্গল সিমেন্ট এলাকার একটি খাল ভরাট করেছে। তিনি এর প্রতিকার চান। তিনি বলেন যে, কথায় আছে নদীর পাড়ে এক ফুট জায়গা নিলে একশত ফুট নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল করা যায়।

প্রথম আলোর সাংবাদিক জনাব মসিউজ্জামান পদ্মিরাজ খাল দখল হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারপ উপজেলা পরিষদ থেকে পদ্মিরাজ খালের দূরত্ব মাত্র ৫০০ ফুট। দখলদারদের বিরুদ্ধে নোটিশ দেওয়া হলেও উচ্ছেদ হয় না। আমান গ্রুপ ও চৈতি গ্রুপের নদী দখল ও দূষণের বিরুদ্ধে প্রশাসন কি ব্যবস্থা নিয়েছে সেটি তিনি জানানোর জন্য অনুরোধ করেন।

আওয়ামী লীগ সভাপতি এ্যাডভোকেট শামসুল ইসলাম ভূঁইয়া দড়িকান্দি খালের অবৈধ দখলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি মদ-নদীর অবৈধ ভরাট ও দখলের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

নদী বাঁচাও আন্দোলনের প্রতিনিধি ব্রহ্মপুত্র এবং আনন্দবাজার খাল দখল মুক্ত করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

জেলা পরিষদের সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বলেন যে, চৈতি গ্রুপের কারণে মেঘনা নদী, খাল, বিলের পানি ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে। ইউনিক গ্রুপ প্রতি বছর ইকোনোমিতক জোনের নামে নদী দখল করে । এ বিষয়ে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আমার সংবাদ পত্রিকার প্রতিনিধি জনাব পনির বলেন যে, নদী রক্ষা কমিটির কোনো কার্যক্রম তিনি আগে দেখেননি। তিনি এই কমিটির কার্যক্রম ও আরও জোরালো এবং সক্রিয় করার আহ্বান জানান।

কাদের কণ্ঠের প্রতিনিধি জনাব আসাদুজ্জামান নূর জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানকে নিয়মিত অভিযান চালানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, কোম্পানিগুলো প্রথমে জমি ক্রয় করে তারপর নদীর জমি দখল করেন। নদীতে যারা অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

দৈনিক মানব জমিনের প্রতিনিধি বলেন, আমাদের জনপ্রতিনিধিরা অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কাজে সহায়তা করে না। সোনারগাঁয়ে প্রায় ৫০০ একর সিকস্তি জমি আছে। পূর্বে ৫২৫ বর্গ কিমি খাল ছিলো বর্তমান ২০০ কিমি খাল আছে। বাকী খাল কি অবস্থায় রয়েছে তা জানতে চান। চর রমজান, সোনাউল্লা কিভাবে বেদখল হলো এবং চর লাউয়াদির জমি কিভাবে মিউটেশন হয় তা তিনি জানতে চান।

উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সম্মানীত সদস্য বলেন যে- যাত্রাপুরের এবং গঙ্গাপুরের খালগুলো দখল এবং দূষিত হয়েছে। তিনি এর প্রতিকার চান।

উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সম্মানীত এক সদস্য বলেন যে, লাঙ্গলবন্দ ঐতিহ্যবাহী দূষিত হয়ে গেছে। ফলে এখানে আর কেউ স্নান করতে আসে না। তিনি এর প্রতিকার চান।

নওগাঁর চেয়ারম্যান ইউসুফ চৌধুরী খাল খননের আহ্বান জানান। বর্তমানে খালে কোনো পানির অস্তিত্ব নেই। ডাইং ফ্যাক্টরির কারণে ব্রহ্মপুত্র এবং শীতলক্ষ্যার পানি দূষিত হচ্ছে। তিনি ডাইং ফ্যাক্টরিতে ETP চালুর কথা বলেন।

বরেণ্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মো: জহিরুল হক বলেন যে, সোনারগাঁয়ের জন প্রতিনিধিরাই অত্র এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। একে-অপরকে দোষারোপ করে নদীর দখল মুক্ত করা সম্ভব নয় বরং যৌথভাবে সমন্বিতভাবে নদীর অবৈধ দখল মুক্ত করতে হবে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, নিয়মিত নদী কমিটির সভা করতে হবে। মাসে কমপক্ষে এক বার সভা করবেন এবং কমিশনকে অবহিত করবেন। নদীর জায়গা কোনো ব্যক্তির নয়। এই জমি বেচাকেনা করা অবৈধ, সিএস-এর ভিত্তিতে নামজারি করতে হবে। সহকারী কমিশনার [ভূমি], ইউনিয়ন ভূমি সহকারীসহ সকলের দায়িত্ব হচ্ছে নদী রক্ষা করা। তিনি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান। উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার আহ্বান জানান। মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র অত এলাকার বৃহৎ নদী। এই নদীগুলোকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। তিনি দৃশ্যমান কাজ করার জন্য প্রয়োজনে আইনের চরম প্রয়োগ করার আহ্বান জানান। চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক, জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখা শুনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীর ভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর আরপা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ

করতে হবে যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীর স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রায়ন বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোন সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে ['জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে] এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাননীয় হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরনীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। একত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধন/শুদ্ধ করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস এন্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোন প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃত প্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। খুলনার তেরখাদার ভুতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন' মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা [CEGIS, IWM] এর সাথে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোন সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে Remote Sensing এবং Real Time Data Analysing করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসককে উদ্ধার কার্য শুরু করার আহবান জানান। নদীর জায়গা জবর দখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোন সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে প্রবর্তন করতে হবে। কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকরভাবে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপযুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি হস্তান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। যদি পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সৎসাহস ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ময়লা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহবান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। ইংরেজরা এদেশে প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন ভারতে প্রায় ৫০ কোটি লোক ছিল। এই ৫০ কোটি লোক মিলে এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। ধন্যবাদ জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর সৎ, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২০ বছরে। আইন প্রয়োগের দায়িত্ব সরকারি কর্মচারীদের/ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আইনের ন্যায়ানুগ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার [ভূমি] ও ওসিকে উচ্ছেদ কার্য চালাতে হবে। নদীর জায়গা উদ্ধারে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। নদী রক্ষা কমিশন আইন সংশোধনের কাজ করছে। অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রস্তুত করে নদী কমিশনে পাঠাতে হবে। তিনি অবিলম্বে উচ্ছেদ কার্য চালানোর পরামর্শ দেন। জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ওসি ঠিকমত কাজ করেনি বলেই নদীর তীরে অবৈধ দখল গড়ে উঠেছে। নদী দখলে যত ক্ষমতাশালী/রাঘব বোয়ালরা জড়িত থাকুক না কেন তাদের তালিকা অবিলম্বে নদী কমিশনে পাঠাতে হবে। জেনে-শুনে-বুঝে যারা নদী দখল করে আমরা তাদের ধিক্কার জানাই। অবিলম্বে বেঙ্গল গ্রুপ, আমান গ্রুপ, ঠেতি গ্রুপ এবং ইউনিক গ্রুপের অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে হবে। ইকোনোমিক জোন হবে খাস জায়গায় কিন্তু নদীর জমিতে নয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানকে সার্বিক বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আলোচনা ও পরিদর্শনের ভিত্তিতে কমিশনের পক্ষে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	• নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় মেরী খাল ও মেঘনার মোহনা দখল করে বৃহৎ মার্কেট তৈরি করছে। অবিলম্বে দখল বন্ধ করা এবং উচ্ছেদ করতে হবে। • আমান সিমেন্ট ইকোনোমিক জোন এর নামে মেঘনা নদীর গর্ভ দখল করেছে এবং মেঘনা ঘাটে ফ্রেশ সিমেন্ট কারখানা এবং বেঙ্গল সিমেন্ট কারখানা নদীর মধ্যে জায়গা দখল করে সিমেন্ট কারখানা স্থাপন করেছে। অবিলম্বে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • মুসের টেক ইউনিয়নে ৬ নং ওয়ার্ডে আহমেদ আমীন গ্রুপ মেং ৩.৫ বিঘা জমি দখল করে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করেছে। নদী মধ্যে স্থাপিত প্রকল্প অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। • বারদী ইউনিয়নে ১০০ একর নদীর জমি দখল করে বেঙ্গল সিমেন্ট কারখানা স্থাপন করছে। নদীর প্লাবন ভূমি বন্ধ করে কোন কারখানা বা অর্থনৈতিক অঞ্চল করা যাবে না। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] বিষয়গুলো পরীক্ষা করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন। • BEZA Economic Zone করার জন্য নদীর জায়গা ভরাট করছে। নদীর উজানে টাইগার ও ফ্রেশ সিমেন্ট নদী দখল করেছে এবং আনন্দ শীপ ইয়ার্ডও নদীর জায়গায় অবৈধ স্থাপনা করেছে এবং হোলসীম সিমেন্ট কারখানা ও গড়হবস গ্রুপ নদী দখল করে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করেছে। অবিলম্বে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • নদীর মধ্য হতে সকল নির্মাণ বন্ধ করে স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই স্বার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। CrPC এর ১৩৩ ধারাও প্রয়োগ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৪। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ ৭। বন্দর কর্মকর্তা, বিআইডব্লিউটিএ, নারায়ণগঞ্জ
২।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা শব্দ হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ ROR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারযুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ

	RS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	
৩।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার , নারায়ণগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ
৪।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/ সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনি/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অপ্রাপ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ
৫।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক , নারায়ণগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ

	গেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	
৬।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ।
৭।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/ গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ ২। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ।
৮।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়ণগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নারায়নগঞ্জ ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে, নারায়ণগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ
৯।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রগণ্যতা বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ
১০।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ

	তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও নিলামে করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	৩। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৪। পুলিশ সুপার,নারায়ণগঞ্জ ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ৬ । উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ।
১১।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থি। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ।
১২।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২ । উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ
১৩।	[ক] কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ৫ । উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(খণ্ড-২)-৫৭১ তারিখ: ২৭ আগস্ট, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:
০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করনার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৮। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১০। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ
১১। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ
১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড এল.জি.ইডি/সড়ক ও জনপথ, নারায়ণগঞ্জ
১৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ
১৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ
১৬। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৭। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত কর্ণফুলি নদীর দখল, দূষণ ও নাব্যতা সংক্রান্ত বিষয়ে গত ১০.১২.২০১৮ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, সার্বক্ষনিক সদস্য মোঃ আলাউদ্দিন, উপপ্রধান হাইড্রোলজিষ্ট ড. কবীরুল ইসলাম এবং উপপরিচালক জনাব আক্তারুজ্জামান তালুকদার কর্ণফুলী জেলা সফর করেন।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত কর্ণফুলি নদীর দুপাড়ে অবৈধ দখল,দূষণ ও নাব্যতার বিঘ্ন সৃষ্টি সংক্রান্ত কয়েকটি অভিযোগ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে পাওয়া যায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার ১০/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দর হতে কর্ণফুলি নদীর আউটার বার এবং নদীর মোহনা পর্যন্ত নদীর দুপাড় বিশেষ ইকোনমিক জোন এলাকায় নদীর তীরে নির্মাণাধীন কর্ণফুলি ড্রাই ডক সরজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে কমিশনের সার্বক্ষনিক সদস্য মোঃ আলাউদ্দিন, কমিশনের উপপ্রধান [হাইড্রোলজিষ্ট] ড. খ ম কবিরুল ইসলাম এবং চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান তালুকদার সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পরিদর্শনকালে চট্টগ্রাম বন্দরের ট্রাফিক বিভাগের ক্যাপ্টেন কামরুল, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক জনাব নয়ন শীল এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব মুক্তাদির হাসান পরিদর্শন টীমের সাথে ছিলেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নে পেশ করা হলো :

১। চট্টগ্রাম বন্দরের জেটি হতে এ্যাম্বুলেন্স বোটযোগে চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা হয়ে কর্ণফুলি নদীর মোহনা পর্যন্ত [প্রায় ১৬ কিঃমিঃ] দুপাড়ের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এরপর বাংলাদেশ মেরিন একাডেমীর জেটিতে নেমে জেটির উপর থেকে এবং পার্শ্ববর্তী কর্ণফুলি ড্রাইডক লিঃ এর নির্মাণাধীণ এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। কর্ণফুলি ড্রাইডক লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে ড্রাই ডকের নামে বন্দোবস্তকৃত ভূমির বিষয়ে প্রতিনিধিবর্গের সাথে আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের তালিকা পরিশিষ্ট [ক] তে দেওয়া হলো। পরিদর্শন শেষে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ও পরিদর্শন টীমের প্রতিনিধিবৃন্দ আনোয়ারা উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদানের জন্য উপজেলা পরিষদ অফিসে গমন করেন। বিকাল ৩ টায় আনোয়ারা উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন [সভার উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট –খ তে দেওয়া হলো]।

২। পরিদর্শনকালে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি দৃষ্টিগোচর হয়:
[ক] চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়ায় কনটেইনার টার্মিনাল, ইন কন ট্রেড কর্তৃক নির্মানাধীন কন্টেইনার টার্মিনাল, ইউনাইটেড পাওয়ার প্লান্ট এবং চট্টগ্রাম বন্দর হতে কর্ণফুলি নদীর মোহনা পর্যন্ত দুতীরে অসংখ্য অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। নতুন নতুন অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে। এগুলোর মধ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেরিন একাডেমীর ঠিক পশ্চিম-উত্তরপাশে কর্ণফুলি ড্রাইডক লিঃ এর নির্মাণ কাজ চলছে। সরজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, নদীর তীর থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় ৩০০ গজ পর্যন্ত ভরাট করে কর্ণফুলি ড্রাইডক লিঃ এর স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া আরো প্রায় ২০০ গজ পশ্চিম পর্যন্ত নদীর ভিতর ড্রাই ডকের জেটির নির্মাণ কাজ চলমান আছে। উপরন্তু স্থাপনাসমূহের উত্তর দিকে প্রায় ১০০০ গজ এলাকায় নদীর ভিতরে শীট ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে জোয়ারের সময় নদীর পাড় পর্যন্ত পানি প্রবাহে বাঁধার সৃষ্টি হচ্ছে। বাঁধের ভিতরের অংশ নদীর পাড় পর্যন্ত ভবিষ্যতে ভরাট করে ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে আরো উল্লেখ্য যে, কর্ণফুলি ড্রাই ডক লিঃ এর স্থাপনার ঠিক উল্টোদিকে নদীর পশ্চিম পাড়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে- যা নদীর আনুমানিক ১০০ গজ ভিতর পর্যন্ত সম্প্রসারিত। কর্ণফুলি ড্রাই ডক লিঃ এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, ড্রাই ডকের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে সেখানে জাহাজ নির্মান করা হবে এবং চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় কোন জাহাজে ত্রুটি হলে তা মেরামতের কাজও করা হবে। ফলে নির্মাণাধীন ড্রাইডকে মেরামতের জন্য জাহাজ নোঙর করা হবে। সামগ্রিক বিষয়টি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত স্থানে নদীর প্রস্থ একেবারে কমে যাবে। দু পার্শ্বে প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে/পাশাপাশি দুটো জাহাজ চলাচল ও ম্যানুভারিং করা সম্ভব হবে না। নদীর প্রশস্থতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে এবং জাহাজ চলাচলে ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে। [খ] কর্ণফুলি ড্রাই ডক লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানান যে, উক্ত ড্রাইডক নির্মাণের উদ্দেশ্যে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট থেকে প্রায় ৮ একর জমি ক্রয় করেছেন এবং ০৮.০৭ একর জমি সহকারী কমিশনার [ভূমি] আনোয়ারা উপজেলা এর দপ্তর থেকে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত গ্রহণ করেছেন। এছাড়া জেটি নির্মাণের জন্য তারা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করেন। সভায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় বিষয়টি যাচাই করা যায় নি। তবে সহকারী কমিশনার [ভূমি] অফিসের বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়টি সম্পর্কে সভায় উপস্থিত সহকারী কমিশনার [ভূমি] আনোয়ারা জানান যে, বন্দোবস্ত কেইস নং ২০০৭-০৮ মূলে কর্ণফুলি ড্রাই ডক লিঃ এর নামে

০৮.০৭ একর অকৃষি খাস জমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়; উক্ত বন্দোবস্ত প্রস্তাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন রয়েছে। [গ] আনোয়ারা উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় কর্ণফুলি ড্রাই ডক লিঃ এর অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানকৃত জমির রেকর্ডপত্র ও নকশা উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলে তারা সিএস পর্চা বা নকশা উপস্থাপন করতে পারেন নি। তারা আরএস পর্চা ও নকশা এবং বিএস পর্চা উপস্থাপন করেন। আর এস এবং সিএস পর্চা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কর্ণফুলি নদীর তীরবর্তী এলাকা অর্থাৎ আলোচ্য ১৬ একর জমির শ্রেণি বালুচর, চর কিংবা খাল। এথেকে বুঝা যায় যে, আলোচ্য জমি নদীর চর ভূমি। এসব জমির ক্ষেত্রে কোনরূপ দিয়ারা জরিপ ও করা হয় নি মর্মে সহকারী কমিশনার জানিয়েছেন। [ঘ] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান বলেন যে, SATA-১৯৫০ এর অনুসারে নদীর জমির মালিক রাষ্ট্র তথা দেশের জনগণ। নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তনযোগ্য নয় এবং বন্দোবস্তযোগ্যও নয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ জমি রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব কালেক্টর বাহাদুরের। কালেক্টরের পক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব], সহকারী কমিশনার [ভূমি], কানুনগো, সার্ভেয়ার, তহশিলদারগণ এসব জমির রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবৈধ দখলমুক্ত রাখার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁদের কেউই সঠিকভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন নি। তিনি আরো বলেন যে, কালেক্টর বাহাদুর অথবা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সহকারী কমিশনার [ভূমি] রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা অনুযায়ী রিভিউ এর মাধ্যমে অবৈধ বন্দোবস্ত বাতিলপূর্বক রেকর্ড সংশোধন করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

৪। সার্বিক বিষয় পর্যালোচনান্তে নদী কমিশন কর্তৃক নিম্নরূপ নির্দেশনা /পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান করা হয়:

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়নে
০১।	কর্ণফুলি নদীর বাম তীর অর্থাৎ বন্দরের দক্ষিণ পাড়ে নদীর তীরে স্থাপিত ৭টি ইটের ভাটা নদীর পরিবেশ, প্রতিবেশের জন্য ক্ষতিকর। ইটের ভাটাগুলি নদীর তীরে স্থাপিত হওয়ায় শীতকালে নৌচলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। অবিলম্বে ইটের ভাটা অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।
২।	বন্দর হতে মোহনা পর্যন্ত নদীর ১৬ কিমি তীরভূমি দখল করে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ করে চট্টগ্রাম বন্দরে ইন কন ট্রেড কনটেইনার টার্মিনাল, ইউনাইটেড পাওয়ার ওয়েল টার্মিনাল সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নদীর তীরভূমিতে এবং নদীর মধ্যে ভবন, টার্মিনাল ক্লাব ইত্যাদি তৈরি করেছেন। নদীর প্রবাহ বন্ধ করে নদীর জমি দখল করে কোন স্থাপনা তৈরি করা যাবে না। অবিলম্বে নদীর তীর ভূমিতে স্থাপিত অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের উচ্ছেদ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক,চট্টগ্রাম পরিচালক, চেয়ারম্যান, বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম সহকারী কমিশনার [ভূমি]
৩।	চ্যানেলে যত্রতত্র জাহাজ নোঙ্গর করে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে ১৫ নং ঘাটে, সিএফইউএল এর পূর্ব পার্শ্বে কয়েকটি অকোজো জাহাজ দীর্ঘদিন যাবৎ নদীতে ডাম্পিং করে রাখা হয়েছে। এতে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ এবং প্রাকৃতিক প্রতিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। অবিলম্বে জাহাজগুলো অন্যত্র সরাতে হবে।	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম, উপপরিচালক, BIWTA চট্টগ্রাম
৪।	কর্ণফুলি চ্যানেলের শেষ প্রান্তে green boi i red boi এর বাম পার্শ্বে বড় চরের সৃষ্টি হয়েছে। চরটি সৃষ্টির জন্য কাফকো, সিইউএফইউএল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এর প্রভাব রয়েছে। চরটি অপসারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, সিপিএ
৫।	কর্ণফুলি নদীর পানির অবস্থা, দূষণ ও অন্যান্য বিষয়ে আউটার বার ও ইনার বারের মধ্যখানে এযাবত কোন পানি পরীক্ষা করা হয়নি। নদীর পানি, নদীর ভৌত অবস্থা [Morphological] জানার জন্য এই এলাকার পানির BOD, COD, PH ইত্যাদি পরীক্ষা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। প্রতিবেদনটি পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম প্রেরণ করবে।	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।
৬।	KAFCO এবং CFUL এর জেটি নদীর মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে United Power Oil Plant এর একটি জেটি নির্মাণাধীন রয়েছে। নদীর পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কোনো	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।

	স্লেট নির্মাণ করা যাবে না। নদীর তীরভূমি ও নদীর গর্ভ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৭।	আনোয়ারা উপজেলার বাদলাপুর মৌজা, জেএল নং ২৯ [মেরিন একাডেমীর উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বে হতে পশ্চিমে প্রায় ২ কিমিঃ নদীর তীর ভূমি দখল করে কর্ণফুলি ড্রাই ডক স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এই ডকের আওতায় ১৬ একর নদীর তীর ভূমি রয়েছে। নদীর তীর ভূমি বেআইনিভাবে ডকইয়ার্ডের নামে দেয়া রয়েছে। অবিলম্বে প্রদত্ত বন্দোবস্ত SATA এর ধারা ১৪৩,১৪৭, ১৪৮ ও ১৫০ এর অনুযায়ী বন্দোবস্ত বাতিল পূর্বক প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, সিপিএ, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, সহকারী কমিশনার [ভূমি] আনোয়ারা।
৮।	কর্ণফুলি ড্রাইডক স্পেশাল ইকোনমিক জোন লিঃ এর নামে নদীর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর এবং কর্মকর্তাদের কর্মচারির নাম, পদবী, বর্তমান কর্মস্থল বা অবসরকালীন অবস্থা নদী কমিশনকে জানাতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম সহকারী কমিশনার [ভূমি], আনোয়ারা চট্টগ্রাম।
৯।	আলোচ্য ১৬ একর জমি বন্দোবস্ত প্রদানের নিয়মিত রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষান্তে দেখা যাচ্ছে যে, নদীর তীরভূমি কোনভাবেই বন্দোবস্ত প্রদান যোগ্য নয়। তাই জরুরি ভিত্তিতে SATA ১৯৫০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী কর্ণফুলি ড্রাই ডক লিঃ এর অনুকূলে ভূমি বন্দোবস্ত বাতিল করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, সহকারী কমিশনার [ভূমি] আনোয়ারা, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম,সচিব,ভূমি মন্ত্রণালয়।
১০।	বন্দর হতে বঙ্গোপসাগরের মোহনা পর্যন্ত দিয়ারা জরিপ করে কর্ণফুলি নদীতে সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে। এজন্য জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, মহাপরিচালক, ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তর।
১১।	আনোয়ারা উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় কর্ণফুলি নদীর দখল, দূষণ এবং ড্রাই ডকের অনুকূলে নদীর জায়গা বন্দোবস্তের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সহকারী কমিশনার আলোচ্য স্থানের সিএস, আরএস, বিএস পর্চা, ম্যাপ ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি চাহিদামত পেশ করতে পারেন নি। বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য সৃজিত কেইসটি নিয়মমাফিক করা হয় নি। অবিলম্বে SATA ১৯৫০ এর ধারা ১৪৩,১৪৭,১৪৮,১৫০ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, সহকারী কমিশনার [ভূমি] আনোয়ারা।
১২।	কমিশন দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছে যে, এই উপজেলায় উপজেলা সৃষ্টির পর বিগত ৩ বছর ৮ মাসের মধ্যে অদ্যাবধি নদী রক্ষা কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় নি। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সভা নিয়মিত হওয়া আবশ্যক। উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি পুনর্গঠন করে নিয়মিত সভা করতে হবে। কমিটিতে স্থানীয় স্কুল, কলেজ, প্রেস ক্লাব, পরিবেশ কর্মী রাজনীতিক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ইউপি চেয়ারম্যানগণকে অন্তর্ভূক্তির পরামর্শ দেয়া হয়।	সভাপতি, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার,আনোয়ারা ও চট্টগ্রাম, সহকারী কমিশনার [ভূমি] আনোয়ারা।
১৩।	কমিটি প্রতিমাসে নিয়মিত সভায় উপজেলাধীন নদ-নদী, খাল, জলাধার, সমুদ্র উপকূল ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে কমিশন বরাবরে সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করবে। জেগে উঠা সমুদ্র উপকূল ভূমি, উপকূল ব্যবস্থাপনার জন্য দিয়ারা জরিপ করে তার হিসাব রাখতে হবে। সরকারি কোন প্রকল্প বা অন্য কোন প্রকার উন্নয়ন কাজের জন্য সমুদ্র উপকূল ব্যবহারের লক্ষ্যে উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নিকট সকল তথ্যাদি, প্রাম রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ভূমি বরাদ্দের কোন প্রস্তাব প্রেরণের জন্য কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে।	সভাপতি, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার,আনোয়ারা চট্টগ্রাম এবং সহকারী কমিশনার [ভূমি] আনোয়ারা।
১৪।	নদী সংশ্লিষ্ট মৌজার সিএস, আরএস, বিএস পর্চা নকশা সংগ্রহ করতে হবে। সিএস নকশা ও পর্চা অনুসারে নদীর তীর, তীর ভূমি সংরক্ষণ করতে হবে। ইতোমধ্যে নদীর যে সকল তীরভূমি বা নদীর ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তা বাতিল করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, চবক, সহকারী কমিশনার [ভূমি] আনোয়ারা।
১৫।	কর্ণফুলি নদীসহ অন্যান্য নদী সমুদ্র উপকূল ভূমিতে অবৈধ দখল প্রতিরোধ করার জন্য পুলিশ প্রশাসন, সিআর পিসি ধারা-১৩৩ ও অন্যান্য আইনানুসারে	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আনোয়ারা, পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম।

	উচ্ছেদ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	
১৬।	চট্টগ্রাম নদীর ভূমি অবৈধভাবে দখল করে কর্ণফুলি ড্রাই ডক ইয়ার্ড স্থাপন করে কর্ণফুলি নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত করা হয়েছে। এই ড্রাইডকের কারণে চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলটি শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর প্রধানতঃ নদী নির্ভর। সমুদ্র বন্দরের স্বার্থে এই ডকইয়ার্ডটি নির্মাণ করা যাবে না। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সত্বর এই ডকইয়ার্ডের নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে হবে। অনতি বিলম্বে দখলকৃত স্থান হতে এই ডকইয়ার্ডটি অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। এখানে নির্মাণ কাজ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হলো।	চেয়ারম্যান, সিপিএ, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, সহকারী কমিশনার [ভূমি] আনোয়ারা, পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্ণফুলি ড্রাই ডক, বাদলাপুর, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০২৯.০০১.১৬-

তারিখ: ১২ ডিসেম্বর, ২০১৮

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
০২। সচিব, নৌপরিবহণ/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়
০৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০৪। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
০৫। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব,নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়[মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
০৬। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
০৭। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮। চেয়ারম্যান, BIWTA, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
০৯। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১০। সচিব [যুগ্মসচিব], জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা/সচিব, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
১১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
১২। পুলিশ সুপার , চট্টগ্রাম।
১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
১৫। মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
১৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
১৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্ণফুলি ড্রাই ডক লিঃ, বাদলাপুর, চট্টগ্রাম।
১৯। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
২০। দপ্তর কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার-এর কুমিল্লার গোমতি নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং কুমিল্লা নদী রক্ষা কমিটির সভার যোগদান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার গত ০৫/০৩/২০১৮ তারিখ কুমিল্লা জেলার গোমতি নদী পরিদর্শনে যান। সম্মানিত সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: আলাউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। এ সময় নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব], কুমিল্লা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার [ভূমি] উপস্থিত থেকে পরিদর্শনে সহায়তা করেন।

০২। পরিদর্শনকালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপস্থিত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী উল্লেখিত নদীর নাব্যতা হারানোর কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান যে, কুমিল্লা শহরকে রক্ষা করার জন্য নদীর উভয় পাশে বাঁধ নির্মাণ করা হয়। কারণ এখানে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ব্যারেজ নির্মাণ করার কারণে নদী/পানি গতিপথকে পরিবর্তন করে কুমিল্লার এ অংশে গোমতীর উপর দিয়ে পানি নিষ্কাশন/নির্গমন হওয়ায় পানির ঢল নামে। এতে করে কুমিল্লার এ অংশ প্লাবিত হতে থাকে।

[ক] সীমান্তের অপরদিক থেকে এরূপ পানি প্রবাহের ফলে সৃষ্ট আকস্মিক প্লাবন উক্ত বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রতিরোধ করা সম্ভব হলেও ফলশ্রুতিতে সময়ের ব্যবধানে ক্রমান্বয়ে গোমতী নদীটি সংকুচিত হয়ে তার নাব্যতা হারিয়েছে;

[খ] পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা যায় যে, নদীর দু'পাড়ে সৃষ্ট বাঁধের মধ্যে নদী পাড়ের জমি অবৈধ দখলদারদের কর্তৃক বাড়ি নির্মাণ ও স্থায়ী/অস্থায়ী কাঠামো নির্মান করার প্রয়াস পেয়েছে;

[গ] অনেকে আবার নদীর পাড়ের জমিতে চাষাবাদ শুরু করে ফসল ফলাচ্ছেন এবং দখল করে নিয়েছেন;

[ঘ] নদী দু'তীরের এবং বাঁধের দু'ধারের অভ্যন্তরের জমিতে বিভিন্ন স্থান থেকে অপরিকল্পিতভাবে ইচ্ছেমত অসংখ্য ট্রাকে মাটি তুলে নিয়ে যাওয়া এবং বালু সংগ্রহের অবৈধ মহড়া পরিদর্শন কালে নজরে আসে;

[ঙ] উপস্থিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব], সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার[ভূমি], তহশিলদার, সার্ভেয়ার
সিএস পর্চার সাহায্যে জমির সীমানা প্রদর্শন করেন;

[চ] প্রদর্শিত সিএস সীমানা/ম্যাপ অনুযায়ী বাঁধের ভিতরকার দু'পাশের জমি অবৈধভাবে দখল হয়েছে বলে [ঙ]-তে বর্ণিত কর্মকর্তাগণও প্রত্যক্ষ করেন। উপরোক্তভাবে অবৈধ পন্থায় মাটি ও বালু তুলে নেয়া এবং অবৈধ কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে নদীর দু'পাড়ের জমি ও বাঁধের অন্তর্ভুক্ত সরকারি ভূমি দখল ও জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আইনানুগ ভূমিকা পালনে ও উচ্ছেদ অভিযানে শৈথিল্যসহ নানাবিধ অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়;

[ছ] সভায় নদীর পানি ও পরিবেশ দূষণ নিয়ে ব্যক্তিবর্গ গভীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে তা থেকে আশু মুক্তির জোর দাবি তুলে ধরেন। কলকারখানাসহ হাসপাতাল, ক্লিনিক ও হাট-বাজারসহ গৃহস্থালির বর্জ্যাদি সরাসরি গোমতীসহ অন্যান্য নদীতে নির্বিচারে নিক্ষেপিত হবার ফলে নদীর নাব্যতা, নৌ-চলাচল সার্বিক পরিবেশ রক্ষা করার আশু প্রতিকার দাবি করেন;

[জ] সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তরের এক্ষেত্রে কোন কার্যকর পদক্ষেপ/ভূমিকা এযাবৎ গৃহীত হয়নি বলে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তা প্রতিকারে কার্যকর পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু কার্যক্রম দাবি করেন। কুমিল্লা সিটি শহরের ড্রেনগুলিও ভরাট হয়ে বিশেষ করে, বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে চলেছে বলে বক্তাগণ উল্লেখ করেন এবং তা থেকে আশু পরিত্রাণ প্রার্থনা করেছেন।

০৩। এক্ষেত্রে উপস্থিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপযুক্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরতে ব্যর্থ হন। নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অদ্যাবধি কোন কার্যকর ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান যে, নদীতে নাব্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার শীঘ্রই একটি সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করছেন বলে অবহিত করেন।

০৪। উল্লেখিত বাস্তব পরিদর্শন শেষে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান যোগদান করে জানান যে, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সার্বিকভাবে নদীর নাব্যতা আনয়ন ও অবৈধ দখল ও স্থাপনা উচ্ছেদকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। তিনি সভাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গোমতীর উক্তরূপ বাস্তব ও করুণ অবস্থা অবহিত করেন/তুলে ধরেন। বিভিন্ন কমিটির সদস্যবৃন্দ, জেলা নদীর রক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন আমন্ত্রিত আলোচকবৃন্দ তাদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন। তাদের মতামতে গোমতীর মৃত্যুঘণ্টা/গোমতীর প্রতিরক্ষা বাঁধ হুমকির মুখে মাটিকাটা ও দখলযজ্ঞের কারণে অস্তিত্ব বিপন্নের পথে উপনীত হয়েছে; তাই গোমতী রক্ষায় গণআন্দোলন প্রয়োজন। তারা আরও উল্লেখ করেন যে, গোমতীর দু'পাড়ের মাটি সাবাড় হয়েছে। নদী রক্ষায় চাই প্রশাসনিক কমিটি' ইত্যাদি ক্লিপিংসহ বিভিন্ন স্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট হস্তান্তর করেন/তুলে ধরেন। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর নিকট গোমতি ও লালমাই পাহাড় যথাযথ সংরক্ষণের দাবি সম্বলিত বিস্তারিত বক্তব্য ও উপস্থাপিত হয়।

পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
[০১]	গোমতীর দু'পাড়ে নির্মিত বাঁধের কারণে শুষ্ক মৌসুমে নদীতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড Feasibility Study রিপোর্ট তৈরি করবে। সীমান্তের ওপার উজান থেকে নেমে-আসা পানির Flash Flow নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাঁধ দেয়া হলেও তা	এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও

	একেবারে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। বাঁধ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে উজান থেকে পানি প্রবাহ বন্ধ করা অবিবেচনাপ্রসূত প্রায়োগিক সিদ্ধান্তের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উজানের পানি বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রিত আকারে চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রবাহের সুবিধা সৃষ্টি করা উচিৎ; বাঁধটি সংস্কার করে বর্ষা/শুষ্ক মৌসুমে বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণ করার উপযুক্ত প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই এ বাঁধের লক্ষ্য হওয়া কাম্য। বাঁধের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী পকেট/কম্পার্ট তৈরি করে পরিমিত পানি সরবরাহ করণার্থে ও শুষ্ক মৌসুমের জন্য পানি মজুদ/সংরক্ষণ করণার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে প্লাবনের হাত থেকে ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা শহরকে বর্ষা মৌসুমে রক্ষা করা যায় এবং একইসঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী শুষ্ক মৌসুমে নাব্যতাও রক্ষা করা যায়। বৃষ্টির সময় ভারত থেকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহ বন্ধ/ নিয়ন্ত্রণপূর্বক বাঁধ ও শহর উভয়কেই রক্ষা করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে লগসই/যুৎসই সময়াবদ্ধ ও সময়োপযোগী প্রকল্প প্রণয়ন করবে। এ প্রকল্প প্রণয়নার্থে মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট Stake Holder, নেতৃস্থানীয় ও ভুক্তভোগীদের নিয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন করবে।	বাস্তবায়নযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।
[০২]	অবিলম্বে CS পর্চা অনুসারে নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর সীমানা অবিলম্বে নির্ধারণ করতে হবে। যদি RS হয়ে থাকে এবং CS-এর পরিবর্তন ঘটে থাকে, তাহলে তার কারণ পরীক্ষা/যাচাই-বাছাইপূর্বক আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে। মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের রায়ের আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী এবং State Acquisition and Tenancy Act-এর ৮৬/৮৭ ধারা অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন মোতাবেক নদীর সীমানা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুর রক্ষা করবেন এবং বাঁধের দু'পার্শ্বে ও অভ্যন্তরে নির্মিত/স্থাপিত সকল অবৈধ স্থাপনা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে আবশ্যিকভাবে উচ্ছেদ করবেন।	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা আগামী এক মাসের মধ্যে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। পুলিশ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সকল জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।
[০৩]	অবৈধভাবে SATA, ১৯৫০ এবং অন্যান্য বিধি-বিধান লংঘন করে নদীর তীর কিংবা ফোরশোর ভূমি অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে লিজ বা DCR দেওয়া হলে কিংবা নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তন করা হয়ে থাকলে এবং মহামান্য হাইকোর্টের উক্ত রায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম পৃষ্ঠার বর্ণিত সংশ্লিষ্ট আদেশ অনুসরণে অবিলম্বে তা বাতিল করবেন অথবা অবিলম্বে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ নদীর জায়গা জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] যা কোনভাবেই হস্তান্তরযোগ্য নয়। নদী রক্ষা এবং নদীর জমি অবৈধ উচ্ছেদ করা জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন এর নৈতিক ও আইনগত দায়িত্বাধীন, যেখানে অবহেলার কোন অবকাশ নেই।	জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা/সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন-আগামী এক মাসের মধ্যে যথা কার্যক্রম গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
[০৪]	বালু আইন ২০১০-এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে অবৈধভাবে বালু ও মাটি অপরিকল্পিতভাবে তুলে নিতে সহায়তা করছে, তা অবিলম্বে বন্ধ/বাতিল করতে হবে।	জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা/সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন- আগামী এক মাসের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
[০৫]	নদীতে নিঃসরিত/নিক্ষেপিত আবর্জনা/বর্জ্য বন্ধ করা এবং দায়ী ব্যক্তি/সংস্থা/ সংগঠন কে আইনের অধীনে শাস্তি বিধান নিশ্চিত করনে পরিবেশ অধিদপ্তর অবিলম্বে উপরোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিশ্চিত করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রস্তুতই প্রেরণ করবে।	উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুমিল্লা/জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা/উপজেলা প্রশাসন, কুমিল্লা আগামী এক মাসের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতঃ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।

[০৬]	গোমতীর নাব্যতা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ফিরিয়ে আনার জন্য গভীর সমীক্ষার মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও জেলা প্রশাসন যৌথভাবে ড্রেজিং/খনন প্রকল্প গ্রহণ করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখবেন।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা বিষয়টি নিশ্চিত করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
[০৭]	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন শহরের ড্রেন/নালায় বর্জ্য যত্রতত্র যাতে ফেলতে না পারে, সেজন্য জেলা নদী রক্ষা কমিটি বিষয়টি সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার কর্মসূচি গ্রহণ করবে। Print ও Electronic Media জনস্বার্থে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সকল কার্যক্রম প্রচার করবে। পুলিশ বিভাগ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। প্রতিটি শিল্প কারখানায় ETP স্থাপন ও তা সার্বক্ষণিকভাবে চালু রেখে নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখার ব্যবস্থা জেলা নদী রক্ষা কমিটি/পরিবেশ অধিদপ্তর/সিটি কর্পোরেশনের যথাযথ উদ্যোগের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর /জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা/পুলিশ সুপার, কুমিল্লা/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এবং জনপ্রতিনিধিগণ আগামী এক মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৯.০০৩.১৪-২৬৫ তারিখ : ৭ মে, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৭। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮। কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম
৯। চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল, ঢাকা
১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
১১। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১৩। জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা
১৪। পুলিশ সুপার, কুমিল্লা
১৫। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১৬। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৭। দপ্তর কপি।

মো: সাইদুর রহমান
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : দাউদকান্দি, কুমিল্লা পরিদর্শন প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: আলাউদ্দিন গত ১৮/০৪/২০১৮ তারিখ কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলা পরিদর্শন করেন। সফরকালীন সময়ে তাঁরা দাউদকান্দি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন। স্থানীয় জনগণের সাথে দাউদকান্দির নদ-নদীর সমস্যা, সমাধান এবং সরকারিভাবে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। তাঁরা গোমতী, পুরাতন গোমতী এবং মেঘনার কিছু অংশ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কুমিল্লা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাউদকান্দি, সহকারী কমিশনার (ভূমি), দাউদকান্দি এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ তাঁদের সাথে ছিলেন।

সভার আলোচনা ও পরিদর্শনের ভিত্তিতে কমিশনের পক্ষে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	গোমতী নদীর ব্রিজের নীচে-উভয় পার্শ্বে বালুর ভিটা, ইটের খোয়া ও পাথরের দোকানগাট বসানো হয়েছে। এতে নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং নদীগর্ভ ক্রমান্বয়ে ভরাট হচ্ছে। অবিলম্বে ব্রিজের নীচ হতে সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ পাথর, বালুর ও ইটের ব্যবসা বন্ধ করার কার্যকর উদ্যোগ আগামী এক মাসের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
০২।	উপজেলার মধ্যে গোমতী, কাঠালিয়া, কালাদুমুর এবং খিরাই-এই ৪টি নদীর কথা সভায় উল্লেখ করা হয়েছে। দাউদকান্দি-তে বর্তমানে ছোট-বড় আরও কয়েকটি নদী ও খাল রয়েছে। নদী রক্ষা কমিটির সভায় উপজেলাধীন সকল নদ-নদীর অবস্থা, সমস্যা, সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব এবং খাল জলাশয় বিষয়ে আলোচনা করে নদী ও খাল রক্ষার জন্য কর্মকৌশল কমিটি নির্ধারণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহবায়ক, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, দাউদকান্দি।
০৩।	কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার সভায় জানান যে হাইকোর্টের ৩৫০২/২০০৯ রায়ের নির্দেশনা অনুসারে নদী রক্ষায় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রমী মানদণ্ড বা বিবেচনা প্রয়োগ করা যাবে না। অবৈধ দখলদার যিনিই হউন না কেন এবং তিনি যে গোষ্ঠীরই হোন না কেন এবং যত শক্তিশালীই হউন না কেন কোনরকম ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে তা অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহবায়ক, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, দাউদকান্দি।
০৪।	গোমতী, মেঘনা,পুরাতন গুমতী নদী দখল, দূষণ ও ভরাট চলছে। অবিলম্বে দখল, উচ্ছেদ ও দূষণ বন্ধ কল্পে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহবায়ক, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, দাউদকান্দি।
০৫।	মতবিনিময়কালে জানা গেছে খিরাই নদী খননের প্রয়োজন। অন্যান্য নদী সংলগ্ন পানি গ্রহণকারী ও পানি দানকারী খালসমূহ খননের আওতায় আনা আবশ্যক। পানি উন্নয়ন বোর্ড উপজেলাধীন নদ-নদী জরিপ করে নদী ও খাল খননের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পাউবো, কুমিল্লা।
০৬।	নদীর তীরভূমি, নদী গর্ভের জায়গা লিজ দেয়া হয়েছে মর্মে জানা গিয়েছে। অবিলম্বে নদীর জমির উপর সকল লিজ/ইজারা/পত্তন বাতিল করে জাতীয় নদী কমিশনকে জানাতে হবে।	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি), দাউদকান্দি।
০৭।	গুমতী নদীতে ইতোমধ্যে নৌ-বন্দর ঘোষণা করা হয়েছে। নৌ-বন্দর করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নদীর সুরক্ষা এবং নদীর প্রবাহ নিশ্চিত করা। নদীর খনন, সীমানা, দূষণ দখল মুক্ত করতে না পারলে বন্দর	বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা, পাউবো, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা।

	কার্যকর করা সহজ হবে না। এজন্য জরুরি ভিত্তিতে বন্দরের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।	
০৮।	মতবিনিময়কালে জানা গিয়েছে যে, ইকোনমিক জোন করার জন্য নদী সংলগ্ন চরের জায়গা নির্বাচন করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নদীর চর ভূমিতে বা নদী গর্ভে পয়স্থিত চরে বা বিলুপ্ত নদীর ভূমিতে এখনই ইকোনমিক জোনের জায়গা নির্বাচন করা হলে তা অদূর ভবিষ্যতে নদীর সংস্কার কার্যক্রম, খনন এবং নদী উদ্ধার কার্যক্রমকে ব্যাহত করবে। তাই কোনভাবেই নদীর জমি অন্য কোন উদ্যোগে ব্যবহার করা বিদ্যমান আইনে সঠিক বিবেচিত নয়। তাতে Right of Public Easement বিনষ্ট হবে।	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, নির্বাহী সচিব, ইকোনমিক জোন অথরিটি।
০৯।	উপজেলা পর্যায়ে নদী খনন, সংস্কার, বাঁধ নির্মাণ, নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ, নদী সংশ্লিষ্ট বা নদীকে প্রভাবিত করে এমন যে কোন বিষয়ে গৃহীত প্রকল্প বা কার্যক্রম বিষয়ে উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা করতে হবে।	উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সকল সদস্য।
১০।	মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার চরাঞ্চলের গ্রামে নদীর জায়গা বা তীরভূমি দখল করে পাড় বাঁধাই করা হয়েছে। নদীর তীর ভূমিতে ব্যক্তিগতভাবে বে-সরকারি উদ্যোগে এরূপ বাঁধাই করার কোন সুযোগ নেই। এখানে একটা লঞ্চঘাটও তৈরি করা হয়েছে। অবৈধভাবে যত্রতত্র এমন স্থাপনা নির্মাণ নদী তথা জনস্বার্থের পরিপন্থী। সরেজমিনে পরিদর্শন করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে আলোচ্য প্রতিবেদন প্রেরণসহ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হলো।	জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
১১।	গোমতী নদীর দক্ষিণতীরে গোয়ালগাছিয়া ইউনিয়নের নতুন চাষীরচর গ্রামে "গ্রাম বাংলা সারকারখানা" নদীর মধ্যে নির্মাণ করা হচ্ছে। নদীর মধ্যে কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। অবিলম্বে উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। গ্রামবাংলাসহ অন্যান্য সকল অবৈধ দখলদার ব্যক্তি কিংবা সংস্থা বা এজেন্সীর বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল মামলা করার জন্যও জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী কমিশনার [ভূমি] ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
১২।	গোমতী নদীর ব্রিজে শক্ত ভিতর সীমানায় বালু দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও বালু ফেলে দোকান-পাট বসানো হয়েছে। ব্রিজের সীমানায় ও নদীর ফোরশোরে কোন অস্থায়ী স্থাপনাও করা যাবেনা। অবিলম্বে এসব উচ্ছেদ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
১৩।	গোমতী নদীর বুকে জেগে উঠা চরগঙ্গাপ্রসাদ ইউনিয়নের গোলাপের চরে জনবসতি শুরু হয়েছে। তিনতলা ভবন করা হয়েছে। গরুরহাট, বাজার, দোকান বসানো হয়েছে। রাস্তাও পাকা হচ্ছে। নদীর বুকে জেগে উঠা জমি খাস নদীর জমি। এখানে কোন জনবসতি করা যাবেনা। চর খনন করে নদীর স্রোত প্রবহমান করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, সহকারী কমিশনার [ভূমি], দাউদকান্দি।
১৪।	গোলাপের চর-দাউদকান্দি ব্রিজ নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। এখানে ব্রিজ নির্মাণ নদীকে সংকুচিত করবে এবং ভবিষ্যতে গোমতীর আদি চ্যানেল বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এখনই ব্রিজ তৈরির প্রস্তাব পুনঃবিবেচনা করা প্রয়োজন।	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
১৫।	খাদ্যগুদামের দক্ষিণে ও পশ্চিমে নদীর ভূমি দখল হচ্ছে। খাদ্য গুদামের ওয়াল সোজা করে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।	সহকারী কমিশনার [ভূমি], দাউদকান্দি।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০২৯.০০১.১৬-২৮০ তারিখ : ১৩ মে, ২০১৮

অনুলিপি : সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌপরিবহন/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। নির্বাহী পরিচালক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৫। চেয়ারম্যান, BIWTA, ১৪১-১৪৩, (৫ম তলা) মতিঝিল, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৮। কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ও আহবায়ক, বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটি।
০৯। সচিব (যুগ্মসচিব), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১০। জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা।
১১। মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা-১২০৭। (সভাপতি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১২। উপজেলা চেয়ারম্যান, দাউদকান্দি উপজেলা পরিষদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাউদকান্দি, উপজেলা, দাউদকান্দি, কুমিল্লা ও আহবায়ক, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি।
১৪। মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৫। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১৬। সংরক্ষণ কপি।

মো: সাইদুর রহমান
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: চট্টগ্রাম বিভাগ পরিদর্শন প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন গত ২০/০৫/২০১৮ তারিখ থেকে ২২/০৫/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলা সফর করেন। সফরকালে চট্টগ্রাম বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায়, হালদা নদী রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক পরিদর্শন এবং চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা, চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ, চাকতাই, রাজাখালী খাল পরিদর্শন, বিদ্যমান সমস্যা ও চট্টগ্রাম বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থার সমস্যা সমাধানে করণীয় শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন। বর্ণিত কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ ও আবশ্যিক বিষয়ে জাতীয় নদী কমিশনের সিদ্ধান্ত/পরামর্শ নিম্নে পেশ করা হলো:

০২। চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন:

গত ২০/০৫/২০১৮ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় মদুনাঘাট হতে কালুরঘাট পর্যন্ত হালদা নদী পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শকালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) চট্টগ্রাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাটহাজারী, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও হালদা নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি সঙ্গে ছিলেন।

২২/০৫/২০১৮ তারিখে চট্টগ্রামে নদী রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে বিভাগীয় কমিশনার ও চট্টগ্রাম ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের যৌথ উদ্যোগে র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন শ্রেণির লোক অংশ গ্রহণ করেন। র‍্যালির পর চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা সমাধান বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে চট্টগ্রাম বিভাগের নদী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, বাপা, পবা,

বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল, নদী বাঁচাও আন্দোলন ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। সেমিনারে প্রবন্ধের উপর নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুক্ত আলোচনা ও মত বিনিময় হয়। তারা বিভিন্ন রকম সাজেশন ও প্রস্তাব পেশ করেন। তাদের মতামত ও প্রবন্ধের আলোকে সেমিনারের সুপারিশমালা পৃথকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে বিভাগীয় কমিশনার প্রেরণ করবেন।

সেমিনার

শুরুতে বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। এর পর সার্বক্ষণিক সদস্য বক্তব্য রাখেন।
চেয়ারম্যান মহোদয় বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান নদী রক্ষায় তার আন্তরিক সহযোগিতা এবং দিক নির্দেশনার দেওয়ার জন্য।
* চট্টগ্রাম কমার্সের প্রতিনিধি বলেন যে, নদীর সমস্যা সমাধানে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিতে হবে।
* চেয়ারম্যান বলেন যে, নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় আইন এবং নীতিমালা সংশোধন করবেন। তবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে নদী রক্ষায় যে সকল কাজ করা সম্ভব সেই কাজগুলো দ্রুত করার আহ্বান জানান। জেলা প্রশাসনের উচ্ছেদের জন্য ১ কোটি টাকা চাহিদা থাকলেও সেটি না পাওয়ায় উচ্ছেদ কার্য ব্যাহত হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অবিলম্বে নদ-নদী, খাল বিল খননের আহ্বান জানান। তিনি গোমতীর অবৈধ দখলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত উচ্ছেদ কার্য শুরুর আহ্বান জানান। চট্টগ্রাম ওয়াসা/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমন্বয় করার আহ্বান জানান।

তিনি চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে সাহসী এবং সময়োপযোগী বক্তব্য দেওয়ার জন্য। তিনি বলেন যে বিভাগ/জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে নদী দখলদারদের নাম গণমাধ্যমে প্রকাশ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে কমিশন আইনের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শীঘ্রই কমিশন তাদের আইনের সংশোধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সিডিএ ৫ হাজার কোটি টাকার খাল খনন প্রকল্প নিয়েছে। অথচ জেলা প্রশাসন ১ কোটি টাকা উচ্ছেদের জন্য তহবিল পাচ্ছে না। তিনি সিডিএর খাল খননের আগে উচ্ছেদ কার্য শুরু করার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নদী রক্ষায় সকলকে অবদান রাখার আহ্বান জানান।

নদীতে চর জাগার কারণ কি? এটি কি প্রাকৃতিক না মনুষ্য সৃষ্টির কারণে নদীতে চর জাগায়। তিনি নির্বাহী প্রকৌশলীকে শুধু মাত্র এগুলো নির্ভর তথ্য দিয়ে আলোচনার করার জন্য হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি SPARRSO , IWM এবং CEGIS এর সহায়তা নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ড্রেজিং পরবর্তী মাটির ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জানতে চান।

চেয়ারম্যান মহোদয় নদীতে ড্রেজিং এবং কাজগুলো যথার্থভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে ড্রেজিং চলমান কাজগুলো ভিডিও করার নির্দেশনা দেন।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, পরিবেশ অধিদপ্তরকে উদ্যোগী হয়ে সিটি করপোরেশন, চট্টগ্রামের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম ওয়াসার সাথে সমন্বয় করে পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান। প্রয়োজনে পরিবেশ আইন সংশোধন করার আহ্বান জানান।

নদীতে কোন বর্জ্য নিক্ষেপ করা যাবেনা। প্রয়োজনে কলকারখানা বন্ধ করে দিতে হবে। সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে।

দ্রুত অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। নদী, নদীর তীর এবং ফোরশোর রক্ষা করতে হবে। অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে পরিবেশ বাহিনী গঠন করা যেতে পারে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা বলেন যে, ২০২১ সালের পর নদীতে কলকারখানার কর্তৃক কোন বর্জ্য/আবর্জনা নিক্ষেপ/নিঃসরণ হবে না- সেই লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন কাজ করে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রতিনিধি বলেন যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম ওয়াসা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে। ড্রেনেজ এবং স্যানিটেশন উপর পৃথকভাবে মাস্টার প্ল্যান করা হয়েছে।

* পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয় নদীতে চর জেগে উঠা এবং নদীর ভাঙন বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে সাংগু নদীতে ২৫ কি.মি চর ড্রেজিং এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাংগু নদীতে নাব্যতার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। মাতামুহুরী ও বাকখালী নদীতেও ড্রেজিং এর কাজ চলছে। তিনি অত্র এলাকার নদীগুলোর ভাঙন বড় সমস্যা বলে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বর্তমানে ১৬ টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান প্রকল্পের কাজগুলো সম্পন্ন হলে নদীগুলোর নাব্যতা ফিরে পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক কিছু সুপারিশ:
[ক] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পুর্ণ ডিজাইন করা যাতে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়।
[খ] নিয়মিত নদ-নদী খনন করা এবং তীর সংরক্ষণ করা
[গ] নদীর উভয় পাড়ের অবৈধ স্থাপনা অপসারণ
[ঘ] নদীর দূষণ রোধকল্পে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করণ।

উপরোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করলে নদীর ভাঙন রোধ পাবে এবং নদীর নাব্যতা ফিরে পাবে।

* পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয় জানান যে ড্রেজিং এর বালু মাটি কখনও নদীতে নিক্ষেপ করা হয় না। বরং নীচু জমিতে অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হয়।

বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম বলেন যে, স্বীকৃত বালুমহল ছাড়া অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। লাইসেন্স ছাড়া অবৈধভাবে ইটভাটা গড়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন যে নদী হচ্ছে দুর্বৃত্তায়নের একটি চমৎকার অভয়ারণ্য। বাংলাদেশ হচ্ছে নদী মাতৃক দেশ তাই সরকার চায় নদ-নদী রক্ষা করতে। তিনি নদ-নদী রক্ষার জন্য কমিশনের নেতৃত্বে একটি আলাদা ফোর্স গঠনের বিষয় তুলে ধরেন।

* পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বলেন যে ১৩৩টি কলকারখানার মধ্যে ১২২ টি কলকারখানায় ETP রয়েছে। অবশিষ্টগুলোতে ETP স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রিট পিটিশন ৪৪০/২০১৫ তবে নং মামলার রায়ের আলোকে যে সমস্ত কলকারখানার পরিবেশ ছাড়পত্র নেই কিংবা লাগসই নবায়ন নেই। সেই সমস্ত কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ইতোমধ্যে ৮ টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রেজেন্টেশন:

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার [রাজস্ব] চট্টগ্রাম বিভাগীয় নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানে করণীয় বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

* চট্টগ্রাম জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও
এগুলো সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা:
* চট্টগ্রাম জেলায় ছোট বড় প্রায় ৪০৬টি খাল এবং চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় ৫৭টি খাল রয়েছে
* চট্টগ্রাম জেলার উল্লেখযোগ্য নদীসমূহ [১] কর্ণফুলি [২] হালদা [৩] শঙ্খ/ সাঙ্গু নদী [৪] ফেনী
* কর্ণফুলি নদীর নাব্যতা ও স্বাভাবিক গতি প্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং দূষণ রোধকল্পে মহামান্য হাইকোর্টের রিট মামলা নং-৬৩০৬/২০১০ এর ১৬/০৮/২০১৬ তারিখের আদেশের আলোকে গত ০২/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে একটি সমন্বয় সভা করা হয়। উক্ত সভায়, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, বিআইডব্লিউটিএসহ সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি]গণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় মহামান্য হাইকোর্টের রিট মামলার আদেশের আলোকে আর.এস. অনুযায়ী ২১১২টি অবৈধ স্থাপনার তালিকা পত্রিকায় প্রকাশ ও উচ্ছেদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ১,২০,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে চট্টগ্রাম জেলাপ্রশাসন, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
*চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদীর বিষয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম এবং পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম এর হালদা নদীর পরিবেশ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক ইতোমধ্যে ১৭ টি বালু মহাল বিলুপ্ত ঘোষনা করা হয়েছে।

কক্সবাজার জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা:

* কক্সবাজার জেলায় বাঁকখালী, ঈদগাঁও, মাতামুহুরী, কোহেলিয়া, রাজাখালী, রামবাকিয়া ও নাফ নদীসহ কতিপয় খাল রয়েছে। উক্ত নদী ও খালসমূহ বর্তমানে সুরক্ষিত আছে। তবে বাঁকখালি নদীতে বেশ কিছু অবৈধ স্থাপনা রয়েছে। যা বর্তমানে উচ্ছেদের প্রক্রিয়াধীন।

নোয়াখালী জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা:

* নোয়াখালী জেলায় ভাঙন কবলিত মেঘনা নদী [হাতিয়া উপজেলায়] ও বামনী নদী [কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায়] রয়েছে। এ জেলায় অবস্থিত নদী, খাল, জলাশয় সুরক্ষায় সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ফেনী জেলায় নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা:

* ফেনী জেলায় গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মুহুরী নদী, কহুয়া নদী, সিলোনিয়া নদী, ফেনী নদী, ছোট ফেনী নদী। মুহুরী নদীর ডান তীরে ৪২কিঃ মিঃ বন্যা বাঁধ বিদ্যমান আছে।
* মুহুরী নদীর সংযুক্ত খাল সমূহে [৪৬০ কিঃ মিঃ] মুহুরী সেচ প্রকল্পের আওতায় পুনঃখনন কাজ চলমান রয়েছে।
* কহুয়া নদী, মুহুরী নদীর একটি ফ্লাড বাইপাস হিসেবে ষাট এর দশকে খনন করা হয়। দৈর্ঘ্য ১৭.০০ কিঃমিঃ উভয় পাড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ বিদ্যমান।
* ছোট ফেনী নদী এবং সংযুক্ত খাল সমূহ নাব্যতা সংকটে আছে।

লক্ষীপুর জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা:

* লক্ষীপুর জেলার নদী, খাল ও জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভাল। তবে কিছু কিছু জায়গায় অবৈধ দখল রয়েছে।
* অবৈধ দখল উচ্ছেদের লক্ষ্যে উচ্ছেদ মোকদ্দমা রুজু করে অবৈধ দখল অপসারণের কাজ চলমান রয়েছে। কোন ক্ষেত্রে এখনো মামলা দায়ের করা হয়নি সেসব ক্ষেত্রে দ্রুত মামলা দায়েরসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার [ভূমি]গণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

কুমিল্লা জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা:

* গোমতী নদীর দুই পাড়ের বাঁধ এবং বাঁধের উপর নির্মিত নতুন রাস্তা রক্ষার নিমিত্ত ট্রাক্টর চালানো বন্ধ করার জন্য একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশ/বাঁধ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি সমন্বয়ে নিয়মিত টাস্কফোর্স অপারেশন পরিচালনাসহ ০১/০৪/২০১৮ তারিখ হতে গোমতী নদীর বাঁধের অভ্যন্তরে নদীর দুই তীরের জমির মাটি কাটা এবং অবৈধ ট্রাক্টরের [চলাচলের অনুমতি বিহীন] পরিবহণ বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ০৪/০৪/২০১৮ তারিখের ৪১০ নং স্মারকে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লাকে অনুরোধ করা হয়েছে।
* গোমতী নদীর বাঁধের যে সব স্থান দিয়ে ট্রাক্টর চলাচল করে সে সকল স্থানে ট্রাক্টর চলাচলের পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লাকে ০৪/০৪/২০১৮ তারিখের ৪১১ নং স্মারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

চাঁদপুর জেলায় নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা:

* চাঁদপুর জেলায় তিনটি নদী রয়েছে। মেঘনা, ডাকাতিয়া এবং ধনাগোদা। ডাকাতিয়া নদীর নাব্যতা রক্ষায় চাঁদপুর থেকে হাজীগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ৫০ কিমিঃ নদীপথ ড্রেজিংএর কাজ চলমান রয়েছে। জেলা নদী রক্ষা টাস্কফোর্স কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে নদীতে স্থাপিত অবৈধ ঝাপ নিয়মিত অপসারণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে নৌ-পুলিশ, কোস্টগার্ড, বিআইডব্লিউটিএ এর যৌথ উদ্যোগে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত আছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা:

* ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মোট ২৮টি নদী রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক প্রদানকৃত তথ্যমতে বর্তমানে ৩টি জায়গায় ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গোকর্ণঘাট থেকে নারাই ব্রিজ পর্যন্ত ৮ কি.মি. অংশে তিনটি ড্রেজার, অরুয়াইল ব্রিজের নিকট একটি ড্রেজার এবং কুড়া ব্রিজ অংশের ২ কি.মি. জুড়ে ২টি ড্রেজার দ্বারা তিতাস নদীতে খনন কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। সর্বমোট ১০৩ কি.মি. নদী খনন করা হবে। এরই মধ্যে তিতাস নদীর ৯০.৫৭কি.মি., পাগলা নদীর ৯.১৫ কি. মি.এবংএন্ডারসন খালের ৩.৬০ কি.মি. অন্তর্ভুক্ত। ইতোমধ্যে পাগলা নদীর ৮ কি.মি. খনন কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা:

* রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ছোট বড় বেশ কয়েকটি খাল ও জলাশয় রয়েছে। এর মধ্যে কাচালং, মাইনি, কর্ণফুলি নদী, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ বাঁধের কারণে বর্ষাকালে কাপ্তাই লেকের পানির সাথে একাকার হয়ে যায়। খরার সময় অভ্যন্তরীন নদীগুলোর প্রবাহের উপর মাটির বাঁধ দিয়ে সেচকাজ করা হয়।
* কাপ্তাই লেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা:

* খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপর দিয়ে ৪টি নদী প্রবহমান। চেঙ্গী নদী, মাইনী নদী, ফেনী নদী এবং হালদা নদী। বর্তমানে উক্ত নদ-নদীগুলো পাহাড়ী ঢলের কারণে পলিমাটি ও বালু জমে প্রায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাই স্বাভাবিক পানি প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার নদী, খাল, জলাশয় এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা:

*বান্দরবান পার্বত্য জেলার বুক চিরে প্রবহমান সাংগু, মাতামুহুরী ও বাকখালী নদীতে বালু জমে নদীর নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। নদীগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার শুষ্ক মৌসুমে তীব্র পানির সংকট দেখা দেয়, নদীতে পানির প্রবাহ কম থাকায় নৌ চলাচলে বাঁধা সৃষ্টি হয় এবং নাব্যতা হ্রাস পাওয়ার বর্ষাকালে নদী, খাল ও বিল আশেপাশের এলাকা পানিতে ডুবে যায়। বর্ণিত বিষয়সমূহের বিষয়ে জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

জেলা ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ, সুপারিশ এবং বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

জেলার নাম	জেলা পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম
চট্টগ্রাম	টাস্কফোর্স কমিটির সভার সিদ্ধান্তনুসারে গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার নদ-নদীর উভয় তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। সাতকানিয়া উপজেলাধীন সাঙ্গু নদী ২২ কি.মি. খননের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে পরিচালক [পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়], জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় বরাবর মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।
কক্সবাজার	কক্সবাজার জেলাধীন বাঁকখালী, ঈদগাঁও, মাতামুহুরী, কোহেলিয়া, রেজুখালী, বাহারছড়া ও নাফ নদী নাব্যতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তবে নাব্যতা বৃদ্ধি ও গতি প্রবাহ বজায় রাখার জন্য ড্রেজিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
নোয়াখালী	নোয়াখালী জেলায় অবস্থিত মেঘনা ও বামনী নদীর নাব্যতা ঠিক আছে এবং নদীদ্বয়ের স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
ফেনী	জেলা ভিত্তিক নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে নদীসমূহের উভয় পাড়ে ঝোপঝাড়, আগাছা পরিষ্কার করে পুনঃখনন করা হলে নিষ্কাশন ব্যবস্থা দ্রুত হবে এবং উজানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে ভাঙ্গন রোধ সম্ভব হবে। এই বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর পক্ষ হতে প্রকল্প প্রণয়নের পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে।

জেলা ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ, সুপারিশ এবং বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

জেলার নাম	জেলা পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম
লক্ষ্মীপুর	জেলার সকল নদ-নদী, খাল এবং জলাশয়ের সুরক্ষাকল্পে যৌথ সার্ভে টিম গঠন করে সার্ভে করা প্রয়োজন। সার্ভের আলোকে সীমানা পিলার স্থাপনের মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিত করতে হবে। যে সকল নদী, খাল এবং জলাশয় ভরাট হয়ে গেছে সেগুলো জরুরি ভিত্তিতে ড্রেজিং/খনন কাজ শুরু করতে হবে। জেলার রামগতি উপজেলায় মেঘনা নদীর বাঁধ সংরক্ষণের কাজ অব্যাহত আছে। তবে তা ব্যাপকতর ও গতিশীল করা প্রয়োজন।
কুমিল্লা	নদী/খালসমূহের নাব্যতা বজায় রক্ষার্থে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি নদীর ড্রেজিং/খাল খনন প্রস্তাব গত ২২/০৪/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য ১২/০৪/২০১৮ তারিখের ৪৮২ সংখ্যক স্মারকে নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লাকে অনুরোধ করা হয়েছে।
	জেলা নদী রক্ষা টাস্কফোর্স কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সহকারী পরিচালক, পরিবেশ

চাঁদপুর	অধিদপ্তর, চাঁদপুর প্রতিমাসে ডাকাতিয়া ও মেঘনা নদীর পানি পরীক্ষা করে জেলা টাস্কফোর্স সভায় পেশ করা হয়।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় প্রবাহিত নদীগুলোর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার জন্য এগুলো ড্রেজিং করে পুনখনন কাজ চলমান রয়েছে। এগুলো পুনখনন করা হলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত হবে এবং নৌপথে পণ্য পরিবহণ বাড়বে।

জেলা ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ, সুপারিশ এবং বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স এর নিকট বাস্তবায়ন অগ্রগতি

জেলার নাম	জেলা পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নদ-নদীর নাব্যতা ও নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখা ও ড্রেজিংয়ের লক্ষ্যে জেলা নদী রক্ষা কমিটির ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নদী সমূহের ড্রেজিং এর নিমিত্ত পর্যবেক্ষন বা সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ দল গ্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বরাবর ০৯.০৫.২০১৬. তারিখের ৭০৪ সংখ্যক স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের আলোকে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নদী সমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনের ভিত্তিতে ড্রেজিং সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়েছে।
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	জেলা পর্যায়ে নদী রক্ষা কমিটির মাসিক সভায় নদ-নদীসমূহের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের বিষয়ে সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি ও রামগড়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে নদ-নদীসমূহের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান পার্বত্য জেলার সাংগু, মাতামুহুরী ও বাকখালী নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে নদী খনন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পত্র দেয়া হয়েছে।

নদী রক্ষায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য কার্যক্রম:

জেলার নাম	কার্যক্রম/সুপারিশ
বান্দরবান পার্বত্য জেলা	নদী রক্ষার জন্য কার্বারি, হেডম্যান, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে অবৈধ দখলদারীদের নদীর পাড় ছেড়ে দেয়ার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলে অবৈধ দখলদারদের তালিকা সংগ্রহপূর্বক উচ্ছেদ মামলা রুজু করে স্থাপনাসহ অপসারণ করা যেতে পারে। নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে নদীর আশেপাশের বাজার এলাকার বর্জ্য পদার্থ যেন নদীর পানির সাথে না মিশে সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানের মালিকদের অবহিত করা হবে এবং প্রয়োজনবোধে প্রচলিত আদালত পরিচালনার মাধ্যমে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে এবং নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
খাগড়াছড়ি	নদ-নদী রক্ষার জন্য অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ অবৈধ বালু উত্তোলন বিরোধী অভিযান আরো জোরদারসহ জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারের গ্রহণকৃত প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করণের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

নদীর পানি দূষণরোধ ও নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে সুপারিশসমূহ:

১। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে নদী তীরবর্তী অবৈধ স্থাপনা, কারখানা, মার্কেট ,বসতবাড়ি, উচ্ছেদ কার্যক্রম জোরদার করা।
২। নদী বক্ষ হতে অবৈধ বালু/পাথর উত্তোলন বন্ধ করা
৩। গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলো নিয়মিতভাবে ড্রেজিং করা
৪। পরিকল্পিতভাবে প্রয়োজন মোতাবেক বেড়ি বাঁধ, স্লুইচগেট, ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ।

৫। কলকারখানা ও শিল্প কারখানার বর্জ্য অপসারণে ইটিপি স্থাপনে বাধ্য করা।
৬। নদী তীরবর্তী কোন স্থানে নতুন কোন কলকারখানা স্থাপনের অনুমতি না দেয়া।
৭। বন্দর থেকে দূষিত তেল নির্গমনকারী নৌযান অপসারণ করা এবং বন্দর ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা।
৮। পার্বত্য এলাকায় নদীর পাড়ে তামাক চাষে নিষেধাজ্ঞা জারি করা।
৯। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার প্রধান নালায় প্রবাহিত বর্জ্য নদীমুখে উন্মোচন না করে অন্যত্র রিসাইকেল করা।
১০। নদী তীরবর্তী অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত উচ্চ আদালতে চলমান সকল মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা।
১১। নদীর পাড়ে ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও বৃক্ষরোপন
১২। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা নিয়মিত করা এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।
১৩। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, সিডিএ,বন্দর, ওয়াসা, পুলিশ বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড় সমন্বয় করে কাজ করা।
১৪। জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করা।
১৫। বিশ্ব নদী দিবস এবং বিশ্ব পানি দিবস জাকজমকভাবে উদযাপন এবং প্রচার।
১৬। ব্রিজের এপ্রোচ রোড নির্মাণে যাতে নদী প্রবাহ বন্ধ না হয় সে ব্যাপারে নিয়মিত মনিটরিং করা।
১৭। এভি লাইন টানা সহ সিকস্থি প্লাস্থি আইন যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা।
১৮। প্রাকৃতিক জলাধার আইন বাস্তবায়ন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সচেতন হওয়া।

বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল চট্টগ্রাম জেলা পাথার উদ্যোগে কর্ণফুলি নদী ও সংযোগ খাল সমূহের নাব্যতা সংকটই চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতার কারণ শীর্ষক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। সেমিনারে বক্তাগণ চট্টগ্রাম সিটিতে খালের বর্তমান দুরাবস্থার কথা তুলে ধরেন। তারা চাকতাই খাল উদ্ধার লো হাইট ব্রিজ অপসারণের জন্য জোর দাবি জানান। তারা কর্ণফুলি নদীর দখল, দূষণ, নাব্যতা সংকট বিষয়ে আলোকপাত করেন। তারা নদী রক্ষার জন্য হটলাইন চালু, নদী কর্মীদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এর দ্রুত সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান হটলাইন চালু এবং বেসরকারি নদী ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কে সহযোগিতা প্রদান করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

পরিদর্শন ,সেমিনার এবং র‍্যালি শেষে কমিশনের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়ঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১।	হালদা নদীতে মাদ্রাসা পয়েন্টে নদী সংরক্ষণ ও তীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ কাজ চলছে। নদী রক্ষার ক্ষেত্রে নদীর তীরভূমি ও সীমানা বজায় রেখে নদী রক্ষার কাজ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
২।	হালদা নদী সংলগ্ন মাদারীখালে ০৪ ভেন্টের একটি স্লুইসগেটে একটি ভেন্ট চালু আছে। বাকী ভেন্ট অকেজো অবস্থায় আছে। পানি প্রবাহ সচল রাখার জন্য পূর্ণ স্লুইসগেট চালু করা অত্যাবশ্যক।	পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
৩।	হালদা নদীতে বিদ্যমান ১৭টি বালু মহালের ইজারাদেশ বর্তমান জেলা প্রশাসক আপাততঃ স্থগিত রেখেছেন। নদী হতে বালু উত্তোলন ও খনন করার প্রয়োজনে বিশেষ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিৎ। অন্যথায় নদীতে পলি জমে নদী ভরাট হয়ে যাবে। এই বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
৪।	হালদা নদীতে পানি দানকারী খাল এবং ছড়ার সংখ্যা মোট ৩৬টি। তার মধ্যে ১৮টি খাল এবং ১৮টি ছড়া রয়েছে। খাল গুলো রাসায়নিক বর্জ্য, সলিড বর্জ্য দ্বারা দূষিত হচ্ছে। ছড়াগুলি প্রায় বিলুপ্ত [moribund] হয়ে যাচ্ছে। খাল ও ছড়াসমূহকে সচল রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম/খাগড়াছড়ি পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
৫।	খনফিয়া খাল হয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সমুদয় ময়লা ও বর্জ্য পানি হালদা নদীতে পড়ছে। খালের ময়লা পানি দ্বারা নদীর পানি দূষিত হচ্ছে।	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম ওয়াসা,

	খালের ভাটিতে পানিতে অক্সিজেন এর পরিমাণ ১.০০ এর নীচে। খালের বাহিত পানি পরিশোধন করে ছাড়তে হবে। অপরিশোধিত অবস্থায় পানি ছাড়া যাবে না। জরুরি ভিত্তিতে CETP/STEP/ETP চালু করতে হবে।	সি,ডি,এ,চট্টগ্রাম।
৬।	হালদা তীর ভূমিতে ৫-৭টি ইটের ভাটা ছিল। ৫-৬টি ভাটা বর্তমানে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। একটি ভাটা এখনও চালু আছে। ভবিষ্যতে হালদার পাড়ে কোন নতুন ভাটা স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে না। বিদ্যমান সকল ভাটা তীর হতে অপসারণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম/খাগড়াছড়ি পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
৭।	হালদা নদীতে হায়ার চর নামক পয়েন্টে বালু পড়ে চরের সৃষ্টি হয়েছে। চর কেটে সেখানে নদীর গভীরতা সৃষ্টি করতে হবে। নদী খননের জন্য যৌথভাবে সমীক্ষা করে হায়ারচর খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, BIWTA পাউবো, মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসন।
৮।	হালদা নদীর তীর দখল করে ইস্পাহানী কোম্পানি ডকইয়ার্ড তৈরি করেছে। নদীর তীর হতে অবৈধ ডকইয়ার্ড উচ্ছেদ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
৯।	টি,কে, পেপার মিলসের অপরিশোধিত তরল রাসায়নিক বর্জ্য নদীতে পড়ছে। একই সঙ্গে হালদা নদী হতে অবৈধভাবে পানি উত্তোলন করে শিল্প চালনায় ব্যবহার করছে। তরল বর্জ্য কোনভাবেই নদীতে নিঃসরণ করা যাবে না। কারখানার ETP চালু রাখা নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম। পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম, পরিদর্শক, শিল্প কলকারখানা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম।
১০।	হালদা নদীর মধ্যে এস,আলম গ্রুপ জেটি তৈরি করেছে। নদীর গর্ভে কোন স্থাপনা নির্মাণ সম্পূর্ণ অবৈধ। এই অবৈধ জেটি উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম।
১১।	বন্দর এলাকায় চাকতাই ও রাজাখালী খালে অবৈধ দখল রয়েছে। চাকতাই খালের ভাটিতে কর্ণফুলি নদীর তটে শতশত অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। বন্দর এলাকা হতে সকল স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
১২।	চাকতাই খালের জায়গা দখল করে খালের দুপার্শ্বে খালের সীমার মধ্যে শত শত ঘর বাড়ি অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। খালটি সংস্কার ও খননের জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। চাকতাই খালসহ অপর জেটি খাল খনন ও সংস্কার করার পূর্বে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে : [ক] খালের সীমানা সিএস ও আরএস অনুসারে চিহ্নিত করতে হবে। [খ] অবৈধ সকল স্থাপনার তালিকা তৈরি করে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে হবে। [গ] খালের উপর স্বল্প উচ্চতার ব্রিজ উঁচু করে নির্মাণের পরিকল্পনা করতে হবে। [ঘ] খাল খননের পূর্বে খননকালে ও খননশেষে সিসিসি, চউক, চট্টগ্রাম ওয়াসা, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসন এর সমন্বয়ে খনন কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। [ঙ] খাল খনন শুরুর প্রারম্ভে প্রাক্কলনীপ, চাকতাই খালের ভিডিও করে রাখতে হবে। [চ] চাকতাই খালের খনন কার্যক্রমে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে অন্যান্য খাল খনন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে একই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
১৩।	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ময়লা বর্জ্য, কঠিন ময়লা আবর্জনা কর্ণফুলি নদীতে পড়ছে। তার কর্ণফুলি পেপার মিলস, কাফকোসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলি দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ।
১৪।	চট্টগ্রাম বন্দরের সন্নিকটে অবৈধভাবে নদীর মধ্যে ভেড়া মার্কেট গড়ে উঠেছে। ভেড়া মার্কেটে শত শত দোকান ও ঘর স্থাপন করা হয়েছে। নদীর তীর ভূমিতে কোন অবৈধ মার্কেট বা স্থাপনা রাখা যাবে না। জরুরি ভিত্তিতে উচ্ছেদ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
১৫।	খন্দকিয়া খালের দ্বারা বায়েজিদ্দী এলাকার ময়লা পানি, রাসায়নিক বর্জ্য তরল	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।

	হালকা নদীতে পড়ছে। খনকিয়ার অপরিশোধিত নিসরণ বন্ধ করতে হবে।	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ওয়াসা।
১৬।	গোমতী, হালদা, কর্ণফুলি, সাঙ্গু, চেঙ্গী মাতামুহুরী, বাকখালী, মাইনী সহ সকল নদী রক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক।
১৬.১।	চট্টগ্রাম শহরের সকল খাল ও কর্ণফুলি নদী উদ্ধারে জরুরি ভিত্তিতে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
১৬.২।	পার্বত্য জেলা সমূহের সকল নদ-নদীর প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য খনন কার্যক্রম শুরু করতে হবে। নদীর সাথে সংযুক্ত খাল, ঝরা ও ছড়া সমূহ চালু করতে হবে।	চেয়ারম্যান, BIWTA পাউবো, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জেলা প্রশাসন।
১৬.৩।	চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলার বিরাজমান ভিত্তিতে প্রতীয়মান সকল জেলার জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা নিয়মিত হচ্ছে না। নিয়মিতভাবে কমপক্ষে মাসে একবার জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম সকল জেলা প্রশাসক, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
১৭।	জেলাধীন নদী খনন, নদী সংস্কার, নদী সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণের পূর্বে ঐ প্রকল্প বা কর্মসূচি বিষয়ে আবশ্যিকভাবে জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম, অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান।
১৮।	সিএস, আরএস মোতাবেক নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে হবে। নদীর সীমানার মধ্যে বিদ্যমান অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। উচ্ছেদের খরচ হিসেবে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব বিবেচনা করতঃ সত্বর প্রস্তাবিত ১২০ কোটি অর্থ বরাদ্দের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ড. মুজিবুর রহমান ভূঞাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০২৯.০০১.১৬-----

তারিখ: ২৩ জুলাই, ২০১৮

অনুলিপি : সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব,স্থানীয় সরকার বিভাগ/ভূমি মন্ত্রণালয়/নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
০৪। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ।
০৬। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
০৭। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
০৯। চেয়ারম্যান, BIWTA, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল,ঢাকা।
১১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন,চট্টগ্রাম।
১২। সচিব [যুগ্মসচিব], জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১৩। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ।
১৪। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম ।
১৫। মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১৬। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১৭। নথির কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : নদী রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক র‍্যালি, সেমিনার, চট্টগ্রাম বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং কর্ণফুলি ও হালদা নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।

তারিখ: ২০-২২ মে/২০১৮ ।। স্থান: চট্টগ্রাম

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন গত ২০/০৫/২০১৮ তারিখ থেকে ২২/০৫/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলা সফর করেন। গত ২০/০৫/২০১৮ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় মদুনাঘাট হতে কানুরঘাট পর্যন্ত হালদা নদী পরিদর্শন করা হয়। একই দিনে চট্টগ্রাম বন্দর সংলগ্ন কর্ণফুলি নদীর দখল, দূষণ এবং বর্তমান অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মকর্তাগণ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাটহাজারী, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও হালদা নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি সঙ্গে ছিলেন। ২১/০৫/১৮ তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান, চাকতাই খাল পরিদর্শন, চট্টগ্রাম শহরের পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসার সাথে সভা করেন। ২২/০৫/১৮ তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থার সমস্যা সমাধানে করণীয় শীর্ষক র‍্যালি এবং সেমিনারে যোগদান এবং বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে 'কর্ণফুলি নদী ও সংযোগ খাল সমূহের নাব্যতা সংকটই চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতার কারণ' শীর্ষক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। বর্ণিত কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে আলোচনা/পর্যালোচনা এবং তৎকালিক বিষয়ে জাতীয় নদী কমিশনের সিদ্ধান্ত/পরামর্শ নিম্নে পেশ করা হলো :

চট্টগ্রাম বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভা

চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় প্রথমেই জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার মহোদয়ের সততা, কর্মনিষ্ঠা এবং তাঁর দায়িত্ববোধের প্রশংসা করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনাকালে তিনি উক্ত সভার প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সভ্যতার প্রাণভূমি হিসেবে উল্লেখপূর্বক কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখাসহ সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রজন্মান্তরে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধসহ নাব্যতা বজায় রাখার এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদীসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধিনস্ত সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর, অফিস, মাঠপ্রশাসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: আলাউদ্দিন চট্টগ্রাম বিভাগের সকল জেলা প্রশাসককে ধন্যবাদ জানান। তবে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় নদী রক্ষা কমিটির সভা কম হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি দ্রুত নদীর সীমানা চিহ্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানান। কুমিল্লার গোমতি নদী দ্রুত খননের আহ্বান এবং তিতাস নদী রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম উপস্থিত সকল সদস্যদের পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং বলেন যে বিভাগীয় সেমিনারে নদ-নদী রক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং নদ-নদী রক্ষায় সুপারিশ প্রদান করা হবে।

চট্টগ্রামের নদ-নদী রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক র‍্যালি ও সেমিনার

২২/০৫/২০১৮ তারিখে চট্টগ্রামে নদী রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের যৌথ উদ্যোগে র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন শ্রেণির/পেশার লোকজন অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালির পর চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা ও নদী সংক্রান্ত বিদ্যমান

সমস্যার সমাধান বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, বাপা, পবা, বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল, নদী বাঁচাও আন্দোলন ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শুরুতে বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। এরপর সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয় তাঁর স্বাগতিক বক্তব্যে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রামকে সেমিনার আয়োজনে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা এবং দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আজকের সেমিনারে প্রশাসনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) চট্টগ্রাম বিভাগীর নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানে করণীয় বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সেমিনারে উপস্থাপন করেন।

চট্টগ্রাম জেলার নদী, খাল, জলাশয়ের এর বর্তমান অবস্থা ও এগুলো সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

* চট্টগ্রাম জেলায় ছোট-বড় প্রায় ৪০৬টি খাল এবং চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় ৫৭টি খাল রয়েছে
* চট্টগ্রাম জেলার উল্লেখযোগ্য নদীসমূহ [১] কর্ণফুলি [২] হালদা [৩] শঙ্খ/ সাঙ্গু নদী [৪] ফেনী
* কর্ণফুলি নদীর নাব্যতা ও স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং দূষণ রোধকল্পে মহামান্য হাইকোর্টের রিট মামলা নং-৬৩০৬/২০১০- ১৬/০৮/২০১৬ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০২/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে একটি সমন্বয় সভা করা হয়। উক্ত সভায়, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, বিআইডব্লিউটিএ-সহ চট্টগ্রাম জেলার সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় মহামান্য হাইকোর্টের রিট মামলার আদেশের আলোকে আর.এস অনুযায়ী ২১১২টি অবৈধ স্থাপনার তালিকা পত্রিকায় প্রকাশ ও উচ্ছেদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ১,২০,০০,০০০ [এক কোটি বিশ লক্ষ] টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে চট্টগ্রাম জেলাপ্রশাসন, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
* চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদীর বিষয়ে চট্টগ্রামের জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চলের হালদা নদীর পরিবেশ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক ইতোমধ্যে ১৭ টি বালু মহাল বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

কক্সবাজার জেলার নদী, খাল, জলাশয় গুলোর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

* কক্সবাজার জেলায় বাঁকখালী, ঈদগাঁও, মাতামুহুরী, কোহেলিয়া, রাজাখালী, বদরখালিয়া ও নাফ নদীসহ কতিপয় খাল রয়েছে। উক্ত নদী ও খালসমূহ বর্তমানে সুরক্ষিত আছে। তবে বাঁকখালী নদীতে বেশ কিছু অবৈধ স্থাপনা রয়েছে যা বর্তমানে উচ্ছেদের প্রক্রিয়াধীন।

নোয়াখালী জেলার নদী, খাল, জলাশয় গুলোর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

* নোয়াখালী জেলার অন্যতম কবলিত মেঘনা নদী [হাতিয়া উপজেলায়] ও বামনী নদী [কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায়] রয়েছে। এ জেলায় অবস্থিত নদী, খাল, জলাশয় সুরক্ষায় সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ফেনী জেলার নদী, খাল, জলাশয় গুলোর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

* ফেনী জেলায় গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোর মধ্যে মুহুরী, কহুয়া, সিলোনিয়া, ফেনী, ছোট ফেনী নদী উল্লেখযোগ্য। মুহুরী নদীর ডান তীরে ৪২কিমি বন্যা বাঁধ বিদ্যমান আছে।
* মুহুরী নদীর সংযুক্ত খাল সমূহে [৪৫০ কিঃ মিঃ] মুহুরী সেচ প্রকল্পের আওতায় পুনঃখনন কাজ চলমান রয়েছে।
* কহুয়া ও মুহুরী নদীর একটি ফ্লাড বাইপাস হিসেবে বিশ শতকের ষাটের দশকে খনন করা হয়। দৈর্ঘ্য ১৭.০০ কিমি উভয় পাড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ বিদ্যমান।
* ছোট ফেনী নদী এবং সংযুক্ত খালসমূহে নাব্যতা সংকটে আছে।

লক্ষ্মীপুর জেলায় নদী, খাল, জলাশয় গুলোর এর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

* লক্ষ্মীপুর জেলার নদী, খাল ও জলাশয় গুলোর বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভালো। তবে কিছু কিছু জায়গায় অবৈধ দখল রয়েছে।

* অবৈধ দখল উচ্ছেদের লক্ষ্যে উচ্ছেদ মোকদ্দমা রুজু করে অবৈধ দখল অপসারণের কাজ চলমান রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে এখনো মামলা দায়ের করা হয়নি সেসব ক্ষেত্রে দ্রুত মামলা দায়েরসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার ভূমিগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

কুমিল্লা জেলার নদী, খাল, জলাশয় গুলোর এর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

* গোমতী নদীর দুই পাড়ের বাঁধ এবং বাঁধের উপর নির্মিত নতুন রাস্তা রক্ষার নিমিত্ত ট্রাক্টর চালানো বন্ধ করার জন্য একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশ/র‍্যাব ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি সমন্বয়ে নিয়মিত টাস্কফোর্স অপারেশন পরিচালনা করা হচ্ছে। ০১/০৪/২০১৮ তারিখ হতে গোমতী নদীর বাঁধের অভ্যন্তরে নদীর দুই তীরের জমির মাটি কাটা এবং অবৈধ ট্রাক্টরের চলাচলের অনুমতি বিহীন পরিবহণ বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ০৪/০৪/২০১৮ তারিখের ৪১০ নং স্মারকে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লাকে অনুরোধ করা হয়েছে।
* গোমতী নদীর বাঁধের যেসব স্থান দিয়ে ট্রাক্টর চলাচল করে সেসকল স্থানে ট্রাক্টর চলাচলের পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লার নির্বাহী প্রকৌশলীকে ০৪/০৪/২০১৮ তারিখের ৪১১ নং স্মারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

চাঁদপুর জেলার নদী, খাল, জলাশয় গুলোর এর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

* চাঁদপুর জেলায় তিনটি নদী রয়েছে। মেঘনা, ডাকাতিয়া এবং ধনাগোদা। ডাকাতিয়া নদীর নাব্যতা রক্ষায় চাঁদপুর কে হাজীগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ৫০ কিমি নদীপথ ড্রেজিংয়ের কাজ চলমান রয়েছে। জেলা নদী রক্ষা টাস্কফোর্স কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে নদীতে স্থাপিত অবৈধ স্লাইস নিয়মিত অপসারণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সৌ-পুলিশ, কোস্টগার্ড, বিআইডব্লিউটিএ এর যৌথ উদ্যোগে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত আছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নদী, খাল, জলাশয় গুলোর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

* ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মোট ২৮টি নদী রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক প্রদানকৃত তথ্যমতে বর্তমানে ৩টি স্থানে ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গোকর্ণঘাট কে নারাই ব্রিজ পর্যন্ত ৮ কিমি অংশে তিনটি ড্রেজার, আরুয়াইল ব্রিজের নিকট একটি ড্রেজার এবং কুড়া ব্রিজ অংশের ২ কি.মি. জুড়ে ২টি ড্রেজার দ্বারা তিতাস নদীতে খনন কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। সর্বমোট ১০৩ কিমি নদী খনন করা হবে। এরই মধ্যে তিতাস নদীর ৯০.৫৭ কিমি, পাগলা নদীর ৯.১৫ কিমি এবং এডারসন খালের ৩.৬০ কি.মি. অন্তর্ভুক্ত। ইতোমধ্যে পাগলা নদীর ৮ কিমি খনন কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নদী, খাল, জলাশয় গুলোর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

* রাঙামাটি পার্বত্য জেলায় ছোট বড় বেশ কয়েকটি খাল ও জলাশয় রয়েছে। এর মধ্যে কাপ্তাপং, মাইনি, কর্ণফুলি নদী, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ বাঁধের কারণে বর্ষাকালে কাপ্তাই লেকের পানির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। খরার সময় অভ্যন্তরীন নদীগুলোর প্রবাহের উপর মাটির বাঁধ দিয়ে সেচকাজ করা হয়।
* কাপ্তাই লেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার নদী, খাল, জলাশয় গুলোর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

* খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপর দিয়ে ০৪টি নদী প্রবহমান। চেঙ্গী, মাইনী, ফেনী ও হালদা নদী। বর্তমানে উক্ত নদ-নদীগুলো পাথুড়ি চরের কারণে পলি ও বালু জমে প্রায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাই স্বাভাবিক পানি প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার নদী, খাল, জলাশয় গুলোর বর্তমান অবস্থা ও সুরক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা

* বান্দরবান পার্বত্য জেলার বুক চিরে প্রবহমান সাঙ্গু মাতামুহুরী ও বাকখালী নদীতে বালু জমে নদীর নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। নদীগুলো ভরাট হয়ে যওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে তীব্র পানির সংকট দেখা দেয়, নদীতে পানির প্রবাহ কম থাকায় সৌ চলাচলে বাঁধা সৃষ্টি হয় এবং নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় বর্ষাকালে নদী, খাল ও ঝিরির আশেপাশের এলাকা পানিতে ডুবে যায়। বর্ণিত সমস্যার বিষয়ে জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় বলেন স্বীকৃত বালুমহল ছাড়া অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। লাইসেন্স ছাড়া অবৈধভাবে ইটভাটা গড়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন নদী হচ্ছে দুর্বৃত্তায়নের একটি চমৎকার অভয়ারন্য। বাংলাদেশ হচ্ছে নদী মাতৃক দেশ। তাই সরকার চার নদ-নদী রক্ষা করতে। তিনি নদ-নদী রক্ষার জন্য কমিশনের নেতৃত্বে একটি আলাদা কোর্স গঠনের বিষয় তুলে ধরেন।

নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক, জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না। তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/মহান স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোন প্রকার আশ্রয়ন বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় 'বাস্তবায়নযোগ্য নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে ১৯৫০ সনের গণস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে ['জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে] এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্তগ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাননীয় হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। একত্রে জেলা প্রশাসক এবং সহকারিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে দেয়া যায়,যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না মর্মে সভার উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীকালে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল

নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। খুলনার তেরখাদার ভুতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। আমাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সি. এস. ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয় নদীতে চর জেগে ওঠা এবং নদীর ভাঙন বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে সাংগু নদীতে ২৫ কি.মি চর ড্রেজিং করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাংগু নদীতে নাব্যতা সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। মাতামুহুরী ও বাঁকখালী নদীতেও ড্রেজিং করার কাজ চলছে। তিনি অত্র এলাকার নদীগুলোর ভাঙন 'বড় সমস্যা' বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বর্তমানে ১৬ টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান প্রকল্পের কাজগুলো সম্পন্ন হলে নদীগুলোর নাব্যতা ফিরে পাবে'। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক কিছু সুপারিশঃ

[ক] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পুনঃডিজাইন করা, যাতে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়।

[খ] নিয়মিত নদ-নদী খনন এবং তীর সংরক্ষণ করা

[গ] নদীর উভয় পাড়ের অবৈধ স্থাপনা অপসারণ

[ঘ] নদীর দূষণ রোধকল্পে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালুকরণ।

উপর্যুক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করলে নদীর ভাঙন রোধ এবং নদী স্থিতিশীল থাকবে বলে নির্বাহী প্রকৌশলী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি আরও বলেন যে, ড্রেজিং এর বালু-মাটি কখনও নদীতে নিক্ষেপ করা হয় না। বরং নীচু জমিতে অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হয়।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জনৈক প্রতিনিধি কর্মকর্তা বলেন যে, ২০২১ সালের পর নদীতে কলকারখানা কর্তৃক কোনো বর্জ্য/আবর্জনা নিক্ষেপ/নিঃসরণ হবে না- সে লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন কাজ করে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রতিনিধি বলেন যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। ড্রেনেজ এবং স্যানিটেশনের ওপর পৃথকভাবে মাস্টার প্লান করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বলেন যে ১৩৩ টি কলকারখানার মধ্যে ১২২ টি কলকারখানায় ETP রয়েছে। অত্র এলাকায় কয়েকটি ট্যানারি ও রয়েছে। এখানে ETP স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রিট পিটিশন ৪৪০/২০১৫ তবে নং মামলার রায়ের আলোকে যে-সমস্ত কলকারখানার পরিবেশ বিষয়ক ছাড়পত্র নেই কিংবা লাইসেন্স নবায়ন নেই সেইসমস্ত কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে [ইতোমধ্যে ৮ টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে]।

চট্টগ্রাম ক্যান্টের প্রতিনিধি বলেন যে, 'নদীর সমস্যা সমাধানে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিতে হবে।'

নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বকে প্রশংসা করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে সাহসী এবং সময়োপযোগী বক্তব্য দেওয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় আইন এবং নীতিমালা সংশোধন করবে। তবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রচলিত আইনে নদী রক্ষায় যে-সকল কাজ করা সম্ভব সে কাজগুলো দ্রুত করার আহ্বান জানান। তিনি বিভাগ/জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে নদী দখলদারদের নাম গণমাধ্যমে প্রকাশ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, কমিশন আইনের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শীঘ্রই কমিশন তাদের আইনের সংশোধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সিডিএ, ৫ হাজার কোটি টাকার খাল খনন প্রকল্প নিয়েছে। অথচ জেলা প্রশাসন ১ কোটি টাকা উচ্ছেদের জন্য তহবিল পাচ্ছে না। তিনি সিডিএ'র খাল খননের আগে উচ্ছেদ কার্য শুরু করার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নদী রক্ষায় সকলকে অবদান রাখার আহ্বান জানান।

জেলা প্রশাসনের উচ্ছেদের জন্য ১ কোটি টাকা চাহিদা থাকলেও সেটি না পাওয়ায় উচ্ছেদ কার্য ব্যাহত হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অবিলম্বে নদ-নদী, খাল-বিল খননের আহ্বান জানান। তিনি গোমতীর অবৈধ দখলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত উচ্ছেদ কাজ শুরুর আহ্বান জানান এবং চট্টগ্রাম ওয়াসা/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমন্বয় করার আহ্বান জানান।

নদীতে চর জাগার কারণ কি? এটি কি প্রাকৃতিক না মনুষ্যসৃষ্টি এ বিষয়ে তিনি নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে বিস্তারিত জানতে চান । তিনি নির্বাহী প্রকৌশলীকে শুধু গুগল নির্ভর তথ্য দিয়ে আলোচনা করার জন্য হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা [CEGIS, IWM] এর সাথে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে SPARRSO Real Time Data দিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোন সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে Remote Sensing এবং Real Time Data Analysing করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরন করা সম্ভব হবে।
চেয়ারম্যান পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধির নিকট ড্রেজিং পরবর্তী মাটির ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জানতে চান। তিনি নদীতে ড্রেজিং কাজগুলো যথার্থভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে ড্রেজিং এর চলমান কাজগুলো ভিডিও করার নির্দেশনা দেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কাজে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসক উদ্ধার কার্য শুরু করার আহবান জানান। নদীর জায়গা জবর-দখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোন সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে স্থানান্তরিত করতে হবে। কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকরভাবে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপযুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। যদি পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সৎ সাহস ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন-ময়লা-আবর্জনা কীভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহবান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যক্রম উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, পরিবেশ অধিদপ্তরকে উদ্যোগী হয়ে সিটি করপোরেশন, চট্টগ্রামের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম ওয়াসার সাথে সমন্বয় করে পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রয়োজনে পরিবেশ আইন সংশোধন করার আহ্বান জানান।
তিনি আরও বলেন, দ্রুত অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। নদী, নদীর তীর এবং ফোরশোর রক্ষা করতে হবে। অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে পরিবেশ বাহিনী গঠন করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল, চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে কর্ণফুলি নদী ও সংযোগ খালসমূহের নাব্যতা সংকটই চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতার কারণ শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে বক্তাগণ চট্টগ্রাম সিটিতে খালের বর্তমান দুরাবস্থার কথা তুলে ধরেন। তারা চাকতাই খাল উদ্ধার এবং লো-হাইট ব্রিজ অপসারণের জন্য জোর দাবি জানান। তারা কর্ণফুলি নদীর সংকট, দূষণ, নাব্যতা সংকট বিষয়ে আলোকপাত করেন। তারা নদী রক্ষার জন্য হটলাইন চালু, নদী কর্মীদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম এর দৃঢ় সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙ্গন বিংবা লস্ক হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪০ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ জড়ক প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, বা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ৩। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৪। পুলিশ সুপার , চট্টগ্রাম
২।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫৩৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] লঙ্ঘিত হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ৩। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৪। পুলিশ সুপার , চট্টগ্রাম
৩।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ কিসহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্বর-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/নিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিকিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অত্যাবশ্যক। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ৩। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৪। পুলিশ সুপার , চট্টগ্রাম
৪।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও

	৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কায়েমিস্বার্থ ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কায়েমিস্বার্থ ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনানুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরহদ্দের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে তাৎক্ষণিক সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	জরিপ অধিদপ্তর ৩। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ৪। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৫। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম
৫।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে-সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৪। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম
৬।	নদী তীরে বা নদীর ছায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোনো কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], চট্টগ্রাম
৭।	হালদা তীরভূমিতে ৫-৭টি ইটের ভাটা ছিল। ৫-৬টি ভাটা বর্তমানে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। একটি ইট ভাটা এখনও চালু আছে। ভবিষ্যতে হালদার পাড়ে কোনো নতুন ভাটা স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে না। বিদ্যমান সকল ভাটা তীর হতে অপসারণ করতে হবে। নদীতীরে স্থাপিত ইটের ভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীতীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে সেসব প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীগণের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিলকরত দোষী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৪। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম
৮।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে, যাতে নদীর	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন

	নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের জন্য দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাড় ভরাট না হয় কিংবা চর পড়ে নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	বোর্ড, চট্টগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চট্টগ্রাম ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস এন্ড হাইওয়ে, চট্টগ্রাম
৯।	হালদা নদীতে ছায়ার চর নামক পয়েন্টে বালু পড়ে চরের সৃষ্টি হয়েছে। চর কেটে সেখানে নদীর গভীরতা সৃষ্টি করতে হবে। নদী খননের জন্য যৌথভাবে সমীক্ষা করে ছায়ারচর খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি প্রবহমান করার জন্য উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। খননকৃত পলি/মাটির ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। খননকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। খাল খননের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম
১০।	[ক] হালদা নদীর মাদ্রাসা পয়েন্টে নদী সংরক্ষণ ও তীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ কাজ চলছে। নদী রক্ষার ক্ষেত্রে নদীর তীরভূমি ও সীমানা বজায় রেখে নদী রক্ষার কাজ করতে হবে। Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পার্শ্বে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভার আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১১।	[ক] হালদা নদীতে বিদ্যমান ১৭টি বালু মহালের ইজারা আদেশ বর্তমান জেলা প্রশাসক আপাতত স্থগিত রেখেছেন। নদী হতে বালু উত্তোলন ও খনন করার প্রয়োজনে বিশেষ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিত। অন্যথায় নদীতে পলি জমে নদী ভরাট হয়ে যাবে। এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। [খ] অনুমোদনবিহীন বালুচর হতে বালু উত্তোলিত বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থি। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের তাপন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমনকি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ২। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], চট্টগ্রাম ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি],[সকল],চট্টগ্রাম
১২।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলার উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদীকর্মীদের অগ্রাধিকার	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], চট্টগ্রাম

	বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	
১৩।	[ক] হালদা নদীতে পানিদায়কারী খাল এবং ছড়ার সংখ্যা মোট ৩৬টি। তার মধ্যে ১৮টি খাল এবং ১৮টি ছড়া রয়েছে। খালগুলো রাসায়নিক বর্জ্য, সলিড বর্জ্য দ্বারা দূষিত হচ্ছে। ছড়াগুলি প্রায় বিলুপ্ত [moribund] হয়ে যাচ্ছে। খাল ও ছড়াসমূহকে সচল রাখতে হবে। [খ] খন্দকিয়া খাল বয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সমুদয় ময়লা ও বর্জ্য পানি হালদা নদীতে পড়ছে। খালের ময়লা পানি দ্বারা নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। খালের ভাটিতে পানিতে অক্সিজেন এর পরিমাণ ১.০০ এর নীচে। খালের বাহিত পানি পরিশোধন করে ছাড়তে হবে। অপরিশোধিত অবস্থায় পানি ছাড়া যাবে না। জরুরি ভিত্তিতে CETP/STBP/ETP চালু করতে হবে। [গ] ডি, কে, পেপার মিলের অপরিশোধিত তরল রাসায়নিক বর্জ্য নদীতে পড়ছে। একই সঙ্গে হালদা নদী হতে অবৈধভাবে পানি উত্তোলন করে শিল্প কলকারখানা পরিচালনায় ব্যবহার করছে। তরল বর্জ্য কোনোভাবেই নদীতে নিঃসরণ করা যাবে না। কারখানায় ETP চালু রাখা নিশ্চিত করতে হবে। [ঘ] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য, কঠিন/তরল ময়লা আবর্জনা কর্ণফুলি নদীতে পড়ছে। কর্ণফুলি পেপার মিলস, কাফকোসহ অন্যান্য দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। [ঙ] খন্দকিয়া খালের দ্বারা বায়ুনশাহী এলাকার ময়লা পানি, রাসায়নিক বর্জ্য, [তরল/কঠিন] হালদা নদীতে পড়ছে। খন্দকিয়ার অপরিশোধিত বর্জ্য নিসরণ বন্ধ করতে হবে। [চ] বন্দর থেকে দূষিত তেল নির্গমনকারী নৌযান অপসারণ করা এবং বন্দর ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা। কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকরভাবে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নত [3R] Reduce, Reuse and Recycle]/স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [ছ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা লিখিতভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ওয়াসা ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৪। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ৫। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম ৬। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], চট্টগ্রাম ০৮। পরিদর্শক, শিল্প কলকারখানা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম।
১৪।	জেলা গণসহযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতায় মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চট্টগ্রাম ৩। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], চট্টগ্রাম
১৫।	পার্বত্য এলাকায় নদীর পাড়ে তামাক চাষে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চট্টগ্রাম

		৩। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি],চট্টগ্রাম
১৬।	নদী তীরবর্তী অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত উক্ত আদালতে চলমান সকল মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চট্টগ্রাম ৩। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], চট্টগ্রাম
১৭।	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, সিডিএ, ওয়াসা, পুলিশ বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড় সমন্বয় করে কাজ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ওয়াসা ৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম ৫। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম
১৮।	[ক] হালদা নদীর তীর দখল করে ইস্পাহানী কোম্পানি ডকইয়ার্ড তৈরি করেছে। নদীর তীর হতে অবৈধ ডকইয়ার্ড উচ্ছেদ করতে হবে। [খ] মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে নদী তীরবর্তী অবৈধ স্থাপনা, কারখানা, মার্কেট ,বসতবাড়ি, উচ্ছেদ কার্যক্রম জোরদার করা। [গ] হালদা নদীর মধ্যে এস,আলম গ্রুপ জেটি তৈরি করেছে। নদীর গর্ভে কোনো স্থাপনা নির্মাণ সম্পূর্ণ অবৈধ। এই অবৈধ জেটি উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। [ঘ] বন্দর এলাকায় চাক্তাই ও রাজাখালী খালে অবৈধ দখল রয়েছে। চাক্তাই খালের ভাটিতে কর্ণফুলি নদীর তটে শতশত অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। বন্দর এলাকা হতে সকল স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। [ঙ] চাক্তাই খালের জায়গা দখল করে খালের দুপার্শ্বে খালের সীমানার মধ্যে শত শত ঘর বাড়ি অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। খালটি সংস্কার ও খননের জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। চাক্তাই খালসহ অপর জোটি খাল খনন ও সংস্কার করার পূর্বে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। [চ] খালের সীমানা সিএস ও আরএস অনুসারে চিহ্নিত করতে হবে। [ছ] অবৈধ সকল স্থাপনার তালিকা তৈরি করে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে হবে। [জ] খালের উপর ব্রিজ উচ্চতার পরিবর্তে উঁচু করে ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনা করতে হবে। [ঝ] খাল খননের পূর্বে খননকালে ও খননশেষে সিসিসি, চউক, চট্টগ্রাম ওয়াসা, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসন এর সমন্বয়ে খনন কার্যটি সম্পন্ন করতে হবে। [ঞ] খাল খনন কাজ প্রারম্ভে প্রাক জরিপ করে চাক্তাই খালের ভিডিও করে রাখতে হবে। [ট] চাক্তাই খালের খনন কার্যক্রমে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে তা অন্যান্য খাল খনন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে একই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম ২। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। ৩। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ৪। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ৫। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
১৯।	হালদা নদীসংলগ্ন মাদারীখালে ০৪ ভেন্টের একটি স্লুইসগেটে একটি ভেন্ট চালু আছে। বাকি ভেন্ট অকেজো অবস্থায় আছে। পানি প্রবাহ সচল রাখার জন্য পূর্ণ স্লুইসগেট চালু করা অত্যাবশ্যক।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
২০।	গোমতী, হালদা, কর্ণফুলি, সাঙ্গু, ফেনী মাতামুহুরী, বাকখালী, মাইনী সহ সকল নদী রক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[১৭]-৫৮০ তারিখ: ১৬ আগস্ট, ২০১৮

অনুলিপি : সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের যথাদেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ/ সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
০৫। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
০৬। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
০৮। চেয়ারম্যান, BIWTA, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
০৯। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল,ঢাকা।
১০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন,চট্টগ্রাম।
১১। সচিব [যুগ্মসচিব], জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১২। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ।
১৩। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম ।
১৪। মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১৫। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১৬। দপ্তর কপি।

ইফতাখুল হক
পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: নাটোর জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার বড়াল নদীর দখলকৃত এলাকা ও নির্মিত অবৈধ খাল পরিদর্শন প্রতিবেদন।

তারিখ: ০৪-০৫ জুলাই ২০১৮ ।। স্থান: নাটোর

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন গত ০৪/০৭/২০১৮ তারিখ থেকে ০৫/০৭/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত নাটোর জেলা সফর করেন। সফরকালে তারা বড়াইগ্রাম ও সদর উপজেলাসহ বড়াল নদী পরিদর্শন ও নাটোর জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন। বর্ণিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সে বিষয়ে জাতীয় নদী কমিশনের সিদ্ধান্তসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলো:

চেয়ারম্যান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রথমে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভার আলোচ্যাকালে তিনি সভার প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদ-নদীর সমস্যা, নদ-নদী নিয়ে জনগণের চিন্তা-চেতনা সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য দেশের সমস্ত বিভাগ, জেলা, উপজেলা সফর করে সভা, সেমিনার, র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে কার্যকর আইনানুগ ও প্রশাসনিক দিকনির্দেশনা রেখেছেন। নদ-নদীকে সভ্যতার পাদভূমি হিসেবে উল্লেখকরত কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখাসহ সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রজন্মান্তরে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধসহ নাব্যতা বজায় এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধীন সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর, অফিস, মাঠপ্রশাসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বড়াল নদী পুনরুদ্ধারে পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বড়াল নদীর মধ্যে নির্মিত সকল অবৈধ কাঠামো/স্থাপনার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। পানির অবাধ যাতায়াতের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর উপর নির্মিত বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। মূল বড়াল ও পুরাতন মিরা বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ নিতে এবং বড়ালসহ নদীর অববাহিকায় অন্যান্য নদী/খালসমূহের পানির প্রবাহ কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে একটি দিকনির্দেশনা/সুপারিশ পেতে 'Detail Fesibility Study With Risk For Restration Of Water Resources Around Baral River Basin' নামে চলমান সমীক্ষা [স্টাডি] কার্যক্রম চলমান। চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বড়াল নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য সীমানা পিলার স্থাপনের জন্য বরাদ্দ চেয়ে ৬/৮/১৫ খ্রি: তারিখের ৩৮২ নং স্মারকে পত্র দেয়া হয়। এছাড়া বড়াল নদী উদ্ধারে জরিপ কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত সার্ভে টিম অতিরিক্ত সার্ভেয়ার সংযুক্তকরণের জন্য ১৮/০২/১৬ খ্রি. তারিখের ১৯০৫ মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক, জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীর ভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে যার পরিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর

জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/ পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকার বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রায়ন বা গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীর ভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে ['জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে] এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই পূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাননীয় হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ কিংবা ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়া যায়,যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। খুলনার ডেকখালার ভুতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদীসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদীসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন' মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা [CEGIS, IWM] এর সাথে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিত রূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোন সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে Remote Sensing এবং Real Time Data Analysing করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধারকার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসককে উদ্ধার কার্য শুরু করার আহ্বান জানান। ফলে নদীর জায়গা জবর-দখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্ন্তায়সে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে স্থানান্তরিত করতে হবে। কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপযুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি হস্তান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য পরিদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠির বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। যদি পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সৎসাহস ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন-ময়লা-আবর্জনা কীভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারনার আহ্বান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

জেলা প্রশাসক মহোদয় বলেন যে ইছামতিপুরে নদীর ৫ কিমি খনন না করে বাঁধ অপসারণ করলে পানির প্রবাহ আসবে না।

জেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্য সংশোধন বলেন যে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয় বলেন যে, জেলা প্রশাসক এর নেতৃত্বে বড়াল নদী উদ্ধার/উচ্ছেদ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি এলজিইডি/পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সকল দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার আহ্বান জানান।

কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, চারঘাটের স্লুইস গেট ভেঙে দেওয়ার দাবি এসেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সকল জনসাধারণ এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। প্রয়োজনে চারঘাটের বিষয় আরও Study করা যেতে পারে। নদী খননে মাটি ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ। পদ্মার/যমুনার পাড় ছিটিকাল প্রকল্পের-মাটি কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহৃত হবে তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজনে স্কুল/মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মাটি দেওয়া যেতে পারে। মাটি ব্যবস্থাপনা করবে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি। চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, নদীর উপরে যে ৭ টি মাটির বাঁধ রয়েছে তা খনন/অপসারণ করতে হবে। জেলা প্রশাসক মাটির একই সাথে ইছামতিপুরের ৫ কি.মি বড়াল নদী খনন করাবে। পুলিশকে নদী রক্ষায় কার্যকর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। নদী, নদীর তীর এবং ফোরশোর রক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে অবৈধ

দখলদারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করা হবে। নিয়মিত ভাবে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা আহ্বান করার কথা বলেন। নদীগুলি রক্ষায় কোন তদবীর না শোনার আহ্বান জানান।
পরিশেষে জেলা প্রশাসক সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

পরিদর্শন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় নিম্নরূপ সুপারিশ পেশ করেন:

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১।	বড়াই গ্রাম উপজেলার মধ্যে দিয়ে ৪০ কিমিঃ নদী প্রবাহিত হয়েছে। এই ৪০ কিমিঃ নদীর মধ্যে প্রায় ১৭ কিমিঃ নদী প্রায় বিলুপ্ত। বিলুপ্ত নদীর মধ্যে বসতবাড়ি, ক্ষেত খামার, পুকুর, বাগান ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছে। নদীর এই বিলুপ্ত অংশ উদ্ধার করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বড়াইগ্রাম
২।	[ক] নদীর উপর অসংখ্য স্থানে ৪০ ফুটের বা তারও কম দৈর্ঘ্যের ফুট ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। এই সকল ব্রিজ তৈরির কারণে নটাবাড়িয়া জোয়ারা রাস্তায় নদীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছে। নদীর উপর স্থাপিত সকল কালভার্ট,বক্স কালভার্ট, সংক্ষিপ্ত ফুট ব্রিজ, মাটির বাধ অপসারণ করতে হবে। তার জন্য এই ১৭ কিমিঃ নদীর মধ্যে কতটি এরূপ স্থাপনা রয়েছে তার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। [খ] পারকুল ব্রিজের নিকট নদীর জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা আম বাগান ও বসতি উচ্ছেদ করতে হবে। [গ] নদীর জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা মিশন মার্কেট উচ্ছেদ করতে হবে। [ঘ] নদীর মধ্য হতে সকল নির্মাণ বন্ধ করে স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই সার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। Crpc এর ১৩৩ ধারাও প্রয়োগ করতে হবে	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর। ২। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, নাটোর।
৩।	ত্রিরাইল-কেন্দ্রা ব্রিজ নদীর সীমানা উপেক্ষা করে নদীর মধ্যে নির্মান করা হয়েছে। ব্রিজটি নদী খনন শুরু করার পূর্বেই অপসারণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর। ২। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, নাটোর।
৪।	বড়াইগ্রাম পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন মৌখাড়া বাজার বড়াইগ্রাম পৌরসভার বাজার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। এই পৌরসভা সম্প্রসারণ কর্মক্রম বড়াল নদীর উপরে চলছে। নদীর উপরে কোন রকম সম্প্রসারিত নির্মাণ কাজ করা যাবে না। অনতিবিলম্বে নির্মীয়মান স্থাপনা অপসারণ করার জন্য বলা হলো।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর। ২। মেয়র, বড়াইগ্রাম, পৌরসভা ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বড়াইগ্রাম
৫।	বড়াইগ্রাম উপজেলায় কালিকাপুর, বাহিমালি, নাটবাড়িয়ায় এই তিনটি আশ্রয়ণ প্রকল্প নদীর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প স্থাপনের কারণে নদীটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প তিনটি অন্যত্র স্থানান্তর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বড়াইগ্রাম
৬।	হারুয়া গ্রাম এলাকায় বড়াল নদীর উপর বিভিন্ন স্থানে মাটির বাধ ও কার্পেটিং স্থাপন করে প্রায় নদীকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যে সকল বাড়ির নিকটে নিজস্ব প্রয়োজনে যারা মাটির বাধ/সাকো,কালভার্ট স্থাপন করেছে জরুরি ভিত্তিতে তাদের নিজ খরচে মাটির বাধ অপসারণ করার জন্য আদেশ প্রদান করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বড়াইগ্রাম ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], বড়াইগ্রাম।
৭।	বড়াইগ্রাম উপজেলায় আটঘরিয়ায় নদীর মধ্যে এক জেটির একটি স্লুইজ গেট স্থাপন করা হয়েছে। স্লুইজ গেটটি খুলে দিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর

৮।	উপজেলার দশ কিমি দৈর্ঘ্য মির্জা মাহমুদ খাল [মির্জা খাল] ঐ অঞ্চলে পানি প্রবাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই খালটি নদীর সাথে সংযোগ করা হলে অত্র এলাকায় পানির প্রবাহ বাড়বে। নন্দকুজা নদীটিও বেদখল এবং মৃত প্রায়। কৃষিকাজের জন্য মাটিতে পানি রি-চার্জের জন্য এই খালটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। জরুরি ভিত্তিতে খালটি খনন করে এলাকার পানির প্রবাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর ৩। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোর।
৯।	নাটোর শহরের মধ্যে দিয়ে নারোদ নদী প্রবাহিত হয়েছে। নদীটি শহরের নাটোর সদর উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গুরুদাসপুর হয়ে আত্রাই নদীতে পতিত হয়েছে। নদীতে প্রায় প্রায় বারো মাস পানি থাকে। নদীটি খনন করে পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো যেতে পারে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর
১০।	সভার আলোচনা হতে জানা যায় যে, বড়াল নদীর সাথে ছোটবড় শতাধিক খাল সংযুক্ত রয়েছে। অধিকাংশ খালের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। উপজেলা ভিত্তিক বড়াল নদীর সাথে সংযুক্ত খালের সংখ্যা নির্ধারণ করা আবশ্যক। সংখ্যা নির্ধারণান্তে খালসমূহের খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি খালের তালিকা প্রণয়ন করবে এবং সহকারী কমিশনার [ভূমি] খালের তালিকা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ও সভাপতি, জেলা নদী রক্ষা কমিটি ও সকল সদস্য ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] নাটোর।
১১।	নদ-নদী, খাল যাহাই খনন করা হোক, তার পূর্বে নদী ও খালের সীমানা সিএস মোতাবেক নির্ধারণ করতে হবে। সীমানা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সিএস সংগ্রহ করতে হবে। যে সকল তহসিলে সিএস মৌজা ম্যাপ নেই তাদের ভূমি জরিপ অধিদপ্তর হতে সিএস মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ করতে হবে। সিএস নকশা সহজ প্রাপ্তির জন্য নদী কমিশন সহযোগিতা করবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] নাটোর ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] নাটোর
১২।	বড়াইগ্রাম উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বড়ালের মোট দৈর্ঘ্য ৪০ কিমি। তার মধ্যে বর্তমানে ১৭ কিমি নদী মিসিং অবস্থায় রয়েছে। এই ১৭ কিমি নদী উদ্ধারের জন্য বড় ধরনের খনন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। খনন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই মিসিং নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। স্থাপিত সকল কাঠামো ক্রমান্বয়ে অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান,বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা নদী রক্ষা কমিটি, নাটোর ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর।
১৩।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লাভ হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ ROR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোন সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চায় নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নাটোর ৩। পুলিশ সুপার , নাটোর
১৪।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, নাটোর ৩। পুলিশ সুপার , নাটোর

	মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	
১৫।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন খালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর খালিকানার রেকর্ড/ স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপীল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ৪। জেলা প্রশাসক, নাটোর
১৬।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পার্শ্বে থাকবে। এক্ষেত্রে অযৌক্তিক কোন অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ৪। জেলা প্রশাসক, নাটোর
১৭।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরেযে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স বলবৎ হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান,

	জোরপোত্রে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, নাটোর
১৮।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ন/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], নাটোর
১৯।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করতঃ দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, নাটোর ৪। পুলিশ সুপার, নাটোর ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নাটোর
২০।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নাটোর ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস এন্ড হাইওয়ে, নাটোর
২১।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পার্শ্বে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নাটোর
২২।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের তলদেশ ক্ষতিগ্রস্ত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালি হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, নাটোর ৩। পুলিশ সুপার, নাটোর ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], নাটোর ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল], নাটোর
২৩।	[ক] কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য তরল কিংবা কঠিন, নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R] Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লংঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, নাটোর ৩। পুলিশ সুপার, নাটোর ৪। মেয়র, নাটোর পৌরসভা, নাটোর ৫। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নাটোর

	ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ ব্যক্তি/গোষ্ঠির বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] নাটোর
২৪।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলার উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় নিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] নাটোর

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

স্মারক-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[১]-৫৭৯ তারিখ: ১৬ আগস্ট, ২০১৮

অনুলিপি : সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করনার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়/নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০৪। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০৬। মহাপরিচালক,বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
০৭। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
০৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
০৯। সচিব [রুটিন দায়িত্ব], জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১০। জেলা প্রশাসক, নাটোর।
১১। পুলিশ সুপার, নাটোর।
১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর।
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/রোডস এন্ড হাইওয়ে, নাটোর।
১৪। মেয়র, বড়াইগ্রাম পৌরসভা/ মেয়র, নাটোর পৌরসভা।
১৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নাটোর জেলা পরিষদ, নাটোর।
১৬। মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১৭। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা
১৮। দপ্তর কপি।

মোঃ আব্দুস সামাদ
পরিচালক [উপসচিব]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: পাবনা জেলার ইছামতি ও বড়াল নদী পরিদর্শন এবং নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান পর্যালোচনা সভার প্রতিবেদন।

তারিখ: ০৩-০৪ জুলাই ২০১৮ ।। স্থান: পাবনা

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন গত ০৩/০৭/২০১৮ তারিখ থেকে ০৪/০৭/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত পাবনা জেলা সফর করেন। সফরকালে পাবনা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় ও পাবনা জেলার নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সমাধানে করণীয় শীর্ষক সভায় যোগদান করেন। বর্ণিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও তাৎক্ষণিক বিষয়ে জাতীয় নদী কমিশনের সিদ্ধান্ত/ সিদ্ধে পেশ করা হলো:

কমিশনের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ইছামতি নদীর অবস্থা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে দেখা যায় যে ইছামতি নদীটি প্রায় ৮৪ কিমি পাবনা সদর উপজেলার ভাড়ারা ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং পদ্মা নদী হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। নদীটি পাবনা সদর, সাঁথিয়া, আটঘরিয়া এবং বেড়া উপজেলার বৃ-শালিকা নামক স্থানে হুরাসাগর নদীতে পতিত হয়েছে। পাবনা সদর উপজেলার মধ্যে ৩৫.০০ কিমি [পাবনা শহরের মধ্যে ৭ কিমি] সাঁথিয়া উপজেলার মধ্যে ৪৪.০০ কিমি আটঘরিয়া উপজেলার মধ্যে ৪.০০ কিমি এবং বেড়া উপজেলার মধ্যে ১০০ কিমি ইছামতি নদীর গতিপথ। নদীটির গড় প্রস্থ ৩৭ মিটার। আত্রাই ইছামতির একমাত্র শাখা নদী।

পরিদর্শনে ইছামতি নদীর বর্তমান অবস্থা পরিদর্শনকালে দৃশ্যমান হয় যে পদ্মা [গঙ্গা] নদীরপানি প্রবাহ হ্রাসের কারণে ইছামতির পানিপ্রবাহ প্রায় বন্ধ। ইছামতির তীর দখল করে দোকান, বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। নদীর বুকে বহু প্রস্থেরও স্প্যানের অনেকগুলো ব্রিজ রয়েছে। শহরের সকল তরল ময়লা [sewage] ও কঠিন বর্জ্য [ক্লিনিক্যাল, প্লাস্টিক] ও কম্পিউটারের ও মোবাইলের আবর্জনা নদীতে ফেলা হচ্ছে।নদীটি প্লাস্টিক ও সলিড আবর্জনার কনভেয়র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নদীর দুতীরে কমবেশি ২৮৪ জন অবৈধ দখলদার রয়েছে বলে জেলা প্রশাসক জানান।

পাবনা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা:

জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ইছামতি নদীর বর্তমান অবস্থা, ইছামতি নদী পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিতকরণ ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেন:

ইছামতি নদীর বর্তমান অবস্থা:

* পদ্মা [গঙ্গা] নদী পানি প্রবাহ হ্রাস। ফলে ইছামতির পানি প্রবাহ বন্ধ;
* পদ্মা নদীর সাথে সংযোগের সু-ব্যবস্থা না-থাকা;
* তীরবর্তী জায়গা দখল করে বাঁচা-পাকা দোকান ও বিল্ডিং তৈরি করা;
* বিভিন্ন প্রকৌশল দপ্তর [LGED/R&H/BWDB] কর্তৃক স্বল্প স্প্যানের ব্রিজ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ;
* পাবনা শহরের সুয়ারেজ ও আবর্জনা নদীতে ফেলে নদী ভরাট;
* দখলদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মনোভাবের অভাবে আজ ইছামতি নদী তার ঐতিহ্য হারিয়েছে।

ইছামতি নদী রক্ষায় বাপাউবো'র বর্তমান কার্যক্রম:

* বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক "Feasibility Study wITh ESIA for Resuscitation of Ichamoti River in Pabna District" শীর্ষক একটি Feasibility Study কাজ হাতে নিয়েছে।
* Feasibility Study এর পরামর্শক সংস্থা হিসেবে Institute of Water and Flood Management [IWFM], BUET-কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
* ইছামতি নদীর Feasibility Study বিভিন্ন পর্যায়ের পরামর্শক দল বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, প্রশাসন, সুধীসমাজের মতামত গ্রহণ করবেন।

* প্রাথমিক পর্যায়ে গত ০৮-০৫-২০১৮ খ্রি হতে ১০-০৫-২০১৮ খ্রি পর্যন্ত এবং ২৫-০৬-২০১৮ খ্রি হতে ২৭-০৬-২০১৮ খ্রি পর্যন্ত Institute of Water and Flood Management [IWFM], BUET এর পরামর্শক দল সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন।
* পরামর্শক দলের সুপারিশের আলোকে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে এবং ডিপিপি অনুমোদিত হলে তদনুযায়ী বাস্তব কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।

ইছামতি নদী স্টাডির বর্তমান অবস্থা ইছামতি নদী স্টাডির বর্তমান অবস্থা

* Institute of Water and Flood Management [IWFM], BUET এর বিশেষজ্ঞ দল ইতোমধ্যে ২ দফায় ৬ দিন সরেজমিন পরিদর্শন করে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।
* পরামর্শক সংস্থা যে, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত Study করবেন। এরপর চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করবেন।
* এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ইছামতি নদীতে সারা বছর পানি ধরে রাখার জন্য পাম্প হাউসের বিকল্প নেই। কারণ নদী খননের পরও ইছামতি নদীর তলার উচ্চতা পদ্মা নদীর পানির উচ্চতা থেকে ৩ থেকে ৬ ফুট উপরে থাকবে।
* তবে বর্ষা মৌসুমে পদ্মার পানি বেশি থাকায় প্রায় ৪ মাস ইছামতি নদীতে পানি প্রবাহ রাখা সম্ভব।
* ২০১৭ সালে স্লুইসগেট খুলে যে পানি প্রবাহিত হয়, তাতে শ্রীপুর খাল দিয়ে গজারিয়া বিলে পড়ে এবং সেখানে সকল ময়লা-আবর্জনা জমে জমির উর্বরতা ও ফসল হানি ঘটায়।
* পাবনা শহরের সুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা নদীকেন্দ্রিক না করে আলাদা সুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা করা।
তিনি ইছামতি নদী স্টাডির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন যে, ইছামতি নদী পানি প্রবাহকরণের মাধ্যমে কারিগরি, অর্থনৈতিক,পরিবেশগত ও সামাজিক উপযোগীতা সম্ভাব্যতা যাচাই করা। ইছামতি নদীতে গঙ্গা [পদ্মা] নদীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা; নদীর প্রবাহ পথে বাধা সৃষ্টিকারী প্রতিবন্ধক অবকাঠামোসমূহ নিরূপণ করা; নদী খননের উপযোগী পদ্ধতি নির্ণয় ও খননকৃত পলিমাটি ব্যবস্থাপনার দিক নির্দেশনা প্রদান; সমীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ণয় করা, যাতে নদীতে সারা বছর পানি প্রবাহ থাকে; পাবনা শহরের সুয়ারেজ ব্যবস্থাপনার সাথে ইছামতি নদীর সম্পর্ক নির্ণয় করা।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বলেন যে, ইছামতি দু'টি বৃহৎ নদী [যমুনা ও পদ্মা]- কে সংযোগ করেছে। আমাদের লক্ষ্য হলো 'ইছামতি নদীকে রক্ষা করা'। নদীগুলো যেহেতু একে অপরের সাথে সংযুক্ত, সেহেতু সকল নদীকে একত্রে পুনরুদ্ধার করা হলে সেটা টেকসই হবে। নদীগুলোকে পুনরুদ্ধার করতে হলে কমপক্ষে ১৫-২০ বছর সময় লাগবে। এ বিষয়ে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা থাকতে হবে। রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্টের কারণে একটি সংযোগ খাল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে। ইতোমধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এতে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে।
পাবনা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ইছামতি নদী উদ্ধারে সকলকে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানান; ইছামতি আন্দোলনের সভাপতি বলেন যে, নদীর দু' প্রান্তে বাঁধ অপসারণ করে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। খনন শেষ করতে হবে। নদীতে কোনো প্রকার বর্জ্য ফেলা যাবে না। অবৈধ দখল মুক্ত করতে হবে।

সাংবাদিক এবিএম ফজলুল হক শহরের জলাবদ্ধতার নানা কারণ তুলে ধরেন। তিনি ইছামতিতে পানির প্রবাহ নিশ্চিত এবং সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের দাবি জানান।

নির্বাহী প্রকৌশলী [পৌরসভা] বলেন যে, পৌরসভার সমস্ত বর্জ্য নির্ধারিত জায়গায় ফেলা/নিক্ষেপ করার কথা থাকলেও প্রকৃত পক্ষে সমস্ত বর্জ্য নদীতে ফেলা হয়।

ব্যবসায়ী সংগঠনের সাবেক সভাপতি স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত নদী উদ্ধারের দাবি জানান এবং সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের/অপসারণের দাবি জানান।

সাংবাদিক মতিন বলেন যে, নদী উদ্ধারে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতো তারা আজকের সভায় অনুপস্থিত রয়েছে। পূর্বে যে-সকল লিজ দেয়া হয়েছে, সেগুলো বাতিল হয়েছে কিনা জানতে চান। নদীর জমির যে সমস্ত ভুয়া দলিল/কাগজপত্র তৈরি হয়েছে সে সমস্ত দলিল তিনি বাতিলের দাবি জানান।

জেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্য মাহাতাব বিশ্বাস নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের দাবি জানান।

বড়াল আন্দোলনের সভাপতি বলেন যে জনগণকে সাথে নিয়ে নদী উদ্ধার করতে হবে। প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় এবং প্রশাসনের সহায়তা নিতে হবে।

সুজানগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে, ভাড়ায়া থেকে শীতলাই চ্যানেল পর্যন্ত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ স্লুইস গেট নির্মাণের কারণে নদীর নাব্যতা হারাচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনাকালে তিনি সভার প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সভ্যতার পাদভূমি হিসেবে উল্লেখকরত কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখাসহ সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রজন্মান্তরে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধসহ নাব্যতা বজায় এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একার পক্ষে নদীরক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধীন সংস্থা, দপ্তর, অফিস, মাঠপ্রশাসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান আরও উল্লেখ করেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক [আজকের ও আগামীদিনের] জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদ-নদী, খাল-বিল রক্ষার মালিক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস [RoR] সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না, প্রচলিত আইন তা সমর্থন করে না। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা অবৈধ বিবেচনায় বাতিল হবে। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement [জনঅধিকারভুক্ত] হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। বংশ পরম্পরায় জনগণ কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হয়ে এসেছে এবং হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। বিআইডব্লিউটিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান সভায় আরও উল্লেখ করেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ, দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর নির্ধারিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোন ব্যতিক্রম হবার কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে কোন ব্যতিক্রম ঘটলে উক্ত আইন ও বিধি-বিধানের আলোকে তা কালেক্টর বাহাদুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সরেজমিন জরিপপূর্বক উপযুক্তরূপে গণ্য/নির্ধারণ করতে পারেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, নদীর জমি CS পর্চাতে RoR [Record of Rights] যথাযথভাবে রেকর্ডভুক্ত আছে। CS এর পরবর্তীতে RS রেকর্ড-এ পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা জেলা কালেক্টরের নামে আছে এবং সেটিই বিধান। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করা দরকার। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতের উপর State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং সংশ্লিষ্ট ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার যথার্থ ও উপযুক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধন শুরু করে নেয়া যায়,যা অজ্ঞতা কিংবা অনিচ্ছা বা অনীহার কারণে অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও নদীর জমির সীমানা নির্ধারণে দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে [সংযুক্তি: ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১-৮৪১ তারিখ: ২৩/০৯/২০১৫]।

জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা/অনুরোধপত্র মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণে কালেক্টরকে কারিগরি জনবল সরবরাহ করে মাঠ জরিপ [দিয়ারা জরিপ] সুসম্পন্নকরণের ও দায়িত্বপালনে তৎপর হতে পারে। অদ্যাবধি বিভিন্ন জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের চাহিদা মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণের পারেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে তিনি জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুর চাহিদা মোতাবেক বিভাগের অন্যান্য জেলা থেকে সংযুক্তির মাধ্যমে কিংবা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর থেকে কারিগরি জনবল সরবরাহ নিয়ে বাস্তবতার ভিত্তিতে পৃথক দিয়ারা জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বাংলাদেশের সকল নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের কার্যক্রম জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা মোতাবেক কিংবা স্ব-উদ্যোগে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে SATA, ১৯৫০ এর ৮৬ ও ৮৭ ধারা মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের ২৪-২৫ জুন ২০০৯ তারিখের রায়ের নির্দেশনা অনুসরণে সম্পাদন করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রায়ণ/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোন প্রকার আশ্রায়ণ বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে চেয়ারম্যান মহোদয় তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। আরও উল্লেখ্য যে, প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের প্রেক্ষিতে নদীর পয়স্তিলব্ধ জমিতে [চর] সরকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করলেও নদীর মালিকানা সরকারেরই থাকবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোন প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার সামগ্রিক ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। খুলনার ডেরথানার ভুতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনা প্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন' মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। [সূত্র: "Strategic Analysis of Causes and Impacts of Water-logging in Bhutiar Beel of Khulna using Space Technologyt A Pilot Project for Sensitizing the Stakeholders for Strategic Measures" by Muzibur Rahman Howlader, Add. Secy & Chairman SPARRSO & Others. Published in the proceding of National Semminer on STA for monitoring ERDCC for ensuring HS & SD 28-29 June, 2014]

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর zero tolerance নীতির বিষয়ে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন যে উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সি এস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা [CEGIS, IWM] এর সাথে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, যতদূর জানা যায় SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে, বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে Remote Sensing এবং Real Time Data Analysing করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসকদের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসককে উদ্ধার কার্য শুরু করার আহ্বান জানান। নদীর জায়গা জবর দখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবেন এ ক্ষেত্রে অবৈধ

মঞ্চলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোন সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশ্বাদ ব্যক্ত করেন। 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিক্ষেপ/নিষ্কেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিক্ষেপ/ নিষ্কেপ /নিষ্কাশন কার্যকরভাবে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবেনা। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবে। যদি পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, ইছামতি নদীর উভয় পাড় অবৈধ দখল থেকে মুক্ত করবার জন্য অবিলম্বে উচ্ছেদ অব্যাহতভাবে অভিযান চালাতে হবে। CS অনুসারে নদী দখল মুক্ত করতে হবে। দখলকারী যে গোষ্ঠীরই হউক না কেন কিংবা যতই শক্তিশালী হোক না কেন নদী/নদীর গর্ভ/তীরভূমি এবং ফোরশোর দখল করতে পারবে না। ইন্ট্রা এগ্রোফুড প্রসেসিং কর্তৃপক্ষ নদীর প্রবাহের এলাকা বন্ধ করে দেয়াল স্থাপন করেছে বলে পরিদর্শনে দেখা যায়। অবিলম্বে ইন্ট্রা ফুডের অবৈধ দখল অপসারণ/উচ্ছেদ করতে হবে । সময়াবদ্ধ [Time bound] পরিকল্পনা নিতে হবে। দখলদারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলাও করতে হবে। নদী আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ বিভাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

আলোচনা ও পরিদর্শনের ভিত্তিতে কমিশনের পক্ষে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১।	ইছামতি নদীর উৎস মুখ থেকে পতিত মুখ পর্যন্ত ৪ টি উপজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর সিএস অনুসারে চিহ্নিত করে সীমানায় স্থায়ী পিলার স্থাপনের ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। এল জি ই ডিসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পিলার স্থাপনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।	১। জেলা প্রশাসক, পাবনা ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এল.জি.ই.ডি, পাবনা ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], পাবনা
২।	ইছামতি নদীর উপর স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা, বাড়িঘর, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, তালিকা অবিলম্বে চূড়ান্ত করে আগামী ০১ মাসের মধ্যে উচ্ছেদ অভিযান সম্পন্ন করতে হবে। অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা ও দায়ের করতে হবে [ফৌঃমা. বিধীর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ করতে হবে]। এ নদী, নদীর তীর-ভূমি ও ফোরশোর কাউকে কোন অবৈধ পন্থায় হস্তান্তর করা হয়ে থাকলে তা যে কোন কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানই করুক না কেন SATA, ১৯৫০-এর ৮৬ ও ৮৭ ধারার অধীনে ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] ধারা প্রয়োগে অবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং নদীর রেকর্ড CS অনুসরনে হালনাগাদ করার কার্য অবিলম্বে সুসম্পন্ন করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, পাবনা ২। পুলিশ সুপার, পাবনা ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার
৩।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য খনন কাজ শুরুর পূর্বে নদীর অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে নিতে হবে এবং যাবতীয় ব্যয় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাহ করতে হবে। ড্রেজিং/খনন কার্যের মাধ্যমে উত্তোলিত মাটি [dredged soil] সভাপতি জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবস্থাপনা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, পাবনা ২। পুলিশ সুপার, পাবনা ৩। পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা
৪।	নদীর দুই পার্শ্বে ওয়াকওয়ে এবং রোডওয়ে নির্মাণ করতে হবে। নদীর তীরে ছায়াধারী ফলজ বৃক্ষরোপণ ও ইকো পার্ক স্থাপন করা যেতে পারে। যাতে করে নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর পুনঃদখলের সুযোগ না থাকে	১। জেলা প্রশাসক, পাবনা ২। পাবনা পৌরসভা, এলজিইডি, পাবনা।

	এবং Right of Easement হিসেবে জনগণ ব্যবহার করতে পারে।	
৫।	ইছামতি নদীটি খাজানগর ঘাঁপচর রোড রাঘবপুরে গিয়ে থেমে গেছে। ইস্ট্রা এগ্রোকুড প্রসেসিং কর্তৃপক্ষ নদীর প্রবাহের এলাকা বন্ধ করে দেয়াল স্থাপন করেছে। ছোট একটি ড্রেইনের মাধ্যমে দুপার্শ্বের পানি চুইয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ বাঁধটি কেটে ইছামতির প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। বাধেঁর পার্শ্বে নদীর উপর গেইট লাগিয়ে চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে তা খুলে দিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, পাবনা ২। পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা ৩। মেয়র, পাবনা পৌরসভা
৬।	ভাড়ারা ইউনিয়নে নিষ্কাশন স্লুইস গেটে ২টি ৬'X ৫' মাপের ভেন্ট লাগান আছে। স্লুইস গেটটি ১৯৯১-১৯৯২ সালে স্থাপিত হয়েছে। গেটটি ইছামতির পানি প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করছে। গেটটি খুলে দিতে হবে।	১। পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা ২। জেলা কৃষি কর্মকর্তা, পাবনা ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা
৭।	শহরের মধ্যে কদমতলা ব্রিজের দুপার্শ্বে নদীর মধ্যে অবৈধ স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। ব্রিজের গাঁ ঘেঁষে দুটো বাড়ি নদীর মধ্যে [পারভেজ ভিলা] নির্মাণ করা হয়েছে। নদীর মধ্যে স্থাপিত অবৈধ সকল স্থাপনা উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, পাবনা ২। মেয়র, পাবনা পৌরসভা।
৮।	রামচন্দ্রপুর স্লুইস গেটটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব পুনরায় মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ১৯৮২ সালে যে প্রেক্ষাপটে গেটটি নির্মাণ করা হয়েছিল, সেই প্রেক্ষিত বর্তমানে নেই। তাই গেটটির আবশ্যকতা না থাকলে তদানুসারে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	১। মেয়র, পাবনা পৌরসভা ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা।
৯।	৪/৭/২০১৮ তারিখ সকাল ৯.৩০ মিনিট পাবনা জেলা শহরের মধ্যে ইছামতি নদীর তীরে খেয়াপাড়ে অনুষ্ঠিত র‍্যালিতে শহরের সকল স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সকলেই নদী উদ্ধারের জন্য নদী কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট অনুরোধ জানান।	১। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা
১০।	পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালিত সম্ভাবতা স্টাডি এর রিপোর্ট পাবনা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় পেশ করতে হবে। অনুষ্ঠানে সকল স্টেক হোল্ডার, গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ ও নদী কমিশনের প্রতিনিধি সকলের মতামত পরামর্শ ও সাজেশন [accommodate] যুক্ত করে রিপোর্ট চূড়ান্ত করতে হবে।	১। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা। ২। পরিচালক (WRM,BUE:, পলাশী, ঢাকা
১১।	চাটমোহর রায়নগর সড়ক ও জনপথ বিভাগের ব্রেইলী ব্রিজটি এখনও নির্মাণ শেষ না হওয়ায় বর্ষাকালে স্থানীয় জনগনের যোগাযোগ অসুবিধা সৃষ্টি হবে। জরুরি ভিত্তিতে আগামী ২ মাসের মধ্যে [আগষ্ট/১৮] ব্রিজ নির্মানের কাজ শেষ করতে হবে।	১। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, পাবনা ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চাটমোহর
১২।	[ক] নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লব্ধ বলে ১৯৫০ সনের প্রজাসত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ ROR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোন সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। পুলিশ সুপার , পাবনা

	কিংবা RS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি Fraudulent Entry/ আইনের ব্যত্যয় সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করবেন এবং নদীর ভূমির [ফোরশোর পর্যন্ত] মালিকানা [Title] স্বত্ব [ROR] হালনাগাদ [Update] করবেন।	
১৩।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। পুলিশ সুপার , পাবনা
১৪।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কিসহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপীল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে দেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অনুসরণ। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ৪। জেলা প্রশাসক, পাবনা
১৫।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানায় [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-বর্ধিত বিস্তৃত পরিচ্ছিন্ন জমি পর্যন্ত] কালবিলম্ব ব্যতিরেকে স্থায়ী পিলার স্থাপন করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক নদীর উক্তরূপ [CS মোতাবেক] সীমানায় অবৈধ দখল/নির্মিত স্থাপনা/ভবন ইত্যাদি দখলদারদের কবল থেকে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ৪। জেলা প্রশাসক, পাবনা

	সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতার পার্শ্বে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোন অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর ভূমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে পিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই পিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৮৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম হতে হবে। এক্ষেত্রে কালেক্টর বাহাদুর CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব ও স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	
১৬।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি প্রবহমান করার জন্য উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। খননকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। খাল খননের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক , পাবনা ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা
১৭।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। পুলিশ সুপার , পাবনা ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা
১৮।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম যা এই জাতীয় কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অপরিহার্যতা বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], পাবনা
১৯।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত শিল্প/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের যাচবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৪। জেলা প্রশাসক, পাবনা
২০।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিতভাবে নদীর প্রস্থের চেয়ে ক্ষুদ্র আকারের ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। সমন্বিত সমীক্ষণ [Integrated Study] করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে, যাতে নদীর প্রবহমান নাব্যতা কে কোনরূপ বাঁধা প্রাপ্ত না করে কিংবা দু'পাড় ভাঙ্গনের কারণ সৃষ্টিতে সহায়তা না হয়।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পাবনা ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস এন্ড হাইওয়ে,পাবনা
২১।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ,

	সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করতঃ দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	রাজশাহী ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৪। পুলিশ সুপার, পাবনা ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পাবনা
২২।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পার্শ্বে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পাবনা
২৩।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালি হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। পুলিশ সুপার, পাবনা ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি]।
২৪।	জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়ার সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিসমূহ পাবনা ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি]।
২৫।	[ক] কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ/ নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R] Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি দেশে স্থানান্তর/আনয়নপূর্বক তার ব্যবহার সর্বত্র নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠির বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, পাবনা ৪। পুলিশ সুপার, পাবনা ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পাবনা ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা

	Report প্রদান করবেন।	
২৬।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক নদীর দখল, দূষণ প্রতিরোধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করবেন। এক্ষেত্রে জেলা নদী রক্ষা কমিটি কার্যকর ভূমিকা-সহযোগিতা, সহায়তা প্রদান করবে।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। পুলিশ সুপার, পাবনা ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পাবনা
২৭।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক, পাবনা ৩। পুলিশ সুপার, পাবনা ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পাবনা ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(০৮)-৫৪১ তারিখঃ ৩০ জুলাই, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের অনুরোধসহ)।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৮। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৯। জেলা প্রশাসক, পাবনা
১০। পুলিশ সুপার, পাবনা
১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/এলজিইডি/রোডসএন্ড হাইওয়ে, পাবনা
১২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট (সকল) পাবনা।
১৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি),সংশ্লিষ্ট (সকল) পাবনা।
১৫। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১৬। দপ্তর কপি সংরক্ষণার্থে।

মোঃ আব্দুস সামাদ
পরিচালক (উপসচিব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়ঃ বগুড়া জেলার নদ-নদী রক্ষায় করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভা এবং করতোয়া, যমুনা ও বাঙালী নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।

তারিখ: ০৫-০৬ জুলাই ২০১৮ ।। স্থান: বগুড়া

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ আলাউদ্দিন গত ০৫/০৭/২০১৮ তারিখ থেকে ০৭/০৭/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বগুড়া জেলা সফর করেন। সফরকালে বগুড়া জেলার নদ-নদী পরিদর্শনসহ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় ও বগুড়া জেলার নদ-নদীর বর্তমান অবস্থার সমস্যা সমাধানে করণীয় শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।

বগুড়া জেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী প্রথমে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন [কপি সংযুক্ত] এর মাধ্যমে বগুড়া জেলার নদ-নদীর সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন। যমুনা, করতোয়া, নাগর, ইছামতি ও বাঙালী [১১৮ কি.মি] এ জেলার উল্লেখযোগ্য বড় নদী। গাজাইন নদী [৩৫ কি.মি.] গজারিয়া [৩৫ কি.মি], ভদ্রাবতী ও ভেলকা হ [২৫ কি.মি] নদীগুলি এখন
মৃতপ্রায় খালের মতো। নদীগুলো অবৈধ দখল, ভরাট ও দূষণের কারণে নাব্যতা হারিয়ে মারা যাচ্ছে। তিস্তা থেকে করতোয়া বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পানির প্রবাহ অনেক কমে গেছে। শুষ্ক মৌসুমে Upper দিক থেকে পানির প্রবাহ না থাকায় পানি পাওয়া যায় না। বাঙালী নদীর চেয়ে করতোয়া নদীর অবস্থা আরও শোচনীয় বলে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান।
সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে তিনি মৃতপ্রায় নদ-নদী, খাল-বিল, নালা অবিলম্বে খনন করতে ও অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে হবে। পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নদী খনন করতে হবে। বিভিন্ন জেলার নদ-নদীর আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। অপরিকল্পিত ব্রিজ/কালভার্ট অপসারণ করতে হবে। স্ব-স্ব দপ্তর/বিভাগ কর্তৃক নদীতে যে কোনো অবকাঠামো তৈরির পূর্বে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনাপূর্বক সমন্বয় ও অনুমোদন করতে হবে।

তিনি সমন্বিত পরিকল্পনা অর্থাৎ Integrated program গ্রহণ করার আহবান জানান। অর্থাৎ নদীকে গতিশীল/পানির প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য বগুড়া জেলার সাথে সংশ্লিষ্ট জেলার নদী রক্ষা কমিটির সমন্বয় করে Integrated program গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান। এতে নদীর Full Network alive হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তাছাড়া পানি প্রবাহের স্লুইস গেটগুলোর অটোমেশনের বিষয় তুলে ধরেন। করতোয়ার পাড় সিসি ব্লক করা হবে। সুবীল খাল খনন প্রকল্প চলমান আছে। তবে উভয় পাড়ে অবৈধ দখল রয়েছে। দুই পাড়ে সৌন্দর্য বর্ধনের ব্যবস্থা করা হবে। শেরপুর উপজেলায় করতোয়া অংশে Combine Structure করা হবে। তাছাড়াও তিনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

জনাব হাসিবুর রহমান [Independent TV] এর প্রতিনিধি করতোয়ার উজানের দিকের অবৈধ দখল বিশেষ করে TMSS প্রতিষ্ঠানের অবৈধ দখল এবং বালু উত্তোলনের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাছাড়া অবিলম্বে অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রকাশের দাবি জানান।
BAPA প্রতিনিধি বলেন যে, নদীগুলোর পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনার জন্য সিএস অনুযায়ী নদীর সীমানা নির্ধারণ, নদীর উৎসমুখে বাঁধ অপসারণ, অবৈধ বালুর উত্তোলন বন্ধ এবং নদী রক্ষা বিষয়ে হাইকোর্টের আদেশ বাস্তবায়নের দাবি জানান।

আমেনা ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি আবুল কালাম আজাদ অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের দাবি জানান।

পৌরসভার মেয়র বলেন যে নদীর পাড় সিসি ব্লক দিয়ে বাঁধাই করতে হবে। এতে অবৈধ দখল বন্ধ হবে। তিনি আরও বলেন যে, গ্রামে নদীর দখল কম হয়। শহরে বেশি হয়, শেরপুর এবং বগুড়ায় অবৈধ দখল বেশি। নদীর সীমানায় সিসি পিলার
স্থাপন করতে হবে। পৌরসভার অধিবাসীরা ময়লা আবর্জনা নদীতে নিক্ষেপ/নিঃসরণ করায় নদীর দূষণ বাড়ছে। তিনি পলিথিন উৎপাদন বন্ধ করার আহবান জানান।
প্রেসক্লাবের সভাপতি বলেন যে, সিএস ম্যাপ অনুসারে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে এবং নদী উদ্ধার করতে হবে।

সভায় জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বলেন যে, নদীর সীমানা নির্ধারণে কিছু জায়গায় হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তিনি মনে করেন যে, জেলা প্রশাসন চাইলে ২ দিনের মধ্যেই নদীর সীমানা নির্ধারণ করা এবং অবৈধ দখল ভেঙে দিতে পারেন। নদীর জায়গা

উচ্ছেদে কেউ বাঁধা দিতে পারবে না। কিন্তু দখল মুক্ত হওয়ার পর আর কেউ যাতে সেই জায়গা নতুন করে দখল না করতে পারে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে কিছু জায়গা ক্রয় বা acquire করে পার্ক করা যেতে পারে। উচ্ছেদ কার্য শুরু করা হলে সকলের সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তবে এর পূর্বে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন যে করতোয়া নদীর পানি দিয়ে কেউ সেচ কাজ করে না। সবাই ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ কার্য করে থাকে। করতোয়া নদীতে কীভাবে পানির প্রবাহ রাখা যাবে সেই বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে জানতে চান। টয়লেট/হোটেল/রেস্তোরার বর্জ্য নদীতে ফেলা হয়। ফলে নদী দূষিত এবং ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ১০৮ ফুট খনন করেও নলকূপের পানি পাওয়া যায় না। পানির স্তর কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। প্রয়োজনে নদীর জন্য মসজিদ বাড়ি ভাঙ্গা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ভাঙ্গা হবে। খননকৃত নদীর মাটির ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। তিনি বলেন যে, দেশকে বাঁচাতে হলে নদী বাঁচাতে হবে। বগুড়া জেলাকে পলিথিন মুক্ত করতে হবে। প্রথমে পলিথিন উৎপাদন/ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন যে, বাঁধ দেওয়া হলে নদীতে কতটুকু পানি ধারন করা যাবে সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। সুনির্দিষ্ট যথার্থ পরিকল্পনা ছাড়া কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হলে সেই প্রকল্প দ্বারা কোনো সুফল পাওয়া যাবে না।তিনি আরও বলেন যে, জেলা প্রশাসক মনে করলেই অনতিবিলম্বে সকল অবৈধ দখল উদ্ধার কার্য শুরু করা সম্ভব হবে।

সার্বক্ষণিক সদস্য নির্বাহী প্রকৌশলীকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, অন্যান্য জেলার তুলনায় বগুড়ার নদীর নাব্যতা আনয়ন বেশ কঠিন। প্রায় ১২৫ কি.মি দৈর্ঘ্যের করতোয়া নদী প্রায় বিলুপ্তির পথে। তিনি বলেন যে সিএস পর্চা অনুসারে নদীর সীমানা নির্ধারণ, পিলার স্থাপন করা, অবৈধ দখলের তালিকা প্রণয়ন করা ও উচ্ছেদ করা, নদী খনন করা, নদী খনন কার্যে জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত/অনুমোদন করতে হবে। খননকৃত মাটির ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। ইতঃপূর্বে, নদী বাঁচাও আন্দোলন সকলের সহযোগিতা দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, প্রথমেই করতোয়া সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তাহলেই সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং নদীর সমস্যা সমাধান করা সহজ হবে।

প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনাকালে তিনি সভার প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সভ্যতার পালভূমি হিসেবে উল্লেখ করে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখাসহ সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধসহ নাব্যতা বজায় এবং আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধীন সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর, অফিস, মাঠ প্রশাসনসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

প্রধান অতিথি আরও ব্যাখ্যা করেন যে, CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে ['জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে] এবং সেটিই বিধান। পরবর্তী কালে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই পূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ কিংবা ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধন/শুদ্ধ করে নেয়া যায়,যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের ধারা স্পষ্টীকরণে তার বক্তব্য তুলে ধরেন যে, জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন মোতাবেক নদীর

জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীর ভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পরিচর্যার দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ-কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীর ভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে প্রমাণ্য দলিলাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর উক্ত আইনের ১৪৩ কিংবা ১৪৯ [৪] ধারাবলে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে, সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে বগুড়া জেলা প্রশাসককে উদ্ধার কার্য শুরু করার আহবান জানান। করতোয়া নদী দখলমুক্ত করার উপর হাইকোর্টের আদেশ রয়েছে। ফলে নদীর জায়গা জবর-দখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন; এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠীকে উচ্ছেদপূর্বক নদীর পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নে অর্থায়নে কোন সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি সরকার তথা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তরকে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে স্থানান্তরিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ যাতে আবর্জনা উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে, সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর উক্ত 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক সংশ্লিষ্ট জনবল ও জনগণকে কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনের আওতায় মামলা করবে। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। তিনি আরও বলেন যে, আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না-করি, তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সদাসহস ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, যেমন-মরলা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে তা নিয়মিত প্রচারণার আহবান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রতিদিন মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এবং SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে, যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না।

তিনি আরও বলেন যে Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উন্নতরূপে আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, নির্বাহী প্রকৌশলী যে পাওয়ার-পয়েন্ট-প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, নদ-নদীগুলির উপর সেটি আরও বাছাই-বাছাই করতে হবে। RS, GIS Ges Integrated Technology ব্যবহার করে GO Referencing করে হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল Study করাতে হবে। Social Survey ও করতে হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির প্রত্যাশিত প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা ধরেই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। নদী, Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক উত্থাপিত করতোয়া প্রকল্পের বিষয়ে কোনো মতামত/সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকলে সেটি গ্রহণ করা হবে মর্মে জেলা প্রশাসক, বগুড়া সভাকে অবহিত করেন। উচ্ছেদ কার্যে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জেলা প্রশাসককে সহযোগিতা করবে মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়ায় তাকে ধন্যবাদ জানান।

বর্ণিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও তাৎক্ষণিক বিষয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সিদ্ধান্ত/পরামর্শ নিম্নে পেশ করা হলো:

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লভ্য হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ ROR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব; এবং তিনি যে কোনো সময় [at any time] এ ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এ ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সংগে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত রেকর্ডের বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে পারেন এবং Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতেও পারেন। নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুনের প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] শক্তি হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ৩। পুলিশ সুপার, বগুড়া ৪। বিআইডব্লিউটিএ, বগুড়া [আরিচা নৌবন্দর]
২।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950-এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪,	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও

	১৪৪ [সাথে ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভূলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন/রিভিউ/রিভিশন/আপীল করে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন কিংবা ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধন করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	জরিপ অধিদপ্তর ৩। জেলা প্রশাসক, বগুড়া
৩।	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। এ বিষয়ে সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ সরকার ভূমি মন্ত্রণালয়/জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনুযায়ী দিয়ারা জরিপের মৌজা ম্যাপ সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পার্শ্বে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদীগর্ভ, নদীর তীর ভূমি ও ফোরশোর উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও স্বত্ব ও স্বার্থ হালনাগাদ করন এবং CS মোতাবেক সীমানা স্থায়ীভাবে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। উক্ত আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনে প্রদত্ত ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এর আদেশ/নির্দেশনা প্রয়োগের মাধ্যমে CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক ন্যায়ানুগ পুনর্মূল্যায়ন করে নদীর সীমানা, স্বত্ব ও স্বার্থ সংরক্ষণে নিষ্পত্তি আবশ্যক হয়ে পড়েছে।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া
৪।	বগুড়া জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনায় উঠে আসে যে বগুড়া জেলার প্রধান প্রধান নদী করতোয়া, বাঙালী বর্তমানে বিপদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে করতোয়া ও বাঙালী নদী কোথায়ও কোথায়ও ভরাট হয়ে স্রোতহীন হয়ে পড়েছে। জরুরি ভিত্তিতে খননের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া।
৫।	করতোয়া নদীর উজানে এবং শহরের মধ্যে ময়লা-আবর্জনায় ভরে যাচ্ছে। শহরের আবর্জনা, পৌর আবর্জনা, ক্লিনিক্যাল এবং টিএমএসএস এর আবর্জনায় নদী পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। নদীতে ময়লা আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া

	বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও যুতসই প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনোরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।	৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বগুড়া
৬।	করতোয়া নদীর দু-পাশের অসংখ্য অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে নদী দখল বেড়ে চলেছে। অবিলম্বে নদী দখলের প্রবণতা ও বৃষ্টি বন্ধ করতে হবে। তার জন্য সিএস মোতাবেক সরেজমিন বিয়ারা জরিপ করে নদী উদ্ধারের কার্যক্রম অবিলম্বে নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া, ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বগুড়া
৭।	করতোয়া ও বাঙ্গালী নতুনভাবে হাইকোর্টের আদেশ বা নিষেধাজ্ঞার সূত্রে সংশ্লিষ্ট মালিক বা ব্যক্তি নদীতে নির্মাণ কাজ অব্যাহত রেখেছে। অবিলম্বে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সম্পত্তি রক্ষার্থে এ সকল নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে আইনি লড়াই জেলা প্রশাসক/পরিবেশ অধিদপ্তর/পানি উন্নয়ন বোর্ড-কে জোরদার করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া, ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বগুড়া
৮।	করতোয়া শাহজাহানপুর, শেরপুর, বগুড়া সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলার মধ্যে দিয়ে করতোয়া প্রবাহিত। সর্বত্রই নদী দখলও সংকুচিত হয়েছে। CS পর্চার ভিত্তিতে নদীতে স্থাপিত সবকটি স্থাপনা উচ্ছেদের অভিযান জরুরি ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে। সীমানা পিলার স্থাপনসহ দু'পাড়ে বৃক্ষ রোপণ/Pathway নির্মাণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া, ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বগুড়া
৯।	পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, করতোয়া নদী পলিথিন, শক্ত আবর্জনা, ক্লিনিক্যাল ও প্লাস্টিক আবর্জনায় ভরছে। নদীতে কোনো বাসাবাড়ির আবর্জনা ক্লিনিক্যাল আবর্জনা ও শিল্প কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য ফেলা যাবে না। প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে এ অনাচার/বদাভ্যাস বন্ধ করতে হবে।	১। মেয়র, বগুড়া পৌরসভা, ২। সিভিল সার্জন, বগুড়া
১০।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থি। কোনো প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালি হোক না কেন, কোনো প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ ২। পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)।
১১।	[ক] কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, বগুড়া ৩। পুলিশ সুপার, বগুড়া ৪। উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বগুড়া ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], বগুড়া

	কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	
১২।	করতোয়া নদী উদ্ধারের বিষয়ে সময়াবদ্ধ [Timebound Action Plan] সার্বিক ও সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণের জন্য সকল স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। কর্মশালায় নদী-টি পুনরুজ্জীবনের জন্য কি কি করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া
১৩।	করতোয়া নদীর উপর দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে বা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থা। প্রকল্পটি সমন্বয় করবে জেলা নদী রক্ষা কমিটি। প্রকল্প প্রস্তাবটি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের পূর্বেই জেলা নদী রক্ষা কমিটির সম্মতি/ অনুমোদন নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া
১৪।	বগুড়া শহরের করতোয়া নদীর উপর ফতেহআলী ব্রিজের দক্ষিণ পার্শ্বের, উত্তর পাশের নদীর উভয় তীরে জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ের পাশের নদীর মধ্যে অবৈধ বাড়িঘর নির্মাণ করা হয়েছে। তালিকা চূড়ান্তকরণপূর্বক সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা করে অনতিবিলম্বে উক্ত স্থাপনা উচ্ছেদ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], বগুড়া
১৫।	বগুড়া শহরে এসপি ব্রিজের পাশের মহিলা কলেজ, পৌরসভার শাখা অফিস, স্থাপন ও দু'পাশের ময়লা-আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। নদীর মধ্যে মহিলা কলেজের বর্ধিতাংশ হিসেবে টিনের ঘর করা হয়েছে। অবিলম্বে কলেজের এ বর্ধিতাংশ টিনের ঘর উচ্ছেদ ও নদীর জমি উদ্ধার করে সীমানা পিলার/পাথওয়ে স্থাপন করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বগুড়া সদর ৩। জেলা শিক্ষা অফিসার, বগুড়া।
১৬।	চানমারী ব্রিজের উভয় পার্শ্বের নদীতে অবৈধ ঘর, দোকান, ডায়াবেটিস হাসপাতাল, মন্দির ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। সর্বোচ্চ ১ মাসের মধ্যে নদীর মধ্যে স্থাপিত স্থাপনা অপসারণ করে এ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রেরণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,সদর।
১৭।	চানমারী ব্রিজের পার্শ্বের নদীর প্রস্থের অর্ধেক করে অপেক্ষাকৃত ছোট রেলওয়ে ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে, যা বহমান করতোয়া নদীর নাব্যতা হ্রাসে প্রভাব ফেলছে। নদী রক্ষার স্বার্থে রেলওয়ে ব্রিজটি নদীর পূর্ণ-প্রস্থব্যাপী সম্প্রসারিত করে তৈরি করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, রেলওয়ে, রেল ভবন, ঢাকা। ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া
১৮।	ব্রিজের পার্শ্বের ফতেহ আলী মাজার রোড-পার্শ্বে নদীর গর্ভে মসজিদ স্থাপনা করা হয়েছে এবং নদীর জমি দখল প্রক্রিয়া দৃশ্যমান ও চলমান। নদীর উপর স্থাপিত মসজিদ অন্যত্র সরিয়ে [Relocate] নেয়ার কার্যকর পদক্ষেপ মসজিদ কমিটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনাপূর্বক গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। ইসলামিক ফাউন্ডেশন,বগুড়া।
১৯।	দত্তবাড়ি ব্রিজের দু-পাশের অবৈধভাবে বাড়ি ও ভবন, দোকান নির্মাণ করা হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশনার সূত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ উচ্ছেদ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানা যায়, যা বহমান করতোয়া নদীর নাব্যতা হ্রাসে প্রভাব ফেলছে। এদিকে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে অবৈধ দখল ও দূষণ ক্রমেই বেড়ে চলছে। জরুরিভাবে মামলা নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্টে আইনানুগ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
২০।	করতোয়া নদীর মধ্যে বারবাকপুর মৌজায় :MSS এনজিও ভবন তৈরি করছে। নদীর অপর তীরে নদীর মধ্যে আলহাজ্ব ড. মুফতী মুহাম্মদ আশরাফ	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ২। পুলিশ সুপার, বগুড়া

	সাইনবোর্ড দিয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে দৃষ্ট হয় যে নদীর তীরসাহ অবৈধভাবে দখলে নিয়ে উক্ত ভবন/স্থাপনা তৈরির অব্যাহত অপচেষ্টা :MSS করেই চলেছে ফলে অভিযোগ রয়েছে/আলোচনায় উঠে এসেছে। নদীর মধ্য হতে সকল নির্মাণ বন্ধ করে স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন, বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরন ও প্রয়োগপূর্বক এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই যথার্থ ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রের জমি অবৈধ দখলের দায়ে TMSS সহ অন্য সকল অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় ফৌজদারী মামলাও রুজু করতে হবে।	৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর।
২১।	নওদাপাড়া মৌজায় মম-ইম [মেসার্স আরা পার্ক] এর ময়লা-আবর্জনা করতোয়াতে ডাম্পিং করা হচ্ছে এবং অবৈধভাবে নদী হতে বালু তোলা হচ্ছে। এতে নদীর ভূগর্ভ ভেঙে তীর বসে যাচ্ছে। অবিলম্বে নদীতে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিং বন্ধ করতে হবে এবং বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নদী, পানি ও পরিবেশ-প্রতিবেশ দূষণের দায়ে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ৩। পুলিশ সুপার, বগুড়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর।
২২।	সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে মম-ইম এক্সটেনশন বিনোদন, শেখের কোলা তহশীল অধীন করতোয়া নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম আইল্যান্ড তৈরি করেছে TMSS। নদীর গর্ভস্থলে এ ধরনের কৃত্রিম আইল্যান্ড তৈরি করে করতোয়া নদীকে বিখণ্ডিত করে দু'পাশে নদীর প্রবাহকে ক্ষিমিত ও গতিপথ পরিবর্তন করে করতোয়ার সর্বনাশ করছে যা সম্পূর্ণ বে-আইনী। জরুরি ভিত্তিতে তা উচ্ছেদ করতে হবে। IMSS-এর মোট কত জমি রয়েছে তা অবিলম্বে কমিশনকে জানাতে হবে এবং TMSS কর্তৃক এহেন রাষ্ট্রের/নদীর অবৈধ দখলে জড়িত থাকার ফলে জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থি কাজের জন্য ফৌজদারী মামলা রুজু করতে হবে [CrPC এর ১৩৩ ধারার আওতায়]। অবৈধভাবে নদীর জমি দখল ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতিসাধন থেকে বিরত না হলে মহাপরিচালক সমাজসেবা TMSS এর Registration বাতিল করার কার্যকর ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটি অবিলম্বে এসব ব্যবস্থা আলোচনা ও সরেজমিন পর্যবেক্ষণ/পরিবীক্ষণপূর্বক কার্যকর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে।	১। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি] বগুড়া সদর
২৩।	জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/গণসংযোগ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, বগুড়া ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিসমূহ বগুড়া ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার[ভূমি]।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[২]-৫৩৪ তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের যথাযথ নির্দেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০৬। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর,ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
০৭। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১০। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা নদী রক্ষা কমিটি, বগুড়া
১১। পুলিশ সুপার, বগুড়া
১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে, বগুড়া
১৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট [সকল] বগুড়া।
১৮। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সংশ্লিষ্ট [সকল] বগুড়া।
১৯। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
২০। দপ্তর কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়ঃ কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার 'অটিজম স্কুলে' নদ-নদীর দখল, দূষণ, ভরাট সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করার নিমিত্ত নদী, পানি ও পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার।

তারিখঃ ০৫ আগস্ট/২০১৮ ।। স্থানঃ কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার অটিজম স্কুল

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার গত ০৫/০৮/২০১৮ তারিখ কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয়ে 'নদ-নদীর দখল, দূষণ, ভরাট সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করার নিমিত্ত নদী, পানি ও পরিবেশ বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এসময় কমিশনের সম্মানিত সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জনাব সহিদুজ্জামান, দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার [ভূমি] এবং অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্র/ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

দৌলতপুর প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয়ের সভাপতি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেমিনারের শুরুতে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, নদ-নদীর দখল, দূষণ, ভরাট সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করার নিমিত্ত নদী, পানি ও পরিবেশ বিষয়ক এই সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। নদ-নদীর দখল, দূষণ কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় এবং জনগণকে সচেতন করার প্রয়াস চলছে। বিভিন্ন প্রকার বাধ দেওয়ার ফলে নদীর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রভাবশালীরাই নদী দখল করে এবং কলকারখানার বর্জ্য নদীতে নিক্ষেপ করায় নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন যে, একটি জাতির জন্য নদী অপরিহার্য এবং বড় বড় সভ্যতা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তিনি কিছু সুপারিশ তুলে ধরেনঃ

* দেশের সকল প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকরণ
* বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় করা
* আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নদীর পানি বন্টনের চুক্তি করা
* নদী রক্ষায় গ্রাম পরিষদ গঠন
* নদীকে দেশের জাতীয় সম্পদ হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া
* নদী দখল, দূষণ মুক্ত রাখা এবং
* জনগণকে সচেতন করা

সাংবাদিক জনাব সাইফুল ইসলাম নদীর অবৈধ দখল মুক্ত করার আহবান জানান। তিনি নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বৈশাখী টেলিভিশনের প্রতিনিধি রনি আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, নদীর কারণেই দেশে ফসল ফলে। মাথাভাঙ্গা নদী একসময়ে খরস্রোতা থাকলে বর্তমানে নদীটি মৃতপ্রায়। হিসনা নদীটি ব্যাপক অবৈধ দখলের শিকার। নদীর দূষিত পানির কারণে চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। নদীর জমি লিজ দেওয়া এবং অপরিকল্পিত বাঁধ না দেওয়ার আহবান জানান। বিদ্যালয়ের কারিগরি শিক্ষক মোঃ স্বপন উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, নদীকে কেন্দ্র করে মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে। তাই এই নদীকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। নদীকে রক্ষা করতে হলে জনগণকে সচেতন হতে এবং সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রী ইভানা ফেরদৌস- শত ব্যস্ততার মাঝে প্রধান অতিথি অত্র সেমিনারে আসায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি নদীকে মায়ের সাথে তুলনা করেছেন এবং নদী রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধি রুলিনা বিশ্বাস বলেন যে, দৃষ্টি প্রতিবন্ধিরা চোখে কিছু না দেখলেও মনে স্বপ্ন থাকে। আমাদের ইচ্ছে নদীতে নৌকা করে ঘুরে বেড়ানো। আগে আমরা নদীর নিকট দয়া চাইতাম বর্তমানে আমরা নদীর জন্য দয়া চাই। অর্থাৎ নদীকে তিনি রক্ষা করার আহবান জানান।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বলেন যে, নদীর উপর জেলেদের জীবন নির্ভরশীল। তাই আমাদের নদী রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদীর প্রতি গভীর ভালবাসা থাকা প্রয়োজন। স্ব স্ব অবস্থান থেকে আমাদের নদী রক্ষায় সচেতন হতে হবে।

বীর প্রতীক এজাজুল হক খান নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা ভারত থেকে আদায় করার দাবি জানান। তিনি নদী বাঁচানোর জন্য সংগ্রাম করার আহবান জানান। যেমন সংগ্রাম করা হয়েছিলো দেশকে স্বাধীন করার জন্য।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন যে, নদীর সাথে আমাদের জীবনযাত্রা হাজার বছর ধরে। নদীকে রক্ষা বর্তমানে জাতীয় দাবি। হাজার বছরের সৃষ্টি কালচার, সাহিত্যচর্চা সকল কিছুই নদীকে কেন্দ্র করে। নদীর উৎসমুখগুলো ভারত, নেপাল এবং চীন থেকে উৎপত্তি। বাঁধ নির্মাণসহ পানি প্রত্যাহার করার কারণে আমাদের নদীগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া নদী দখল, ভরাট, দূষনের কারণে নদীগুলো আজ মৃতপ্রায়। বর্তমান সরকার দৃঢ়ভাবে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে নদী রক্ষায় কাজ করে চলছে। তৃণমূল পর্যায়ে নদীর সমস্যা চিহ্নিত করতে পারলে নদীর সমস্যা দূর করা সম্ভব। হিসনা নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করায় নদীটি প্রায় মৃত। নদীতে মাছ চাষ ও নদীকে রক্ষা করতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সার্বক্ষণিক সদস্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন যে, নদী রক্ষা করা আমাদের মূল কাজ। নদী/পানির জন্য আজ স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের দরদ দেখে তিনি খুবই আশান্বিত। আজকের এই সেমিনার/অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই নদী কমিশনকে আরও উৎসাহিত করবে। নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। যে কোনো মূল্যে অবৈধ দখলদারদের প্রতিহত করা হবে। পরিশেষে তিনি ধৈর্য্য সহকারে প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের লালন পালন করায় মায়েদেরকে ধন্যবাদ জানান।

চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েরা নাচ, গান ও বক্তৃতার মাধ্যমে যেভাবে নদী সংক্রান্ত বিষয়ে মনের ভাব প্রকাশ করেছে সেটি এই অনুষ্ঠানের বড় সার্থকতা।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান আলোচনাকালে সেমিনারের প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন যে ইংরেজরা অবিভক্ত প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন প্রায় ৫০ কোটি লোক ছিল। এই ৫০ কোটি লোক মিলে এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। ধন্যবাদ জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর সৎ, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২৪ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা শুনি তখন আমরা লজ্জায় অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সততা নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড , এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, হাওর খনন করতে হবে। তিনি নদীর নাব্যতা নষ্ট করে কোথাও ব্রিজ, কালভার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক [বর্তমান ও আগামীরা] জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা জড়জ সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অশুদ্ধতার প্রমাণে ভিত্তিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পরিচর্যার দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকার বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রয়ণ বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর নিকষ্টি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে ['জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে] এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাননীয় হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫ বিশেষ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। খুলনার তেরখাদার ভুতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরকেই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন

তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা [CEGIS, IWM] এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির কাম্য প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা ধরেই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুষম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।
চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসককে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহবান জানান। নদীর জায়গা জবরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ছিলনাসহ অন্যান্য নদীর রক্ষা করা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নৈতিক দায়িত্ব। অত্র এলাকায় তামাক চাষের ব্যাপকতায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তামাক চাষের কারণে এই উপজেলার অধিকাংশ শিশু প্রতিবন্ধিতা ও অটিজমের শিকার হচ্ছে। তামার চাষ অত্র এলাকার পরিবেশ ও জলবায়ুকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। তিনি তামাকের বিকল্প শস্য চাষ করার আহ্বান জানান এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যানে আরও অধিক বিবেচিত হয়ে কাজ করার জন্য সমাজ সেবা অফিসারসহ স্থানীয় প্রশাসন এবং বিত্তবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি হস্তান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যায়ক্রমে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সৎসাহস ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ময়লা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহবান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সেমিনার সমাপ্ত করেন।

সেমিনারে বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	দৌলতপুর ছিলনা নদী পুরোপুরি বেদখল আছে। স্থানীয় অবৈধ দখলদার নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করছে। নদীটি অবৈধ দখল হতে মুক্ত করতে	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

	হবে। নদীর মধ্য হতে সকল নির্মাণ বন্ধ করে স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই সার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে প্রয়োজনে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার , কুষ্টিয়া ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া। ৫। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া
২।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লব্ধ হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার , কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
৩।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার , কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
৪।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস, তুলনা বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনি/শুদ্ধ করে দেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৫। পুলিশ সুপার , কুষ্টিয়া ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া

	স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখঃ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অপ্রকাশ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	
৫।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৫। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
৬।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], কুষ্টিয়া
৭।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
৮।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুষ্টিয়া

		৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে, কুষ্টিয়া ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
৯।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোনো কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সোনারগাঁ
১০।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটের ভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৪। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
১১।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থি। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোনো প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
১২।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
১৩।	[ক] কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে প্রায় ৮০% জমিতে তামাকের চাষ হয়। তামাকের চাষের কারণে এই উপজেলার অধিকাংশ শিশু প্রতিবন্ধিতা ও অটিজমের শিকার। তামাক চাষ অত্র এলাকার পরিবেশ ও জলাশয় কেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তামাকের বিকল্প শস্য চাষ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। [খ] নদী/পানি/পরিবেশের জন্য অত্র স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র/ছাত্রীদের যে সংবেদনশীলতা রয়েছে। সেই সংবেদনশীলতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করার জন্য নদী সংক্রান্ত বিভিন্ন	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া ৩। উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

	প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। [গ] নদীর জমি উদ্ধারপূর্বক নদীর পাড়ে ছাত্র/ছাত্রী/শিক্ষক/জনসাধারণের জন্য বিনোদনের জন্য বিভিন্ন পার্ক/উদ্যান তৈরি করা যেতে পারে।	
১৪।	[ক] কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকরভাবে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৬২]-৭৪৮ তারিখ: ৩০ অক্টোবর, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দিকনির্দেশনা প্রদানের অনুরোধক্রমে]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৮। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১০। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া
১১। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া
১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড এল.জি.ইডি/সড়ক ও জনপথ, কুষ্টিয়া
১৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], কুষ্টিয়া
১৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল],কুষ্টিয়া
১৬। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৭। অফিস কপি সংরক্ষণার্থে।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নদী ও জীবন: সুরক্ষা কৌশল এবং আমাদের অঙ্গীকার' শীর্ষক সেমিনার।

তারিখ: ০৪ আগস্ট/২০১৮ ।। স্থান: অডিটরিয়াম, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এবং রিভারাইন পিপল-এর যৌথ উদ্যোগে ০৪/০৮/২০১৮ তারিখে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নদী ও জীবন: সুরক্ষা কৌশল এবং আমাদের অঙ্গীকার' শীর্ষক ০৪/০৮/২০১৮ তারিখে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো: শাহিনুর রহমান, মেজারার ড. মো: সেলিম তোহা, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র মো: আনোয়ার আলী, বিনাইদহ পৌরসভার মেয়র,জনাব সাইদুল করিম মিন্টু, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মাহাবুবুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রবিউল ইসলাম এবং রিভারাইন পিপল এর সদস্য-সচিব, ড. আলতাফ হোসেন রাসেলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রবিউল ইসলাম তাঁর অভেচ্ছা বক্তৃতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন যে, নদী রক্ষায় আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

রিভারাইন পিপল-এর সদস্য সচিব আলতাফ হোসেন রাসেল নদীর সাথে জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয় তুলে ধরেন। তিনি ভাটির দেশ হিসেবে আমাদের নদীগুলোর ক্ষতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ভারত কর্তৃক একতরফা পানি প্রত্যাহারের কারণে আমাদের দেশের যে ক্ষতি হচ্ছে সে বিষয় তুলে ধরেন। কুমার নদ নিয়ে তিনি একটি স্টাডি করেছেন। তিনি নদী কেন্দ্রিক দখল, দূষণের বিষয়টি Power Point উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরেন [ফিপি সংযুক্ত]।
মাথাভাঙ্গা থেকে নবগঙ্গা পর্যন্ত প্রায় ১২৪ কিমি দীর্ঘ এই কুমার নদ। উৎস মুখে মাটি ভরাট করে নদীটিকে প্রায় মেরে ফেলা হয়েছে। জিকে প্রকল্পের চ্যানেল তৈরির জন্য নদীটির প্রবাহ নষ্ট হয়ে যায়। পায়ুলা নামক স্থানে কুমার নদীর প্রায় ৫ কিমি নদী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ভবানীপুরে পুলিশ ফাঁড়ি কর্তৃক নদীর একদম গভীরে সীমানা করে নদী দখল করা হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি নদী কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গাড়াকুলা নামক মোহনা স্থানে মাছের প্রজনন হয়। এটি ভালো অবস্থায় রয়েছে। শৈলকুপার কবিরপুর নামক স্থানে আরেকটি মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। শৈলকুপায় পৌরসভা ভবনটি নদীর উপর স্থাপিত। তিনি জিকে প্রকল্প এবং কুমার নদ উভয়ই রক্ষার আবেদন জানান। কুমার নদীর উৎস মুখ খোলার দাবি জানান।
ভবানীপুরে পুলিশ ফাঁড়ির অবৈধ দখলের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি অবিলম্বে নদীর অবৈধ দখলমুক্ত করার দাবি জানান। তিনি আরো বলেন যে, অপরিকল্পিত বাঁধ দিয়ে মাছ চাষে নদী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মাহবুবুর রহমান প্রথমেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্মরণে বলেন যে, নদী, মাটি, মানুষ একে অপরের পরিপূরক। তিনি নদ-নদীর সাথে মানব সভ্যতার নিবিড় সম্পর্কের বিষয় তুলে ধরেন। অপরিকল্পিত বাঁধের কারণে নদীগুলো মরা যাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। কারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের নদীগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে নদীর প্রবাহ, নাব্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অপরিকল্পিত ড্রেজিং এর কারণেও নদী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পানির স্তর কমে যাওয়া, আর্সেনিক দূষণের বিষয়ও তুলে ধরেন। লবণাক্ততার পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পানি বণ্টনে আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণের বিষয়টি তিনি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন যে, নদী ও জলাধার রক্ষায় একযোগে কাজ করতে হবে। নদীর জমি ব্যক্তিগত নামে রেকর্ড করার কোনো সুযোগ নেই। সিএস পর্চা অনুসারে নদী রক্ষা করতে হবে। কোনো প্রকার বর্জ্য নদীতে নিক্ষেপ করা যাবে না। পলার পানি বণ্টন চুক্তি কার্যকর করতে হবে এবং নদী সংরক্ষণে বরাদ্দ রাখতে হবে।

বিনাইদহে পৌরসভার মেয়র জনাব সাইদুল করিম মিন্টু বলেন যে, সকল বিষয়ে আমাদের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। নদী রক্ষায় আমরা সচেতন নই। নবগঙ্গা নদীতে গাইড ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, নদীতে বর্জ্য নিক্ষেপ/নিঃসরণ করে নদীকে ভরাট এবং দূষিত করা হচ্ছে। মূলত প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই নদী দখল করেন। তিনি নদী রক্ষায় স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার আহবান জানান। নদীতে বর্জ্য নিক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে নদীর বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি

করার আহবান জানান। নদীকে মেরে সকল জায়গায় সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। নদী রক্ষার বিষয়ে মানসিকতা পরিবর্তনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র মোঃ আনোয়ার আলী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারবর্গকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন যে, দেশের অধিকাংশ নদীই মৃতপ্রায়। সরকারের একার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। জনগণকে সাথে নিয়ে তিনি নদী রক্ষার আহ্বান জানান। গড়াই নদীর শাখা নদীতে জিকে প্রকল্প করা হয়েছে। ফলে নদীটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর প্রবাহ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দূরদর্শিতার ঘাটতির কারণে এমনটি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। নদীর জমি লিজ দেওয়া বন্ধ করার আহ্বান জানান। পানির স্তর কমে যাওয়ায় তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, এতে কৃষি কাজসহ দেশের ব্যাপক ক্ষতি হবে। নদী রক্ষায় আইন প্রণয়ন এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। অপরিকল্পিত বাঁধ তুলে দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ড. মোঃ সেলিম তোহা এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার আয়োজন করার জন্য উদ্যোক্তাদের তিনি ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, আমাদের কৃষি, জলবায়ু ভারসাম্য রক্ষায় নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নদী রক্ষা করতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিরাপদ করা যাবে না। তিনি জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার কথা বলেন। নদী রক্ষায় চেয়ারম্যান দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে চলেছেন। এজন্য তিনি চেয়ারম্যান কে ধন্যবাদ জানান। তিনি কুষ্টিয়া, বিনাইদহের নদী রক্ষায় জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সার্বক্ষণিক সদস্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি নদী রক্ষায় যৌথভাবে সেমিনার আয়োজনে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, জাতীয় উন্নয়নে নদী অত্যাবশ্যক। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নদী রক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর তারা সঠিকভাবে নদী রক্ষা করতে পারেনি। ফলে নদী বিলুপ্ত হচ্ছে। রিভারাইন পিপলের কারণে এ এলাকার নদী রক্ষার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। নদী রক্ষার দায়িত্ব মূলত জেলা প্রশাসনের। সহকারী কমিশনার [ভূমি], উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সরকার নদী রক্ষা করে থাকে। জাতীয় স্বার্থে নদীগুলোকে অবশ্যই রক্ষা করা আমাদের গবিত্র দায়িত্ব। তিনি বলেন যে, নদী কমিশনের বয়স মাত্র চার বছর। ভবিষ্যতে এ কমিশন অধিক কার্যকর হবে। তিনি আরো বলেন যে, নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তন করা যায় না। এ বিষয়ে জনগণকে আরও সচেতন হতে হবে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সেমিনারে আলোচনাকালে তিনি সেমিনারের মোক্ষপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন এ এলাকার পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে হৃদয় দিয়ে বোঝার জন্য। তিনি আরও বলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন প্রায় ৫০ কোটি লোক ছিল। ওই ৫০ কোটি লোক মিলে এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। ধন্যবাদ জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর সৎ, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা শুনি তখন আমরা লজ্জায় অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সততা নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড , এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, হাওর খনন করাতে হবে। তিনি নদীর সাক্ষ্যতা নষ্ট করে কোন ব্রিজ, কালভার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক [বর্তমান ও আগামীরা] জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SALA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অশুদ্ধতার প্রমাণে ভিত্তিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন

বিদ্যমান। জনস্বার্থের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রয়ণ বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ তীরভূমি ও ফোরশোর নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে 'জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কলাম ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake পক্ষে সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়া যায়,যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী বিলুপ্ত পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। খুলনার তেরখাদার ভুতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী

রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। ।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উন্নতমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির কাম্য প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা মাথায়ই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchmen; বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুষম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদী হতে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। নদীর জায়গা জবরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকরভাবে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ পাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সৎসাহস ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ময়লা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহ্বান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। রিভারাইন পিপলসহ সংশ্লিষ্ট ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের তিনি ধন্যবাদ জানান।

উপ-উপাচার্য জাতির পিতাকে স্মরণ করে বলেন যে, পদ্মাই নদীসহ নদীর চর যারা দখল করেছে তাদেরকে অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে তিনি নদী রক্ষায় সকলকে অবদান রাখার আহ্বান জানান।

পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সেমিনার সমাপ্ত করেন।

সেমিনারে বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	[ক] মাথাভাঙ্গা থেকে নবগঙ্গা পর্যন্ত প্রায় ১২৪ কিমি দীর্ঘ এই কুমার নদ। উৎস মুখে মাটি ভরাট করে নদীটিকে প্রায় মেরে ফেলা হয়েছে। জিকে প্রকল্পের চ্যানেল দ্বারা নদীটির প্রবাহ নষ্ট হয়ে যায়। পারকুলা নামক স্থানে কুমার নদীর প্রায় ৫ কিমি নদী দখল হয়েছে। ভবানীপুরে পুলিশ ফাঁড়ি কর্তৃক নদীর একদম গভীরে সীমানা করে নদী দখল করা হয়েছে। [খ] সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই সার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার , কুষ্টিয়া ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া। ৫। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুষ্টিয়া
২।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লয় হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার , কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
৩।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা অবমুক্ত, রক্ষা তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার , কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
৪।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কি]সহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া

	মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী [illegible] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনি/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৫১.৬৭.০৫১.১১.৮৫১ তারিখঃ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রপণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	৫। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
৫।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনানুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতার পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৫। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
৬।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
৭।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া

	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	
৮।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর মাধ্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুষ্টিয়া ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
৯।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], কুষ্টিয়া ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], কুষ্টিয়া
১০।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটের ভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সমন্বয়পূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
১১।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
১২।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সভার দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া

১৩।	[ক] কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ নিষ্কাশন কার্যক্রমরূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৪১]-৬৩৮ তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের যথাদেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৮। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১০। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া
১১। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া
১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/ এল.জি.ইডি/সড়ক ও জনপথ, কুষ্টিয়া
১৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], কুষ্টিয়া
১৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], কুষ্টিয়া
১৬। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৭। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়ঃ কুষ্টিয়া জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা ও কুষ্টিয়া শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গড়াই নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।

তারিখঃ ০৫ আগস্ট/২০১৮ ।। স্থানঃ কুষ্টিয়া

জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। পরিচয় পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] বলেন যে, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় ইতোমধ্যে গড়াই নদীর অবৈধ দখল, দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন। ফলে তার নিকট হতে গড়াই নদীর অবৈধ দখল, দূষণ বিষয়ে সুচিন্তিত/পরিকল্পিত মতামত/নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

মোঃ রাকিবুল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া বলেন যে, নদীসমূহের জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য এবং সীমানা নির্ধারণের পর পিলার নির্মাণ ও স্থাপনের জন্য প্রতি কিমি ১০ টি হিসেবে প্রতি কিলোমিটারে ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ চেয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য বলেন যে, নদীর সীমানা নির্ধারণ করার দায়িত্ব পানি উন্নয়ন বোর্ডের নয়, এটি জেলা প্রশাসকদের।

জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়া বলেন যে, নদীর সীমানা নির্ধারণ করার দায়িত্ব কালেক্টর বাহাদুরের।

মোঃ রাকিবুল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া আরও বলেন যে, ছোট নদী, খাল, জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্পের মাধ্যমে নদী খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া পূর্বের ন্যায় গড়াই নদী খনন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পদ্মা নদীতে কুঠিবাড়ি এলাকায় ৩.২০ কিমি ড্রেজিং করা হয়েছে। আগামী বছর গড়াই নদী ড্রেজিং করার নিমিত্ত একটি ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে।

কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জিজ্ঞাসা করেন, অল্প পরিসরে পদ্মা নদীতে কুঠিবাড়ি এলাকায় ৩.২০ কিমি ড্রেজিং করা হলে নদীতে পলিমাটি পড়বে কিনা এবং নদী খননে এটা কি স্থায়ী সমাধান?

মোঃ রাকিবুল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া বলেন যে-ড্রেজিং এর বিষয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ স্টাডি করা হয়নি। বিধায় ড্রেজিং-ই চূড়ান্ত সমাধান কিনা এ বিষয়ে সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে এই ড্রেজিং এর মাধ্যমে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, নদী ভাঙন রোধকল্পে পানি উন্নয়ন বোর্ড কাজ করে। দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো উচ্ছেদ কার্য করা হয়নি। পদ্মায় পাম্প হাউজের নিকটসহ বিভিন্ন জায়গা অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য বলেন যে, অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হলেন সহকারী কমিশনার [ভূমি]। তিনি অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়নপূর্বক উচ্ছেদ কার্যক্রম করবেন।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] কালিগঙ্গা, ডাকুয়া, হিসনা-সাগরখালী নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্লুজগেট এবং নদীর উভয় পাড়ে ওয়াকওয়ে নির্মাণের বিষয় তুলে ধরেন।

কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য বলেন যে, জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গড়াই নদীতে প্রায় ২০টা ডাম্পিং স্টেশন রয়েছে যা খুবই উদ্বেগজনক। তিনি নদীতে কোনোরূপ ময়লা আবর্জনা না ফেলার জন্য মেয়রের নিকট আহ্বান জানান। এ বিষয়ে তিনি উপ-পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তরের ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন বলেন যে, কুমার নদীতে বিভিন্ন অংশে বাঁধ দিয়ে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে। জামজামি বাজারের নিকট নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা নদীতে লিজ দিয়ে মাছ চাষ করা হয় না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সহকারী কমিশনার [ভূমি], দৌলতপুর বলেন যে, পদ্মার ব্যাপক ভাঙনে জনসাধারণের জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে নদীতে দিয়ারা জরিপ করার আহ্বান জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, হিসনা নদীর বিশাল অংশে ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সিনিয়র ক্যামিস্ট মোঃ মিজানুর রহমান বলেন যে, পৌরসভায় আরও একটি ডাম্পিং স্টেশন করার প্রক্রিয়া চলছে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সভার আলোচনাকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে হৃদয় দিয়ে বোঝার জন্য। তিনি আরও বলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন প্রায় ৫০ কোটি লোক ছিল। এই ৫০ কোটি লোক মিলে এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। ধন্যবাদ জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর সৎ, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা শুনি তখন আমরা লজ্জায় অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সততা নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড , এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, হাওর খনন করতে হবে। তিনি নদীর নাব্যতা নষ্ট করে কোন ব্রিজ, কালভার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক [বর্তমান ও আগামীর] জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা জরুরি সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নামে বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অশুদ্ধতার প্রমাণে ভিত্তিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকার বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রয়ণ বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/শর্তসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন।

সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে। CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে ['জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে] এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাননীয় হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়া যায়,যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী বিলুপ্ত পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। খুলনার ডেরখাদার ভুতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে, যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উপস্থাপনে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির কাম্য প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা ধরেই আমাদের নদী খনন পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুষম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদী হতে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহবান জানান। নদীর জায়গা জবরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সৌলতপুরের হিসনা নদীর জমি ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নদীর জমি রক্ষায় সিভিল কোর্টে মামলা করায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। এ ক্ষেত্রে কোর্টের কোন এখতিয়ার নাই। সিভিল কোর্ট শুধু Title এর বিষয়গুলো সম্পর্কে এখতিয়ারবান। তবে RoR এর বিষয়গুলো সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর এখতিয়ারভুক্ত। তিনি আরও বলেন যে, গড়াই নদীতে বাঁধ দেওয়ায় অবৈধ বসতি গড়ে উঠেছে। হাতিরপুল ব্রিজের নিকট উভয় তীরে অবৈধ বসতি গড়ে উঠেছে। অবিলম্বে উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করতে হবে। নদীর জমি কাউকে বন্দোবস্ত/লিজ দেয়া যাবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। হিসনাসহ অন্যান্য নদীর রক্ষা করা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নৈতিক দায়িত্ব। অত্র এলাকার তামাক চাষের ব্যাপকতায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তামাক চাষের কারণে এই উপজেলার অধিকাংশ শিশু প্রতিবন্ধিতা ও অটিজমের স্বীকার হচ্ছে। তামাক চাষ অত্র এলাকার পরিবেশ ও জলবায়ুকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তিনি তামাকের বিকল্প শস্য চাষ করার আহ্বান জানান এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে আরও অধিক নিবেদিত হয়ে কাজ করার জন্য সমাজসেবা অফিসারসহ স্থানীয় প্রশাসন এবং বিত্তবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় পারিপার্শ্বিক, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইড লাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সাহসিকতা ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ময়লা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহবান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

তিনি আরও বলেন খননকৃত মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে করতে হবে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	[ক] কুষ্টিয়া শহরের উত্তর পার্শ্বে গড়াই নদীর [GK] ঘাটে হরিপুর ব্রিজের দক্ষিণ পার্শ্বে নদীর তীরভূমিতে শত শত অবৈধ বাড়িঘর গড়ে উঠেছে। এই সকল বাড়িঘর অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। [খ] হরিপুর ব্রিজের উত্তরে কমলাপুরে যশোধর কোম্পানি নদীর মধ্যে বাগান ও পার্ক তৈরি করেছে। নদীর জায়গায় কোম্পানির কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। সিএস অনুসারে নদীর সীমানা চিহ্নিত করে কোম্পানির সম্প্রসারণ কাজ বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে নদীর জায়গায় অবৈধভাবে স্থাপিত স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদ করতে হবে। [গ] সৌলতপুর হিসনা নদী পুরোপুরি বেদখল আছে। স্থানীয় অবৈধ দখলদার নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করছে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার , কুষ্টিয়া ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া। ৫। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুষ্টিয়া ৬। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি],

	নদীটি অবৈধ দখল হতে মুক্ত করতে হবে। নদীটি সংস্কার ও খনন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। [বি] সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই সার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	কুষ্টিয়া
০২।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লব্ধ হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার , কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
০৩।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার , কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
০৪।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানায় রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৫। পুলিশ সুপার , কুষ্টিয়া ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার , [সকল] কুষ্টিয়া ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া

	রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনি/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৫৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ ক্ষেত্রে জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	
০৫।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালক্ষেপ ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনানুযায়ী মৌজা ম্যাপ/সিআরা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সিআরা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই সিআরা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৫। পুলিশ সুপার , কুষ্টিয়া ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
০৬।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
০৭।	ভূগর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসংস্থান সৃষ্টির স্বার্থে স্থানীয় জনসাধারণদের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে স্কুল/কলেজ/মসজিদ/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গার উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ড্রেজকৃত পলি/	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া

	মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে।	
০৮।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোনো প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া
০৯।	কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে প্রায় ৮০% জমিতে তামাকের চাষ হয়। তামাকের চাষের কারণে এই উপজেলার অধিকাংশ শিশু প্রতিবন্ধিতা ও অতিক্ষয়ের শিকার। তামাক চাষ অত্র এলাকার পরিবেশ ও জলাশয় কেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তামাকের বিকল্প শস্য চাষ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া
০৯।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
১০।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুষ্টিয়া ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুষ্টিয়া ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], কুষ্টিয়া
১১।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোনো কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা খাস কমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], কুষ্টিয়া ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], কুষ্টিয়া
১২।	[ক] মহাদেবাড়িয়া, যোগিয়া, বারখাদায় গড়াই নদীর তীরভূমিতে ৭টি ইটের ভাটা স্থাপন করা হয়েছে। ইটের ভাটাসমূহ ক্রমান্বয়ে নদীর দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে। অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। [খ] নদীর তীরে স্থাপিত ইটের ভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
১৩।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি	১। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা

	ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিশিষ্ট। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোনো প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
১৪।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] কুষ্টিয়া ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
১৫।	[ক] হরিপুর ব্রিজ হতে কুষ্টিয়া পুরাতন বাজার পর্যন্ত ২০টি স্থানে পৌরসভার আবর্জনা নদীতে ডাম্পিং করা হয়েছে। নদীতে আর ডাম্পিং করা যাবে না। অবিলম্বে ডাম্পিং বন্ধ করতে হবে। [খ] নদীতে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও যুক্তসই প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনোরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [গ] কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [জরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [ঘ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/ উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, কুষ্টিয়া ৩। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া ৫। মেয়র, কুষ্টিয়া পৌরসভা, কুষ্টিয়া ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুষ্টিয়া ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুষ্টিয়া
১৬।	জেলা গণসহযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/গণসহযোগ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী

		রক্ষা কমিটি, কুষ্টিয়া ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সদর], কুষ্টিয়া ।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৪১]-৭৩২ তারিখঃ ২৪ অক্টোবর, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের যথাদেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জলসম্পদ ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৮। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১০। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া
১১। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া
১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/ এল.জি.ইডি/সড়ক ও জনপথ, কুষ্টিয়া
১৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সদর], কুষ্টিয়া
১৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সদর], কুষ্টিয়া
১৬। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৭। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা সফর প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ আলাউদ্দিন গত ০৬/০৮/২০১৮ তারিখ হতে ০৮/০৪/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা সফর করেন। সফরকালে তাঁরা মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, কপোতাক্ষ, চূর্ণি নদীর উৎসমুখ পরিদর্শন করেন। তাঁরা খুলনা বিভাগীয় নদী রক্ষার কমিটির সভায় যোগদান করেন। ০৮/০৪/২০১৮ তারিখে খুলনা বিভাগের নদ-নদীর বিদ্যমান সমস্যা এবং সমস্যার সমাধান বিষয়ে করণীয় শীর্ষক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। তারা যশোহর জেলায় জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় ও জেলায় আয়োজিত নদী রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আয়োজিত র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। তাদের সফরকালীন বিভিন্ন কার্যাবলি প্রতিবেদন নিম্নে পেশ করা হলো:

২। মাথাভাঙ্গা নদীটি এখনও প্রবহমান। পদ্মার শাখা নদী হিসেবে হিসনা, পদ্মা হতে বের হয়ে হিসনা নদীটি মাথাভাঙ্গা নদীতে পড়েছে। হিসনা নদীর পানি ও পার্শ্ববর্তী ৩/৪টি জলাভূমির পানি মাথাভাঙ্গা নদীর মাধ্যমে শ্যামপুর ও জয়নগর হয়ে ভারতের মেদেনীপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। জয়নগর হতে মাথাভাঙ্গা নদী চূর্ণি নামে ধারণ করে ভারতে প্রবেশ করেছে। নদীর পানি স্বচ্ছ ও

গতিধারা অত্যন্ত সাবলীল। নদীটি স্বাভাবিক স্রোত নিয়ে প্রবহমান এবং এখনও |০৬ মে/২৩ চৈত্র তারিখে| ৫-৭ ফুট পানি আছে। এই মাথাভাঙ্গা নদীটিই বাংলাদেশের সারফেস পানি বহন করে নিয়ে ভারতে যাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও যশোর উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট এলাকার পানি-নির্ভর চাষাবাদসহ দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সুপারিশ:

[ক] মাথাভাঙ্গা বাবার স্ল্যাপ স্থাপন করে ভারতের দিকে প্রবাহিত পানি বাংলাদেশে প্রবাহের বিষয়টি RS ও GIS প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা পূর্বক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণার্থে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে সুপারিশ করা হলো;

[খ] বোয়ালখালী খালের সংস্কার করে মাথাভাঙ্গা নদীর সাথে সংযোগ করে ঐ এলাকার চাষাবাদের জন্য ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করা যেতে পারে। বিএডিসি, বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও পাউবো যৌথভাবে বিষয়টি পরীক্ষা করে প্রস্তাব দিতে পারেন।

[গ] মাথাভাঙ্গার পানি দিয়ে কপোতাক্ষের ভাটির অংশ এবং ভৈরব নদীতে পানিতে সৃষ্টি করার বিষয়টি পরীক্ষা করা যেতে পারে। পাউবো কারিগরি দিক পরীক্ষা করতে পারে।

৩। কেশবপুরে কপোতাক্ষ নদ একটি প্রকল্পের আওতায় খনন করা হয়েছে। জোয়ার-ভাটায় সাগরদাড়ির নদীতে পানি আসছে। স্থানীয়ভাবে পর্যটন গড়ে উঠছে। নদীর পার্কে, ইকোপার্ক, ওয়াকওয়ে পাউবো কর্তৃক নির্মানাধীন রয়েছে। আগামী জুন/২০১৮ মাসে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। এই প্রকল্পে ২৯.৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সাগরদাড়িস্থ কপোতাক্ষ নদের সংরক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হলো:

[ক] প্রকল্প শেষে আলোচ্য অংশে সংরক্ষণ ও মনিটরিং সচল রাখার জন্য পাউবো কে সুপারিশ করা হলো;

[খ] আপার কপোতাক্ষ নদ বিশেষ প্রকল্পের আওতায় খনন করে নিরবিচ্ছিন্ন কপোতাক্ষ নদ সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জেলা নদী রক্ষা কমিটি ও পাউবো-কে পরামর্শ দেয়া হলো।

৪। যশোর শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ভৈরব নদীটি দূষণ ও দখলে ভারাক্রান্ত। এ নদীর উপর দিয়ে ৮টি সংক্ষিপ্ত ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। নদীতে নির্বিচারে শহরের ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিং করা হচ্ছে। নদীর তীরভূমিতে দড়াটানা ব্রিজ, কাঠেরপুল এলাকার নদীর দুপাশে ও নদীর মধ্যে অবৈধভাবে ইবনেসিনা, উত্তরা, ইউনাইটেড, কুইন্স, জনতা হাসপাতাল ও রাজধানী হোটেল গড়ে তোলা হয়েছে। এ নদীর পানির প্রবাহ ময়লা-আবর্জনার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। ভৈরব নদীর উদ্ধার ও দখল মুক্ত করার জন্য নিম্ন বর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

[ক] মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশনানুযায়ী CS মোতাবেক নদীর সীমা চিহ্নিত করতে হবে। তবে RS পর্চা হলে তা CS পর্চার প্রেক্ষাপটে রাজস্ব অফিসার মালিকানা হস্তান্তর, রেকর্ড ৮৭ ও সার্ভের তথ্যাদির ভিত্তিতে SATA এর ধারা ৮৬ ও ৮৭ ধারার মর্মানুযায়ী সীমানার মধ্যে অবৈধ স্থাপনার তালিকা করে অবিলম্বে উচ্ছেদ করার জন্য জেলা প্রশাসক, যশোরকে সুপারিশ করা হলো; [খ] উচ্ছেদ করার পরপর ই নদীটি খননের জন্য কার্যক্রম শুরু করতে হবে। এজন্য পাউবো খননের কার্যক্রম গ্রহণ করবে; [গ] অবৈধ দখলদার বা যে-সকল ক্ষেত্রে মামলা করে সিভিল আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে তা আইনি মোকাবিলার জন্য জেলা প্রশাসক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে চাহিদা মোতাবেক নদী রক্ষা কমিশন আইনি সমন্বয় সহযোগিতা প্রদান করবে; [ঘ] নদীর দু'তীরের উদ্ধারকৃত জায়গার ইকোপার্ক, ওয়াকওয়ে, বসার স্থান নির্মাণ করার জন্য যশোর পৌরসভা কার্যক্রম গ্রহণ করবে; [ঙ] ইতোপূর্বে ভৈরব নদীর কোন অংশ খাস জমি হিসেবে লিজ/বা কবুলিয়াত প্রদান করা হলে অবিলম্বে তা বাতিল করতে হবে।

৫। খুলনা বিভাগীয় কমিটির সভায় নদী কমিশনের চেয়ারম্যান নদী রক্ষা আইন ও বিভিন্ন বিধি-বিধানের ভিত্তিতে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের নদী রক্ষা কমিটির আইনগত দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে আলোচনা করেন। খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার নদ-নদীর বিদ্যমান সমস্যা, নদীর দখল ও দূষণ বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। নদী কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: আলাউদ্দিন খুলনা বিভাগের উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভা, কার্যবিবরণীর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পর্যালোচনায় তিনি উল্লেখ করেন যে, সাতক্ষীরা এবং মেহেরপুর জেলায় নদী কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। এছাড়া প্রেরিত বিবরণীতে নদীর দখল, দূষণ ও নাব্য বিষয়ে পূর্ণ বিবরণী সমস্যার প্রকৃতি ও গভীরতা সমাধানের কোনও প্রস্তাব থাকে না। দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে অনেক উপজেলায় অদ্যাবধি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় নি। মাঠ পর্যায়ে কমিটি সমূহের কার্যাবলি আরো গতিশীল করার জন্য নিম্নবর্ণিত পরামর্শ দেয়া হলো:

[ক] জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দেশনা দিতে পারেন। [খ] যুক্তিসংগত সময়ে কমিটিসমূহের সভা অনুষ্ঠানের জন্য বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটি, জেলা নদী রক্ষা কমিটির ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির আহবায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। [গ] সভার কার্যবিবরণীতে দখল, দূষণ, অন্যান্য ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট প্রস্তাব ও সমাধানের সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে নদী রক্ষা কমিশন ও সরকারের করণীয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৬। খুলনা বিভাগীয় কমিশনার, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে "নদী বাঁচাও, দেশ বাঁচাও" স্লোগানের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিও লক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‌্যালির আয়োজন করা হয়। র‌্যালিতে বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয়ের কর্মকর্তা, পাউবো কর্মকর্তা, স্থানীয় পরিবেশ ও পানি বিষয়ক এনজিও ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তির্গ, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার র‌্যালির শুভ উদ্বোধন করেন। নুর নগর পাউবো অফিস প্রাঙ্গন হতে শুরু হয়ে বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয়ের সামনে সমবেত হয়। তথায় বিভাগীয় নদী দূষণ, দখল, নাব্যতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। র‌্যালিতে চেয়ারম্যান, নদী রক্ষা কমিশন সমাবেশে তিনি নদী রক্ষায় নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আহবান জানান।
[ক] জাতীয় সম্পদ হিসেবে নদী রক্ষায় সকলের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য হিসেবে সচেতন হওয়ার এবং অপরকে সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ জানান। [খ] নদী রক্ষায় সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত প্রয়াস সক্রিয় রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

৭। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা ও পাউবো, খুলনার, যৌথ ব্যবস্থাপনায় খুলনা বিভাগাধীন নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের করণীয় শীর্ষক এবং খুলনা বিভাগাধীন নদীর ভাঙন, নাব্যতা, হাইড্রোলজিক্যাল ও জিওমরফোলজিক্যাল পরিবর্তন এবং বিদ্যমান সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ পূর্বক সমস্যা সমাধানের উপায় শীর্ষক মোট দু'টি মূলভাব পত্র [Key note] উপস্থাপন করা হয় [অনুলিপি সংযুক্ত]। জনাব আশীষ বাবু নদীর সায়েন্টিফিক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন। প্রথমে সমস্যা চিহ্নিত করার প্রস্তাব করেন। জনাব সুভাষ চন্দ্র সরকার অন্য আরেকটি মূলভাব পত্র উপস্থাপন করেন। তার উপস্থাপনে খুলনা বিভাগের মোট নদ-নদীর সংখ্যা, দূষণ ও দখলের অবস্থা এবং দখল দূষণের কবল হতে নদ-নদী রক্ষার জন্য করণীয় বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে। উপস্থাপিত বিষয়ের উপর মুক্ত আলোচনা করা হয়। সুধী সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও কর্মীদের মতামত ও সাজেশন গ্রহণ করা হয়। উপস্থাপিত পেপারের উপর খুলনা বিভাগীয় কমিশনার জনাব লোকমান আহমেদ এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বক্তব্য রাখেন। জনাব লোকমান আহমেদ বলেন যে, সেমিনারের সুপারিশসমূহ সমন্বিত আকারে প্রেরণ করা হবে এবং প্রস্তাব অনুসারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। নদী কমিশনের চেয়ারম্যান সেমিনারে উপস্থাপনকারীদ্বয়কে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের সুপারিশসমূহ যাচাই-বাছাই করে সমন্বিত বাস্তবায়ন করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপের আশ্বাস প্রদান করেন। সবশেষে বিভাগীয় কমিশনার সেমিনারে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০২৯.০০১.১৪- ২০২

তারিখ: ১১ এপ্রিল, ২০১৮

অনুলিপি : সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:
০১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
০২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
০৫। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় [মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
০৮। সচিব [যুগ্মসচিব], জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
০৯। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।
১০। জেলা প্রশাসক, খুলনা/যশোর/বাগেরহাট/ঝিনাইদহ/চুয়াডাঙ্গা।
১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, খুলনা/যশোর/বাগেরহাট/ঝিনাইদহ/চুয়াডাঙ্গা।
১২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১৩। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১৪। দপ্তর কপি।

মো: সাইদুর রহমান
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: চুয়াডাঙ্গা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং নবগঙ্গা ও মাথাভাঙ্গা নদী পরিদর্শন প্রতিবেদন।

তারিখ: ০৬ আগস্ট/২০১৮ ।। স্থান: চুয়াডাঙ্গা

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার গত ০৫/০৮/২০১৮ তারিখ থেকে ০৬/০৮/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলা সফর করেন। সফরসঙ্গী হিসেবে কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন চুয়াডাঙ্গা জেলার নবগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা নদী পরিদর্শন এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন। বর্ণিত কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলো:

জেলা প্রশাসক জনাব জিয়াউদ্দিন আহম্মেদ সফর প্রারম্ভে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আরিদুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা জেলার নদ-নদীর সামগ্রিক চিত্র পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রধান প্রধান নদ-নদীসমূহ: মাথাভাঙ্গ, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা, ভৈরব নদী।

মাথাভাঙ্গা নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ১৬৭০.০০ মিটার তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ সম্পন্ন করে নদী ভাঙন থেকে জানমাল রক্ষা করা হয়েছে। বর্তমানে মাথাভাঙ্গা নদীটি পুনঃখনন করে প্রবাহ বৃদ্ধি করা এবং নির্জলতার সৃষ্টির লক্ষে ডিপিপি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে।

কুমার নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, কুমার নদীর আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমার ইউনিয়নের পারকুলা ইনলেট স্ট্রাকচার থেকে কালিদাসপুর ইউনিয়নের হাউলসুর স্লেপ স্ট্রাকচার পর্যন্ত ৬.০০০ কিমি অংশ জিকে [গঙ্গা-কপোতাক্ষ] সেচ প্রকল্পের গঙ্গা প্রধান খাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নির্জলতার সৃষ্টি এবং অত্র এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষে কুমার নদীর উৎসমুখ হতে ৭০.০০০ কিমি: পুনঃখননের প্রস্তাবনা বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে।

ভৈরব নদী সম্পর্কে তিনি বলেন মেহেরপুর জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ভৈরব নদীর ২৯.০০০ কিমি: অংশে চুয়াডাঙ্গা পওর বিভাগের মাধ্যমে পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৬.০০০ কিমি [চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর অংশ] পুনঃখননের জন্য ডিপিপি প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

নবগঙ্গা নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, নদীর দৈর্ঘ্য ১৮৫.০০ কিমি [প্রায়], জেলাভিত্তিক দৈর্ঘ্য ৩০.০০০ কিমি [প্রায়], নদীর উৎসমুখ/এলাকার নাম মাথাভাঙ্গা, নদীর বাম পাড়/ইসলামপাড়া [উপজেলা-চুয়াডাঙ্গা সদর, জেলা- চুয়াডাঙ্গা], নদীর পতিতমুখ মধুমতি নদী/বড়দিয়া [উপজেলা-লোহাগড়া, জেলা- নড়াইল], গতিপথের গুরুত্বপূর্ণ স্থান/শহর চুয়াডাঙ্গা সদর, হরিণাকুন্ডু, ঝিনাইদহ সদর, শৈলকুপা, মাগুরা সদর, লোহাগড়া, নড়াইল সদর।

চিত্রা নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, নদীর দৈর্ঘ্য: ১৫৫.০০ কিমি: [প্রায়], জেলাভিত্তিক দৈর্ঘ্য: ৩০.০০০ কিমি: [প্রায়], নদীর উৎসমুখ/এলাকার নাম: মাথাভাঙ্গা নদীর বাম পাড়/গোপালখালি-দর্শনা [উপজেলা-দামুড়হুদা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা], নদীর পতিতমুখ: ভৈরব/ফতেহপুর [উপজেলা-যশোর সদর, জেলা- যশোর], গতিপথের গুরুত্বপূর্ণ স্থান/শহরসমূহ দর্শনা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা সদর, কোটচাঁদপুর, কালিগঞ্জ, যশোর সদর, নড়াইল।

নদী সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, জেলায় নদ-নদীর সিএস রেকর্ড না থাকায় সীমানা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। যার ফলে নদী পুনঃখননের উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে ডিজাইন করা যাচ্ছে না। এছাড়া সঠিকভাবে সীমানা নির্ধারণ করতে না পারার কারণে অবৈধ দখলদারদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না এবং অবৈধ দখলদারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য বাজেট চাহিদা বোর্ডে প্রেরণ করা হলেও এখন পর্যন্ত কোনরূপ বরাদ্দ পাওয়া যায় নাই। ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি প্রস্তাবনা গত মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে এখন পর্যন্ত অনুমোদন হয়নি। প্রয়োজনীয় লোকবল সংকট থাকার পরেও প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুতকরণ, প্রয়োজনীয় জরিপ কাজ, ডাটা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরন ইত্যাদি কাজের জন্য পুরোপুরি মাঠ দপ্তরের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে অধিক সময় লাগছে। অত্র জেলার মাথাভাঙ্গা নদী ব্যতিত বাকি সবগুলি নদীতে প্রবাহ নাই বললেই চলে। মাথাভাঙ্গা নদীতেও শুষ্ক মৌসুমে প্রবাহ অনেক কম থাকে। প্রত্যেকটি নদীর নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। যার ফলে বর্ষাকালে কিছু পানি থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে কোন পানি থাকে না। এ

জেলার সকল নদী খনন করা হলে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে, জলাধার সৃষ্টির মাধ্যমে সেচ/নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি হবে, কৃষি/মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

ব্র্যাকের প্রতিনিধি জনাব আবাসীর আলম নদী রক্ষায় আন্তর্জাতিক ইস্যুতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কী কাজ করছে তিনি তা জানতে চান। নদীতে বাঁধ দেয়া, নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করা ইত্যাদি কারণে নদী মারা যাচ্ছে। নদীর জমি কাউকে লিজ না দেয়ার সুপারিশ করেন।

প্রথম আলোর প্রতিনিধি জনাব শাহ আলম বলেন যে, ভৈরব নদীর উৎসমুখ ভারত হয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। কুমার নদীর বুকে অসংখ্য ইট ভাটা এবং পুকুর করা হয়েছে। কুমার নদীতে বিভিন্ন প্রকল্পের কারণে বর্তমানে নদীটি মৃতপ্রায়। কুমার নদীর জলকপাটের কারণে পানির প্রবাহ কমে গেছে। বিভিন্নভাবে নদী খনন করা হচ্ছে। তিনি সমন্বিতভাবে নদী খননের আহ্বান জানান। এতে পানির রিজারভার তৈরি হবে। নদীকে সংকুচিত করে অপরিকল্পিত সেতু, কালভার্ট তৈরি করায় নদী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে কাজ করার আহ্বান জানান। যারা নদী দখলের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ড.মাহাবুবুর রহমান বলেন যে মৎস্য অধিদপ্তরের জলাশয় সংস্কার এর মাধ্যমে মৎস্য চাষ প্রকল্প রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে মৃত নদীতে খনন করে মৎস্য চাষ করা হয়। নবগঙ্গা নদীর দুই কিলোমিটার খনন করে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে আরও খনন করা হবে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য অল্প পরিসরে নদী খনন করা হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ নদী খনন করার দায়িত্ব পানি উন্নয়ন বোর্ডের।

জেলা কৃষি কর্মকর্তা বলেন যে, কৃষকরা নদীতে পানি না থাকায় পাট জাগ দিতে পারছে না। এখানে আর্সেনিকের প্রকোপ রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, নদী বাঁচলে জীববৈচিত্র্য রক্ষা পাবে।

চেয়ারম্যান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, কুষ্টিয়া জেলায় দৌলতপুরে প্রায় তিনশত প্রতিবন্ধি রয়েছে। এত অল্প এলাকায় এত সংখ্যক প্রতিবন্ধি থাকায় তিনি বিষয় প্রকাশ করেন। মূলত তামাক চাষ করার কারণে এমনটি হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে তিনি কৃষি কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চেয়ারম্যান মহোদয় সাংবাদিকদের বিষয়টি তুলে ধরার আহ্বান জানান।

কৃষি কর্মকর্তা বলেন যে, তামাক চাষের পরিবর্তে তুলা, তেজপাতা চাষ করা যেতে পারে। তিনি বলেন যে টোবাকো কোম্পানি চাষিদের অধিক প্রণোদনা দেওয়ায় তারা তামাক চাষে আগ্রহী হয়।

সড়ক ও জনপথের নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন যে, ব্রিজ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে তারা নদীর হাইড্রো এবং মরফোলজিক্যাল স্টাডি করে ব্রিজ নির্মাণ করে। ফলে নদী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র জনাব মালেক বলেন যে, নদী খনন এবং পানির রিজারভার তৈরি করতে হবে। নদীর উভয় পাড়ে ওয়াকওয়ে নির্মাণ করতে হবে। তিনি বলেন, ইসলামপাড়া নদী ভাঙনের শিকার। তিনি দ্রুত এই ভাঙন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানান।

মুক্তিযোদ্ধার সাবেক কমান্ডার বলেন যে, এই এলাকার প্রধান মাথাভাঙ্গা নদীর পানির প্রবাহ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। মাথাভাঙ্গা নদীকে তিনি বৃহৎ পানির আধার তৈরির আহ্বান জানান। চুয়াডাঙ্গায় সব ধরনের কৃষি ফসল উৎপাদন হয়। ফলে এখানে পানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারা বছর কৃষি কাজের জন্য পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কেরু কোম্পানির কারণে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। তিনি ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করার তাগিদ দেন। তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার আহ্বান জানান।

সাবেক অধ্যক্ষ জনাব সিদ্দিকুর রহমান জানান যে, নদী না বাঁচলে দেশ বাঁচবে না। এ এলাকার কৃষি কাজ চলমান রক্ষার্থে নদীকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। টোবাকো কোম্পানি কর্তৃক চাষিদের অধিক প্রণোদনা দেওয়ায় তারা তামাক চাষে আগ্রহী হয়। পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও এ কাজে জড়িত রয়েছেন। ফলে মেয়েরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

সভায় উপস্থিত অপর সাবেক অধ্যক্ষ বলেন যে, কুষ্টিয়ার গড়াই নদীতে পানি না থাকায় মাথাভাঙ্গা নদীতে পানি প্রবাহ নেই। তাই উৎসমুখে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে পারলে মাথাভাঙ্গা নদীতে পানির প্রবাহ পাওয়া যাবে। আলুদিয়ার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান চিত্রা নদী খননের আহ্বান জানান।

দামুড়হুদা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন যে ভাদ্র আশ্বিন মাসে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। নদী রক্ষায় তিনি নিয়মিত উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা করেন। খালগুলো ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড হওয়ায় তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও তিনি ভৈরব নদী খননের আহ্বান জানান।

ডেইলি স্টার পত্রিকার সাংবাদিক এম এ হাসেম নদী রক্ষায় রাজনৈতিক কমিটমেন্টের গুরুত্ব তুলে ধরেন। মাথাভাঙ্গা নদীতে ব্যাপক বর্জ্য, আবর্জনা নিক্ষেপ-নিষ্কাশন করা হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার পরামর্শ দেন তিনি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কলিমুল্লা বলেন যে, ফারাক্কা বাঁধের কারণে দেশের নদ-নদীগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নদীগুলোতে পলিমাটি জমায় পানির ধারন ক্ষমতা কমে গেছে। নদী খনন করলে বর্ষা মৌসুমের পানি নদীতে ধারণ করা যাবে এবং শুষ্ক মৌসুমে কৃষি কাজসহ অন্যান্য কাজে এই পানি ব্যবহার করা যাবে।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ফরহাদ খন্দকার বলেন যে, সিএস পর্চা অনুসারে নদীর সীমানা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে বিভিন্ন মৌজার ২৬৫ টি শিট ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের নিকট চেয়েছেন। মৌজা নকশার এই শিটগুলো পেলে নদীর সীমানা নির্ধারণসহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা যাবে।

সার্বক্ষণিক সদস্য উপস্থিত সকলকে নদীময় শুভেচ্ছা জানান। তিনি নিয়মিত নদী রক্ষা কমিটির সভা করার আহ্বান জানান। নদী রক্ষার প্রধান দায়িত্ব জেলা প্রশাসনের। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাদের নদী রক্ষায় তেমন তৎপরতা দেখা যায় না। তারা নদীর কোন খোঁজ খবর রাখেন না। তিনি নদী রক্ষায় সহকারী কমিশনার [ভূমি] গণকে আরও তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান। উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিতে বেসরকারি প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান। মাথাভাঙ্গা ব্রিজের নিকট ব্যাপক বর্জ্য ফেলা হয়। তিনি নদীতে বর্জ্য না ফেলার অনুরোধ জানান। ইসলামপাড়ার স্লুইস গেটের কারণে নবগঙ্গা নদী মৃত। তিনি স্লুইস গেট অপসারণের দাবি জানান। এতে নবগঙ্গার পানির প্রবাহ নিশ্চিত হবে। তিনি নদীকে সংকুচিত না করে অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, আরএস ও এসএ জরিপ নদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নদীর ক্ষেত্রে সিএস পর্চা অনুসরণ করতে হবে। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সিএস অনুসারে নদীর সিমানা নির্ধারণ করতে হবে। নদীর জমি লিজ দেওয়া যাবে না। নদী/খাল কখনই ব্যক্তি মালিকানায় হতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন যে, ১৯৭৬ সালে যেটি খাল ছিল বর্তমানেও সেটি হিসেবে বিবেচিত থাকবে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সভার আলোচনাকালে তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে হৃদয় দিয়ে বোঝার জন্য। তিনি আরও বলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন প্রায় ৫০ কোটি লোক ছিল। এই ৫০ কোটি লোক মিলে এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। ধন্যবাদ জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর সৎ, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা শুনি তখন আমরা লজ্জায় অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সততা নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড , এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, বাওর খনন করতে হবে। তিনি নদীর নাব্যতা নষ্ট করে কোনো ব্রিজ, কালভার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক [বর্তমান ও আগামীর] জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায়

না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অশুদ্ধতার প্রমাণভিত্তিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জলপথের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জলপথ/নাব্যিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দুষণ আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রয়ণ বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে ['জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে] এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৮০ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী বিলুপ্ত পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। খুলনার তেরখাদার ভূতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আশা যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির কাম্য প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা ধরেই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুষম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদী হতে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহবান জানান। নদীর জায়গা জবরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান বলেন যে, নদী বিষয়ে পূর্বে আমাদের তেমন কোন সচেতনা ছিল না। নদী কমিশন গঠিত হওয়ার পর আমাদের সচেতন বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি গড়াই নদীর উৎস মুখ, নবগঙ্গা ও চিত্রা নদী খননের আহবান জানান। গড়াই থেকে মধুমতি পর্যন্ত কয়েকটি ব্যারেজ নির্মাণ করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে আরও অধিক রিসার্স প্রয়োজন। মাথাভাঙ্গা নদীর স্লুইস গেইট অপ্রতুলই যথেষ্ট নয়। নবগঙ্গা নদী খনন করতে হবে। তাহলেই মাথাভাঙ্গা নদীর পানি নবগঙ্গা নদীতে প্রবেশ করবে। মাথাভাঙ্গা নদী খননের প্রকল্প দ্রুত পাশ করার আহবান। প্রকল্পের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করার কথা বলেন। এছাড়াও পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রকল্প দ্রুত পাশ করার জন্য মেয়রকে উদ্যোগী হবার আহবান জানান।

ইটভাটা আইনকে যুগোপযোগী করার আহবান জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরকে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে যথাযথ তদন্ত করার কথা বলেন। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেন। টপ সয়েল এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। টপ সয়েল কাটা বন্ধ করার আহবান জানান।

তিনি সরকারের সকল দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় করে প্রকল্প নেওয়ার আহবান জানান। জিকে প্রকল্পে কিছু অবৈধ দখল রয়েছে। এই অবৈধ দখল অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। নদীর জমি কাউকে লিজ দেওয়া যাবে না।

সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য তরল কিংবা কঠিন, নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকরভাবে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার

নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারি কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা বলি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সৎসাহস ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ময়লা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহ্বান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

তিনি আরও বলেন খননকৃত মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে করতে হবে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	[ক] চুয়াডাঙ্গা সদরে ৩নং কুতুবপুর ইউনিয়নে হাসানহাটি গ্রামে নবগঙ্গা নদীতে দুপার্শ্বে অবৈধভাবে দখল করে ব্যক্তি মালিকানার জমি বলে ভোগদখল এবং বিক্রি হচ্ছে। অবিলম্বে নবগঙ্গা নদীর চুয়াডাঙ্গা জেলার ৩০ কিমি] সীমানা ঠিক করতে হবে। সিএস মোতাবেক নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। [খ] সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই সার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা। ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।
০২।	চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের পোশাকপাড়া ও ইসলামপাড়া নবগঙ্গা নদীর উৎসমুখের সন্নিকটে একটি স্লুইস গেট দেয়া আছে। এই গেইট নির্মাণ করার জন্য নদীটি মরে গেছে। অবিলম্বে স্লুইস গেটটি অপসারণ করলে বা ৪টি গেইট খোলে দিলে নদীতে বর্ষাকালে পানি প্রবাহ হবে। ফলে নদীর অবৈধ দখল ৫০% কমে যাবে। এজন্য সত্বর গেটটি খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা। ২। মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, চুয়াডাঙ্গা। ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চুয়াডাঙ্গা ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।
০৩।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা গড়ে উঠলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ৩। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] চুয়াডাঙ্গা ৫। সহকারী কমিশনার, [ভূমি], সকল]

	দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা ভিত্তি যে কোনো সময় [at any time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সমন্বয়বদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	চুয়াডাঙ্গা
০৪।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন, এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ৩। পুলিশ সুপার , চুয়াডাঙ্গা ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] চুয়াডাঙ্গা ৫। সহকারী কমিশনার, ভূমি[,সকল] চুয়াডাঙ্গা
০৫।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কিংবা] ১৪৭-১৫১ ধারার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনি/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অনুসরণ। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ৫। পুলিশ সুপার , চুয়াডাঙ্গা ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] চুয়াডাঙ্গা ৭। সহকারী কমিশনার ,ভূমি[সকল] চুয়াডাঙ্গা
০৬।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনানুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ৪। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ৫। পুলিশ সুপার , চুয়াডাঙ্গা ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] চুয়াডাঙ্গা ৭। সহকারী কমিশনার ,ভূমি[সকল] চুয়াডাঙ্গা

	প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-খনন ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও চোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায্যানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	
০৭।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর চোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর চোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] চুয়াডাঙ্গা ৫। সহকারী কমিশনার ,ভূমি[সকল] চুয়াডাঙ্গা
০৮।	ভূগর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে স্কুল/কলেজ/ মসজিদ/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গায় উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/ উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চুয়াডাঙ্গা ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] চুয়াডাঙ্গা ৫। সহকারী কমিশনার ,ভূমি[সকল] চুয়াডাঙ্গা
০৯।	জেলার মধ্যে পাউবো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অব্যবহৃত রয়েছে যথাযথ ব্যবহার না করার ফলে জমিগুলো বে-দখল হয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে রিজিউম করা যেতে পারে। এছাড়াও কৃষি জমির টপ সয়েল বিক্রি বন্ধ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চুয়াডাঙ্গা ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।
১০।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চুয়াডাঙ্গা
১১।	পার্শ্ববর্তী কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুরে প্রায় তিনশত প্রতিবন্ধি রয়েছে। এত অল্প এলাকায় এত সংখ্যক প্রতিবন্ধি থাকায় তিনি বিষয় প্রকাশ করেন। মূলত তামাক চাষ করার কারণে এমনটি হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে তিনি কৃষি কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তামাকের চাষের কারণে এই উপজেলার অধিকাংশে শিশু প্রতিবন্ধিত্ব ও অটিজমের শিকার।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।

	তামাক চাষ অত্র এলাকার পরিবেশ ও জলাশয় কেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তামাকের বিকল্প শস্য চাষ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবে।	
১২।	[ক] মাথাভাঙ্গা হতে সৃষ্ট নবগঙ্গা লোহাগড়া ও নড়াইলে মধুমতি নদীতে পতিত হয়েছে। ঐ পর্যন্ত নদীর প্রবাহ চালু করা যেতে পারে। চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন ৩০ কিমি নদীর সীমানা নির্ধারণ করে নদীর দুপার্শ্বে হাঁটার পথ ও তীর ভূমি সৃষ্টি করতে হবে। [খ] Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভার আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চুয়াডাঙ্গা ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] চুয়াডাঙ্গা ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চুয়াডাঙ্গা
১৩।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চুয়াডাঙ্গা ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চুয়াডাঙ্গা ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] চুয়াডাঙ্গা ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চুয়াডাঙ্গা
১৪।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], চুয়াডাঙ্গা ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চুয়াডাঙ্গা
১৫।	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্টে নদী সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান মামলাগুলি আইনি মোকাবিলা করে সত্বর নিষ্পত্তি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার তালিকা প্রণয়ন, পিপি/জিপি নিয়োগ এবং এস,এফ [Statement of Facts] যথাযথভাবে তৈরি করে মামলাগুলি মোকাবিলা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], চুয়াডাঙ্গা ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চুয়াডাঙ্গা
১৬।	[ক] নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ২। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ৩। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], চুয়াডাঙ্গা ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] , চুয়াডাঙ্গা

১৭।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙ্গন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা ২। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ৩। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল], চুয়াডাঙ্গা ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চুয়াডাঙ্গা
১৮।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় নিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] চুয়াডাঙ্গা ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চুয়াডাঙ্গা
১৯।	[ক] চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারের নিকট মাথাভাঙ্গা ব্রিজের উপর ব্রিজের পূর্ব দিকে ডানে-বামে শহরের ময়লা-আবর্জনা নদীতে ডাম্পিং করা হচ্ছে। মাথাভাঙ্গা নদীতে কোন আবর্জনা ডাম্পিং করা যাবে না। [খ] নদীতে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও যুৎসই প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [গ] কোনোক্রমেই কোনো ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [ঘ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।	১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ২। মেয়র, চুয়াডাঙ্গা, পৌরসভা ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, চুয়াডাঙ্গা ৪। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা ৬। মেয়র, কুষ্টিয়া পৌরসভা, চুয়াডাঙ্গা ৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] চুয়াডাঙ্গা ৮। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চুয়াডাঙ্গা
২০।	জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/গণসংযোগ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী

		অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, চুয়াডাঙ্গা ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সদর], চুয়াডাঙ্গা।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৪১]- তারিখ: ২৮ শে অক্টোবর, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৮। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১০। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা
১১। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা
১২। মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, চুয়াডাঙ্গা
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/ এল.জি.ইডি/সড়ক ও জনপথ, চুয়াডাঙ্গা
১৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, চুয়াডাঙ্গা
১৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সদর, চুয়াডাঙ্গা
১৭। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৮। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: সিলেট জেলাধীন জাফলং ও আমাকিল এলাকার নদ নদী দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা এবং ডাউকী ও পিয়াইন নদীর দখল, দূষণ সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন।

প্রধান অতিথি : জনাব শাজাহান খান, এম.পি. মাননীয় মন্ত্রী, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়

বিশেষ অতিথি : ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
: জনাব মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট।

সভাপতি : জনাব নুমেরী জামান, জেলা প্রশাসক, সিলেট।

স্থান : নলজুরী মাদল, সিলেট
তারিখ : ১৫/০৯/২০১৮

জেলা প্রশাসক সিলেট এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অনুমতিক্রমে বর্ণিত সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এম.পি বলেন যে, পিয়াইন ও ডাউকি নদীর দখল, দূষণ ও ভরাট রক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন। এ কারণে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, জেলা প্রশাসকসহ ডাউকি ও পিয়াইন নদী সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। নদী দুটিকে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিগত-কোন সরকার নদী খননের জন্য কোন কাজ করেনি। বর্তমান সরকার নিয়মিত নদী খনন করে যাচ্ছে। কিভাবে পিয়াইন ও ডাউকি নদী রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যই এই সভার আয়োজন করা হয়েছে।

২। সভার সভাপতি জেলা প্রশাসক গত-১৬/০৫/১৮ ইং তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলাধীন সারী নদী এবং জাফলং-এর ডাউকী ও পিয়াইন নদী সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন এর নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষন ও সুপারিশসমূহ পাঠ করে শুনান। এ সভায় বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি, বেলা, বাপা, কেসরকারি এবং এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক বলেন যে, গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়েকটি বাস্তবায়ন হয়েছে এবং কয়েকটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনান্তে প্রদত্ত সুপারিশ [১২ দফা] সমূহ নিম্নরূপ:
[১] সারী নদীর 'হাইড্রোলজিক্যাল/মরফোলজিক্যাল স্টাডি' সমন্বিত প্রযুক্তি: RS, GIS I GPS ব্যবহার/প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করাতে হবে।
[২] মাইন্দ্র বাঁধ অপসারণ বিষয়ে JRC ভারত সরকারের সাথে দ্রুত আলোচনা করা এবং ফলপ্রসূ ফলাফলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
[৩] সারী নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
[৪] সারী নদী এবং এর উপনদী বড়গাং ও কাটাগাং এর স্বাভাবিক নাব্যতা পুনরুদ্ধার করতে নদী খনন/ড্রেজিং/বৃক্ষ রোপন/ পর্যটন ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারে একটি মাস্টার প্লানের মাধ্যমে অবিলম্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। এ এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মৎস্য ও কৃষি উৎপাদন, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে সমীক্ষার মাধ্যমে সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
[৫] [ক] ডাউকি ও পিয়াইন নদীর গর্ভ থেকে নদী ও নদীর নাব্যতা ধ্বংস এবং জাতীয় সম্পদের ক্ষতিসাধন রোধ ও অবৈধভাবে পাথর ও বালু উত্তোলন সংশ্লিষ্ট আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে অবিলম্বে পাথর উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। [খ] এ অবৈধ পাথর ব্যবসায়ীদের সাথে আইনি লড়াই জোরদার করার ব্যবস্থা জেলা প্রশাসন/সরকার কর্তৃক আবশ্যিক ও অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে। আদালতে চলমান মামলাগুলির আইনগত অবস্থা ও অবস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
[৬] জাফলং এর জীববৈচিত্র্য/পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও পর্যটন সম্ভাবনা পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়ন মূলক উদ্যোগ/প্রস্তাব বাস্তবতার নিরিখে কালবিলম্ব না করে গ্রহণ করতে হবে।

[৭] [ক] অবৈধভাবে ব্যবহৃত স্টোন-ক্রাশার মেশিন অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে; [খ] আইন প্রয়োগে জব্দ করে ধ্বংস করতে হবে এবং অবৈধ ব্যবসায়ী চক্রকে ফৌজদারী আইনে/পরিবেশ আইনের অধীনে বিচারে সোপর্দ করতে হবে; [গ] সংশ্লিষ্ট আইনের ন্যায়ানুগ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের স্বার্থ/জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ অতীব জরুরি ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে।

[৮] তামাবিল স্থল বন্দর এবং জাফলং এলাকার পর্যটন শিল্পের প্রসারের সুবিধা গ্রহণের লক্ষে সিলেট-জাফলং মহাসড়ক দ্রুতই সংস্কার করে যানবাহন চলাচল উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

[৯] স্টোন-ক্রাশার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে; এবং এটি যতদ্রুত করা যাবে তত দ্রুতই জাতীয় এ সম্পদঃ নদী, পানি সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ কাজে জোরালো ভাবে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্পৃক্ততা/সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা আয়োজনের কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করতে হবে। তবে এ জাতীয় সম্পদের অবৈধ দখলকারী/ধ্বংসকারী যে সংগঠন/সংস্থা/গোষ্ঠীরই হোক না কেন, তিনি বা তারা যত বড় শক্তিশালীই হউক না কেন প্রযোজ্য আইনের প্রয়োগ নির্ভয়ে ন্যায়পরায়নতার সঙ্গে রাষ্ট্র/জাতীয় স্বার্থেই নিশ্চিত করতে হবে।

[১০] বেলা ডাউকী/পিয়াইন/সারীসহ সকল নদীপথ, নদী তীর ফোরশোরসহ পর্যটন এলাকার সরকারি জমির অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার, নদীকে দূষণমুক্ত করণ এবং পানি-পরিবেশ সংরক্ষণার্থে বিভিন্ন আদালতে চলমান সকল মামলার আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। BELA কিংবা অন্যান্য পরিবেশ সংরক্ষণকারী সংস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্রের/জাতীয় স্বার্থে এসকল মামলার আইনি-লড়াই জোরদার করণার্থে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/বিভাগীয় প্রশাসন/জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরগুলি তাদের নিজস্ব বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট নিয়োগ করে সত্যিকার চিত্র/অবস্থা বিজ্ঞ আদালতে তুলে ধরার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও তাদের আইনজীবী নিয়োগপূর্বক মামলা রুজু করবেন। চলমান মামলায় পক্ষভুক্ত হয়ে জোরালো আইনি লড়াই চালিয়ে যাবে এবং দেশের ও জনগনের নদী সংশ্লিষ্ট জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

[১১] সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের যৌথ উদ্যোগে জাফলং এলাকায় জনসচেতনতা কর্মসূচিসহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আশু সুফল পাওয়া যাবে। একাজে বিভাগীয়/জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করবে।

[১২] বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর যথা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩। উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরেন যা নিম্নরূপঃ উল্লেখ্য যে, উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহকে বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক..........তারিখে নির্দেশনাপত্র জারি করছে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃকও জারী করেছে এবং অনুক্রোমক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণার্থে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

[১] সড়ক ও জনপথের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব উৎপল সামন্ত বলেন যে, অত্র এলাকার ৮ কি.মি. দৈর্ঘ সড়কের অবস্থা বেহাল। শীঘ্রই এই সড়কের দূর অবস্থার পরিবর্তন হবে। রাস্তা সংস্কারে ১২৫ কোটি টাকার মধ্যে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে। আগামী নির্বাচনের আগে সড়কের অবস্থা আরো উন্নয়ন করা হবে।

[২] পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহি প্রকৌশলী মো: সিরাজুল ইসলাম বলেন যে, নির্বাচনের আগে প্রতি জেলায় একটি করে খাল খনন করা হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড সে লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে।

[৩] পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আলতাফ হোসেন বলেন যে, নদীতে যারা বর্জ্য ফেলে তাদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তালিকা প্রণয়নের পর তাদের উচ্ছেদ করা হবে। নদীর পাড়ের ইটভাটার তালিকা তৈর করা হচ্ছে, ৬০০টি স্টোন ক্রাশার রয়েছে। জাফলং ও কোম্পানিগঞ্জ থেকে পাথর উত্তোলন করা হয়। জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন হতে ৪০০টি ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। নদীর পাড়ে কারখানার ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২৩টির মধ্যে ২২টি ইটিপি কার্যকর রয়েছে। প্রাণ, স্কয়ার সুতাং নদী দূষণ করছে। নদী কে দূষণের জন্য মাধবপুরে অবস্থিত মার পি: কে ১৭,০০,০০০/- [সতের লক্ষ] টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

৪। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন যে, পূর্ব জাফলং নদীতে বাঁধ দেওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। হিলদির খালের বাঁধ অপসারণের দাবি করেন এবং এ ব্যাপারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৫। কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপপরিচালক বলেন যে, বোরো চাষের সময় পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না। অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনতে ৫১ কোটি টাকার প্রকল্পের অধিকাংশ অর্থ খাল খননের জন্য বরাদ্দ ছিল। উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধিন আছে। শুষ্ক মৌসুমে সেচের সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। কোন কোন খাল খনন করলে কৃষির/সেচের সুবিধা হবে সেটির বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সেইভাবে খাল গুলো খনন করা হয়নি।

৬। জেলা মৎস্যকর্মকর্তা সুলতানা আহমেদ বলেন যে, নদীর প্রবাহের সাথে মৎস্য সম্পদ ওতোপ্রতভাবে জড়িত। আগে ৬৭% মৎস্য প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরিত হতো, বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাছ চাষ করতে হয়। সারি নদীতে মাছের প্রাকৃতিক

প্রজনন উৎস ছিল, বর্তমানে সেটি আর নেই। বর্তমানে অনেক দেশীয় মাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি নদীর সংযোগ খাল গুলো খনন করার আহবান জানান। এতে মাছের চারণ ভূমি তৈরি হবে।

৭। পর্যটন করপোরেশনের ম্যানেজার জনাব জাহিদ হোসাইন বলেন যে, সিলেট ব্রান্ডিং এর জন্য কাজ করা হচ্ছে, বিছানাকান্দি, রাতারগুলে টুরিজম স্পট করা হচ্ছে। পর্যটকদের যাওয়ার রাস্তা গুলো ভালো নয় এবং অত্র এলাকার নদী গুলোর পূর্বের অবস্থা ফিরে এলে পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সিলেটে একটি ফাইভ স্টার হোটেল নির্মান করা হবে এবং প্রাকৃতিক কন্যা নলছুড়িতে ৫০ রুমের একটি আবাসিক হোটেল তৈরি করা হবে।

৮। বেলার প্রতিনিধি এ্যাডভোকেট শাহেদা আক্তার বলেন যে, ২০০৯ সাল থেকে ডাউকি, পিয়াইন নদী রক্ষা আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনের বিষয়ে ম্যানুয়ালি পাথর তুলতে হবে, যান্ত্রিকভাবে পাথর উত্তোলন পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ। ডাউকি পিয়াইন নদী বর্তমান খাওরে পরিনত হচ্ছে। ডাউকী নদীর উপর নির্মিত ব্রিজ অপসারণে রিট করা হয়েছিল। ডাউকি নদীকে Ecological Critical Area হিসাবে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। তারপরও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। পাথর ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন বিষয়ে আদালতে রিট দাখিল করে তাদের অনুকূলে রায় নিয়েছে। বেইলী ব্রিজের বিষয়ে রিট করা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন ফলাফল পাওয়া যায়নি। ২০১০ সালে পর্যটন করপোরেশন গঠিত হয়েছিল। জাফলং এখনও পর্যটন এলাকা হিসাবে ঘোষনা করা হয়নি।

৯। সাংবাদিক আকাতার চৌধুরী বলেন যে, নদ নদী , খাল, বিল জলশয়ের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিনি প্রধান অতিথি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরো বলেন যে, পাহাড় পর্বত থেকেই নদীর উৎপত্তি হয়। নদী গুলোর নাব্যতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানান। নদ নদীর ১০ কিলোমিটার এলকার মধ্যে কোন কলকারখানা নির্মান করা যাবে না। স্টোন ক্রাশার মেশিন গুলোকে অন্য এলাকায় স্থানান্তরের আহবান জানান।

১০। বাপার প্রতিনিধি বলেন যে, এখানকার প্রকৃতি ব্যাপক দূষণের শিকার। গুম নদীর ভারতের প্রান্তে পর্যটন স্পট আর জাফলং প্রান্তে অবাধে দূষণের শিকার বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। জাফলং যেহেতু Ecological Critical Area ঘোষিত সেহেতু এখানে পাথর উত্তোলন করা যৌক্তিক নয় কিন্তু তারপরও পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, অত্র এলাকায় প্রত্যেকটি নদীকে বাঁচাতে হবে। খাল খননের আগে নদীকে বাঁচাতে হবে। নদ নদী গুলোর বাস্তব চিত্র দেখতে হলে হেলিকপ্টারে নদী গুলো ভালো করে দেখার আহবান জানান।

১১। প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব ইশরাকুল কবীর বলেন যে, সিলেট কে পর্যটন বান্ধব করার আহ্বান জানান এবং বলেন এখানে পর্যটনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

১২। পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন যে, নদী বাঁচলে দেশ বাঁচবে। বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ। নদী যদি পানি ধারন না করতে পারে সেক্ষেত্রে বন্যা হবে। নদীকে ব্যাপক হারে ড্রেজিং করতে হবে । নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে, তিনি জনসচেতনতা বৃদ্ধির আহবান জানান। সিলেটে যারা আসে তাদের নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বর্তমান পাথর উত্তোলন বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনি আরো বলেন ৩০২ ধারায় মামলা দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য সমন্বিতভাবে কাজ করা হচ্ছে ।

১৩। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অবৈতনিক সদস্য শারমিন সোনিয়া মোর্শেদ বলেন যে, নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে নদী রক্ষার্থে। সকল দপ্তর যদি সঠিক ভাবে কাজ করতো তবে নদী কমিশন গঠন এর প্রয়োজন হতো না। যারা বিভিন্ন দপ্তরের কাজ করে তারা স্বল্প সময়ের জন্য কাজ করে। অর্থাৎ নদী রক্ষায় বিশেষজ্ঞ প্যানেল তৈরি করা প্রয়োজন। সরকারে বিভিন্ন দপ্তর, এনজিও প্রতিনিধিসহ, সিভিল সোসাইটি একত্রে কাজ করা দরকার। সরকারের বিপক্ষে নয় বরং সরকারের কাজ সঠিকভাবে মনিটরিং করার জন্য সুশিল সমাজ কাজ করে। তিনি নদ নদী দখল, দূষণের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার আহবান জানান।

১৪। সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ আলা উদ্দিন বলেন যে, জাফলং, তামাবিল বিধ্বস্ত জায়গা এর ফলে নদী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নদীকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। এতে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে। জাফলং তামাবিলের প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে হোটেলসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মান করতে হবে। স্থানীয় রাজনৈতিক/জনপ্রতিনিধি/সরকারি কর্মকর্তাসহ সকলের আন্তরিক উদ্যোগ ও সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন। Ecological Critical Area হিসাবে এই এলাকাকে রক্ষা করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, ৬০০ স্টোন ক্রাশার আছে যার মধ্যে ৪০০টির ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। যৌক্তিক/সীমিত আকারে লাইসেন্স দিতে হবে।

১৫। বিভাগীয় কমিশনার বলেন যে, নদী বাঁচলে পরিবেশ বাঁচবে, আর পরিবেশ বাঁচলে দেশ বাঁচবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেশি কিন্তু আয়তন খুবই কম। নদীকে কেন্দ্র করে সভ্যতা গড়ে উঠে, নগর গড়ে উঠে। আবার নদী মৃত হলে নগরও ধ্বংস হয়। নদী রক্ষায় কেউই দ্বিমত করেনি। তবে নদী রক্ষায় গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলো বাস্তবিক অর্থে বাস্তবায়ন করা হয়নি। নদী রক্ষায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা করা সম্ভব হয়। তিনি সরকারি কর্মকর্তাদের অস্পষ্ট/অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন না দেওয়ার আহবান জানান। তিনি ডাউকি নদী খনন করতে হবে বলে জানান। তবে সীমান্তবর্তী নদী খননে কিছু প্রটোকল রয়েছে, ফলে তড়িঘড়ি করে সীমান্তবর্তী নদী খননের কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

১৬। [ক] জাতীয় নদী কমিশনের চেয়ারম্যান আজকের সভায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিত থাকার জন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হিসেবে পরিচিত সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার ডাউকি ও পিয়াইন নদী বেষ্টিত জাফলংকে সরকার 'ভূতাত্ত্বিক ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি জাফলং এর ডাউকি ও পিয়াইন নদী পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ/পাথর ও বালু ব্যবসায়ী কর্তৃক নদী সংকুচিত করে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর ও বালু উত্তোলন করছে এবং নদীর মধ্যে দিয়ে পাথর পরিবহনের জন্য ট্রাক চলাচল অব্যাহত রেখেছে। পাথর পরিবহনের জন্য বড় বড় ট্রাক ব্যবহৃত হচ্ছে যার ফলে সিলেট থেকে জাফলং এর প্রধান সড়ক সাধারন মানুষের চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে এবং পর্যটকদের সংখ্যা একেবারেই হ্রাস পেয়েছে। ডাউকি নদী থেকে উত্তোলিত পাথর ক্রাশের জন্য এখানে অবৈধভাবে অসংখ্য অবৈধ স্টোন- ক্রাশার মেশিন দেখতে পাওয়া যায়। এসকল স্টোন ক্রাশার নির্ভর পাথর ব্যবসায় কাজ করছে সংখ্যক শ্রমিক, যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে এসে এই কাজের সাথে জড়িত হয়েছে বলে জানা যায়। তবে এদের সংখ্যা কয়েক হাজার হলেও অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনকারী প্রভাবশালী স্থানীয় নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিকের ছায়ায় অভিরক্ষিত শাখো-শ্রমিকের শ্রমের অজুহাত তুলে ধরছেন নিজেদেরই বাণিজ্যের স্বার্থে।

[খ] ডাউকি নদী থেকে বালু উত্তোলন করে তা নদীর মধ্যেই স্তূপ করে রেখেছে, যার ফলে ৫৮ কি.মি দৈর্ঘ্য ডাউকি নদী তরাট হয়ে নৌ-চলাচলে বাঁধার সৃষ্টি হচ্ছে। ডাউকি নদীর উপর ভারত সরকার একটি সরু বেইলী সেতু তৈরি করছে বলে স্থানীয়ভাবে তুলে ধরা হয়। আরও জানা যায় এবং প্রত্যক্ষও করা হয় যে উজান থেকে বড় কোন পাথর ডাউকি কিংবা পিয়াইন নদীর প্রবহমান জলধারায় ভেসে আসে না, যদিও স্থানীয় অবৈধ ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালীচক্র নিজেদের স্বার্থে পাথর উত্তোলন কাজ অব্যাহত রেখেছে। তারা মূলতঃ উক্ত ডাউকি ও পিয়াইন নদীর বাংলাদেশের অংশে পাথর ও বালু উত্তোলনসহ নদীর নাব্যতা বিনষ্ট/ধ্বংস করছে। সিলেট বিভাগীয়/জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা তুলে ধরা হয় যে, স্থানীয় প্রশাসন/রাজনৈতিকদের প্রভাব ও উপর্যুপুরি অবৈধ তদবির ও চাপের ফলে তারা আইন প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হলেও তারা সফল হতে পারছেন না। অপরদিকে আদালতের রায়ের ফলেও নদী রক্ষার্থে আইনের প্রয়োগ বন্ধ করতে হয়েছে বলেও আলোচনায় বিভিন্ন ব্যক্তিগণ আলোকপাত করেন।

[গ] ইতিমধ্যে ডাউকি ও পিয়াইন নদীর উপর মহামান্য হাইকোর্টের কয়েকটি মামলা রয়েছে যা- ডাউকি ও পিয়াইন নদীতে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে মামলা [রিট পিটিশন নং-৪৯৫৮/২০০৯], ডাউকি নদীতে অবৈধভাবে স্থাপিত বেইলী সেতু অপসারণের জন্য মামলা [রিট পিটিশন নং-১০৭০৩/২০১১] এবং পরবর্তিতে রিট পিটিশন নং-৪৯৫৮/২০০৯ এর রায় বাস্তবায়ন না হওয়ায় আদালত অবমাননার জন্য Contempt হয়েছিল যার নং-199/2012। স্থানীয় প্রভাবশালী মহল মহামান্য হাইকোর্টের উক্ত আদেশ অবমাননা করে বহাল তবিয়তে পাথর ও বালু উত্তোলন করেই চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে এবং বিভাগীয়/জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা হয়েছে ফলে, জাফলং এর নদী ও পানি সম্পদ/জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য একেবারেই বিপর্যস্থ হয়ে পড়েছে এবং পর্যটনও দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ও প্রায় নিঃশেষিত অবস্থায় পৌঁছেছে।

[ঘ] তিনি আরো বলেন যে, বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এমনকি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য পত্র প্রেরণ করেছেন। পূর্বে জাফলং এর যে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিলো বর্তমানে সে প্রাকৃতিক পরিবেশ আর নেই। উন্নয়নের নামে নদী, খাল, বিল দখল করা যাবে না। Ecological Critical Area হিসেবে ঘোষিত জাফলং এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সকলকে বিশেষভাবে কাজ করতে হবে। জেলাটা প্ল্যান এর আওতায় অত্র এলাকার নদ নদীর সমস্যা সমাধানের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে। নদীর সমস্যা নিয়ে ওয়ার্কশপ করা যেতে পারে। নদ নদী রক্ষার জন্য আইনের যথার্থ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

[ঙ] তিনি আরো বলেন যে, শুধুমাত্র খাল নিয়ে কাজ করলে নদী রক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। নদীর Total Study করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, অবিভক্ত জেলার সুতাং, সোমাই নদী সরজমিনে পরিদর্শন করেছেন এবং সুতাং নদীর তীরবর্তী দূষণ সরজমিনে পরিদর্শন করার জন্য উপপরিচালককে অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন যে, শিল্প-কারখানার দূষিত পানি চর্মরোগ বিস্তার লাভ করছে। নদী দূষণকারীদের বিরুদ্ধে শুধু জরিমানা যথেষ্ট নয় প্রয়োজনে জেল দিতে হবে। আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, জাফলং এর পিয়াইন নদী এর জীব বৈচিত্র্য পরিবেশ রক্ষার জন্য একটি Comprehensive মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার জন্য পর্যটন করপোরেশনের ম্যানেজারের প্রতি আবহ্বান জানান।

৪। [ক] মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, উপস্থিত সকল সদস্য নদী রক্ষায় মতামত প্রদান করায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সকলকে নিয়ে নদী রক্ষায় কাজ করার আহবান জানান। আত্মীর পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন যে, ১৩০০/১২০০ নদী নিয়ে বাংলাদেশ। নদী আমাদের প্রাণ, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নদী রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নদী ড্রেজিং করা হচ্ছে। নদী রক্ষায় ১৪টি ড্রেজার নির্মান করা হয়েছে এবং ২৪টি ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে ১০০টি ড্রেজার কেন্দ্রকারি খাতে পরিচালনা করা হচ্ছে। সংলগ্ন ঘোলিয়াবালি ৩০ কিমি. চ্যানেলে ২০ ফুট খনন করা হয়েছে, ফলে জাহাজ চলাচল করছে। প্রায় ২০০ কি. নৌ পথ খনন করা হয়েছে, সংলগ্ন বন্দরের নিয়মিত ড্রেজার দ্বারা করা

রয়েছে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং করা হচ্ছে। প্রভাবশালীদের মদদে নদীর অবৈধ দখল ঘটে। যথাযথ মনিটরিং করা হলে নদীর দখল দূষণ জটিলতা বন্ধ হবে। তিনি সমন্বিত কার্যক্রমের উপর জোর দেন। জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরালো করতে হবে। নদীর দূষণ রোধ করার ক্ষেত্রে তিনি পরিবেশ অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। [খ] মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন যে, সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। বিষয় ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলে সঠিকভাবে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। কারখানা পরিদর্শনের সময় শুধু ইটিপি চালু করা হয়, অন্য সময় ইটিপি বন্ধ রাখা। মোট কলকারখানা কত রয়েছে এবং এর মধ্যে কতটি ইটিপি চালু রয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান দরকার। [গ] মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন যে, বর্তমান উচ্ছেদ করার আগে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়, ফলে উচ্ছেদ কাজে জনগণের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে।তিনি আরো বলেন যে, শুধু আইন নয় বরং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করলে উচ্ছেদ কাজে সফলতা আসবে। পরিবেশ বিপন্নকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি জেলাকে জেলা নদী রক্ষা কমিটির সাথে একত্রে কাজ করার আহবান জানান। সুরমা নদীর পাড়ে স্টোনক্রাশার চলছে, এটিও বন্ধ করার নির্দেশ দেন। [ঘ] মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন যে, বান্দরবানে টুরিস্টদের জন্য যে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে অনুরূপভাবে অন্য এলাকার জন্যও উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। নদীর পাড়ে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ওয়াকওয়ে নির্মান করা দরকার। পর্যটকদের আকর্ষণ করার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সম্বলিত প্রকল্প নেওয়ার আহবান জানান। [ঙ] শুধু রাস্তা নির্মান নয় পর্যটকদের জন্য অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির আহবান জানান। নদীর প্রাণ আছে, নদীর এই প্রাণও ধ্বংস করা হচ্ছে, নদী ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কঠোর এবং তৎপর হতে হবে। বোমা মেশিন দিয়ে পাথর উত্তোলন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে এই অবৈধ পাথর উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। পাথর উত্তোলনের সাথে অনেকের জীবন-জীবিকা জড়িত আছে। তাঁদের জীবন-জীবিকা কিভাবে চলবে সেটিও মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বালু উত্তোলন করতে হলে ছক [Suck] করা মেশিন ব্যবহার করা যাবে না। বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে বিশেষ ক্ষেত্রে বালু উত্তোলন করা যেতে পারে।

১। সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	অগ্রগতি
০১।	সারী নদীর 'হাইড্রোলজিক্যাল/মরফোলজিক্যাল স্ট্যাডি' সমন্বিত প্রযুক্তি RS, GIS I GPS ব্যবহার/ প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করাতে হবে।	স্পারসো [SPARRSO] কিংবা SPARRSO এর নেতৃত্বে CEGIS/IWM এর যৌথ প্রয়াসে/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট এর তত্ত্বাবধানে এ সমীক্ষাটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।	
০২।	মাইনডু বাঁধ অপসারণ বিষয়ে JRC ভারত সরকারের সাথে দ্রুত আলোচনা করা এবং জলাধসু জলাকলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সদস্য, যৌথ নদী কমিশন/সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	
০৩।	সারী নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা নদী রক্ষা কমিটি, সিলেট।	
০৪।	সারী নদী এবং এর উপনদী বড়গাং ও কাটাগাং এর স্বাভাবিক নাব্যতা পুনরুদ্ধার করতে নদী খনন/ড্রেজিং/বৃক্ষরোপন/পর্যটন ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ/প্রকল্প একটি মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে অবিলম্বে বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। এ এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মৎস্য ও কৃষি উৎপাদন, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষনের স্বার্থে সমীক্ষার মাধ্যমে সমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় /সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ জেলা নদী রক্ষা কমিটি, সিলেট।	
০৫	[ক] অবিলম্বে ডাউকি ও পিয়াইন নদীর গর্ভ থেকে নদী ও নদীর নাব্যতা ধ্বংস এবং জাতীয়	[ক] বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/জেলা প্রশাসক, সিলেট/পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট	

	সম্পদের ক্ষতিসাধনপূর্বক অবৈধভাবে পাথর ও বালু উত্তোলন সংশ্লিষ্ট আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। [খ] এ অবৈধ পাথর ব্যবসায়ীদের সাথে আইনি লড়াই জোরদার করার ব্যবস্থা জেলা প্রশাসন/সরকার কর্তৃক আবশ্যিক ও অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে। আদালতে চলমান মামলাগুলির আইনগত অবস্থা ও অবস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে আইনানুগ পদক্ষেপ [রিভিউ/আপিল রিভিশন] গ্রহণ করতে হবে।	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। [খ] বিভাগীয়/জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি সমন্বিত উপযুক্ত কর্মসূচি/সরেজমিন পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ/জনমত উত্তরূপ অপরাধ প্রতিরোধে জনসচেতনতা ও জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যৌথভাবে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ডিআইজি, সিলেট, বিভাগ Cr. Pc-১৩৩ ধারাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন।
০৬	জাফলং এর জীববৈচিত্র্য/পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও পর্যটন সম্ভাবনা পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়ন মূলক উদ্যোগ/প্রস্তাব বাস্তবতার নিরিখে গ্রহণ করতে হবে।	[ক] চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড/ মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। [খ] সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/জেলা/উপজেলা প্রশাসন/পুলিশসহ সীমান্ত রক্ষা বাহিনীকে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
০৭	[ক] অবৈধভাবে ব্যবহৃত স্টোন-ক্রাশার মেশিন অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে; [খ] আইন প্রয়োগে জব্দ করে ধ্বংস করতে হবে এবং অবৈধ ব্যবসায়ী চক্রকে ফৌজদারী আইনে/ পরিবেশ আইনের অধীনে বিচারে সোপর্দ করতে হবে; [গ] সংশ্লিষ্ট আইনের ন্যায়ানুগ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের স্বার্থ/জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ অতীব জরুরি ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে।	[ক] জেলা প্রশাসক, সিলেট/পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট/পুলিশ সুপার, সিলেট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। [খ] জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি।
০৮	তামাবিল স্থল বন্দর এবং জাফলং এলাকার পর্যটন শিল্পের প্রসারের সুবিধা গ্রহণের লক্ষে সিলেট-জাফলং মহাসড়ক দ্রুতই সংস্কার করে যানবাহন চলাচল উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার,সিলেট/জেলা প্রশাসক, সিলেট/ নির্বাহী প্রকৌশলী, এল.জি.ই.ডি/নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ।
০৯	স্টোন-ক্রাশার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে; এবং এটি যতদ্রুত করা যাবে ততো দ্রুতই জাতীয় এ সম্পদ: নদী, পানি সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ কাজে জোরালো ভাবে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্পৃক্ততা/সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা আয়োজনের কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করতে হবে। তবে এ জাতীয় সম্পদের অবৈধ দখলকারী/ধ্বংসকারী যে সংগঠন/সংস্থা/ পোষ্টারই হোক না কেন, তিনি বা তারা যত বড় শক্তিশালীই হউক না কেন প্রযোজ্য আইনের প্রয়োগ নির্ভয়ে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে রাষ্ট্র/জাতীর স্বার্থেই নিশ্চিত করতে হবে।	[ক] বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/জেলা প্রশাসক, সিলেট/পুলিশ সুপার, সিলেট/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার পোয়াইনঘাট, সিলেট। [খ] বিভাগীয়/ জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি।
১০	[ক] বেলা ডাউকী/শিয়ালি/সারীসহ সকল	[ক] সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন

	নদীপথ, নদী তীর ফোরশোরসহ পর্যটন এলাকার সরকারি জমির অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার, নদীকে দূষণমুক্ত করণ এবং পানি-পরিবেশ সংরক্ষণার্থে বিভিন্ন আদালতে চলমান সকল মামলায় আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। BELA কিংবা অন্যান্য পরিবেশ সংরক্ষণকারী সংস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্রের/ জাতীয় স্বার্থে এসকল মামলার আইনি-লড়াই জোরদার করণার্থে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/বিভাগীয় প্রশাসন/জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরগুলি তাদের নিজস্ব বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট নিয়োগ করে সত্যিকার চিত্র/অবস্থা বিজ্ঞ আদালতে তুলে ধরার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। [খ] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও তাদের আইনজীবী নিয়োগপূর্বক মামলা রুজু করবেন। চলমান মামলায় পক্ষভুক্ত হয়ে জোরালো আইনি লড়াই চালিয়ে যাবে এবং দেশের ও জনগণের নদী সংশ্লিষ্ট জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।	মন্ত্রণালয়/জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় /নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/ জেলা প্রশাসক, সিলেট/পুলিশ সুপার, সিলেট/ উপজেলা নির্বাহি অফিসার গোয়াইনঘাট, সিলেট [খ] বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে এবং এ কমিশনকে অবহিত রাখবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	
১১	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়গণের যৌথ উদ্যোগে জাফলং এলাকায় জনসচেতনতা কর্মসূচিসহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বিদ্যমান সমস্যাদি সমাধান সহজ হবে। একাজে বিভাগীয়/জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করবে।	সচিব, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়/সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
১২	বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সচিব, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/, ভূমি মন্ত্রণালয়/সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৫৫]-৪৬৯ তারিখ : ১৫/০৯/২০১৮

অনুলিপি : সদয় অবগতার্থে ও কার্যার্থে [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের যথাদেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।

০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

০৩। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৪। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট

০৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা

০৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ড, হোটেল কন্টিনেন্টাল, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।

০৭। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]

০৮। জেলা প্রশাসক, সিলেট

০৯। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট

১০। পুলিশ সুপার, সিলেট
১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, সিলেট/পানি উন্নয়ন বোর্ড সিলেট
১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এল.জি.ই.ডি, সিলেট
১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোয়াইনঘাট, সিলেট/বিশ্বনাথপুর সিলেট।
১৪। অ্যাডভোকেট শাহেদা, বিভাগীয় সমন্বয়ক, বেলা, সিলেট
১৫। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৬। দপ্তর কপি [সংরক্ষণার্থে]।

মোঃ আব্দুল সামাদ
পরিচালক [উপসচিব]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়ঃ হবিগঞ্জ জেলার নদী রক্ষা কমিটির সভা ও সোনাই, সুতাং নদীর দখল দূষণ সরজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন।

গত-১৪/০৯/২০১৮ ইং তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার হবিগঞ্জ জেলায় সফর করেন। সফরসঙ্গী হিসাবে সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ আলাউদ্দিন, অবৈতনিক সদস্য শারমিন সোনিয়া মোর্শেদ হবিগঞ্জ জেলার সোনাই, সুতাং নদীর দখল, দূষণ সরেজমিনে পরিদর্শন এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন। বর্ণিত কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলোঃ

হবিগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথি ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ আলাউদ্দিন এবং অবৈতনিক সদস্য শারমিন সোনিয়া মোর্শেদ ও সভাপতি জনাব মোঃ সফিউল আলম, জেলা প্রশাসক [ভারপ্রাপ্ত], হবিগঞ্জ উপস্থিত ছিলেন।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] সভার প্রারম্ভে হবিগঞ্জ জেলার নদ নদীর সামগ্রিক চিত্র পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, কাষ্টি ও বেয়ালিয়া নদী নাব্যতাহীন। বলেশ্বরী, শাখাইতি, করাঙ্গী ও গজারিয়া নদী আংশিক নাব্য। দীর্ঘদিন ড্রেজিং না করা ও শিল্পনগরীর বর্জ্য ও দূষণের ফলে অস্তিত্ব হারাচ্ছে সুতাং নদী। শিল্প বর্জ্যের দূষণে সুতাং নদী এখন হবিগঞ্জবাসীর দুঃখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মারাত্মক দূষণে পানি বিষাক্ত হয়ে মরে যাচ্ছে নদীর মাছ।

নদীর বিদ্যমান সমস্যাসমূহের কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, উজান থেকে আসা ভারতের বন্যার পানি ও পাহাড়ি ঢল প্রচুর পলি বহন করে আনে। দীর্ঘদিন খনন কাজ না হওয়া, অবৈধ দখল, স্থাপনা নির্মাণ ও বালু উত্তোলন, নদীতে বর্জ্য ফেলা, পানি দূষণ, নদীর পাড় ভাঙন ও নদীর গতিপথ পরিবর্তন, আগাম বন্যা, পলি জমে নদী ভরাট, নাব্যতা হ্রাস ইত্যাদি নদীগুলোর প্রাকৃতিক প্রবাহ সংকটাপন্ন করে তুলেছে। তিনি বলেন যে, মাধবপুরের সোনাই নদী এবং সুতাং নদী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে নিয়ে পরিদর্শন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কমিশনের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরো বলেন যে, খোয়াই নদীর বাঁধ ভেঙে গেলে হবিগঞ্জ বন্যায় ডুবে যায়। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাঁধ সংস্কারে কাজ চলমান রয়েছে বলে তিনি জানান।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ তাওহীদুল ইসলাম পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, পলি দ্বারা ভরাট হওয়ার কারণে কুশিয়ারা, কুশিয়ারা, ভিমা, বলেশ্বরী, কাষ্টি, গোপলা, হাওয়াই নদীর অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে। বিবিয়ানা নদী মৃতপ্রায়।
হবিগঞ্জ জেলার নদীগুলোর বিদ্যমান সমস্যাসমূহের কথা উল্লেখ করেন, যেমনঃ নদী ভরাট হয়ে যাওয়া, আগাম বন্যা, নদী ভাঙন ও গতিপথ পরিবর্তন, অবৈধ দখল ও স্থাপনা নির্মাণ, অবৈধ বালু উত্তোলন ও নদী দূষণ।
তিনি আরো বলেন যে, হবিগঞ্জ জেলাধীন নদীসমূহের মধ্যে অন্যতম খোয়াই নদী, সোনাই নদী ও সুতাং নদী।

তিনি বলেন যে, খোয়াই নদীর তাউস হতে শরুন বাজার পর্যন্ত ৫কিমিঃ দৈর্ঘ্য বরাবর নদীর উভয় তীরে ছোট-বড় ২২৫ টি অবৈধ স্থাপনা রয়েছে। মাছুলিয়া এলাকায় গত ১৫/৭/২০১৮ ইং তারিখে ৩৩টি স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। রাজপুর এলাকায় আরও

৩৩টি স্থাপনা উচ্ছেদকল্পে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের সাথে সাথে উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। অবশিষ্ট ১৫৯ টি স্থাপনা উচ্ছেদকল্পে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

তিনি আরো বলেন যে, সোনাই নদীর প্রধান সমস্যার মধ্যে রয়েছে- নদী ভরাট, অবৈধ দখল, অবৈধ বালু উত্তোলন, পাহাড়ি ঢল।

সুতাং নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সুতাং নদীর প্রধান সমস্যার মধ্যে রয়েছে- নদী ভরাট, অবৈধ দখল, নদী দূষণ, পাহাড়ি ঢল।

তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ইতিমধ্যেই হবিগঞ্জ জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথাঃ আকস্মিক বন্যা, খরা, নদী ভাঙন মোকাবেলায় বিশেষতঃ সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে সীমান্ত নদী ভাঙন হতে হবিগঞ্জ জেলার তথা দেশের ভূ-খণ্ড রক্ষায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ইতোমধ্যে নদীগুলি পুনরায় জীবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করেছে। গোপলা-বিজনা-রত্না ৯০ কিঃমিঃ, করাঙ্গি ২০কিঃমিঃ, সোনাই ২৮ কিঃমিঃ এবং কাষ্টি ৩০ কিঃমিঃ পুণঃখননের মাধ্যমে পূর্বের অবস্থায় নেওয়ার জন্য উন্নয়ন প্রকল্প দাখিল করা হয়েছে। সুটকী নদী খননের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, ৩০টি পয়েন্টে বাঁধ রয়েছে। বাঁধগুলো সংস্কারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাপার প্রতিনিধি জনাব তোফাজ্জল সোহেল অত্র এলাকার নদ-নদী গুলোর ব্যাপক দূষণের চিত্র পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, পলিবাহিত খোয়াই নদী খনন না হওয়াতে নদীর তলায় পলি ও বালি জমে জমে স্থানে স্থানে চড়া পড়েছে। দেখা গেছে শহরের সবচেয়ে নিচু স্থানটি থেকে নদী তলদেশের উঁচু স্থানটি প্রায় ১০/১৫ ফুট উঁচু হয়ে উঠেছে। এতে নদীতে ঘিরে থাকা শহর হয়েছে হুমকির সম্মুখীন আর নদীর অপর পারের গ্রাম ও ফসলি জমিকে সহ্য করতে হচ্ছে ভাঙনের আঘাত। দেখা যায়, প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে অথবা অন্য সময়েও পাহাড়ি ঢলে খোয়াই ফুলে ফেঁপে উঠলে হবিগঞ্জের উজানে [চুনারুঘাটের পাকড়িপাড়া] অথবা ভাটিতে [মির্জাপুর-চানপুর-কাশিপুর-সুজাতপুর] ভাঙনের সৃষ্টি হয়। আর ভাঙন মানেই হাজার হাজার একর জমির ফসলহানি আর হাজারও মানুষের দুর্ভোগ।

এছাড়াও খোয়াই নদী থেকে অবাধে চলছে বালু উত্তোলন। অনিয়ন্ত্রিত বালু ও মাটি তোলার ফলে এরই মধ্যে হারিয়ে গেছে গরুর বাজার নৌকাঘাট। গরুর বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খোয়াই নদীর অংশটি প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে সরে গেছে। অপরিকল্পিত বালু উত্তোলন ও মাটি কাটার কারণে এরকমটি হয়েছে। এছাড়া কয়েক বছর ধরে প্রায়ই নদীতে ঢল নামে। নিচু এলাকা প্লাবিত হয়।

আশু প্রতিকারের ক্ষেত্রে তিনি কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন।

১। খোয়াই নদী খনন করে নদীর তলদেশ শহরের গড় উচ্চতা থেকে দশফুট গভীরে নিতে হবে।
২। খোয়াই'র বাঁধের উভয় পাড়ে গজিয়ে উঠা অবৈধ দখলদার ও স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে।
৩। উভয় পাড়ে খোয়াই বাঁধের দুর্বল ও ক্ষয়ে যাওয়া অংশগুলো মেরামত করতে হবে।
৪। খোয়াই নদী থেকে অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত বালু/মাটি উত্তোলন বন্ধ করতে হবে।
৫। নদীর তীরে নিক্ষিপ্ত বর্জ্য অপসারণ করতে হবে এবং বর্জ্য নিক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

তিনি আরো বলেন যে, হবিগঞ্জের পুরাতন খোয়াইয়ের বর্তমান চিত্রটিও রীতিমত আঁতকে ওঠার মত। দুই দফায় ৫ কিলোমিটার 'লুপ কাটিং'য়ের [আঁকা-বাঁকা সোজাকরণ] মাধ্যমে খোয়াই'র গতি পরিবর্তন করে নদীটিকে শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত করে দেওয়ার ফলে শহরের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত খরস্রোতা খোয়াই শান্ত হয়ে থেমে যায়। এটির নাম হয়ে যায় 'পুরাতন খোয়াই নদী'। 'লুপ কাটিং'য়ের আগে খোয়াই নদী'র প্রস্থ ছিল গড়ে ২'শ ৫০ থেকে ৩শ ফুট ও গভীরতা ছিল ২৫ থেকে ৪০ ফুট।

এছাড়াও কোম্পানির বর্জ্যে দূষিত হয়ে পড়েছে হবিগঞ্জের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী 'সুতাং নদী'। বর্তমানে সুতাং নদী ও এর আশপাশের অবস্থাও পূর্বে উল্লিখিত এথতিয়ারপুর খালের মতই। কৃষিকাজে সেচ ব্যবহার নামে শৈলজুড়া নামক খালটি জেলা প্রশাসন ২০১৪ সালে পুনঃখনন করে প্রাণ-আরএফএল ও স্কয়ার কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয়। ফলে ঐ কোম্পানিগুলোর বর্জ্য সহজেই খালের মাধ্যমে সুতাং নদীতে ছাড়া হচ্ছে। যে কারণে শিল্পবর্জ্য দূষণে সুতাং নদীটি হয়ে পড়েছে মৎস্যশূন্য, নদীর পানি ব্যবহারকারীরা পড়েছেন মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে মারা যাচ্ছে হাঁস-মোরগ-গবাদিপশু। মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে চর্মরোগসহ নানা অসুখে। মাঠে ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

সমস্যা সমাধানে তিনি কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেন:

১। কৃষিজমি বিনষ্ট করে কোন ধরনের শিল্প কারখানার অনুমোদন দেওয়া যাবে না।

২। যে সকল শিল্প-কারখানা ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে এগুলোর 'উৎসে বর্জ্য পরিশোধন' ব্যবস্থা [ইটিপি] নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনভাবে চালু করা যাবে না।
৩। পরিবেশ দূষণকারী কারখানার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪। এসকল শিল্প-কারখানার তথ্য জানতে সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পরিবেশবিদদের সমন্বয়ে নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখতে হবে।

মার লিঃ কোম্পানি কর্তৃক নদী দূষণের বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান উপস্থাপিত তিনটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মোঃ আলী বলেন যে, হবিগঞ্জের তিনটি নদীকে রক্ষা করা জরুরি। জিকে সেচ প্রকল্প, মেঘনা ধনগাদা সেচ প্রকল্প, শাপলা বাগধা সেচ প্রকল্প গুলো ভাল করে পর্যবেক্ষন/স্ট্যাডি করে অত্র এলাকার তিনটি নদীকে সেচ প্রকল্পের আওতায় আনতে পারলে মৎস্য ও শস্য উৎপাদন বাড়বে এবং নদী অবৈধ দখল হ্রাস পাবে।
এ্যাডভোকেট জনাব বিমল বিহারী দাস বলেন যে, অবৈধ দখলদারদের নাম প্রকাশ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে টাঙিয়ে দিতে হবে।
অধ্যক্ষ জনাব আলী আসগর বলেন যে নদ নদী দখল, পরিবেশ দূষণ সব কিছুই রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় হচ্ছে। বালু উত্তোলন, গাছ কাটা সহ সকল অবৈধ কাজে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। রাজনীতিবিদ, শিল্প কারখানা মালিকগণকে নদী রক্ষায় সচেতন করতে হবে।
মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব আব্দুল জাহের বলেন যে, খোয়াই নদী হবিগঞ্জ জেলার ডাস্টবিন। সকল আবর্জনা/মলমূত্র খোয়াই নদী ফেলা হয়। পাম্প হাউস নির্মানের মাধ্যমে হবিগঞ্জ জেলার জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব।

বাপার সভাপতি জনাব ইকরামুল ওয়াদুদ বলেন যে, সকলেই সচেতন হলে নদী রক্ষা পাবে। নদীর পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। পুরাতন খোয়াই নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। বাপার সদস্যকে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

জেলা নদী কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব চৌধুরী আবু বকর সিদ্দিকি বলেন যে, নদ-নদী রক্ষা ব্যতিত পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে না। নদীর নাব্যত কমে যাচ্ছে ফলে অকাল বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি নদীতে ড্রেজিং এবং সকল প্রকার অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করার আহবান জানান। খোয়াই নদীর বাঁধ ভাল মতো নির্মান করা হয়নি বলে বাঁধ ভেঙে যায় এবং ফসলাদি নষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে তিনি পানি উন্নন বোর্ড এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাঁধ নির্মানে অনিয়ম হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক মশিউর রহমান শামীম বলেন যে, বিভিন্ন শিল্প কারখানার কারণে নদী দূষণ হচ্ছে। সুতাং নদীকে রক্ষা করা না হলে ব্যাপক ক্ষতি হবে। হবিগঞ্জের মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। তিনি সুতাং নদীকে রক্ষা করার আহবান জানান। জলাবদ্ধতা নিরসনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও যারা বাঁধ কাটে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান।

প্রেস ক্লাব বলেন সভাপতি জনাব শাবান মিয়া বলেন যে, নদীর সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সমাধান করা সহজ নয়। নদী-নালা শুকিয়ে যাওয়ায় সেচের সমস্যা হচ্ছে। কুশিয়ারাসহ সকল নদী খনন করা দরকার। খনন না করলে মাছ, ফসল উৎপাদন সম্ভব নয়। নদীর সংযোগ খাল সমূহ উন্মুক্ত করতে হবে। এতে করে সেচের সমাধান হবে।

জেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্য জনাব জালাল উদ্দিন বলেন যে, কিছু কলকারখানা নদী, পানি মানুষ, পরিবেশের জন্য ব্যাপক ক্ষতির কারণ। শাহপুরের মার লিঃ কোম্পানি ব্যাপক দূষণের জন্য দায়ী। জনগণ এতে ক্ষুব্ধ হয়েছে। অবিলম্বে মার কোম্পানি কে স্থানান্তর করতে হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোয়াজ্জেম আলী সুমন বলেন যে, বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দেওয়ার অত্র এলাকার পানি বের হতে পারছে না। এটি ভাটি এলাকার জন্য বড় সমস্যা। কিশোরগঞ্জে অপরিকল্পিত বাঁধ দেওয়ায় এর কুপ্রভাব হবিগঞ্জে পড়েছে।

আজমেরিগঞ্জের উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব জালাল উদ্দিন বলেন যে, অত্র এলাকার নদী গুলো ভরাট হয়ে গেছে। দ্রুত নদী গুলো খনন এবং নদী ভাঙ্গন রোধ করার আহবান জানান।

সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ মাহমুদুল হক বলেন যে, পুরাতন খোয়াই নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে হবে এবং নদীর সৌন্দর্য বর্ধন করার জন্য যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেই প্রকল্পগুলো শুরু করার আহ্বান জানান। খোয়াই নদীর অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। বালু উত্তোলনের ইজারা বাতিল করতে হবে। উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। সুতাং নদীর পানি দূষিত হয়েছে। চর্মরোগসহ নানা রোগ ছড়াচ্ছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানান। শহর রক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার আহবান জানান।

এএসপি জনাব নাজিমুদ্দিন বলেন যে, উচ্ছেদ কার্যে পুলিশ সকল সময় সহযোগিতা করছে এবং করবে। সঠিক নির্দেশনা পেলে আমরা সহযোগিতা করব।

জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন যে, প্রতিটি কলকারখানার ইটিপি থাকা সত্ত্বেও নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

অবৈতনিক সদস্য শারমিন সোনিয়া মোর্শেদ বলেন যে, হবিগঞ্জের নদী সংক্রান্ত এই সমস্যা শুধু হবিগঞ্জে সীমাবদ্ধ নয় সারা বাংলাদেশের চিত্র একই। যারা নদী দখলের সাথে জড়িত তাদের সামাজিকভাবে রুখতে হবে। অবৈধ দখলদার তালিকা প্রকাশ করা উচিত। সম্মিলিতভাবে এ সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে।
সার্বক্ষণিক সদস্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান নদীর সমস্যাকে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য। হবিগঞ্জ কে তেজগাঁও এর মত শিল্প এলাকা বানানো যাবে না। নদীর সীমানা নিশ্চিত করতে হবে। নদীর জমি নামজারী করা যাবে না। ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। মহিলাদের জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পৌরসভার মেয়রের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বর্জ্য যাতে নদীতে নিক্ষেপ না করা হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। খোয়াই নদীকে মেরে বাইপাশ নদী খনন করা যাবে না, ৫১টি নদীর অস্তিত্ব বের করার জন্য জেলা প্রশাসন কে জানান। নদী রক্ষা কমিটিকে নিয়মিত সভা করার আহবান জানান। বিলুপ্ত নদী গুলোকে রক্ষা করার আহবান জানান ।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সভায় আলোচনাকালে তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে হৃদয় দিয়ে বোঝার জন্য। তিনি আরও বলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন প্রায় ৫০কোটি লোক ছিল। এই ৫০কোটি লোক মিলে এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। ধন্যবাদ জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর সৎ, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা শুনি তখন আমরা লজ্জায় অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সততা নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড , এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, হাওর খনন করতে হবে। তিনি নদীর সাম্যতা নষ্ট করে কোন ব্রিজ, কালভার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক [বর্তমান ও আগামীর] জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অশুদ্ধতার প্রমাণে ভিত্তিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায়

প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রয়ণ বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে 'জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাননীয় হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কাসহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়া যায়, যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার শস্যের ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী বিলুপ্ত পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। খুলনার তেরখাদার ভুতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। আমেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা

ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সাথে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উপস্থাপনে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিন্যাসের কারণেই পানির কাম্য প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা ধরেই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুষম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদী হতে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসককে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহবান জানান। নদীর জায়গা জবরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে ফুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, নদীর জমি নিরঙ্কুশভাবে সরকারের দখলে নিতে হবে। নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্টদের দিকনির্দেশনা দিতে হবে। নদীর জমি রক্ষণাবেক্ষণে অর্থায়ন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।। প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। নদী রক্ষায় সিভিল সোসাইটি/সাংবাদিকসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান।
চেয়ারম্যান বলেন যে, নদী বিষয়ে পূর্বে আমাদের তেমন কোন সচেতনতা ছিল না। নদী কমিশন গঠিত হওয়ার পর আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীর জমি কাউকে লিজ দেওয়া যাবে না, বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে না। তিনি Integrated প্রকল্প নেওয়ার আহবান জানান। প্রকল্পের কারণে ভাটিতে যারা আছে তাদের যাতে ক্ষতি না হয় /কম হয় সেদিকে লক্ষ্য করতে হবে।

শুধু নদী খননই যথেষ্ট নয় একই সাথে সংযোগ খালগুলো খনন করতে হবে। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
আগামী ১ মাসের মধ্যে নদীর দিয়ারা জরিপ শুরু করতে হবে এবং নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। যারা সব চেয়ে বেশি ক্ষমতাশীল/প্রভাবশালী তাদেরকে আগে উচ্ছেদ করতে হবে। নদী উচ্ছেদে কোন ছাড় দেওয়া হবে না। জেলা প্রশাসনের সাথে নদী কমিশন রয়েছে। বর্তমান ১৬কোটি মানুষ থাকলেও ভবিষ্যতে ৫০কোটি মানুষ হবে। এটি বিবেচনায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামত নেওয়ার আহবান জানান। এতে জনসাধারণের Owner Ship থাকতে হবে।

ইটভাটা আইনকে যুগোপযোগী করার আহবান জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরকে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে যথাযথ তদন্ত করার কথা বলেন। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেন। টপ সয়েল এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। টপ সয়েল কাটা বন্ধ করার আহবান জানান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, সোনাই নদীতে নির্মিত সায়হাম টেক্সটাইল অবিলম্বে ভেঙ্গে দিতে হবে। চেয়ারম্যান মায় লিঃ কোম্পানিকে বন্ধ/Relocate করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। পুলিশ যদি সহযোগিতা না করে তবে CrPc ১২৯ ধারায় আর্মি নিয়োগ করার নির্দেশনা দেন জেলা প্রশাসককে। সকল কল কারখানা মালিকদের সাথে সভা করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানান। নদী দূষণকারীদের শুধু জরিমানা নয় বরং জেল দিতে হবে। সে যতই ক্ষমতাধর /শক্তিশালী হোক না কেন তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে। প্রয়োজনে নদী রক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হবে। ইতোমধ্যে ক্যাবিনেট জেলা প্রশাসনকে আমাদের নির্দেশনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে।

তিনি বর্জ্য ফেলার জায়গা নির্দিষ্ট করার আহবান জানান। সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সদিচ্ছা ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ময়লা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহবান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অতি জেলা প্রশাসক [রাজস্ব] সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে, যাদের কারণে নদ-নদী দূষণ, দখল হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা এই সভা থেকে পাওয়ায় আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করব। সায়হাম টেক্সটাইল মিলের জায়গা পুনরায় পরিমাপ করতে হবে এবং নদীর জমি কতটুকু ছিল সেটিও পরিমাপ করতে হবে। মাধবপুর উপজেলার মাধবপুর ব্রিজের উত্তর দিকের উত্তর পার্শ্বের সমস্ত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। উচাইল বাজার শায়েস্তাগঞ্জে সুতাং নদীর উপর ব্রিজের নিকট নির্মিত সকল অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে।

সায়হাম এবং এসএম কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যের কারণে খাল দূষিত হচ্ছে। এখতিয়ার এবং খরধির খালের দূষণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	[ক] হাড়িদোয়া ও মেঘনার মিলন স্থলে নদীর তীরে ব্যক্তি মালিকানাধীন দোকান, ইট নির্মিত টিনশেড ইত্যাদি অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠেছে। অবিলম্বে এই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। সোনাই নদীতে নির্মিত সায়হাম টেক্সটাইল অবিলম্বে ভেঙ্গে দিতে হবে। মার লি: কোম্পানিকে বন্ধ/Relocate করতে হবে অবিলম্বে। মাধবপুর উপজেলার মাধবপুর ব্রিজের উত্তর দিকের উত্তর পার্শ্বের সমস্ত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। উচাইল বাজার শায়েস্তাগঞ্জে সুতাং নদীর উপর ব্রিজের নিকট নির্মিত সকল অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে। [খ] সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরন ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই স্বার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ । ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ ।

০২।	[ক] গোবিন্দপুর খেয়া ঘাট থেকে ছাউনির অতি সন্নিকটে মেঘনা নদীতে চলমান ড্রেজিংকৃত মাটি নদীতেই নিক্ষেপ হচ্ছে যা সঠিক নয়। এ খননকৃত মাটি নদী থেকে অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে। [খ] হবিগঞ্জ সদরের মেঘনা নদীর অপর তীরে নির্মিতব্য নতুন ব্রিজ নদীর জমি অনেক খানি বেঁধে নদীর মধ্যে এসে ব্রিজ করা হয়েছে। প্রায় ১ কিলোমিটার ব্যাপী নদীর মধ্যে বাঁধ দেয়া হয়েছে। এ ব্রিজ নদীর প্রবাহমানতার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। যথাযথভাবে নদীর সীমানা করে এ ব্রিজ নির্মাণ করা হয়নি মর্মে প্রতিয়মান হয়। এ নদীর সঙ্গে সংযোগকৃত খালগুলোর পানির প্রবাহ যাতে বজায় থাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ । ২। মেয়র, হবিগঞ্জ পৌরসভা, হবিগঞ্জ । ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ। ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।
০৩।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা নষ্ট হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] হবিগঞ্জ।
০৪।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন, এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] হবিগঞ্জ।
০৫।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কাসহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/ সিএস ও আরএস, তুলনা বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৫। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল]

	SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[8] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনি/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	হবিগঞ্জ।
০৬।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনুযায়ী মৌজা ম্যাপ/নিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যালয় সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই নিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৫। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] হবিগঞ্জ
০৭।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] হবিগঞ্জ
০৮।	ভূগর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সার্থে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি],

	হবে। প্রয়োজনে স্কুল/ কলেজ/মসজিদ/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গায় উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ড্রেজকৃত পলি/ মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে।	সকল হবিগঞ্জ
০৯।	জেলার মধ্যে পাউবো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অব্যবহৃত রয়েছে যথাযথ ব্যবহার না করার ফলে জমিগুলো বে-দখল হয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে রিজিউম করা যেতে পারে। এছাড়াও কৃষি জমির টপ সয়েল বিক্রি বন্ধ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ
১০।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ
১১।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/ গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল হবিগঞ্জ ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল হবিগঞ্জ
১২।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়। নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল হবিগঞ্জ ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল হবিগঞ্জ
১৩।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল, হবিগঞ্জ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল, হবিগঞ্জ
১৪।	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্টে নদী সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান মামলাগুলি আইনি মোকাবিলা করে সত্বর নিষ্পত্তি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার তালিকা প্রণয়ন, পিপি/জিপি নিয়োগ এবং এস,এফ [Statemant of Facts] যথাযথভাবে তৈরি করে মামলাগুলি মোকাবিলা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল, হবিগঞ্জ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল, হবিগঞ্জ

১৫।	[ক] নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল],হবিগঞ্জ ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] , হবিগঞ্জ
১৬।	[ক] অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৩। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] হবিগঞ্জ
১৭।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অন্তর্ভুক্তির বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], হবিগঞ্জ
১৮।	জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/গণসংযোগ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, হবিগঞ্জ ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল], হবিগঞ্জ
১৯।	[ক] সকল শিল্প কারখানার ইটিপি স্থাপন এবং ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। [খ] নদীতে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রথম প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও যুগপৎ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [গ] কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। মেয়র পৌরসভা, হবিগঞ্জ ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ ৪। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ ৬। মেয়র, কুটিয়া পৌরসভা, হবিগঞ্জ

	নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং বাজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [ঘ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/ উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।	৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] হবিগঞ্জ ৮। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] হবিগঞ্জ

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[অং]- তারিখ: ১৪ অক্টোবর, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:
০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৮। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১০। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ
১১। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ
১২। মেয়র, পৌরসভা, হবিগঞ্জ
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/ এল.জি.ইডি/সড়ক ও জনপথ, হবিগঞ্জ
১৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল],হবিগঞ্জ
১৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল],হবিগঞ্জ
১৭। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৮। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

কবির আহমেদ পাটোয়ারী
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : সিলেট বিভাগের নদ-নদী রক্ষায় করণীয় বিষয়ে সেমিনার ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভার প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: আলাউদ্দিন গত ১৬/০৫/২০১৮ তারিখে সিলেটের বিভাগের সিলেট বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভা, নদী রক্ষার সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক র‍্যালি এবং সিলেট বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে করণীয় শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন। বর্ণিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও তাৎক্ষণিক বিষয়ে জাতীয় নদী কমিশনের মতামত/সিদ্ধান্ত/পরামর্শ নিম্নে পেশ করা হলো:

জাতীয় নদী ও রক্ষা কমিশন ও সিলেট বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির যৌথ উদ্যোগে সিলেট বিভাগে র‍্যালি ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সিলেট বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা ও করণীয় বিষয়ক সেমিনারে সিলেট বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ সিলেটের বিভিন্ন জেলায় পরিবেশ ও নদী বিষয়ক কর্মী, বেলার প্রতিনিধি, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। একটি প্রবন্ধ [সংযুক্ত] উপস্থাপন করেন জনাব মৃণালকান্তি দেব, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার [রাজস্ব], বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এবং অন্য প্রবন্ধটি [সংযুক্ত] উপস্থাপন করেন পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নির্বাহী প্রকৌশলী। পাউবো এর প্রবন্ধে সিলেট বিভাগের নদীসমূহের নাব্যতা, হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন, নদীর ভাঙন এবং বিদ্যমান সমস্যাদি চিহ্নিতকরণপূর্বক বিভিন্ন তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ দুটির উপর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় হবিগঞ্জের সোনাই, সুতাং, খোয়াই এবং সুনামগঞ্জের আবুয়া নদী; মৌলভীবাজারের কুশিয়ারা; সিলেটের ডাউকি, পিয়াইং, গোয়াইন, মুনিরা বালিয়া, সারি নদীসহ অন্যান্য খাল-বিল ও হাওরের চরম দুরাবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি/পরিবেশবাদী মতামত পেশ করেন।

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, সভাপতির বক্তব্যে বলেন যে, নদী দখলের অপসংস্কৃতি ভেঙে দিতে হবে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। Stake holders সহ সমাজের জনগনের বিবেকবোধ জাগ্রত করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে নদীকে হত্যা করেছি আমরা। এ সমস্যাকে আর ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চাই না। সমস্যাকে স্বীকার করে নিয়েই সমাধান খুঁজতে হবে। তিনি আরও বলেন যে সরকার নদী রক্ষা কমিশন গঠন করেছে এবং আইন পাশ করেছে যা সরকারের সদিচ্ছার প্রমাণ। আমাদেরকে নদী রক্ষার কাজ করতেই হবে। এখন সময় পরিবর্তনের। তিনি আরও বলেন যে ''We are the culprits" আইনগুলি আগেও ছিল কিন্তু প্রয়োগ নেই। এক্ষেত্রে আমরা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেইনি।

BELA এর সিলেট শাখার বিজ্ঞ আইনজীবী শাহ শাহিদা বলেন যে আদালতে নদী সংশ্লিষ্ট মামলাগুলিতে সরকারের পক্ষাবলম্বনে আর কালক্ষেপণ করা যাবে না। রিট পিটিশন বাঁধা হিসেবে কাজ করছে। আদালত থেকে নদী রক্ষায় অনুকূল আদেশ [Favorable order] পেতে আইনি-লড়াই যথাসময়ে করতে হবে। অনেক সময় আদালতের রায়কে গোপন করে মামলায় সুবিধা নেবার চেষ্টা চালায় সংশ্লিষ্ট পক্ষ।

বালিয়ার পুনঃখনন কাজ শুরু হলেও দখল মুক্ত করা জরুরি বলে মতামত তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি অংশীজনদের [Stakeholders] সমন্বিত কাজ করা দরকার।

'বিড়াল ধান খায়'। বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে [Who is to bell the cat?] বলে একজন পরিবেশবাদী মতামত তুলে ধরেন।

সুতাং নদী, খোয়াই নদী দখল হয়ে গেছে। নদীর পথিপথ, নৌকাঘাট উধাও হয়ে গেছে। নদীর উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী কর্তৃক নদী দখল হয়ে গেছে। এলাকার মানুষ কথা বলতে সাহস পায় না। নাগরিক আন্দোলন হলেও কাজ হয় না।

বক্তাগণ প্রশ্ন তুলেন যে এতগুলি আইন থাকা সত্ত্বেও কেন নদী দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ ক্রমাগতভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে ও অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। দুঃখ করে বলেন যে আমরা বড় হচ্ছি ভুল শিখে। আমাদেরকে পূর্বেই লক্ষ্য চিহ্নিত করতে হবে; দখল-দূষণ রোধ/প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর ভাঙনরোধে নদীর তীর সংরক্ষণে প্রকল্প নিতে হবে।

সিলেট বিভাগীয় নদী কমিটির সভায় বিভিন্ন জেলাধীন নদীর সংকটাপন্ন অবস্থা, দখল ও দূষণের বাস্তব অবস্থা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা হয়। তার মধ্যে সুরমা, কুশিয়ারা, যাদুকাটা, রক্তি, সারি, ডাউকি পিয়াইন, খোয়াই, সাতুং ও বালিয়া নদীর দখল ও

দূষণের চিত্র ভয়াবহ বলে সভায় আলোচিত হয়। ইতিমধ্যে ডাউকি ও পিয়াইন নদীর উপর মহামান্য হাইকোর্টের কয়েকটি মামলা রয়েছে: ডাউকি ও পিয়াইন নদীতে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে মামলা [রিট পিটিশন নং-৪৯৫৮/২০০৯], ডাউকি নদীতে অবৈধভাবে স্থাপিত বেইলী সেতু অপসারণের জন্য মামলা রিট পিটিশন নং-১০৭০৩/২০১১] এবং পরবর্তিতে রিট পিটিশন নং-৪৯৫৮/২০০৯ এর রায় বাস্তবায়ন না হওয়ায় আদালত অবমাননার জন্য Contempt হয়েছিল, যার নং-199/2012। মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার সুযোগে নদী দখল, নাব্যতা হরন ও দূষণ করার অবকাশ ফিরে পাচ্ছে দখলকারী, ক্রাশার সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী বেপরোয়া মহল। তারা প্রশাসনের তোয়াক্কা করছে না/মেনে চলছে না বলে সভায় মন্তব্য করা হয়।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক, জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখা শুনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস [RoR] সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া হয়নি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা অবৈধ বিবেচনায় লংঘন বাতিল হবে। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement [জনঅধিকারভুক্ত] হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। যুগ পরম্পরায় জনগণ কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হয়ে এসেছে এবং হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। বিআইডব্লিউটিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকার বিআইডব্লিউটিএকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান ১৯৫০ সনের প্রজাসত্ত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ, দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর নির্ধারিত বলে তিনি সভার উল্লেখ করেন। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোন ব্যতিক্রম হবার কোন সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে কোন ব্যতিক্রম ঘটলে উক্ত আইন ও বিধি-বিধানের আলোকে তা কালেক্টর বাহাদুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সরেজমিন জরিপ পূর্বক উপযুক্তরূপে গণ্য/নির্ধারণ করতে পারেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে নদীর জমি CS পর্চাতে RoR [Record of Rights] যথাযথভাবে রেকর্ডভুক্ত আছে। CS এর পরবর্তীতে RS রেকর্ড-এ পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা জেলা কালেক্টরের নামে আছে এবং সেটিই বিধান। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নদী রক্ষায় স্বার্থেই সংরক্ষণ করা দরকার। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আপীলকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ কিসহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার যথার্থ ও উপযুক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধন শুদ্ধ করে নেয়া যায়,যা অজ্ঞতা কিংবা অনিচ্ছা বা অনীহার কারণে অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও নদীর জমির সীমানা নির্ধারণে দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা/অনুরোধপত্র মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণে কালেক্টরকে কারিগরি জনবল সরবরাহ করে মাঠ জরিপ [নিয়ারা জরিপ] সুসম্পন্ন করণের দায়িত্বপালন তৎপর হতে পারে। অদ্যাবধি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণে আইনানুগ কার্যাদি শেষ করতে পারেনি। এ বিষয়ে তিনি জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুর চাহিদা মোতাবেক বিভাগের অন্যান্য জেলা থেকে সংযুক্তির মাধ্যমে কিংবা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর থেকে কারিগরী জনবল সরবরাহ নিয়ে বাস্তবতার ভিত্তিতে পৃথক দিয়ারা জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বাংলাদেশের সকল নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের কার্যক্রম জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা মোতাবেক কিংবা স্ব-উদ্যোগে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে সম্পাদন করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ

প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোন প্রকার আশ্রায়ন বা আশ্রয়ণ প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস এন্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর আরপার ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোন প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃত প্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। খুলনার তেরখাদায় ভুতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন' মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোন মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর zero tolerance নীতির বিষয়ে সবাই স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সি এস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

বিভাগাধীন জেলা সমূহে নিয়মিতভাবে জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা হচ্ছে না। কোনো কোনো জেলায় এ পর্যন্ত মাত্র একটি/দুটি সভা হয়েছে। অনেক উপজেলায় কমিটিও গঠিত হয়নি। কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে পরিবেশ, নদী, জলাশয়, মৎস্য নিয়ে যারা/যে সংগঠন কাজ করছে কমিটিতে তাদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির বিষয়েও মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সেমিনার ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় কতিপয় সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করা হয় যা নিম্নরূপঃ

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
১।	সুতরাং নদীতে কারখানার দূষণ ও অবৈধ দখল উচ্ছেদ করার জন্য জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জ সত্বর আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রেরণ করবেন।	১। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট রিট তদারকি করবেন ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ
২।	সোনাই নদীতে অবৈধ স্থাপনা নির্মান বন্ধ করতে হবে। সায়হাম টেক্সটাইল কমপ্লেক্স মিলের সম্প্রসারিত স্থাপনা ও যাবতীয় কার্যক্রম জেলা প্রশাসক/উপজেলা প্রশাসন আগামী ১ [এক] মাসের মধ্যে উচ্ছেদপূর্বক নদীকে মুক্ত করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহ্বায়ক উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি [সকল], হবিগঞ্জ।
৩।	বাকুলটা, সুরমা নদী হতে নির্বিচারে বালু পাথর উত্তোলন করা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। নদীর তীরে স্থাপিত স্টোন ক্রাশার উচ্ছেদ করতে হবে।	১। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ
৪।	সিলেট বিভাগাধীন যে সকল নদীর উপর দখল, দূষণ বিষয়ে রিট মামলা বিদ্যমান রয়েছে ঐ সকল মামলার তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক অবিলম্বে তৈরি করবেন ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মামলাগুলোর তারিখ, চাহিদাকৃত তথ্যাদি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে অনুসরণ করবেন। এসব মামলায় সরকার পক্ষে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট জিপি এবং প্রয়োজনে	১। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট

	বিজ্ঞ ও দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এর ২৪-২৫ জুন/২০০৯ এর রায়ের নির্দেশনা ও এসব মামলার শুনানী সংশ্লিষ্ট আদেশ নজরে আনার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবেন। যে সকল নদী, খাল, বিল, জলাশয় অবৈধ স্থাপনা নিয়ে মামলা নেই কিংবা মামলা চলমান বা চললেও নিষেধাজ্ঞা নেই, সেইগুলিকে অবিলম্বে উচ্ছেদের কার্যকর অভিযান পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	
৫।	সকল মামলার তালিকা, বর্তমান অবস্থা, নদী কমিশন কোন কোন ক্ষেত্রে পার্টিভুক্ত, কোন কোন বিষয়ে কমিশন সহযোগিতা করতে পারে তা উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।	১। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, সিলেট বিভাগ
৬।	মহাপরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট হাওর উন্নয়ন, নদীনালা খনন কার্যক্রম নিবিড় এবং নিশ্চিতভাবে সমন্বয় করতে হবে। এ কাজ সমন্বয়ের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটিকে নিয়মিত পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে হবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখতে হবে।	১। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট বিভাগ ৩। পরিচালক, মৎস্য/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা /পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ।
৭।	সেমিনারে বিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনা, মতামত পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে সিলেট বিভাগের নদ-নদী রক্ষা, উন্নয়ন সেমিনারের সুপারিশমালা পৃথকভাবে কমিশনার অফিস হতে প্রেরণ করবেন।	১। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট
৮।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লব্ধ হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান অনুযায়ী নদীর জমির হালনাগাদ ROR প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জেলা প্রশাসকগণ সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব। নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাষ্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুনের প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] দলিল হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। পুলিশ সুপার [সকল], সিলেট
৯।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ কিসহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ৪। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট

	মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা জেলেন্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/ স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন/রিভিউ/রিভিশন/আপীল করে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন কিংবা ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/রদ্দ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	
১০।	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতার পার্শ্বে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোন অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক CS/RS এর দাবির আইনানুগ ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়নপূর্বক ন্যায়ানুগ সীমানা নির্ধারণ করবে।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ৩। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট
১১।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি প্রবহমান করার জন্য উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। খননকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। খাল খননের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট
১২।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। পুলিশ সুপার [সকল], সিলেট ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট
১৩।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক, সিলেট ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], সিলেট

১৪।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া রয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৪। জেলা প্রশাসক, সিলেট
১৫।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিতভাবে নদীর প্রস্থের চেয়ে ক্ষুদ্র আকারের ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। সমন্বিত সমীক্ষণ [Integrated Study] করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে, যাতে নদীর প্রবহমান নাব্যতা কে কোনরূপ বাঁধা প্রাপ্ত না করে কিংবা দু'পাড় দখলের কারণ সৃষ্টিতে সহায়তা না হয়।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস এন্ড হাইওয়ে, সিলেট
১৬।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করতঃ দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৪। পুলিশ সুপার [সকল], সিলেট ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট
১৭।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষনার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পার্শ্বে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/ গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষনার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট
১৮।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থি। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙ্গন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালি হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। পুলিশ সুপার, সিলেট ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি]।
১৯।	জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়ার সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিসমূহ সিলেট ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি]।

২০।	[ক] কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ/ নিষ্কাশন কার্যকরভাবে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R] Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [খ] আইন লংঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/ গোষ্ঠির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবেন।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, সিলেট ৪। পুলিশ সুপার, সিলেট ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] সিলেট
২১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক নদীর দখল, দূষণ প্রতিরোধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করবেন। এক্ষেত্রে জেলা নদী রক্ষা কমিটি কার্যকর ভূমিকা-সহযোগিতা, সহায়তা প্রদান করবে।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। পুলিশ সুপার, সিলেট ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট
২২।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	১। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট ৩। পুলিশ সুপার, সিলেট ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল] সিলেট

ড. মুজিবুর রহমান মাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৫৫]-৫১১

তারিখ : ১৭ জুলাই, ২০১৮

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:
০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতত্ত্ব ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ বীর উত্তম রোড, ঢাকা।
০৭। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
০৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
০৯। চেয়ারম্যান, BIWTA, ১৪৯-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল,ঢাকা।
১১। সচিব [যুগ্মসচিব], জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১২। জেলা প্রশাসক [সকল], সিলেট বিভাগ
১৩। পুলিশ সুপার, [সকল], সিলেট বিভাগ
১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার [সকল], সিলেট বিভাগ
১৫। মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১৬। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১৭। নথির কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার-এর সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলাধীন সারী নদী এবং জাফলং-এর ডাউকী ও পিয়াইন নদী সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ: ১৬/০৫/২০১৮ ।। সময়: বেলা ২:০০-৫:০০ ঘটিকা

১। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য:

[ক] সারী নদীর দখল, বালু উত্তোলন ও ভারত সরকার কর্তৃক উজানে বাঁধ নির্মাণের ফলে সারী নদীর এবং নদীর পাড়ের মানুষের জীবনযাত্রার উপর যে প্রভাব পড়েছে তা পর্যবেক্ষণ;
[খ] ডাউকি ও পিয়াইন নদীর গর্ভস্থলের গভীর থেকে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নির্বিচারে পাথর উত্তোলন, নদীর মধ্যে বালুর স্তূপ ও নদীর পাড়ে গড়ে-ওঠা স্টোন-ক্রাশার-এর ফলে ডাউকি ও পিয়াইন নদী যে হুমকির সম্মুখিন হচ্ছে তার বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ;

২। পরিদর্শনকালে [১] মো: সালাউদ্দিন চৌধুরী, পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট; [২] মো: আলতাফ হোসেন, উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট; [৩] বিশ্বজিত কুমার পাল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোয়াইনঘাট, সিলেট; [৪] অ্যাডভোকেট শাহ সাহেদা, বিভাগীয় সমন্বয়ক, বেলা, সিলেট; [৫] আব্দুল হাই হাদী, সভাপতি, সারী নদী বাঁচাও আন্দোলন; [৬] পুলিশ বিভাগ; [৭] স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মী এবং [৮] অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা/প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৩। পরিদর্শন কার্যাদি ও পর্যবেক্ষণ:

সারী নদী ভারতের মেঘালয় পর্বত থেকে উৎপত্তি হয়ে জৈন্তার মধ্যে দিয়ে সারী নাম ধারন করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এই নদী সিলেটের জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানিগঞ্জের উপর দিয়ে প্রবাহিত। জৈন্তাপুর এলাকায় নদীটির স্বাভাবিক প্রবাহ প্রত্যক্ষ করা হ'ল। উপস্থিত পরিবেশবাদীগণ বলেন যে, সারী নদীটি যদিও ছোট তার প্রবাহ ক্রমহ্রাসমান। নদীটি স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য প্রজাতির কিছু মাছের অভয়ারণ্য। যুগ যুগ ধরে এ নদীটি মানুষের মাছের চাহিদা পূরণ করে আসছে বলে জানান। এ নদীর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য শাখা নদী, বিল ও হাওরের পরিবেশের ভারসাম্য এ নদীর উপর নির্ভরশীল। এ নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার রয়েছে বলেও তারা উল্লেখ করেন। বিশেষভাবে তারা উল্লেখ করেন যে সারী নদী উজানে জৈন্তা হিল ডিস্ট্রিক্টের মাইন্তু [Myntdu] নদীতে ভারত সরকার বাঁধ নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে শেষ করেছে, যা এ অঞ্চলের মানুষের জীবন, প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোট ৩ টি ইউনিটে ১২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য এ নদীতে ৬৩ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন 'হাইড্রো ইলেকট্রিক' বাঁধ দেয়া হয়েছে। জানা যায় যে ২০০২ সালের ২৫ অক্টোবর ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবুল কালাম এটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। প্রায় শতাধিক খাল ও ছোট বড় নদী এর সাথে সম্পৃক্ত। গোয়াইন ঘাটের মধ্য দিয়ে 'গোয়াইন' নাম ধারন করে ছাতকে সুরমা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এ নদী। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ১৪২০ মিটার। মেঘালয়বাসির কাছে মাইন্তু [Myntdu] বা সারী নদী আশির্বাদস্বরূপ। তাদের কাছে এটি 'Ka Tawaiar Ka Takan' বলে পরিচিত, যার অর্থ 'আমাদের মহান দেবদূতা'। বাংলাদেশের কাছে এ নদীর গুরুত্ব অনেক বেশি।
এ নদীর পানি স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ যা আবহমান কাল থেকে মানুষ নানা কাজে ব্যবহার করে আসছে। বৃটিশ আমলেও এ নদীটি ছিল যোগাযোগের একমাত্র পথ। জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কোম্পানিগঞ্জের সম্পূর্ণ ও সদরের একাংশের কৃষিকাজ সম্পূর্ণভাবে এ নদীর উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো মানের বালির প্রধান উৎস হচ্ছে এ নদী। 'সারীর বালি' নামে খ্যাত এ বালির অফুরন্ত ভান্ডার রয়েছে এ নদীতে। হাজার-হাজার মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান উপায় এ নদী।

স্থানীয় পরিবেশবাদী সংগঠনের প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ বাঁধের কারণে জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশংকা করেছে। পানির স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ ও প্রাকৃতিক ছন্দপ্রবাহ বিনষ্টের কারণে বিল, হাওর, বাওর, খাল ও নদীর প্রাণীবৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে। স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস ও ইকোসিস্টেম উলট পালটের কারণে জলচর প্রাণী লুপ্ত হবে এবং তাদের উপর নির্ভরশীল পরিযায়ী পাখিদের আর আগমন ঘটবে না। উদ্ভিদের যে বৈচিত্র্য ও নদীকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবেশ গড়ে উঠেছে তার চিরবিনাশ ঘটবে। সারি নদী কেন্দ্রিক যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, বাঁধের কারণে তাও ধ্বংস হয়ে যাবে। সারীর উজানের বালু আর পাওয়া যাবেনা। এতে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়বে এবং ব্যবসার সাথে জড়িত শত শত পরিবার পথে বসবে। কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হবে সরকার।

৪। পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১।	সারী নদীর 'হাইড্রোলজিক্যাল/মরফোলজিক্যাল স্ট্যাডি' সমন্বিত প্রযুক্তি RS, GIS I GPS ব্যবহার/প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করাতে হবে।	স্পার্সো [SPARRSO] কিংবা SPARRSO এর নেতৃত্বে CEGIS/IWM এর যৌথ প্রয়াসে/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট এর তত্ত্বাবধানে এ সমীক্ষাটি সহসাই সম্পন্ন করাতে হবে।
০২।	মাইন্দ্রু বাঁধ অপসারণ বিষয়ে JRC ভারত সরকারের সাথে দ্রুত আলোচনা করা এবং ফলপ্রসূ ফলাফলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সদস্য, যৌথ নদী কমিশন/সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
০৩।	সারী নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সচিব, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ জেলা নদী রক্ষা কমিটি, সিলেট।
০৪।	সারী নদী এবং এর উপনদী বড়গাং ও কাটাগাং এর স্বাভাবিক নাব্যতা পুনরুদ্ধার করতে নদী খনন/ড্রেজিং/বৃক্ষ রোপন/পর্যটন ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ/প্রকল্প একটি মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে অবিলম্বে বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। এ এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মৎস্য ও কৃষি উৎপাদন, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষনের স্বার্থে সমীক্ষার মাধ্যমে সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	সচিব, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা নদী রক্ষা কমিটি, সিলেট।

৫। ডাউকি ও পিয়াইন নদী পরিদর্শন কার্যাদি ও পর্যবেক্ষণ:

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হিসেবে পরিচিত সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার ডাউকি ও পিয়াইন নদী বেষ্টিত জাফলংকে সরকার 'ভূতাত্ত্বিক ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু অপার সৌন্দর্যের লিলিভূমি জাফলং এর ডাউকি ও পিয়াইন নদী পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ/পাথর ও বালু ব্যবসায়ী কর্তৃক নদী সংকুচিত করে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর ও বালু উত্তোলন করছে এবং নদীর মধ্যে দিয়ে পাথর পরিবহনের জন্য ট্রাক চলাচল অব্যাহত রেখেছে। পাথর পরিবহনের জন্য বড় বড় ট্রাক ব্যবহৃত হচ্ছে যার ফলে সিলেট থেকে জাফলং এর প্রধান সড়ক সাধারন মানুষের চলাচলের অনুপযোগি হয়ে পড়েছে এবং পর্যটকদের সংখ্যা একেবারেই হ্রাস পেয়েছে। ডাউকি নদী থেকে উত্তোলিত পাথর ক্রাশের জন্য এখানে অবৈধভাবে অসংখ্য স্টোন- ক্রশার মেশিন দেখতে পাওয়া যায়, যার কোন সরকারি অনুমোদন নাই। এসকল স্টোন ক্রশার নির্ভর পাথর ব্যবসায় কাজ করছে সংখ্যক শ্রমিক, যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে এসে এই কাজের সাথে জড়িত হয়েছে বলে জানা যায়। তবে এদের সংখ্যা কয়েক হাজার হলেও অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনকারী প্রভাবশালী চক্র স্থানীয় নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিকদের ছায়ায় অতিরঞ্জিত লাখো-শ্রমিকের শ্রমের অজুহাত তুলে ধরছেন নিজেদেরই বাণিজ্যের স্বার্থে।

ডাউকি নদী থেকে বালু উত্তোলন করে তা নদীর মধ্যেই স্তুপ করে রেখেছে, যার ফলে ৫৮ কি.মি দৈর্ঘ্য ডাউকি নদী ভরাট হয়ে নৌ-চলাচলে বাঁধা সৃষ্টি হয়েছে। ডাউকি নদীর উপর ভারত সরকার অবৈধভাবে একটি সরু বেইলী সেতু তৈরি করছে বলে স্থানীয়ভাবে তুলে ধরা হয়। আরও জানা যায় এবং প্রত্যক্ষও করা হয় যে উজান থেকে বড় কোন পাথর ডাউকি কিংবা পিয়াইন নদীর প্রবহমান জলধারায় ভেসে আসে না, যদিও স্থানীয় অবৈধ ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী চক্র নিজেদের স্বার্থে পাথর উত্তোলন কাজ অব্যাহত রেখেছে। তারা মূলতঃ উক্ত ডাউকি ও পিয়াইন নদীর বাংলাদেশের অংশে নদী গর্ভ স্থল গভীরভাবে খুঁড়ে বড় বড় পাথর ও বালু উত্তোলনসহ নদীর নাব্যতা বিনষ্ট/ধ্বংস করছে এবং স্বার্থ সিদ্ধির মোহমন্ত্রে লিপ্ত হয়ে দেশেরই সর্বনাশ করে চলেছেন। সিলেট বিভাগীয়/জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা তুলে ধরা হয় যে, স্থানীয় প্রশাসন/রাজনৈতিকদের প্রভাব ও উপর্যুপরি অবৈধ তদবির ও চাপের ফলে তারা আইন প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হলেও তারা সফল হতে পারছেন না। অপরদিকে আদালতের রায়ের ফলেও নদী রক্ষার্থে আইনের প্রয়োগ বন্ধ করতে হয়েছে বলেও আলোচনায় বিভিন্ন ব্যক্তিগণ আলোকপাত করেন।

ইতিমধ্যে ডাউকি ও পিয়াইন নদীর উপর মহামান্য হাইকোর্টের কয়েকটি মামলা রয়েছে যা- ডাউকি ও পিয়াইন নদীতে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে মামলা [রিট পিটিশন নং-৪৯৫৮/২০০৯], ডাউকি নদীতে অবৈধভাবে ঝুলিত বেইলী সেতু অপসারণের জন্য মামলা [রিট পিটিশন নং-১০৭০৩/২০১১] এবং পরবর্তিতে রিট পিটিশন নং-৪৯৫৮/২০০৯ এর রায় বাস্তবায়ন না হওয়ায় আদালত অবমাননার জন্য Contempt হয়েছিল যার নং-199/2012 । স্থানীয় প্রভাবশালী মহল মহামান্য হাইকোর্টের উক্ত আদেশ অবমাননা করে বহাল তবিয়তে পাথর ও বালু উত্তোলন করেই চলছে বলে অভিযোগ হয়েছে এবং বিভাগীয়/জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা হয়েছে ফলে, জাফলং এর নদী ও পানি সম্পদ/জীব-বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং পর্যটনও দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ও প্রায় নিঃশেষিত অবস্থায় পৌঁছেছে।

৬। পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১	[ক] অবিলম্বে ডাউকি ও পিয়াইন নদীর গর্ভ থেকে নদী ও নদীর নাব্যতা ধ্বংস এবং জাতীয় সম্পদের ক্ষতিসাধনপূর্বক অবৈধভাবে পাথর ও বালু উত্তোলন সংশ্লিষ্ট আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। [খ] এ অবৈধ পাথর ব্যবসায়ীদের সাথে আইনি লড়াই জোরদার করার ব্যবস্থা জেলা প্রশাসন/সরকার কর্তৃক আবশ্যিক ও অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে। আদালতে চলমান মামলাগুলির আইনগত অবস্থা ও অবস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে আইনানুগ পদক্ষেপ [রিভিউ/আপিল বিভিশন] গ্রহণ করতে হবে।	[ক] বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/জেলা প্রশাসক, সিলেট/পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। [খ] বিভাগীয়/জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি সমন্বিত উপযুক্ত কর্মসূচি/সরেজমিন পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ/জনমত উক্তরূপ অপরাধ প্রতিরোধে জনসচেতনতা ও জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যুগপৎ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। জিআইজি, সিলেট, বিভাগ Cr. Pc-১৩৩ ধারাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন।
০২।	জাফলং এর জীববৈচিত্র্য/পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও পর্যটন সম্ভাবনা পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়ন মূলক উদ্যোগ/প্রস্তাব বাস্তবতার নিরিখে কালবিলম্ব না করে গ্রহণ করতে হবে।	[ক] চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড/ মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। [খ] সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/জেলা/উপজেলা প্রশাসন/পুলিশসহ সীমান্ত রক্ষা বাহিনীকে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
০৩।	[ক] অবৈধভাবে ব্যবহৃত স্টোন-ক্রাশার মেশিন অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। [খ] আইন প্রয়োগে জব্দ করে ধ্বংস করতে হবে এবং অবৈধ ব্যবসায়ী চক্রকে ফৌজদারী আইনে/ পরিবেশ আইনের অধীনে বিচারে সোপর্দ করতে হবে। [গ] সংশ্লিষ্ট আইনের ন্যায়ানুগ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের স্বার্থ/জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ অতীব জরুরি ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে।	[ক] জেলা প্রশাসক, সিলেট/পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট/পুলিশ সুপার, সিলেট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। [খ] জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি।
০৪।	তামাবিল স্থল বন্দর এবং জাফলং এলাকার পর্যটন শিল্পের প্রসারের সুবিধা গ্রহণের লক্ষে সিলেট-জাফলং মহাসড়ক দ্রুতই সংস্কার করে যানবাহন চলাচল উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার,সিলেট/জেলা প্রশাসক, সিলেট/নির্বাহী প্রকৌশলী, এল.জি.ই.ডি/নির্বাহী প্রকৌশলী রোডস্ এন্ড হাইওয়ে, সিলেট।
০৫।	স্টোন-ক্রাশার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে। এবং এটি যতদ্রুত করা যাবে ততো দ্রুতই জাতীয় এ সম্পদ: নদী, পানি সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ	[ক] বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/জেলা প্রশাসক, সিলেট/পুলিশ সুপার, সিলেট/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার গোয়াইনঘাট, সিলেট। [খ] বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি।

	কাজে জোরালো ভাবে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্পৃক্ততা/সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা আয়োজনের কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করতে হবে। তবে এ জাতীয় সম্পদের অবৈধ দখলকারী/ক্ষতিকারী যে সংগঠন/সংস্থা/ গোষ্ঠীরই হোক না কেন, তিনি বা তারা যত বড় শক্তিশালীই হউক না কেন প্রযোজ্য আইনের প্রয়োগ নির্ভয়ে ন্যায়পরায়নতার সঙ্গে রাষ্ট্র/জাতীয় স্বার্থেই নিশ্চিত করতে হবে।	
০৬।	বেলা ডাউকী/শিয়াইন/সারীসহ সকল নদীপথ, নদী তীর কোরশোরসহ পর্যটন এলাকার সরকারি ভূমির অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার, নদীকে দূষণমুক্ত করণ এবং পানি-পরিবেশ সংরক্ষণার্থে বিভিন্ন আদালতে চলমান সকল মামলায় আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। BELA কিংবা অন্যান্য পরিবেশ সংরক্ষণকারী সংস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্রের/জাতীয় স্বার্থে এসকল মামলার আইনি-লড়াই জোরদার করণার্থে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/বিভাগীয় প্রশাসন/জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরগুলি তাদের নিজস্ব বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট নিয়োগ করে সত্যিকার চিত্র/অবস্থা বিজ্ঞ আদালতে তুলে ধরার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও তাদের আইনজীবী নিয়োগপূর্বক মামলা রুজু করবেন। চলমান মামলায় পক্ষভুক্ত হয়ে জোরালো আইনি লড়াই চালিয়ে যাবে এবং দেশের ও জনগনের নদী সংশ্লিষ্ট জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।	[ক] সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় /নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/জেলা প্রশাসক, সিলেট/পুলিশ সুপার, সিলেট/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার গোয়াইনঘাট, সিলেট। [খ] বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে এবং এ কমিশনকে অবহিত রাখবে।
০৭।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়গণের যৌথ উদ্যোগে জাফলং এলাকার জনসচেতনতা কর্মসূচিসহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আশু সুফল পাওয়া যাবে। একাজে বিভাগীয়/জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করবে।	সচিব, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়/সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৮।	বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর যথা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সচিব, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়/সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৫৫]-৪৬৯

তারিখ : ০১ জুলাই, ২০১৮

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের যথাসেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

০৩। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট
০৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
০৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, হোটেল কন্টিনেন্টাল, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,ঢাকা।
০৭। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৮। জেলা প্রশাসক, সিলেট
০৯। পুলিশ সুপার, সিলেট
১০। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট
১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, এল.জি.ই.ডি, সিলেট
১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, রোডস্ এন্ড হাইওয়ে, সিলেট
১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোয়াইনঘাট, সিলেট।
১৪। অ্যাডভোকেট শাহ সাহেদা, বিভাগীয় সমন্বয়ক, বেলা, সিলেট
১৫। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৬। দপ্তর কপি/সংরক্ষণার্থে।

মোঃ আব্দুস সামাদ
পরিচালক [উপসচিব]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : সিলেট বিভাগ পরিদর্শন প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ আলাউদ্দিন গত ১৪/০৫/২০১৮ তারিখে সিলেটের বিভাগের সুনামগঞ্জ এবং সিলেট জেলা সফর করেন। সফরকালে সুনামগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায়, তাহিরপুর উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায়, সিলেট বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায়, নদী রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক র‍্যালি এবং সিলেট বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে করণীয় শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন। বর্ণিত কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ ও তাৎক্ষণিক বিষয়ে জাতীয় নদী কমিশনের মতামত/সিদ্ধান্ত/পরামর্শ নিম্নে পেশ করা হলো:

০২। সুনামগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলো:

১৪/০৫/২০১৮ তারিখ বিকাল ৪.০০ টায় সুনামগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটির সকল স্তরের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সুনামগঞ্জ জেলার নদী সমূহের দখল, দূষণ, বালু উত্তোলন বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি সদস্যগণ বিভিন্ন তথ্যসহ মতামত প্রদান করেন। তারা যাদুকাটা, সুরমা, কুশিয়ারা, রক্তি বৌলাই নদীর দখল, নদীতে অবৈধ বালু উত্তোলনের কথা উল্লেখ করেন। প্রত্যেক সদস্যের বক্তব্যের মাধ্যেম নদ-নদী রক্ষায় সমন্বয়হীনতা ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার আভাস পাওয়া যায়। উপস্থিত সকল সদস্যই দৃঢ় ও আন্তরিক সমন্বয় ও সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, স্লুইস গেট ও রেগুলেটর স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা যাচাই করার প্রস্তাব করেন।

সভার আলোচনা ও পরিদর্শনের ভিত্তিতে কমিশনের পক্ষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ করা হলো:

৩। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-১	সুনামগঞ্জের নদী হাওর, বাওর, জলাশয় সংক্রান্ত কোন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে যুক্তিসংগত সময়ে প্রকল্পের হালনাগাদ বাস্তবায়ন অবস্থা জানাতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ে জেলা নদী রক্ষা কমিটি সমন্বয় সাধন করবে। কমিটির সকল	চেয়ারম্যান, BIWTA জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ পাউবো, বিএডিসি,

	সদস্য এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর প্রকল্প সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, দক্ষতা, যোগ্যতা পেশাদারিত্ব ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে; যাতে বরাদ্দকৃত অর্থ/সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার জনস্বার্থে নিশ্চিত করা যায়। এ বহুর বাঁধ নির্মাণে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে [রাত-দিন] পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এর ফলে সম্পদের সদ্ব্যবহার এর যে শক্তির সৃষ্টি হয়েছে তা অব্যাহত রাখতে হবে এবং জনগনের আস্থার জায়গা তৈরি করতে হবে।	এলজিইডি, সড়ক ও জনপথ, সুনামগঞ্জ ।

৪। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

সুনামগঞ্জ জেলায় যাদুকাটা, রক্তি, সুরমা নদী হতে নির্বিচারে বালু তোলা হচ্ছে। অপরিকল্পিত এবং অতিরিক্ত বালু উত্তোলনে নদীগর্ভ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পক্ষান্তরে নাব্যতা বিনিষ্ট হচ্ছে এবং সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে। ফলে নদী ভেঙ্গে প্রশস্ত হচ্ছে এবং পলি জমে চর সৃষ্টি হওয়াতে নৌপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। নদীর নাব্যতা রক্ষা, ভাঙন প্রতিরোধ এবং নদী সুরক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রিতভাবে বালু উত্তোলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নদীর যত্রতত্র বালু মহাল ঘোষণা দেওয়া এবং ইজারা প্রদান বাতিল করার উপর পরিবেশবাদীরা যে গুরুত্ব আরোপ করেন তার যথার্থতা বিবেচনায় নিতে হবে।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-২	সুনামগঞ্জ জেলাধীন ইজারাকৃত বালুমহাল পুনরায় জরিপ করতে হবে। জরিপের পর নদীর জন্য ক্ষতিকর, পরিবেশের জন্য হুমকি না হওয়ার শর্তে বালুমহাল ঘোষণা ও ইজারা প্রদান করতে হবে। ড্রেজিংয়ের পূর্বের খননকৃত মাটি/পলি নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তরের উপযুক্ত সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা নদী রক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, BIWTA/ জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ ও আহবায়ক জেলা নদী রক্ষা কমিটি/পরিবেশ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।

৫। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরে যাদুকাটা নদী হতে পাথর আহরন করা হয়। নদী তীরে ২০-২৫টি স্টোন-ক্রাসার/মেশিন দিয়ে পাথর ভাঙ্গা হচ্ছে। নদীতে পাথরের বর্জ্য ময়লা দ্বারা নদী ক্রমান্বয়ে ভরাট হচ্ছে এবং সংলগ্ন এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ ঝিনষ্ট হচ্ছে। মনুষ্য জীবনও বিপন্ন হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-৩	অবিলম্বে নদী হতে পাথর উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। স্টোন-ক্রাসার বন্ধ করার জন্য আইনের কার্যকর প্রয়োগ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ/পুলিশ সুপার, সুনামগঞ্জ/পরিবেশ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ ।

৬। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

সুনামগঞ্জে ৮২ নদী এবং অসংখ্য দৃশ্যমান ও নিমজ্জিত খাল রয়েছে। এসব সংযুক্ত খালগুলোর মাধ্যমেই হাওরের পানি হাওর-তীরবর্তী অঞ্চলের পানি নদীতে প্রবাহিত হয়। পাউবো এর কার্যক্রমের শুরু হতে সুনামগঞ্জে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের জন্য অধিকাংশ খালের মুখে বাঁধ দেয়া হয়েছে। ফলে হাওরের সাথে নদীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বৃষ্টির পানি আকস্মিক বন্যা [Flash Flow] পানি আর নদীতে বা হাওরে প্রবেশ করতে পারছেনা। খালগুলোর সংখ্যা নির্ধারণ ও খননের মাধ্যমে প্রবহমান করার ছোরালো বক্তব্য সভায় পেশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-৪	মৃত, অর্ধমৃত ও চলমান সকল খাল সচল করতে হবে। খাল খননের জন্য অগ্রাধিকার [Priority] নির্ধারণ করে প্রস্তাব পেশ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার

৭। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

সুনামগঞ্জ শহরে উত্তর পূর্ব দিকে হাসুয়ারহাট ও সুরমা জেলা পার্কের ঘাটে দখল ও ভাঙ্গন রয়েছে। হাসুয়ার ঘাটে নদী দখল এবং নদীর তীরভূমিতে ইটের ভাটা স্থাপন করা হয়েছে। অতি সত্বর হাসুয়ার ঘাটে নদীর দখল উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। সুরমা জেলা পার্কটি উন্নয়ন করা জরুরি। তারা বলেন যে, সুনামগঞ্জ শহরবাসীর জন্য কোন রকম চিত্তবিনোদনের সুযোগ নেই। জেলা পার্কটিতে বসার স্থান, বেঞ্চ, ওয়াকওয়ে ও বিভিন্ন জাতের গাছ লাগিয়ে ইকোপার্ক সৃজন করা সম্ভব। সভায় জেলা পার্কের উন্নয়নে প্রেরিত পাউবো প্রস্তাবটি পাশের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-৫	পাউবো ইতোমধ্যে ৫.২৫ কোটি টাকা একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করেছে। পাউবো বোর্ড জেলা পার্ক উন্নয়নের জন্য প্রেরিত প্রস্তাব অনুসরন করবে। প্রকল্প অনুমোদনের পর সুরমা নদীর তীরে উজান দিকে ও ভাটির দিকে ওয়াকওয়ে নির্মান করা হবে। ইকোপার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ পাউবো, সুনামগঞ্জ।

৮। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

সুরমা নদীর উপর আম্বুছ জহুর ব্রিজের ভাটিতে পশ্চিম দিকে ইটের ভাটা এবং পূর্ব দিকে নদীর সীমার মধ্যে রাইস মিল বসিয়ে দৃশ্যত নদী দখল করেছে।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-৬.১	অবিলম্বে নদীর তীরভূমি হতে ইটের ভাটা হতে এবং রাইস মিল উচ্ছেদ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, BIWTA/ জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ ও আহ্বায়ক জেলা নদী রক্ষা কমিটি/ পুলিশ সুপার, সুনামগঞ্জ/ পাউবো, সুনামগঞ্জ।
সিদ্ধান্ত নং-৬.২	সুনামগঞ্জ জেলাধীন সকল নদ-নদীর সীমানা আর,এস, মোতাবেক চিহ্নিত করতে হবে। যে সকল নদীর মৌজা ম্যাপ নেই সেইগুলো সংগ্রহ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ/ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার

৯। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ: তাহিরপুর উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য অংশ গ্রহণ করেন। সভায় আলোচনা হতে জানা যায় যে, উপজেলাধীন নদী, খাল, হাওর রক্ষার কোন কাজ কর্মে উপজেলা পরিষদ সম্পৃক্ত নহে। হাওর ব্যবস্থাপনায় জনগনের দ্বারা হাওর ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-৭	উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। উপজেলাধীন সকল নদী, খাল, হাওর, বাওর ইত্যাদির তালিকাও প্রণয়ন করা আবশ্যক। হাওর ব্যবস্থাপনার সাথে উপজেলা পরিষদকে সংশ্লিষ্ট করতে হবে।	উপজেলা চেয়ারম্যান, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তর।

১০। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

সভায় আলোচনা হতে জানা যায় যে, হাওর এলাকায় হাওর উন্নয়ন রক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য কোন মহাপরিকল্পনা নেই। খুচরা বা মিল পৃথকভাবে কখন যে কিভাগ মনে করে সে মত কাজ করে। সভায় হাওর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। মহাপরিকল্পনার আওতায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর তার উপর অর্পিত দায়িত্ব প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। মহাপরিকল্পনার আওতায় রাস্তাঘাট, নদী খাল, গবাদিপশুর শেল্টার মানব আশ্রয় কেন্দ্র, শস্য মাড়াই ক্যাম্পাস নির্মাণ করা

প্রয়োজন। তাহারা হাওর সহনীয় শস্যাদি গবেষনা করে আবিষ্কার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বৎসরে শুষ্ক মৌসুমে ধানের অতিরিক্ত অন্যকোন শস্য উৎপাদন সম্ভব কি না তা দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আহ্বান জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-৮	জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনায় আলোচ্য বিষয়াদি যাচাই বাছাই এবং অন্তর্ভুক্ত করবে।	চেয়ারম্যান, BIWTA/ জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ ও আহবায়ক জেলা নদী রক্ষা কমিটি / পুলিশ সুপার, সুনামগঞ্জ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুনামগঞ্জ/ পাউবো, সুনামগঞ্জ/ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর,সুনামগঞ্জ মৎস্য অধিদপ্তর যৌথ সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১১। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

হাওর এলাকার মানুষের জীবন মান উন্নয়নের জন্য কৃষি ক্ষেত্রে বহুমুখী কৃষি সিস্টেম চালু করার বিষয়ে সদস্যগণ মতামত পেশ করেন। তারা উল্লেখ করেন হাওর এলাকার বর্তমানে মাত্র ধান উৎপাদন করা হয়। ধানের সহযোগী শস্য বা অন্তবর্তীকালীন হাওর উপযোগী কোন শস্য উদ্ভাবন করা অত্যাবশ্যক। তা না হলে হাওর এলাকার মানুষের দরিদ্রতা হ্রাস করা যাবে না। এ ছাড়া হাওর অঞ্চলে সমবায়ী শস্য ঝাড়াই, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় হাওর উন্নয়ন বিষয়ক পাঠক্রম চালুকরন এবং সুনামগঞ্জ জেলায় BRRI কার্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-৯.১	হাওর অঞ্চলে সমবায়ী শস্য মাড়াই কেন্দ্র,ধান গবেষনা ইনষ্টিটিউট স্থাপন এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব বিদ্যালয়ে হাওর উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে বিভাগ খোলা হবে।	কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
সিদ্ধান্ত নং-৯.২	তাহিরপুর উপজেলার বৌলাই নদী দখল হয়ে যাচ্ছে। তীরবর্তী জনপদের জনসাধারণ ক্রমান্বয়ে নদীর দখল বাড়াচ্ছে। অবিলম্বে সি.এস, আর.এস এবং সি.এস ও বাস্তবভিত্তিক সংশ্লিষ্ট আইন কানুনের ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন ও জরিপপূর্বক কার্য-কারণ সম্বন্ধ তুলনামূলক বিচারে নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে হবে এবং দখলদারদের অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে।	সহকারী কমিশনার (ভূমি), তাহিরপুর, নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর এবং জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
সিদ্ধান্ত নং-৯.৩	মাটিয়ান ও টাঙ্গুয়ার হাওরের মধ্যে বসবাসরত মানুষের স্থলপথে যোগাযোগের কোন রাস্তা নেই। বর্তমানে নির্মিত বাঁধগুলো পাঁকা করতে হবে। বাঁধ পাকা করা হলে জনগণের চলাচল ও শস্যাদি বহন করা সহজ হবে। এছাড়া হাওরে বিদ্যমান নদী ও খাল এবং সমবোগি খালগুলো খনন করা আবশ্যক। নদী ও সংযোগ খালে নাব্যতা থাকলে কৃষকরা নৌকা যোগে ধান ও অন্যান্য শস্যাদি বাড়িতে আনতে ও মাঠিয়ে দিতে পারবে।	পাউবো, এলজিইডি, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর।

১২। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

টাঙ্গুয়ার হাওর ব্যবস্থাপনা স্থানীয়ভাবে সমাজভিত্তিক টেকসই প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি কমিটির মাধ্যমে চলছে। লক্ষ্য করা গেছে টাঙ্গুয়ার হাওর চলমান ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণের নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওরের মাছ, বিভিন্ন জলজ প্রাণী ও জীব বৈচিত্র নির্বিচারে আহবান ও ধ্বংস করা হচ্ছে। ECA হিসেবে যে সকল অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করার কথা তা নেই বলে তারা জানিয়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওর ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় প্রশাসনে কোন অংশগ্রহণ নেই।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-১০	টাঙ্গুয়ার হাওর ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় প্রশাসন-কে সম্পৃক্ত রাখতে হবে। হাওরের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, পশু, পাখী ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারি তদারকি/পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা জোরদার্থে প্রদত্ত সুবিধা-প্রাপ্তির উপযোগী শ্রেণির স্বার্থ বিবেচনায়, দরিদ্র মৎস্যজীবী, কৃষক ও ভূমিহীন দরিদ্রদের স্বার্থ	হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ/ জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ/ ,পরিবেশ অধিদপ্তর এবং পাউবো, সুনামগঞ্জ।

১৩। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

হাওর অঞ্চলের নদ-নদী খাল উন্নয়নে সমন্বিত কার্যক্রম সঠিকভাবে হচ্ছে না। ফলে হাওরের নদীনালা, খাল কোথাও খনন হচ্ছে আবার কোথাও ভরাট হচ্ছে। দেখা যায় যে, যৌলাই নদীর সংযোগ খাল মরা গাংয়ের কিছু অংশ খনন করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য যে খননকৃত মাটি [Dredged Soil] নদীর মধ্যেই রাখা হয়েছে। যা নদীর নাব্যতাকে হরণ করেছে।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত-১১	মহাপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট হাওর উন্নয়ন, নদীনালা খনন কার্যক্রম নিবিড় এবং নিশ্চিতভাবে সমন্বয় করতে হবে। এ সমন্বয়ের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটিকে নিয়মিত পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে হবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/সকল জেলা প্রশাসক,সিলেট বিভাগ/ পরিবেশ, মৎস্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তর ও বিসিক, সুনামগঞ্জ।

১৪। র‍্যালি ও সেমিনারে অংশ গ্রহণ:

গত ১৬/০৫/২০১৮ তারিখে জাতীয় নদী ও রক্ষা কমিশন ও সিলেট বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির যৌথ উদ্যোগে সিলেট বিভাগে র‍্যালি ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সিলেট বিভাগের নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা ও করণীয় বিষয়ক সেমিনারে সিলেট বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ সিলেটের বিভিন্ন জেলায় পরিবেশ ও নদী বিষয়ক কর্মী, বেলার প্রতিনিধি, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। একটি প্রবন্ধ [সংযুক্ত] উপস্থাপন করেন জনাব মৃণালকান্তি দেব, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার [রাজস্ব], বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এবং অন্য প্রবন্ধটি [সংযুক্ত] উপস্থাপন করেন পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নির্বাহী প্রকৌশলী। পাউবো এর প্রবন্ধে সিলেট বিভাগের নদী সমূহের নাব্যতা, হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন, নদীর ভাঙন এবং বিদ্যমান সমস্যাদি চিহ্নিতকরণপূর্বক বিভিন্ন তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ দুটির উপর মুক্ত আলোচনা করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় হবিগঞ্জের সোনাই, সুতাং, খোয়াই এবং সুনামগঞ্জের আবুহা নদী; মৌলভীবাজারের কুশিয়ারা; সিলেটের জাউকি, পিয়াইং, গোয়াইন, মুনিহা বাসিরা, সারি নদীসহ অন্যান্য খাল-বিল ও হাওরের চরম দুরাবস্থা সম্পর্কে মতামত পেশ করেন।

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, সভাপতির বক্তব্যে বলেন-নদী দখলের অচলায়তন ভেংগে দিতে হবে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। Stakeholders সহ সমাজের জনগনের বিবেকবোধ জাগ্রত করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে নদীকে হত্যা করেছি আমরা সমস্যা ধামাচাপা দিতে চাই-তা ঠিকা না। সমস্যাকে স্বীকার করে নিয়েই সমাধান খুঁজতে হবে। তিনি বলেন যে সরকার নদী রক্ষা কমিশন গঠন করেছে এবং আইন পাশ করেছে বা সরকারের সদিচ্ছার প্রমাণ; আমাদেরকে নদী রক্ষায় কাজ করতেই হবে। এখন সময় পরিবর্তনের। তিনি আরও বলেন যে We are the culpits; আইনগুলি আগেও ছিল, প্রয়োগ নেই। এক্ষেত্রে আমরা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেইনি।

BELA এর সিলেট শাখার বিজ্ঞ আইনজীবী শাহ শাহিদা বলেন যে-আদালতে নদী সংশ্লিষ্ট মামলাগুলিতে সরকারের পক্ষবিলম্বে আর কালক্ষেপন করা যাবে না। রিট পিটিশন বাঁধ হিসেবে কাজ করছে। আদালত থেকে নদী রক্ষায় অনুকূল আদেশ [Favorable order] পেতে আইনি লড়াই যথা সময়ে করতে হবে। অনেক সময় আদালত রায় গোপন করে।

ঝাসিয়ার পুনঃখনন কাজ শুরু হলেও দখল মুক্ত করা যায়নি বলে মতামত তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি অংশীজনদের Stakeholders সমন্বিত কাজ করা দরকার।

বেকাল খান যায়। বেড়ালের গলায় ঘন্টি বাঁধবে কে [Who is to bell the cat?] বলে একজন পরিবেশবাদী মতামত তুলে ধরেন।

সুতাং নদী, খোয়াই নদী দখল হয়ে গেছে। নদীর গতিপথ, নৌকাঘাট উধাও হয়ে গেছে। নদীর উপর অত্যাচার করা হচ্ছে; রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী কর্তৃক দখল হয়ে গেছে। এলাকার মানুষ কথা বলতে সাহস পায় না। নাগরিক আন্দোলন হলেও কাজ হয় না।

বক্তাগন প্রশ্ন তুলেন যে এতগুলি আইন থাকা সত্ত্বেও কোন নদী দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ ক্রমাগতভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে ও অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। ক্ষুব্ধ করে বলেন যে আমরা বড় হচ্ছি ভুল শিখে। আমাদেরকে লক্ষ্য পূর্বেই চিহ্নিত করতে হবে; দখল-দূষণ রোধ/প্রতিরোধ করতেই হবে। নদী ভাংগারোধে নদীর তীর সংরক্ষণে প্রবন্ধ নিতে হবে।

সেমিনারে তাৎক্ষণিকভাবে অতিশয় সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করা হয় যা নিম্নরূপঃ

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত ১২.১	সুতাং নদীতে কারখানার দূষণ,অবৈধ দখল, উচ্ছেদ করার জন্য জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জ সত্বর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	জেলা নদী রক্ষা কমিটির আহবায়ক ও জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ।
সিদ্ধান্ত ১২.২	সোনাই নদীতে অবৈধ স্থাপনা নির্মান বন্ধ করতে হবে। সায়হাম টেক্সটাইল কমপ্লেক্স মিলের সম্প্রসারিত স্থাপনা ও বর্জ্যের কার্যক্রম জেলা প্রশাসক/উপজেলা প্রশাসক আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে উচ্ছেদপূর্বক স্থাপনাদীকে মুক্ত করবেন।	জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ও জেলা নদী রক্ষা কমিটির আহবায়ক, হবিগঞ্জ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহবায়ক উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি।
সিদ্ধান্ত ১২.৩	বালুকাটা, সুরমা নদী হতে নির্বিচারে বালু পাথর উত্তোলন করা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। নদীর তীরে স্থাপিত স্টোন ক্রাসার উচ্ছেদ করতে হবে।	জেলা নদী রক্ষা কমিটি আহবায়ক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক।
সিদ্ধান্ত ১২.৪	সিলেট বিভাগাধীন যে সকল নদীর উপর দখল, দূষণ বিষয়ে রিট মামলা বিদ্যমান রয়েছে ঐ সকল মামলার তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক অবিলম্বে তৈরি করবেন ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মামলাগুলোর তারিখ, চাহিদাকৃত তথ্যাদি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে অনুসরণ করতে হবে। এসব মামলার সরকার পক্ষের জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট জিপি এবং প্রয়োজনে বিজ্ঞ ও দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এর ২৪-২৫ জুন/২০০৯ এর রায়ের নির্দেশনা ও এসব মামলার শুনানী সংশ্লিষ্ট আদেশ নজরে আনার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবেন। যে সকল নদী, খাল, বিল, জলাশয় অবৈধ স্থাপনা নিয়ে মামলা নেই কিংবা মামলা নিয়ে নিষেধাজ্ঞা নেই সেইগুলি অবিলম্বে উচ্ছেদের কার্যকর অভিযোগ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিবেন।	সংশিষ্ট জেলা প্রশাসক, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
সিদ্ধান্ত ১২.৫	সকল মামলার তালিকা, বর্তমান অবস্থা, নদী কমিশন কোন কোন ক্ষেত্রে পার্টিভুক্ত, কোন কোন বিষয়ে কমিশন সহযোগিতা করতে পারে তা উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।	জেলা নদী রক্ষা কমিটির আহবায়ক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক।
সিদ্ধান্ত ১২.৬	সেমিনারে বিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনা, মতামত পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে সিলেট বিভাগের নদ-নদী রক্ষা, উন্নয়ন সেমিনারের সুপারিশমালা পৃথকভাবে কমিশনার অফিস হতে প্রেরণ করবেন।	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট।

১৫। বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় অংশগ্রহণ:

সিলেট বিভাগীয় নদী কমিটির সভায় বিভিন্ন জেলাধীন নদীর সংকটাপন্ন অবস্থা, দখল ও দূষণের বাস্তব অবস্থা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা হয়। তার মধ্যে সুরমা, কুশিয়ারা, বালুকাটা, রক্তি, সারি, ডাউকি পিয়াইন, খোয়াই, সাতুং ও বালিয়া নদীর দখল ও

দূষণের চিত্র ভয়াবহ বলে সভায় আলোচিত হয়। আফসা:-এ ডাউকি ও পিয়াইন নদীতে অবৈধ পাথর ও বালি উত্তোলনের বিপরীতে রিট মামলা রয়েছে। মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার সুযোগে নদী দখল, নাব্যতা হ্রাস ও দূষণ করার অবকাশ ফিরে পাচ্ছে দখলকারী জাপার সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী বেপরোয়া মহল। তারা প্রশাসনের তোয়াক্কা করছে না/মেনে চলছে না বলে সভাকে অবহিত করা হয়। State Acquisition Act 149/4 ধারাতে CS ও RS বিষয়ে কোনরূপ সহায়তা জরিপ অধিদপ্তর থেকে না পেলে জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুর চেয়ারম্যান ভূমি আপিল বোর্ড থেকে পেতে পারেন।

RS পর্চার 144/A অনুসারে Prejamting Valu নদী ও নদীর তীর ও ফোরশোরের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত না হওয়ার বিধান রয়েছে তা সত্ত্বেও CS থেকে ROR এর ক্ষেত্রে যদি কোন পরিবর্তন হয়ে থাকে তা বাস্তবভিত্তিক মালিকানা আইনানুগ দলিল অবশ্যই পরীক্ষা নিরীক্ষা/যাচাই-বাছাই আইনগত সুযোগ উক্ত ১৪৯ [৪] ধারাতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অবিলম্বে সেই সুযোগ বাস্তবায়ন করার জন্য জেলা প্রশাসক তার নিয়ন্ত্রণাধীন সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের মাধ্যমে অবৈধ দখলের [প্রতিটি কেস] ভিত্তিক গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আইনানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালত হিসাবে সর্বোচ্চ ১ [এক] মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। নদীর জমি অবৈধ দখল থেকে পুনরুদ্ধার ও উচ্ছেদের অভিষ্ঠ মানসে জরুরি ভিত্তিতে ভূমি আদালত হিসেবে এই কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে কোনরূপ ওজর/আপত্তির প্রেক্ষিতে নদীতে সরকারের একচ্ছত্র ট্রাস্টি/মালিকানা কোনভাবেই বিঘ্নিত হতে পারে না। কিংবা সরকারের CS রেকর্ড চ্যুত হতে পারে না।

আরও উল্লেখ্য যে, আইনানুগ কোন নদীর জমির দলিলমূলে হস্তান্তরের বিষয়টি গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার বিষয়। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরকে ক্ষমতা দেয়া আছে। নদীর জমিতে যেখানে CS এর সাথে RS এর অসামঞ্জস্য রয়েছে।

বিভাগাধীন জেলা সমূহে নিয়মিতভাবে জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা হচ্ছে না। কোনো কোনো জেলায় এ পর্যন্ত মাত্র একটি/দুটি সভা হয়েছে। অনেক উপজেলায় কমিটিও গঠিত হয়নি। কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে পরিবেশ, নদী, জলাশয়, হাওর নিয়ে যারা/যে সংগঠন কাজ করছে কমিটিতে তাদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির বিষয়েও মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
সিদ্ধান্ত নং-১৩.১	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক নদীর দখল, দূষণ প্রতিরোধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করবেন। এক্ষেত্রে জেলা নদী রক্ষা কমিটি কার্যকর ভূমিকা-সহযোগিতা, সহায়তা প্রদান করবে।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/জেলা নদী রক্ষা কমিটি /পরিবেশ অধিদপ্তর।
সিদ্ধান্ত নং-১৩.২	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, সকল জেলা প্রশাসক, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাউবো, সিলেট।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০২৯.০০১.১৬-

তারিখ: ৩০ মে, ২০১৮

অনুলিপি : সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:
০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
০৭। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

০৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
০৯। চেয়ারম্যান, BIWTA, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল,ঢাকা।
১১। সচিব [যুগ্মসচিব], জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১২। জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ।
১৩। পুলিশ সুপার, সিলেট/সুনামগঞ্জ।
১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।
১৫। মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১৬। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১৭। দপ্তর কপি।

মো: সাইদুর রহমান
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার-এর বরিশাল জেলার গৌরনদী, আগৈলঝাড়া ও উজিরপুর উপজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন নদী পরিদর্শন এবং সাতলা-বাগধা প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ: ০৯-১১ মার্চ/২০১৮ ।। সময়: সকাল ৯:০০- ৫:০০ ঘটিকা

১। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য:

বরিশাল জেলার গৌরনদী, উজিরপুর ও আগৈলঝাড়া উপজেলাধীন নদ-নদী দখল, দূষণ ও নাব্যতা রক্ষার করণীয় বিষয়ে পর্যবেক্ষণ এবং সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার- ১, ২ ও ৩ সংলগ্ন এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা নিরসন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাবাসীর জান-মাল রক্ষা, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করণ এবং বেকারত্ব দূরীকরনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনে করণীয় বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ করা।

এছাড়া চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ১০ মার্চ বরিশাল সার্কিট হাউস সভাকক্ষে সাতলা-বাগধা প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৌরনদী, উজিরপুর ও আগৈলঝাড়া উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর বর্তমান অবস্থা এবং স্থানীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর এ প্রকল্পের প্রভাব শীর্ষক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন। গৌরনদী উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান এবং ১১ মার্চ বরিশাল বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায়ও যোগদান করেন।

২। পরিদর্শনকালে মো: সাজিদুর রহমান সর্দার, প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল/ মো: সাঈদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল/উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালকিনি, মাদারীপুর/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আগৈলঝাড়া, গৌরনদী, উজিরপুর, বরিশাল/ উপজেলা চেয়ারম্যান, গৌরনদী/ পৌরসভার মেয়র, গৌরনদী/ পুলিশ প্রশাসনসহ স্থানীয় জনগণ ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

৩। গৌরনদী এবং কালকিনি অংশে নদী ও খাল পরিদর্শন [তারিখ: ০৯-০৩-১৮]:

বরিশাল ও মাদারীপুর জেলার যথাক্রমে গৌরনদী ও কালকিনি উপজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত পালোরদি [আড়িয়ালখার শাখা] নদীতে, ভুরঘাটা বাজার সংলগ্ন অংশে প্রচুর পরিমানে কচুরিপানা এবং বাঁশ ফেলে নদীর নাব্যতা বিঘ্ন ঘটছে বলে দেখা যায়। পানির প্রবাহ নাই-বললেই চলে। ভুরঘাটা বাজার থেকে ময়লা-আবর্জনা নদী গর্ভে ফেলা হচ্ছে। পরবর্তিতে কালকিনি খেয়া ঘাট থেকে নৌকায় করে টর্কি বন্দর পর্যন্ত পালোরদি নদী পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ রয়েছে, তবে বিভিন্ন জায়গা থেকে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে এবং টর্কি বাজার এলাকায় নদী দখল করে কিছু স্থাপনা গড়ে উঠেছে। গৌরনদী বাজার সংলগ্ন খাল বিভিন্ন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দখল করেছে। এতে খালটির স্বাভাবিক পানি প্রবাহে বিঘ্ন ঘটেছে। পানির প্রবাহ একেবারে নেই-বললেই চলে।

৪। উজিরপুর এবং আগৈলঝাড়া অংশে পোল্ডার, স্লুইসগেট, খাল পরিদর্শন [তারিখ: ১০-০৩-১৮]:

[ক] উজিরপুর উপজেলার ওতরা ইউনিয়নের সাতলা-বাগধা প্রকল্পের ২ নম্বর পোল্ডারাধীন হারিবপুর স্লুইস গেট অংশে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে স্লুইসের উভয় পাশের সুজ এপ্রোন, গাইড বাঁধ, লিফটগেট ও ফ্লাপগেটসমূহ আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের সাথে কথা বলে জানা যায় যে প্রকল্প- সংলগ্ন খালগুলি ভরাট হয়ে যাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে বা জোয়ারের সময়ও পানি উপরিভাগে ঢুকতে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

[খ] সাতলা ইউনিয়নের সাতলা-বাগধা প্রকল্পের ২ নম্বর পোল্ডারাধীন মুড়িবাড়ি স্লুইস গেট সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে স্লুইস গেটের কপাট রিপিয়ারিং করা দরকার, কালভার্ট এবং কপিকল নাই। স্লুইস গেটের দু'পাশে ব্লক দিয়ে বাঁধাই করা অংশ ভেঙে গেছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে বর্ষার সময় স্লুইস গেটের দুই দিকে পানির ঘূর্ণনে ব্লকগুলো

ভেঙ্গে গেছে যার ফলে ব্যক্তি মালিকাধীন জমি কিছু অংশে খালের মধ্যে চলে এসেছে। ভবিষ্যতে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি নদী গর্ভে চলে আসতে পারে। সাতলা-বাগধা প্রকল্পের মধ্যে বিদ্যমান সংযোগ খালগুলো ভরাট হয়ে গেছে।

[গ] আগৈলঝাড়া উপজেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের ১ নম্বর পোল্ডারাধীন আমবুলা স্লুইস গেট পরিদর্শন কালে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, স্লুইস গেটটির আরসিসি মেরামত করা প্রয়োজন। ফল বোর্ড নেই এবং হেরোসিটিং সিস্টেম যেমন: চেইন কপ্পা, হ্যান্ডল, স্টীলের অরা ইত্যাদি নেই। স্লুইস গেটটির কপাট না থাকায় জোয়ার-ভাটা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের এবং বর্ষাকালে বন্যার পানি প্রচন্ড বেগে প্রবাহের ফলে স্লুইসের উজান ও ভাটিতে তলাবহ ভাঙনে স্থানীয় জনসাধারণের বসতবাড়ি ও ফসলী জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যাচ্ছে।

সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক নং	সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১।	ভুরঘাটা বাজার সংলগ্ন বরিশাল জেলার গৌরনদী এবং মাদারীপুর জেলার কালকিনী থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আমানগঞ্জ খাল এবং পালোরদি নদী থেকে কচুরিপানা ও বাঁশ পরিষ্কার করে খনন/ ড্রেজিং করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে।	বরিশাল ও মাদারীপুর নদী রক্ষা কমিটি অবিলম্বে এ প্রস্তাব অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনসহ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রেরণ করবে।
০২।	ভুরঘাটা বাজারের ময়লা-আবর্জনা নদীতে ডাম্পিং বন্ধ করে নির্ধারিত স্থানে ল্যান্ড ফিল [Land fill] মাধ্যমে ধ্বংস/রি সাইকেল [Recycle] এর ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নদী কমিশনকে অবহিত করতে হবে।	পরিবেশ অধিদপ্তর/উপজেলা চেয়ারম্যান, কালকিনি/গৌরনদী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কালকিনি/গৌরনদী বিষয়টি নিশ্চিত করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।
০৩।	পালোরদি নদীর যে অংশে ড্রেজিং/খনন কাজ চলমান আছে সেখানে কাজের মান বজায় রাখতে হবে।	এ কাজ যৌথভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তদারকিতে নিষ্পন্ন করবেন।
০৪।	গৌরনদী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন গয়নাঘাটে অবৈধভাবে দখলকৃত খালে নির্মিত কাঠামো/ভবন ও দোকান ইত্যাদি অনতিবিলম্বে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগৈলঝাড়াগামী খাল-নদীর সঙ্গে একে সংযুক্ত করে মূলস্রোতে পানি প্রবাহ উন্মুক্ত করতে হবে।	এ কাজ যৌথভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির তদারকিতে নিষ্পন্ন করবেন।
০৫।	গৌরনদী উপজেলা ভবন ও চত্বরের পার্শ্বদিয়ে প্রবাহমা নদীটি তীব্র স্রোতধারার আঘাতের চূড়ান্ত ঝুঁকিতে আছে। অবিলম্বে খাড়া পাইলিং/পাইল ওয়াল নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে করে উপজেলা ভবন ও চত্বর ভাংগনের কবলে এবং ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।	পানি উন্নয়ন বোর্ডে দ্রুত প্রকল্প প্রেরণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।
০৬।	সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডারাধীন স্লুইস গেটগুলি দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পানি উন্নয়ন বোর্ডে দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।
০৭।	শুষ্ক মৌসুমে পানি ব্যবহারের জন্য পানি সংরক্ষণের প্রাকৃতিক আধার [Natural Reservoir] তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য অবিলম্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প প্রেরণ করতে হবে।	পানি উন্নয়ন বোর্ডে দ্রুত প্রকল্প প্রেরণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।
০৮।	খালগুলি খননপূর্বক মৎস্য চাষের উপযোগী করে তুলতে হবে এবং যৌথ খামার চেচ পদ্ধতির আওতাধীন সামাজিক মৎস্য চাষ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে সকল মালিক-কৃষকগণ তার সুফল জমির অংশ ভিত্তিক হারে পেতে পারেন। এতে করে কৃষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের অবসান ঘটবে এবং জীব বৈচিত্র রক্ষা, মৎস্য চাষের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যকর	পানি উন্নয়ন বোর্ড/মৎস্য অধিদপ্তর দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

	ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
০৯।	প্রকল্পের খালগুলির নাব্যতা বজায় রেখে নৌকা-ডিংগির সাহায্যে কৃষক কর্তৃক ধান পরিবহনের জন্য খালগুলি ব্যবহৃত হতে পারে তার সুব্যবস্থা করতে হবে।	পানি উন্নয়ন বোর্ড/কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
১০।	সেচের পানির সুষম বন্টন কৃষক ও কৃষিজমি ভিত্তিক নিশ্চিত করতে হবে। এসব সেচের আওতাভুক্ত জমিতে এক বারের স্থলে যাতে দো-ফসল ফলানো যায় সেজন্য পরিবেশ সহনশীল উন্নত জাতের লবণাক্ত ও খরাসহিষ্ণু চাষাবাদ ও ফসলের বীজ উদ্ভাবনের গভীর গবেষণা করতে হবে।	পানি উন্নয়ন বোর্ড/কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৯.০০৩.১৪-২৪৩ তারিখ: ৩০ এপ্রিল, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল
০৪। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৬। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
০৭। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
০৮। চেয়ারম্যান, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০০।
০৯। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল
১০। জেলা প্রশাসক, বরিশাল
১১। উপজেলা চেয়ারম্যান, কলাপাড়া, মহিপুর/গৌরনদী, বরিশাল
১২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কলাপাড়া, মহিপুর/গৌরনদী, উজিরপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৪। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, দূষণ সরজমিনে পরিদর্শন।

তারিখ: ২১/১০/২০১৮ ।। স্থান: চিলমারী

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার গত-২১/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ কুড়িগ্রাম জেলা সফর করেন। সফর সঙ্গী হিসাবে সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, অবৈতনিক সদস্য জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান এবং উপপরিচালক [গবেষণা ও পরিবীক্ষণ] ড. অশোক কুমার বিশ্বাস কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, দূষণ সরজমিনে পরিদর্শন এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন। বর্ণিত কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলো।

কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার নদী রক্ষা কমিটির সভায় প্রধান অতিথি জনাব ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, অবৈতনিক সদস্য জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান এবং সভাপতি জনাব মুহাঃ রাশেদুল হক প্রধান উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। এরপর মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত সদস্যগণ বক্তব্য প্রদান করেন। বাংলাদেশ বেতারের সম্পাদক জনাব নুরুল আমিন বলেন যে, ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙনে ৬টি ইউনিয়নের মধ্যে ৩টি ইউনিয়ন ভাঙনের শিকার। চরগুলো ব্যাপকভাবে ভাঙছে, তবে এখানে নদী দখলের ঘটনা নেই। প্রেসক্লাব সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম সাবু বলেন যে, চিলমারী রক্ষায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কাজ করলেও ভাঙন চলমান রয়েছে। নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।

রমনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আজাদার আলী সরকার বলেন যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হলেও তৃতীয় পর্যায়ের প্রকল্প শুরু হয়নি। তৃতীয় প্রকল্পের কাজ শুরু হলে রমনা ইউনিয়নবাসী উপকৃত হবে।
জেলা পরিষদের সদস্য জনাব রেজাউল করিম শিটু বলেন যে, নদী ভাঙনে মানুষের দুঃখ/কষ্ট অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি চিলমারী বাসীর দুঃখ/কষ্ট দূর করার বিনীত অনুরোধ জানান।
উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব খালেকুর রহমান চিলমারীবাসীকে আকস্মিক বন্যা/নদী ভাঙন থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ/ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।
কুড়িগ্রাম জেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন যে, ব্রহ্মপুত্র নদীর খনন/পাড় স্থিতিকরণ প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রায় ৯ কিলোমিটার বাঁধ/পাড় স্থিতিকরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বুড়ি তিস্তাও খনন করা হবে।

উপজেলা চেয়ারম্যান শওকত আলী বীর বিক্রম বলেন যে, জাতীয় স্বার্থেই নদী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। চিলমারীর ব্যাপক এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। চিলমারী রক্ষা প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ। তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করার আহবান জানান। নদী সখলা/নাব্যতা হ্রাসের পিছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। চিলমারীতে নদী দখলের কোন সুযোগ নেই। চিলমারী রক্ষায় তৃতীয় প্রকল্পের অনুমোদন হলে চিলমারী জনপদ নদী ভাঙন হতে রক্ষা পাবে। তৃতীয় পর্যায়ের প্রকল্প অনুমোদনের জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অবৈতনিক সদস্য মো: মনিরুজ্জামান বলেন যে, নদী রক্ষায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তিনি নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সভায় আলোচনাকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন যে এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে হৃদয় দিয়ে বোঝার জন্য। তিনি আরও বলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ প্রায় ১৯০ বছর শাসন করেছে। তখন প্রায় ৫০ কোটি লোক ছিল। এই ৫০ কোটি লোক মিলে এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করতে প্রায় ১৯০ বছর লেগেছে। ধন্যবাদ জানাই জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর সৎ, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা শুনি তখন আমরা লজ্জায় অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সততা নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড , এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, হাওর খনন করতে হবে। তিনি নদীর নাব্যতা নষ্ট করে কোন ব্রিজ, কালভার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আরও বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক: [বর্তমান ও আগামীর] জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারে পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশোনায় দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অশুদ্ধতার প্রমাণে ভিত্তিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা

করবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রায়ণ বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে ['জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে] এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাননীয় হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়া যায়,যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী বিলুপ্ত পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। খুলনার তেরখাদার ভুতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero Uolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। ।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির কাম্য প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা ধরেই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ ও উত্তমরূপে ব্যবস্থাপনা এবং চাহিদা মোতাবেক নিয়ন্ত্রন করতে হবে। আমাদেরকে Delta Plan ২১০০ এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনা ও সময়োপযোগী বাস্তবায়নের কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। তাতে অর্থের অপচয় হবে অথচ স্থাপিত নদী পানি সম্পদও পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুষম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে উন্নয়নের ও সংরক্ষনের প্রাথমিক কাজ হিসেবে নদী হতে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উদ্ধার কাজ সম্পন্ন করার আহবান জানান। নদীর জায়গা অবৈধদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলাও করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, নদীর জমি নিরঙ্কুশভাবে সরকারের দখলে নিতে হবে। নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তা দিতে হবে। নদীর জমি রক্ষণাবেক্ষনে অর্থায়ন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। নদী রক্ষায় সিভিল সোসাইটি/সংবাদিকসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান।
চেয়ারম্যান বলেন যে, নদী বিষয়ে পূর্বে আমাদের তেমন কোন সচেতনতা ছিল না। নদী কমিশন গঠিত হওয়ার পর আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীর জমি কাউকে লিজ দেওয়া যাবে না, বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে না। তিনি সমন্বিতরূপে [Integrated] প্রকল্প নেওয়ার আহবান জানান। প্রকল্পের কারণে ভাটিতে যারা আছে তাদের যাতে ক্ষতি না হয় /কম হয় সেদিকে লক্ষ্য করতে হবে।

উপজেলা/জেলাসহ জাতীয়ভাবে নদীর মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে। ভবিষ্যতে নদীর কোথায় ভাঙন/চর জাগতে পারে সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি নির্ভর সমীক্ষাপূর্বক ব্যবস্থা নিতে হবে। বিগত ০৫/১০ বছরে নদী সংক্রান্ত প্রজেক্টগুলো স্ট্যাডি করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

শুধু নদী খননই যথেষ্ট নয়, একই সাথে সংযোগ খালগুলো খনন করতে হবে। আমাদের নদীর সার্বিক ও টেকসই উন্নয়নে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
আগামী ১ মাসের মধ্যে নদীর নিয়ারা জরিপ শুরু করতে হবে এবং নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। যারা সব চেয়ে বেশি ক্ষমতাশীল/প্রভাবশালী তাদেরকে আগে উচ্ছেদ করতে হবে। জাতীয় তথা রাষ্ট্রীয় বৃহত্তর স্বার্থেই নদী উচ্ছেদে কোন ছাড় দেওয়া হবে না। জেলা প্রশাসনের সহযোগীতায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন রয়েছে। বর্তমান ১৬কোটি মানুষ থাকলেও ভবিষ্যতে ৫০ বছর পরে ৩০ কোটি মানুষ হবে। সেই বিবেচনায় আমাদের Holistic approach নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামত নেওয়ার আহবান জানান। এতে জনসাধারণের Ownership থাকতে হবে।

তিনি ইটভাটা সংক্রান্ত আইনকে যুগোপযোগী করার আহবান জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরকে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে যথাযথ তদন্ত করার কথা বলেন। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেন। টপ সয়েল এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। টপ সয়েল কাটা বন্ধ করার আহবান জানান।

তিনি বর্জ্য ফেলার জায়গা নির্দিষ্ট করার আহবান জানান। সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা

কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকরভাবে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপর্যুক্তভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/ পোষ্টার বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, দৃষ্টান্ত ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ময়লা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহবান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে তুলে কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	[ক] নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোরে সকল অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। [খ] সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরন ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই স্বার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। জেলা পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চিলমারী।
০২।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লব্ধ হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারায় ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সমন্বয়বদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার , কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], কুড়িগ্রাম।
০৩।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত লিখিতভাবে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতভাবে সংরক্ষণ করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার , কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী।

	মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চিলমারী।
০৪।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফেরশোর রক্ষা করার পরিষ্কার দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনি/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অত্যাবশ্যক। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৫। পুলিশ সুপার , কুড়িগ্রাম ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চিলমারী।
০৫।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাস্তরে প্রয়োজনানুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক রকমারো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। [গ] মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৪ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফেরশোর জাগোর সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৫। পুলিশ সুপার , কুড়িগ্রাম ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চিলমারী।

০৬।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত শিল্প/সাব শিল্প এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] কুড়িগ্রাম
০৭।	ভূগর্ভ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে স্থানীয় জনসাধারণদের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে স্কুল/ কলেজ/মসজিদ/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গায় উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/ উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চিলমারী।
০৮।	জেলার মধ্যে পাউবো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অব্যবহৃত রয়েছে যথাযথ ব্যবহার না করার ফলে জমিগুলো বে-দখল হয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে রিজিউম করা যেতে পারে। এছাড়াও কৃষি জমির উপ সয়েল বিক্রি বন্ধ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চিলমারী।
০৯।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম
১০।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চিলমারী।
১১।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে যা মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুড়িগ্রাম ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম

		৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চিলমারী।
১২।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অত্যাবশ্যকতা বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চিলমারী।
১৩।	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্টে নদী সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান মামলাগুলি আইনি মোকাবিলা করে সত্বর নিষ্পত্তি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার তালিকা প্রণয়ন, পিপি/জিপি নিয়োগ এবং এস,এফ [Statemant of Facts] যথাযথভাবে তৈরি করে মামলাগুলি মোকাবিলা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চিলমারী।
১৪।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চিলমারী।
১৫।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের তাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চিলমারী।
১৬।	চিলমারী শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ের প্রকল্প সমাপ্ত। জরুরি ভিত্তিতে ৩য় পর্যায়ের প্রকল্প শুরু করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া আবশ্যক। এতে করে চিলমারী উপজেলার জনপদ নদী ভাঙন থেকে রক্ষা পাবে। তবে এ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পূর্ণাঙ্গরূপে hydro-morphological ও geo-Technical সমীক্ষা করে টেকসই পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম
১৭।	[ক] নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CHGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কারণ SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের জন্য কোনো সংস্থা করে না। Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উন্নতমানের আহরণ করে। geo physical geo-Technical এবং Thematic map এবং নদীর ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। [খ] উপজেলা/জেলাসহ জাতীয়ভাবে নদী	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম

	ও মাস্টার প্ল্যান ক্রমান্বয়ে উন্নয়নে প্রণয়ন করতে হবে। ভবিষ্যতে নদীর কোথায় ভাঙন/চর জাগতে পারে সে বিষয়ে সমীক্ষা পূর্বক ব্যবস্থা নিতে হবে। [গ] বিগত ০৫/১০ বছরে নদী সংক্রান্ত প্রজেক্টগুলো স্ট্যাডি করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	
১৮।	[ক] জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। [খ] সকল উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় নিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। [গ] প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চিলমারী।
১৯।	[ক] নদীতে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও যুগপৎ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [খ] কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। [গ] পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যক্রমসমূহে বন্ধ করবে। [গ] উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় টেকসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তির মাধ্যমে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবে। আদেশ পূর্বক সংশ্লিষ্টদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্জ্য উৎপাদনকারী প্রতিটি ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বর্জ্য কিভাবে/দেশে নিষ্পত্তি করতে হবে তার উপর সকল প্রিন্ট ও ই মিডিয়া ও জেলা উপজেলাসহ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপযুক্তদের কে প্রশিক্ষণ প্রদান পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে। [ঘ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। মেয়র পৌরসভা, কুড়িগ্রাম ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম ৪। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী। ৮। সহকারী কমিশনার [ভূমি], চিলমারী।
২০।	জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/গণসংযোগ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামও

	এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, কুড়িগ্রাম ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি), চিলমারী।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫(৪১)-

তারিখঃ ২৮ অক্টোবর, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
০৬। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৮। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১০। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম
১১। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম
১২। মেয়র, পৌরসভা, কুড়িগ্রাম
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/ এল.জি.ইডি/সড়ক ও জনপথ, কুড়িগ্রাম
১৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী।
১৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি),চিলমারী।
১৭। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১৮। অফিস কপি (সংরক্ষণার্থে)।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: দিনাজপুর জেলা সফর প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার গত-২২/১০/২০১৮ ইং তারিখ দিনাজপুর জেলা সফর করেন। সফর সঙ্গী হিসাবে সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ আলাউদ্দিন, অবৈতনিক সদস্য মোঃ মুনিরুজ্জামান এবং উপপরিচালক (গবেষণা ও পরিবীক্ষণ) ড. অশোক কুমার বিশ্বাস দিনাজপুর জেলার নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নে পেশ করা হলো:

জেলা প্রশাসক মোঃ মাহমুদুল আলম উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় জেলা নদী রক্ষা কমিটির গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। পরবর্তীতে কমিটির সদস্যবৃন্দ জেলাধীন নদ-নদীর অবস্থা সমস্যা সমাধান বিষয়ে তাদের মতামত ও পরামর্শ পেশ করেন।

সভার সভাপতি জেলা প্রশাসক জানান যে, অবৈধ দখলদারদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: ফইজুর রহমান দিনাজপুর জেলার নদ-নদীর উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। জেলার প্রধান প্রধান নদী সম্পর্কে তিনি জানান যে, দিনাজপুর জেলার প্রধান নদী গুলো হচ্ছে আত্রাই, ঢেপা, পূর্নভবা, কাকড়া, পুনর্ভবা ইছামতি এবং ছোটবিল ইত্যাদি। এছাড়া তিনি আরো জানান যে, দিনাজপুর জেলায় বিভিন্ন উপজেলার ছোটবড় ৬৫টি নদী ও খাল রয়েছে।

জেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্য জনাব শফিকুল ইসলাম অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান।

বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন দিনাজপুর জেলার সভাপতি মো: শাহানাজ হোসেন বলেন যে, অন্য এলাকার নদী গুলো ক্রমান্বয়ে দখলের শিকার। তিনি আশা করেন নদী কমিশনের হস্তক্ষেপে নদীগুলো অবৈধ দখল হতে মুক্ত হবে। তিনি নদী রক্ষার্থে ২দিন ব্যাপি কর্মশালার আয়োজনের জন্য জাতীয় রক্ষা কমিশনের সহযোগিতা কামনা করেন। এতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও জেলা নদী রক্ষা কমিটির সাথে নদী বাঁচাও আন্দোলন এর সদস্যদের নদী রক্ষা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান অভিজ্ঞতা বিনিময় করা সম্ভব হবে।

বিজ্ঞ সদস্য মো: মনিরুজ্জামান বলেন যে, নদী রক্ষার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তিনি নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন বলেন যে, দিনাজপুর জেলার নদী গুলোকে রক্ষা করতে হবে, নদীর সংযোগ খাল গুলো যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সিএস খতিয়ান অনুসারে নদীর সিমানা চিহ্নিত করতে হবে এবং নদীর অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়ন ও উচ্ছেদ করতে হবে। সরেজমিনে যাচাই-বাছাই ও বাস্তবচাহিদা পরীক্ষা করে বাঁধ ও স্লুইস গেইট অপসারণ করার আহবান জানান।

সভার আলোচনাকালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড: মুজিবুর রহমান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং উহার দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড বিএডিসি, বরেন্দ্র বহুমুখী প্রকল্প এবং এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে হৃদয় দিয়ে বোঝার জন্য। তিনি উল্লেখ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সৎ, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে মাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এ দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সততা নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড , এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, জলাধার খনন করতে হবে। তিনি নদীর নাব্যতা নষ্ট করে কোন ব্রিজ, কালভার্ট স্লুইস গেট নির্মাণ না করার আহ্বান জানান। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়ন করতঃ তাদের দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর পরামর্শ প্রদান করেন।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ। প্রতিটি নাগরিক [বর্তমান ও আগামীর] জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা অত্রূপ সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অশুদ্ধতার প্রমাণে ভিত্তিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌপথ সচল রাখা এবং নদীর দূষণ প্রতিরোধে আমাদের সম্মিলিত

প্রচেষ্টায় অব্যাহত রাখতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easementweavq কোনো প্রকার আশ্রয়ণ বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে 'জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত হয়েছে। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ নেই। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই এখতিয়ারবান। এক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্য সহজেই সংশোধনী/বন্ধ করে নেয়া যায়,যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/এডিবি/বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয় যা পরবর্তীতে নদীর নাব্যতা ও নদীর প্রতিবেশ ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে সুপারিশ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

তিনি আরোও উল্লেখ করেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। নদী রক্ষার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান। ।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO, Real Time data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই

পানির কাম্য প্রবাহ পাওয়া যাচ্ছে না এ বাস্তবতামর্মে রেখেই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় রেখে নদী সংক্রান্ত সুষম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

তিনি বলেন যে নদী হতে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসককে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহবান জানান। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে ফেলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, নদীর জমি নিরঙ্কুশভাবে সরকারের দখলে নিতে হবে। নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তা নিতে হবে। নদীর জমি রক্ষণাবেক্ষণে অর্থায়ন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। নদী বিষয়ে পূর্বে আমাদের তেমন কোন সচেতনা ছিল না। নদী কমিশন গঠিত হওয়ার পর আমাদের সচেতন বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীর জমি কাউকে লিজ দেওয়া যাবে না, বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে না। তিনি Integrated প্রকল্প নেওয়ার আহবান জানান। প্রকল্পের কারণে ভাটিতে যারা আছে তাদের যাতে ক্ষতি না হয় /কম হয় সেদিকে লক্ষ্য করতে হবে।

উপজেলা/জেলাসহ জাতীয়ভাবে নদীর মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে। ভবিষ্যতে নদীর কোথায় ভাঙন/চর জাগতে পারে সে বিষয়ে সমীক্ষা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিগত ০৫/১০ বছরে নদী সংক্রান্ত প্রজেক্টগুলো স্ট্যাডি করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

শুধু নদী খননই যথেষ্ট নয় একই সাথে সংযোগ খালগুলো খনন করতে হবে। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। নদী উচ্ছেদে কোন প্রকার ব্যাতিক্রম করা ও ছাড় দেওয়া হবে না। বর্তমান ১৬কোটি মানুষ থাকলেও ভবিষ্যতে ৫০ কোটি মানুষ হবে। এটি বিবেচনায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে জনসাধারণের সাথে পরামর্শ করার পরামর্শ দেন এতে তাদের অংশীদারিত্ব বাড়বে।

ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রন আইন ১৯৮৯ যুগোপযোগী করার আহবান জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরকে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে যথাযথ তদন্ত করার কথা বলেন। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার না করার নির্দেশ প্রদান করেন। টপ সয়েল এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। টপ সয়েল কাটা ও বিক্রি বন্ধ করার আহবান জানান।

তিনি বর্জ্য ফেলার জায়গা নির্দিষ্ট করার আহবান জানান। সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নল-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকরভাবে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ যাতে আবর্জনা উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ পরিবেশ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় 3R প্রযুক্তি স্থানান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘণকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন স্বীয় উদ্যোগে ফৌজদারী মামলা করবে। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে

আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন যমুনা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহ্বান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের নির্দেশনা/পরামর্শ অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	[ক] নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোরের সকল অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। [খ] সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরন ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই স্বার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। জেলা পুলিশ সুপার, দিনাজপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [দিনাজপুর] ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [দিনাজপুর]।
০২।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লস্ক হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারায় বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারায় ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের অপব্যয় রোধ করতে পারেন।	১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। পুলিশ সুপার , দিনাজপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] দিনাজপুর। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] দিনাজপুর।
০৩।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ৩। পুলিশ সুপার , দিনাজপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] দিনাজপুর। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] দিনাজপুর।
০৪।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকাবিভাগ, ঢাকা

	নদীর জমি ক্রমক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অফিসিয়ে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনি/স্বত্ব করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০. ০৪১.৬৭.০৩১.১১. ৮৫১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	৪। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ৫। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল। দিনাজপুর। ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল। দিনাজপুর।
০৫।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও চোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	১। সচিব, ভূমিমন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকাবিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ৫। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [দিনাজপুর]। ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [দিনাজপুর]।
০৬।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর চোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর চোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানিউন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [দিনাজপুর]। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল। দিনাজপুর
০৭।	ভূগর্ভ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে স্থানীয় জনসাধারণদের	১। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

	সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। খননকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে স্কুল/কলেজ/মসজিদ/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গায় উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুনিশ্চিত করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [দিনাজপুর]। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [দিনাজপুর]।
০৮।	জেলার মধ্যে পাউবো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অব্যবহৃত রয়েছে যথাযথ ব্যবহার না করার ফলে জমিগুলো বে-দখল হয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে রিজিউম করা যেতে পারে। এছাড়াও কৃষি জমির টপ সয়েল বিক্রি বন্ধ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [দিনাজপুর]। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [দিনাজপুর]।
০৯।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তা নদী কমিশনকে তাৎক্ষনিকভাবে জানাতে হবে এবং প্রশাসনিকভাবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। পুলিশসুপার, দিনাজপুর ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল
১০।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/ গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত	১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [দিনাজপুর]। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [দিনাজপুর]।
১১।	নদীর বহুতর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ভাবে ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলাপ্রশাসক, দিনাজপুর ২। নির্বাহীপ্রকৌশলী, পানিউন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর ৩। নির্বাহীপ্রকৌশলী, এলজিইডি, দিনাজপুর ৪। নির্বাহীপ্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, দিনাজপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] দিনাজপুর। ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] দিনাজপুর।
১২।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] দিনাজপুর। ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি [সকল] দিনাজপুর।

১৩।	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্টে নদী সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান মামলাগুলি আইনি মোকাবিলা করে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার তালিকা প্রণয়ন, পিপি/জিপি নিয়োগ এবং এস, এফ [Statement of Facts] যথাযথভাবে তৈরি করে মামলাগুলি মোকাবিলা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] দিনাজপুর। ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি,সকল] দিনাজপুর।
১৪।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকাবিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ৩। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, দিনাজপুর ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] দিনাজপুর। ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] দিনাজপুর।
১৫।	অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকাবিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ৩। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] দিনাজপুর। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] দিনাজপুর।
১৬।	[ক] নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কারণ SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করে জিওগ্রাফিক্যাল এবং থিওমেটিক্যাল ম্যাপ এবং নদীর ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। [খ] উপজেলা/জেলাসহ জাতীয়ভাবে নদীর মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে। ভবিষ্যতে নদীর কোথায় ভাঙন/চর জাগতে পারে সে বিষয়ে সমীক্ষা পূর্বক ব্যবস্থা নিতে হবে। [গ] বিগত ০৫/১০ বছরে নদী সংক্রান্ত প্রজেক্টগুলো সাঁট্যাক্তি করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, পানিউন্নয়ন বোর্ড ১। জেলাপ্রশাসক, দিনাজপুর ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানিউন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর
১৭।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর নিকট রিপোর্ট দাখিল করবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি,	১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [দিনাজপুর]। ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] দিনাজপুর।

	পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় সদস্যগণের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	
১৮।	নদীতে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযানপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও যুগপৎ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [খ] কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [গ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে [Compliance Report] প্রদান করবে।	১। জেলাপ্রশাসক, দিনাজপুর ২। মেয়র পৌরসভা, দিনাজপুর ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, দিনাজপুর ৪। পুলিশসুপার, দিনাজপুর ৫। পরিচালক, পরিবেশঅধিদপ্তর, দিনাজপুর ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, [সকল] দিনাজপুর। ৮। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] দিনাজপুর।
১৯।	জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশঅধিদপ্তর/ গণসংযোগ অধিদপ্তর ২। জেলাপ্রশাসক, দিনাজপুর ৩। জেলা জনসংযোগ কর্মকর্তা ৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, দিনাজপুর ৫। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], [সকল] দিনাজপুর।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৪১]-০৩১ তারিখঃ ১৩ জানুয়ারি, ২০১৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের যথাদেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন/স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। মহাপরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেড কোয়ার্টারস, ঢাকা।
০৫। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড, ঢাকা।
০৬। কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।

০৭। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
০৮। মহা পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, শাহ আব্বাস রোড, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৯। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
১২। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১৩। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর
১৪। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর
১৫। মেয়র, পৌরসভা, দিনাজপুর
১৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/ এলজিইডি/সড়ক ও জনপথ, দিনাজপুর
১৭। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৮। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১৯। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

মো: ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারী
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: কুড়িগ্রাম জেলারনদী রক্ষা কমিটির সভা এবং ধরলা, বুড়ি তিস্তা, চিলমারীর রমনাঘাটসহ ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, দূষণ সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার গত-২১/১০/২০১৮ ইং তারিখ কুড়িগ্রাম জেলা সফর করেন। সফর সঙ্গী হিসাবে সার্বক্ষণিক সদস্য মো: আলাউদ্দিন, অবৈতনিক সদস্য মো: মুনিরুজ্জামান এবং উপপরিচালক [গবেষণা ও পরিবীক্ষণ] ড. অশোক কুমার বিশ্বাস কুড়িগ্রাম জেলার ধরলা, বুড়ি তিস্তা, চিলমারীর রমনাঘাটসহ ব্রহ্মপুত্র নদীর দখল, দূষণ সরেজমিনে পরিদর্শন এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন।
পরিদর্শন প্রতিবেদক নিম্নে দেয়া হলো:
কুড়িগ্রাম জেলার নদী রক্ষা কমিটির সভায় প্রধান অতিথি ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, বিশেষ অতিথি জনাব মো: আলাউদ্দিন, অবৈতনিক সদস্য মো: মুনিরুজ্জামান এবং উপপরিচালক [গবেষণা ও পরিবীক্ষণ] ড. অশোক কুমার বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসকমোছা: সুলতানা পারভীন উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। এরপর মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত সদস্যগণ বক্তব্য প্রদান করেন।
জেলা প্রশাসক বলেন যে, ভাওয়াইয়া গানের জন্য চিলমারী বন্দর সারা বিশ্বে পরিচিত। এই বন্দর রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: শফিকুল ইসলাম কুড়িগ্রাম জেলার নদ-নদী নিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। প্রধান প্রধান নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে,কুড়িগ্রাম জেলার প্রধান নদী গুলো হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, গঙ্গাধর এবং কুড়িগ্রাম জেলার ছোট নদ-নদীসমূহ হচ্ছে ফুলকুমার, বুড়িতিস্তা, নীলকমল, বোয়ালমারী, সোনাভরি, হলহলিয়া, শিয়ালদহ, ধরণী, জালশিরা, জিঞ্জিরাম, কালজানি। নদ-নদীসমূহের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীরবর্তী জোড়গাছ এলাকার ভাঙন, বুড়িতিস্তা নদী অবৈধ দখল, তিস্তা নদীতে সৃষ্ট চর ও ডুবোচর, মোগলবাসা এলাকায় ধরলা নদী ভাঙন এবং সিতাইঝাড় এলাকায় ধরলা নদী ভাঙন ও ব্রহ্মপুত্র নদে সৃষ্ট চরের বর্ণনা দেন। তিনি আরো বলেন যে, নদী ভাঙনের কারণসমূহ হলো-Hydraulic Action, Abrasion, Transportation অন্যতম। নদীর Dznamic Equilibrium যখন প্রাকৃতিক কারণে [অতিরিক্ত পানির প্রবাহ, গতি, পলির পরিমাণ ইত্যাদি] পরিবর্তিত হয় নদী তখন নিজেই তার অবস্থার Readjus করে পূর্বের Equilibrium এ আসার চেষ্টা করেতার Dimension, X-section & Pattern পরিবর্তনের মাধ্যমে। নদী সাধারণত তার Equilibrium [সাম্যাবস্থা] বজায় রাখে Erosion & Deposition এর মাধ্যমে।

৩। তিনি আরো বলেন যে, কুড়িগ্রাম জেলার নদ-নদী ভাঙনের প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে- নদীর পানির প্রতিবেগের আধিক্য, নদীর বুকে পলিমাটি জমে চর/ডুবোচরের সৃষ্টি, নদীর তীর্যকভাবে [Obliquely] পাড়ের দিকে প্রবাহিত হওয়া, নদীর পানির ঢেউ এর কারণে এবং নদীর উভয় তীরে মাটির প্রকৃতি। নদী ভাঙন রোধে গৃহীত ব্যবস্থা সমূহ সম্পর্কে আরো বলেন যে, নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, অনন্তপুর এলাকায় বাস্তবায়িত স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজের চিত্র, কাঁচকোল এলাকায় বাস্তবায়িত স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজের চিত্র এবং গুনাইগাছ এলাকায় বাস্তবায়িত টি-হেড গ্রোয়েন এর চিত্র।

৪। নদী ভাঙন রোধে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে বলেন যে, ড্রেজিং এর মাধ্যমে চর/ডুবোচর অপসারণ-কুড়িগ্রাম জেলার নদীভাঙন রোধে কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ, বাপাউবো, কুড়িগ্রাম এর আওতায় সমাপ্ত প্রকল্প সমূহ, কুড়িগ্রাম বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প [দক্ষিণ ইউনিট], কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলাধীন বৈরাগীরহাট এবং চিলমারী বন্দর এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর রক্ষা প্রকল্প, কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীরহাট ও চিলমারী বন্দর এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর রক্ষা প্রকল্প। কুড়িগ্রাম জেলার নদীভাঙন রোধে কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ, বাপাউবো, কুড়িগ্রাম এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প সমূহ চলমান রয়েছে।

৫। কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট ও ফুলবাড়ি উপজেলাধীন ধরলা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ বাম ও ডানতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প, কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে কুশুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর [মেম্বার পাড়া] হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন হতে বামতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প, কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট ও ফুলবাড়ি উপজেলাধীন ধরলা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ বাম ও ডানতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প এবং তিস্তা নদীর বামতীরে রাজারহাট ও উলিপুর উপজেলায় Series of :-head Groyenes নির্মাণের মাধ্যমে নদীভাঙন রোধ প্রকল্প। কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, ভুরুঙ্গামারী ও নাগেশ্বরী উপজেলাধীন দুধকুমার নদীর ভাঙন হতে ডান ও বামতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান নদ-নদীসমূহ ড্রেজিং করে বন্যা ও নদীভাঙন রোধ, নাব্যতা বৃদ্ধি এবং ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প। রৌমারী উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব দিপঙ্কর রায় বলেন যে, নদী ভাঙনে কারণে রৌমারী উপজেলা মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি নদী ভাঙন প্রতিরোধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানান। পানি উন্নয়ন বোর্ডেও সুপার এনটেন ইঞ্জিনিয়ার বলেন যে, ট্রাজিং ছাড়া নদীর ড্রেজিং এর খুব বেশি সুফল পাওয়া যায় না। এটিএন বাংলার প্রতিনিধি জনাব আলমগীর বলেন যে, নাব্যতা সংকটের কারণে নৌ-ট্রানজিট প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। নদী রক্ষায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে আরো ক্ষমতায়ন করার আহবান জানান।

৬। জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারন সম্পাদক রাশেদুজ্জামান বাবু বলেন যে, নদী ভাঙন এখানকার জনগণকে নিঃস্ব করছে। এখানে কর্মসংস্থানের তেমন কোন সুযোগ নেই। অত্র জেলার ১৬টি নদীকে যদি রক্ষা করা যায় তাহলে জনজীবনের উন্নয়ন ঘটবে। রৌমারী, রাজিবপুরের ভাঙন রোধে গ্রোয়েন নির্মান করা যেতে পারে। জেলা প্রশাসক বলেন যে, এখানে নদীতে খাঁচায় মাছ চাষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এখানে তিনি একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আহবান জানান। কৃষি সম্প্রসারণের অধিদপ্তরের পরিচালক ড. শাহজাহান বলেন যে, নদী রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। পানি সংরক্ষণ করার জন্য নদী খনন/নাব্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য আহবান জানান। জেলা মৎস কর্মকর্তা বলেন যে, খাঁচায় মাছ চাষ এখানে দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বলেন যে, নদী নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হবে এবং প্রয়োজনে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে নদী খনন করা হবে।

৭। উলিপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল কাদের বলেন যে, বুড়ি তিস্তার উন্নয়নের গৃহিত প্রকল্প বাস্তবায়নের উলিপুরবাসী সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। ফুলবাড়ি উপজেলার চেয়ারম্যান বলেন যে, নদীর নাব্যতা হ্রাস পায় অল্প বন্যায় বেশি ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। তবে চরাঞ্চলে কৃষিতে ব্যাপক ফলন পাওয়া যাচ্ছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মিনহাজুল আলম অবিলম্বে নদী খননের আহবান জানান। তিনি বলেন চর অঞ্চলে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। নদীর পূর্নাঙ্গ স্টাডি করে নদী খননের আহবান জানান। জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী আলেয়া খাতুন নদী শাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অবৈতনিক সদস্য মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন যে, নদী রক্ষায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তিনি নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সার্বক্ষণিক সদস্য বলেন যে, অবিলম্বে নদীর দিয়ারা জরিপ করতে হবে। নদীর সংযোগ খাল গুলো যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি চলমান নদী সংক্রান্ত প্রকল্পের ফলাফল সংশ্লিষ্টদের দৃশ্যমান করার আহবান জানান। সিএস অনুসারে বুড়ি তিস্তা নদীর সীমানা করার আহবান জানান। নদীর অবৈধ দখলদার তালিকা প্রণয়ন/উচ্ছেদ, বাঁধ ও সুইস গেইট অপসারণ করার আহবান জানান। চাকির পাশার

নদীর অবৈধ দখলমুক্ত করার আহবান জানান। নদীর মধ্যে BIWTA কর্তৃক স্থাপিত পন্টুন অকার্যকর অবস্থায় পড়ে আছে। পন্টুনগুলোকে কার্যকর করতে হবে।

৮। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সভায় আলোচনাকালে তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানানযে এসমস্যাকে হৃদয় দিয়ে বোঝার জন্য। তিনি জানান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এর সৎ, বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশস্বাধীন হয়েছিলমাত্র ২০ বছরে। আমরা সবাই এদেশের স্বাধীনতা পরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা শুনি তখন আমরা লজ্জায় অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সততা নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড , এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, হাওর খনন করতে হবে। তিনি নদীর নাব্যতা নষ্ট করে কোনব্রিজ, কালভার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য চালানোর আহ্বান জানান।

৯। চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ/প্রতিটি নাগরিক [বর্তমান ও আগামীর] জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয় রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা জড়ত্ব সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অশুদ্ধতার প্রমাণে ভিত্তিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার পবিত্র দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরের। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ/নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতির স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে।

১০।নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকায় বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গারদারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আবাসন/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয়/রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement বিধায় কোনো প্রকার আশ্রায়ণ বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়' মর্মে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

১১। নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে।

১২। CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে ['জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত আছে] এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ আইনেই সীমিত। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর

১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাননীয় হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ কোসহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও কোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় *রেকর্ডভুক্ত* হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্য সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে সেরা যায়,যা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

১৩। বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/উপজেলা এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটি] কর্তৃক নদীর যথার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর আয়তায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রিজ/কালভার্ট বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না' মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী বিলুপ্ত পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। খুলনার তেরখাদার ভূতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপভাবে উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে' মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

১৪। চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মাননীয় হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করেনা। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উন্নতমানরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Upperlink বর্ণিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেইপানির কাম্য প্রবাহ পাওয়া যাবে না-এটা ধরেই আমাদের নদী খননের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সুষম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

১৫। চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে নদী হতে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। ষষ্ঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। নদীর জায়গা জবরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোনো সমস্যা হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, নদীর জমি নিরঙ্কুশভাবে সরকারের দখলে নিতে হবে। নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তা দিতে হবে। নদীর জমি রক্ষণাবেক্ষণে অর্থায়ন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। নদী রক্ষার সিভিল সোসাইটি/সাংবাদিকসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

১৬। চেয়ারম্যান বলেন যে, নদী বিষয়ে পূর্বে আমাদের তেমন কোন সচেতনতা ছিল না। নদী কমিশন গঠিত হওয়ার পর আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীর জমি কাউকে লিজ বা বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে না। তিনি Integrated প্রকল্প নেওয়ার আহবান জানান। প্রকল্পের কারণে ভাটিতে যারা আছে তাদের যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য করতে হবে। উপজেলা/জেলাসহ জাতীয়ভাবে নদীর মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে। ভবিষ্যতে নদীর কোথায় ভাঙন/চর জাগতে পারে সে বিষয়ে সমীক্ষা পূর্বক ব্যবস্থা নিতে হবে। বিগত ০৫/১০ বছরে নদী সংক্রান্ত প্রজেক্টগুলো স্ট্যাডি করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

১৭। শুধু নদী খননই যথেষ্ট নয় একই সাথে সংযোগ খালগুলো খনন করতে হবে। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আগামী ১ মাসের মধ্যে নদীর সিয়ারা জরিপ শুরু করতে হবে এবং নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। যারা সব চেয়ে বেশি ক্ষমতাশীল/প্রভাবশালী তাদেরকে আগে উচ্ছেদ করতে হবে। নদী উচ্ছেদে কোন ছাড় দেওয়া হবে না। জেলা প্রশাসনের সাথে নদী কমিশন রয়েছে। বর্তমান ১৬কোটি মানুষ থাকলেও ভবিষ্যতে ৫০কোটি মানুষ হবে। এটি বিবেচনায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামত নেওয়ার আহবান জানান। এতে জনসাধারণের Owner Ship থাকতে হবে। ইটভাটা আইনকে যুগোপযোগী করার আহবান জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরকে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে যথাযথ তদন্ত করার কথা বলেন। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেন। টপ সয়েল এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। টপ সয়েল কাটা বন্ধ করার আহবান জানান।

১৮। তিনি বর্জ্য ফেলার জায়গা নির্দিষ্ট করার আহবান জানান। সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনো ক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবেনা। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলের বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপযুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটিকর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/ উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপযুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমিমন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি হস্তান্তর পূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইড লাইন ও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/ গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোর ভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটিকর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে অন্যথার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সৎসাহস ও জবাবদিহিতা জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ময়লা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহবান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলায় কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	[ক] নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোরে সকল অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। [খ] সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। জেলা পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি],

	আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই স্বার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	সকল [কুড়িগ্রাম]।
০২।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লক্ষ হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার , কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [কুড়িগ্রাম]।
০৩।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার , কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [কুড়িগ্রাম]।
৪।	জেলা কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কিংবা ১৪৭-১৫১] ধারায় নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস, তুলনা বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনি/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখঃ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অনুসরণ। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকাবিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৫। পুলিশ সুপার , কুড়িগ্রাম ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [কুড়িগ্রাম]।

০৫।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালক্রিম ব্যতিক্রেকে নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে কালক্রিম ব্যতিক্রেকে উদ্ধার/মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরকারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অযৌক্তিক কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	১। সচিব, ভূমিমন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকাবিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৫। পুলিশ সুপার , কুড়িগ্রাম ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [কুড়িগ্রাম]।
০৬।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] কুড়িগ্রাম
০৭।	ভূপৃষ্ঠ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সার্থে স্থানীয় জন সাধারনদের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃতপলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দুরুত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে স্কুল/কলেজ/ মসজিদ/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গার উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ড্রেজকৃতপলি/মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [কুড়িগ্রাম]।
০৮।	জেলার মধ্যে পাউবো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অব্যবহৃত রয়েছে যথাযথ ব্যবহার না করার ফলে জমিগুলো বে-দখল হয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম

	রিজিউম করা যেতে পারে। এছাড়াও কৃষি জমির টপ সয়েল বিক্রি বন্ধ করতে হবে।	৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [কুড়িগ্রাম]।
০৯।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। পুলিশসুপার, কুড়িগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম
১০।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি হস্তান্তরের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [কুড়িগ্রাম]।
১১।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্তহয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্যহেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুড়িগ্রাম ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [কুড়িগ্রাম]।
১২।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রগণ্যতা বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [কুড়িগ্রাম]।
১৩।	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্টে নদী সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান মামলাগুলি আইনি মোকাবিলা করে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার তালিকা প্রণয়ন, পিপি/জিপি নিয়োগ এবং এস,এফ [Statement of Facts] যথাযথভাবে তৈরি করে মামলাগুলি মোকাবিলা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [কুড়িগ্রাম]।
১৪।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকাবিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৬। সহকারী কমিশনার, কুড়িগ্রাম।

১৫।	অনুমোদনবিহীন বালু মহাল হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙ্গন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সৃষ্টিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসরে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ৩। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [কুড়িগ্রাম]।
১৬।	[ক] নদীকে পূর্বাভাসরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কারণ SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। Remote Sensingges Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উপাত্তরূপে আহরণ করে জিওগ্রাফিক্যাল এবং থিওমেটিক্যাল ম্যাপ এবং নদীর ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। [খ] উপজেলা/জেলাসহ জাতীয়ভাবে নদীর মাস্টার প্লান প্রণয়ন করতে হবে। ভবিষ্যতে নদীর কোথায় ভাঙ্গন/চর জাগতে পারে সে বিষয়ে সমীক্ষা পূর্বক ব্যবস্থা নিতে হবে। [গ] বিগত ০৫/১০ বছরে নদী সংক্রান্ত প্রজেক্টগুলো স্ট্যাডি করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড,কুড়িগ্রাম
১৭।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় নিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [কুড়িগ্রাম]।
১৮।	নদীতে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিং কারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবল মাত্র জরিমানা করলে ই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও যুগোপই প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধান সহদায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [খ] কোনো ক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/নিক্ষেপ/নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে	১। জেলাপ্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। মেয়র পৌরসভা, কুড়িগ্রাম ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম ৪। পুলিশসুপার, কুড়িগ্রাম ৫। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [কুড়িগ্রাম]। ৮। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [কুড়িগ্রাম]।

	বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/স্থানীয়করণসহ, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [গ] আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।	
১৯।	জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/গণসংযোগঅধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, কুড়িগ্রাম ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [কুড়িগ্রাম]।
২০।	ভুলিপুর উপজেলায় ৩১ কিমি. দৈর্ঘ্য বুড়িতিস্তা নদীর বন্ধ মুখ খুলে দেয়া হবে। নদীর মধ্যে অবেজো স্লুইস গেটটি অপসারণসহ প্রয়োজনীয় খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ২। নির্বাহী প্রকৌশলী পাউবো, কুড়িগ্রাম ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভুলিপুর

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৪১]-

তারিখ: ০৮ জানুয়ারি, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অর্থীল দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের যথাযথ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০৬। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৮। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
০৯। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১০। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম
১১। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম
১২। মেয়র, পৌরসভা, কুড়িগ্রাম
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/ এল.জি.ইডি/সড়ক ও জনপথ, কুড়িগ্রাম
১৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুড়িগ্রাম
১৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], কুড়িগ্রাম
১৭। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১৮। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

মো: ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারী
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়ঃ লালমনিরহাট জেলার নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং ধরলা, স্বর্ণবতী, সাকোয়াখাল, রত্নাই পরিদর্শন প্রতিবেদন।

গত ২২/১০/২০১৮ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ আলাউদ্দিন, অবৈতনিক সদস্য মোঃ মুনিরুজ্জামান এবং উপপরিচালক [গবেষণা ও পরিবীক্ষণ] ড. অশোক কুমার বিশ্বাস লালমনিরহাট জেলার ধরলা, স্বর্ণবতী, সুতি, সাকোয়াখাল, মালদাহা রত্নাই এবং ছড়াবিল নদীর দখল, দূষণ সরজমিনে পরিদর্শন এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলোঃ

লালমনিরহাট জেলায় নদী রক্ষা কমিটির সভায় ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মোঃ আলাউদ্দিন, অবৈতনিক সদস্য মোঃ মুনিরুজ্জামান এবং উপপরিচালক [গবেষণা ও পরিবীক্ষণ] উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শফিউল আরিফ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। এরপর মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ বক্তব্য প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসক বলেন যে, লালমনিরহাট জেলায় তিস্তা, ধরলাসহ ছোট বড় ৯টি নদী রয়েছে। এ জেলায় ১৭টি খাল আছে: চেনাকাটা, টেংরামারী, শিঙ্গীমারী, সানিয়াজান, ভাটেশ্বরী, মরাসতী, রত্নাই, সর্বমঙ্গলি, সাকোয়া খাল, সতী নদী, স্রীবর্ধী নদীগুলি মৌসুমে প্রবহমান থাকে। স্বল্প প্রসস্তের নদীকে এ এলাকায় খাল বলা হয়, খাল বেশ প্রশস্ত ও গভীর। অত্র এলাকার নদী গুলোর নাব্যতা রক্ষার্থে ৬টি নদী খননের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে: শিঙ্গীমারী, পানাসের খালি, ভাটেশ্বরী ইত্যাদি।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন লালমনিরহাট জেলার নদ-নদী নিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। প্রধান প্রধান নদী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, লালমনিরহাট জেলার প্রধান নদী গুলো হচ্ছে ধরলা, স্বর্ণবতী, সুতি, সাকোয়াখাল, মালদাহা রত্নাই, শিঙ্গীমারী, পানাসার খাল, ভাটেশ্বরী ইত্যাদি।

জেলার সিনিয়র সাংবাদিক শফুল চন্দ্র রায় বলেন যে, অত্র এলাকার তিস্তা একটি বড় নদী হলেও বর্তমানে এটি একটি অভিশাপ স্বরুপ। তিস্তা নদীতে শুকনা মৌসুমে পর্যাপ্ত পরিমান পানি পাওয়া যায় না। বিভিন্ন মামলা/রিট করে নদী গুলোর অবৈধ দখল প্রলম্বিত করা হচ্ছে।

মোগলহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব হাবিবুর রহমান বলেন যে, রত্না নদীর অধিকাংশই বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। তিনি রত্না এবং সাকোয়াখাল উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানান।

নদী যোগাও নদী পথের আন্দোলনের প্রতিনিধি জনাব সবুজ আলী আপন পাঠ্যপুস্তকে নদীর বিষয় অন্তর্ভূক্তির আহ্বান জানান।

পানি উন্নয়ন বোর্ড এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন যে, নদী রক্ষায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন যে পরামর্শ দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করা হবে। টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। তিস্তা ভাঙন রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দুধকুমার, ধরলা নদী খননে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে সকলের সমন্বিত সহযোগিতার মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। টেকসই পানি উন্নয়ন পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।
জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন যে, শুধু নদী খননই যথেষ্ট নয়, নদীর মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে হবে। নদী সংক্রান্ত যে কোন পরিকল্পনা নদী কমিশনের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে হবে।

প্রথম আলোর সাংবাদিক জনাব আব্দুর রউফ সুজন নদী রক্ষায় জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার আহবান জানান। নদী রক্ষা মানে নদীর পাড়ের জনসাধারণ কে রক্ষা করা এবং নদীর পাড়ে ইট ভাটাগুলো উচ্ছেদ করার আহবান জানান।

লালমনিরহাট বার্তার সাংবাদিক জনাব সফিকুল ইসলাম খান নদী রক্ষার বিষয়গুলি নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্তির আহবান জানান।

ক্যাপ্টেন আজিজুল হক বীর প্রতীক নদ-নদীর নাব্যতার বৃদ্ধির জন্য নদী খননের আহবান জানান।

আজিজমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোসাদ্দেক হোসেন বলেন যে, তিস্তা নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর নদী ভাঙনে ১০০/১৫০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

২নং কুলাঘাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন যে, ধরলা নদীর ভাঙনে এলাকার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি ভাঙনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানান।

নদী বাঁচাও আন্দোলনের সম্পাদক জনাব বাদশা আলম বলেন যে, নদী না বাঁচলে ভাওয়াইয়া ও মুরশীদি গান থাকবে না। তিনি নদী রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানান।
অবৈতনিক সদস্য মোঃ মনিরুজ্জামান নদী রক্ষায় সকলকে কাজ করার আহবান জানান। নদী রক্ষায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের কাজকে উৎসাহিত করবে।
সার্বক্ষণিক সদস্য বলেন যে, লালমনিরহাট একটি সম্ভাবনাময় জেলা, কৃষি ব্যবস্থা নদ-নদী, খাল-বিল পুনরুদ্ধার এর মাধ্যমে লালমনিরহাট এর উন্নয়ন সম্ভব। নদীর সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সিএস পর্চা/নকশাই চূড়ান্ত। নদীর সিস্টেম কে রক্ষা করতে হবে। নদীকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা করতে হবে। তথা নদীকে রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ইউনিয়ন ভূমিসহকারী কর্মকর্তাদের তার এলাকাধীন নদ-নদীর নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। নদীর জমি শ্রেণি পরিবর্তন করা ও কোন প্রকার শ্রেণি/লিজ/বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে না। বিরোধপূর্ণ কোন খাল খনন প্রকল্প না নেওয়ার আহবান জানান। বিএডিসি, BIWTA এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ডকে নদী খননের ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে প্রকল্প গ্রহণের জন্য আহবান জানান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদী কমিশনের সুপারিশে বিভাগ জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন এ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য বিভিন্ন প্রকল্পের যে সকল সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কম-বেশি দেশের সামগ্রিক চিত্র। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান যে এ সমস্যাকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার জন্য। তিনি উল্লেখ করেন যে, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এর বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ২০ বছরের মধ্যে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা সবাই এ স্বদেশের স্বাধীন নাগরিক। আমরা যখন দুর্নীতির কথা শুনি তখন আমরা লজ্জায় অবনত হয়ে যাই। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে হবে। সততা নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সেই প্রকল্পগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড , এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নদী সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। Natural Reservoir তৈরির জন্য খাল, জলাধার ও পুকুর খনন করতে হবে। তিনি নদীর নাব্যতা নষ্ট করে কোন ব্রিজ, কালভার্ট না করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, জনগণ এখন অনেক সচেতন। তিনি জেলা প্রশাসককে নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ কার্য পরিচালনার জন্য আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ। জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নদী রক্ষক। তিনিই [কালেক্টর বাহাদুর] নদীর স্বত্ব-স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। আইন অনুসরণে নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া যায় না তা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের নামে সংরক্ষিত হবে এবং সরকার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাস্টি। নদীর জমি কেউ ব্যক্তিনামে দলিল করলেও তা উক্ত SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে যথাক্রমে কালেক্টর বাহাদুর ও চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড কর্তৃক অশুদ্ধতার প্রমাণে ভিত্তিক [evidence on incorrectness] বাতিল করার জন্য সুস্পষ্ট আইন বিদ্যমান। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা Right of Easement হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, যার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব জেলা প্রশাসক/কালেক্টর এর উপর অর্পিত বাহাদুরী। বংশ পরম্পরায় দেশের জনগণ ও নাগরিক কর্তৃক নদীর জায়গা ব্যবহৃত হবে। দেশের ও জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিশ্চিত করবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিআইডব্লিউটিএ/পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নৌ-পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ আমাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করতেই হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বন্দর এলাকার বিআইডব্লিউটিএ কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সর্বদা সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা নদী রক্ষার বৃহত্তর স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনায় অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easementwcavq কোনো প্রকার আশ্রয়ণ বা গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য 'নয়'।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা অনুসারে নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ সহিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসকগণের উপর অর্পিত। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা [নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর] নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে তা আইনানুগ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক/কালেক্টর নিতে পারেন।

CS পর্চা অনুসারে নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে 'জেলা কালেক্টর' পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানভুক্ত রাখা হয়েছে এবং সেটিই বিধান। পরবর্তীতে RS-এ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে নদীর জমি রেকর্ড হবার সুযোগ নেই। RS-এর ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবি করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরই ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে মাননীয় হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এ ২৪ ও ২৫ জুন, ২০০৯ ঘোষিত রায়ের নির্দেশনা অনুসরণীয়। এ সকল RoR-এর কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও নদী রক্ষার স্বার্থেই সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জেলা কালেক্টর, জরিপ বিভাগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬, ৮৭ এর বিধানানুযায়ী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৪ [কাসহ ১৪৭-১৫১ ধারাতে যে ক্ষমতা দেয়া আছে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর এবং ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্য সহজেই সংশোধনী/শুদ্ধ করে নেয়া যায়, যা বাস্তবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণকে জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা [এলজিইডি/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে/ব্রান অধিদপ্তর] কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রিজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বিশেষভাবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা না করেই স্থানীয় বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে নদীর ও নদীর আশেপাশের এলাকার নাব্যতা ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী বিলুপ্ত পথে ছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃতপ্রায় বড়াল নদী ৪৬ কিমি. উদ্ধার করে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। খুলনার তেরখাদার তৃতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার কারণ ও একইরূপ বলে তিনি উল্লেখ করেন। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের মেঘনা নদীর উপর নির্মাণাধীন নদীর প্রস্থের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্রিজ করার পরিকল্পনাও অবিবেচনাপ্রসূত। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় আরও বলেন যে, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী রক্ষা করা। তাদেরই নদী রক্ষা করতে হবে। নদীর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের zero tolerance নীতির বিষয়ে স্মরণ করে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের নামে নদীর জায়গা অবৈধভাবে দখল কিংবা ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন তারিখের রায়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তিনি নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। তিনি আরও বলেন যে, Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করা সম্ভব হবে। Transboundary Interlink/ Uperlink বর্ষিত ভৌগোলিক বিভাজনের কারণেই পানির কাঙ্খিত প্রবাহ পাওয়া যাবে না এটা স্মরনে রেখে আমাদের নদী খননের ও উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে

হবে। আমরা বন্যার সময় যে পানি পাই তা Bay of Bengal-এ নেমে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদেরকে Delta plan এর মধ্যে নদীর/পানির সমস্যার অনেক সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেন। নদী সংক্রান্ত যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে পর্যাপ্ত আলোচনা ও অনুমোদন নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। Basin/Catchment বিবেচনায় নদী সংক্রান্ত সূক্ষ্ম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

তিনি আরো বলেন যে, নদী হতে সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার কার্যে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকে উদ্ধার কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। নদীর জায়গা জবরদখল হওয়া কাম্য নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধু উচ্ছেদ করে তুলে রাখাই যথেষ্ট নয়। যারা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করাও প্রয়োজন হবে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এ ক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার/প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী নদীর উন্নয়নে অর্থায়নে কোনো সমস্যা হবে না।

নদীর জমি নিরঙ্কুশভাবে সরকারের দখলে নিতে হবে। নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তা দিতে হবে। নদীর জমি রক্ষণাবেক্ষণে অর্থায়ন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দাখিল করবে। নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সিভিল সোসাইটি/সাংবাদিকসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন যে, উপজেলা/জেলাসহ জাতীয়ভাবে নদীর মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে। ভবিষ্যতে নদীর কোথায় ভাঙন/চর জাগতে পারে সে বিষয়ে সমীক্ষা পূর্বক ব্যবস্থা নিতে হবে। বিগত ০৫/১০ বছরে বাস্তবায়িত নদী সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ সমীক্ষা করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

শুধু নদী খননই যথেষ্ট নয় একই সাথে সংযোগ খালগুলো খনন করতে হবে। আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। যারা সব চেয়ে বেশি ক্ষমতাশীল/প্রভাবশালী তাদেরকে আগে উচ্ছেদ করতে হবে। নদী উচ্ছেদে কোন ছাড় দেওয়া হবে না। জেলা প্রশাসনের সকল উদ্যোগের সাথে সাথে নদী কমিশন সহযোগীতা প্রদান করবে। বর্তমান ১৭ কোটি মানুষ থাকলেও ভবিষ্যতে ৫০কোটি মানুষ হবে। এটি বিবেচনায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামত নেওয়ার আহ্বান জানান। এতে জনসাধারণের Owner Ship বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরো বলেন যে, যেহেতু সাকোয়া খালের সাথে অনেক কৃষি জমি ও এর সেচ ব্যবস্থা জড়িত এবং খাল সরু হওয়ায় খালটি খননের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। খালের জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন থাকতে পারে না। খালটি পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি জানান যে, রত্নাই নদী পরিদর্শনে দেখা যায় যে, নদীর উপর ইটভাটা রয়েছে। অবিলম্বে ইটভাটা অপসারণ করার আহ্বান জানান। রত্নাই নদীর পাড় সংরক্ষনের ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। সৃষ্টি নদীর দখল এবং অন্য এলাকার নদী সংক্রান্ত বিষয়ে যতগুলো মামলা/রিট রয়েছে তার পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন/রিপোর্ট কমিশনকে দেওয়ার নির্দেশনা দেন। প্রয়োজনে নদী রক্ষা কমিশন নদী সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় সহযোগিতা করবে।
ইট পোড়ানো [নিয়ন্ত্রণ] আইন ১৯৮৯ যুগোপযোগী করার আহ্বান জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরকে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে যথাযথ তদন্ত করার কথা বলেন। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেন। কৃষি জমির উপরস্থ মাটি কাটা বন্ধ করার আহ্বান জানান।

তিনি শহরাঞ্চলের বর্জ্য ফেলার জায়গা নির্দিষ্ট করার আহ্বান জানান। সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অবিলম্বে 3R [Reduce, Reuse and Recycle] প্রযুক্তি অবিলম্বে দেশে আনতে হবে। কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না । পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিলে বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি [3R] /স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান [সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভা/জেলা/উপজেলা/ ইউনিয়ন পরিষদ] যাতে আবর্জনা উপর্যুক্তরূপে ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর 3R প্রযুক্তি হস্তান্তরপূর্বক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্য করে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ গাইডলাইনও প্রদান করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/

পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিষয়ে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বর্জ্য কোনোক্রমে নদীতে ফেলা যাবে না। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশন মামলা করতে দ্বিধা করবেনা। পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি যথাযথ কাজ না করে তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আমরা যদি সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করি তবে কোনো আইনই কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে জনস্বার্থে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা, সৎসাহস ও জবাবদিহিতা অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরও বলেন যে Electronic media-তে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ময়লা-আবর্জনা কিভাবে কোথায় ফেলা হবে সে বিষয়ে প্রচারণার আহবান জানান। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মিডিয়াতে ২ মিনিট করে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

সভার বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রদত্ত সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	[ক] নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোরে সকল অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। [খ] সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই স্বার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ২। জেলা পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [লালমনিরহাট]। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [লালমনিরহাট]।
০২।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা শক্ত হলে ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারায় ক্ষমতাবলে নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত করবেন/করাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারযুক্ত [Right of Public Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং এ ক্ষমতা তিনি যে কোনো সময় [at any Time] কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক/যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর বাহাদুর অর্পিত এ RS কিংবা BS কিংবা সিটি জরিপের সঙ্গে CS পর্চার নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সংক্রান্ত বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি সরেজমিন তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনা করতে Fraudulent Entry/আইনের ব্যত্যয় রোধ করতে পারেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [লালমনিরহাট]। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [লালমনিরহাট]।
০৩।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবে; এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ৩। পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [লালমনিরহাট]। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [লালমনিরহাট]।
০৪।	জেলা প্রশাসক কালেক্টর/জরিপ বিভাগ/ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতকে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩,	১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড ২। মহাপরিচালক,

	১৪৪, ১৪৪ [ক]সহ ১৪৭-১৫১ ধারার নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। জরিপ বিভাগের নদীর জমি ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হলে তা কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/পর্চা/সিএস ও আরএস, তুল্য বিবেচনাপূর্বক সরেজমিন যাচাইপূর্বক রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। রিভিউ/রিভিশন/আপিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধনি/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [লালমনিরহাট]। ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [লালমনিরহাট]।
০৫।	[ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী কালবিলম্ব ব্যতিরেকে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে মুক্ত করবে। [খ] এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং জেলাগুলোতে প্রয়োজনানুযায়ী মৌজা ম্যাপ/দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে চাহিদাপত্র/অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পাশে থাকবে। এক্ষেত্রে অহেতুক কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষা-নদী ও নদীর জমি উদ্ধারের কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক-এর অনুরোধানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপ অবিলম্বে সম্পন্ন করবেন। এই দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে এবং SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারানুযায়ী কালেক্টর বাহাদুর নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর জায়গার সীমানা CS মোতাবেক রক্ষা করতে সক্ষম ও সফল হবেন। এক্ষেত্রে তিনি CS/RS এর দাবির আইনানুগ তুলনামূলক ও বাস্তবভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন করে ন্যায়ানুগ সীমানা/নদীর স্বত্ব এবং স্বার্থ নির্ধারণ করবেন।	১। সচিব, ভূমিমন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ৫। পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট ৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [লালমনিরহাট]। ৭। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [লালমনিরহাট]।
০৬।	বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি] [সকল] লালমনিরহাট
০৭।	ভূগর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসংস্থান সৃষ্টির স্বার্থে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল খননের প্রকল্প নিতে	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি

	হবে। নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে স্কুল/কলেজ/মসজিদ/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গায় উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহৃত করা যেতে পারে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি ব্যবস্থাপনা জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে।	উন্নয়ন বোর্ড, লালমনিরহাট ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [লালমনিরহাট]। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [লালমনিরহাট]।
০৮।	জেলার মধ্যে পাউবো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অব্যবহৃত রয়েছে যথাযথ ব্যবহার না করার ফলে জমিগুলো বে-দখল হয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে রিভিউশন করা যেতে পারে।	১। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, লালমনিরহাট ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [লালমনিরহাট]।
০৯।	উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ২। পুলিশসুপার, লালমনিরহাট ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, লালমনিরহাট
১০।	Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, লালমনিরহাট ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [লালমনিরহাট]। ৪। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [লালমনিরহাট]।
১১।	নদীর বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিতভাবে ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। Integrated Study করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর মাত্রাতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প উচ্চতা হেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া এবং নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে।	১। জেলাপ্রশাসক, লালমনিরহাট ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, লালমনিরহাট ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, লালমনিরহাট ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ৬। জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা, লালমনিরহাট
১২।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রাধিকার বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [লালমনিরহাট]। ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [লালমনিরহাট]।
১৩।	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্টে নদী সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান মামলাগুলি আইনি মোকাবিলা করে সত্বর নিষ্পত্তি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার তালিকা প্রণয়ন, পিপি/জিপি নিয়োগ এবং এস,এফ [Statement of Facts] যথাযথভাবে তৈরি করে মামলাগুলি মোকাবিলা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [লালমনিরহাট]।
১৪।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটের ভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ৩। পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট

	নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, লালমনিরহাট ৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ৬। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [লালমনিরহাট]।
১৫।	অনুমোদনবিহীন বালু মহাল হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙ্গন ত্বরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এমন কি তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। প্রয়োজনে আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ৩। পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [লালমনিরহাট]। ৫। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [লালমনিরহাট]।
১৬।	[ক] নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে Study করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা CEGIS, IWM এর সঙ্গে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কারণ SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থা করে না। Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণ করে জিওগ্রাফিক্যাল এবং থিমেটিক্যাল ম্যাপ এবং নদীর ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। [খ] উপজেলা/জেলাসহ জাতীয়ভাবে নদীর জন্য মহাপরিকল্পনা মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে। ভবিষ্যতে নদীর কোথায় ভাঙন/চর জাগতে পারে সে বিষয়ে সমীক্ষা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। [গ] বিগত ০৫/১০ বছরে নদী সংক্রান্ত প্রজেক্টগুলো স্ট্যাডি করে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ১। জেলাপ্রশাসক, লালমনিরহাট ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, লালমনিরহাট
১৭।	জেলা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা করতে হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নদী পরিদর্শন করে প্রতি সপ্তাহে সহকারী কমিশনার [ভূমি] এর নিকট রিপোর্ট দাখিল করবে। জেলা কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।	১। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [লালমনিরহাট]। ৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [লালমনিরহাট]।
১৮।	[ক] নদীতে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও যুৎসই প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। [খ] কোনোক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্য [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা	১। জেলাপ্রশাসক, লালমনিরহাট ২। মেয়র পৌরসভা, লালমনিরহাট ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, লালমনিরহাট ৪। পুলিশসুপার, লালমনিরহাট ৫। পরিচালক, পরিবেশঅধিদপ্তর, লালমনিরহাট

	ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যক্রমরূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি [3R: Reduce, Reuse and Recycle]/ স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। [পা আইন লঙ্ঘনকারী, নদী ও পরিবেশ দূষণকারী কিংবা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংস্থা/ পরিষদ/ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে Compliance Report প্রদান করবে।	৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল [লালমনিরহাট]। ৮। সহকারী কমিশনার [ভূমি] সকল [লালমনিরহাট]।
১৬।	জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশ বান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/গণসংযোগ অধিদপ্তর ২। জেলাপ্রশাসক, লালমনিরহাট ও সভাপতি জেলা নদী রক্ষা কমিটি ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা নদীরক্ষা কমিটি, লালমনিরহাট ৪। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি], সকল [লালমনিরহাট]।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৫[৪১]-

তারিখঃ ৩১ অক্টোবর, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি [জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়]:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরকে আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের অনুরোধসহ]।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন /জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। কমিশনার, রংপুর বিভাগ, ঢাকা
০৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১০০০।
০৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৭। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা।
০৮। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
০৯। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট
১০। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১১। পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট
১২। মেয়র, পৌরসভা, লালমনিরহাট
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/ এল.জি.ইডি/সড়ক ও জনপথ, লালমনিরহাট
১৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লালমনিরহাট
১৬। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
১৭। অফিস কপি [সংরক্ষণার্থে]।

ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারী
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয় : ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা জেলা সফর প্রতিবেদন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ আলাউদ্দিন ২৪-০৪-২০১৮ থেকে ২৬/০৪/২০১৮ পর্যন্ত নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ জেলা সফর করেন। সফর প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়নে
০১।	নেত্রকোণা জেলাধীন দুর্গাপুর উপজেলার সোমেশ্বরী নদীর অংশ, অবৈধ দখল চলমান। জরুরি ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করে নদী শাসনের আওতায় আনতে হবে। নদীর প্রশস্ততা নিয়ন্ত্রণে রেখে নদীর প্রবাহ বাড়াতে হবে। নদীর প্রশস্ততা এবং বর্ষা ও বৃষ্টির পানি ধরে রাখা/সংরক্ষণ করার উপযোগী কায়া নাব্যতার [প্রশস্ততা:নাব্যতা] উপযুক্ত ও প্রকৃত অনুপাত নির্ধারণপূর্বক এ নদী শাসন ও খননসহ পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এজন্য বাংলাদেশে এই নদীর প্রবেশ মুখ হতে কংশ নদী পর্যন্ত অর্থাৎ পতিত মুখ পর্যন্ত খনন করা অত্যাবশ্যক।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুর্গাপুর এবং পাউবো, নেত্রকোণা/ মহাপরিচালক, পাউবো/সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
০২।	দুর্গাপুর উপজেলার নদী, খাল ও জলাশয় সমন্বয়ে নদী সিস্টেম সৃষ্টি হয়েছে। নদী-জলাশয়গুলোতে বছরের ৪ মাস নাব্য বা পানি থাকে। এসকল নদী ও খালগুলি নাব্য রাখা অত্যন্ত জরুরি। প্রাকৃতিক জলাধারও নদী, খাল ও জলাশয় সংরক্ষিত চিহ্নিত করে Common Area'র প্রয়োজনমত নাব্যতা সৃষ্টির প্রস্তাব/পেশ করা অত্যাবশ্যক। এই বিষয়গুলো উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা করে সভার সম্মতিক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের প্রস্তাব পেশের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহবায়ক, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা/ জেলা নদী রক্ষা কমিটি/জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড। মহাপরিচালক, পাউবো, অবিলম্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল নিয়োগ করে শাগলাই/খুকলাই প্রস্তাব চূড়ান্ত করবে।
০৩।	সোমেশ্বরী নদীকে 'দুর্গাপুরের ভাগ্য ও কলা হয়, আবার দুঃখ ও বলা' হয়। এই নদীতে একই সাথে উন্নতমানের বালু, পাথর ও কয়লাও পাওয়া যায়। বর্তমানে এই নদীতে ৫টি এলাকায় [১,২,৩,৪ ও ৫নং] বালু মহাল ইজারা দেয়া হয়েছে। পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, নদী হতে নির্বিচারে বালু উত্তোলন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বালু মহাল ব্যবস্থাপনা বিধি অনুসারণ করা হচ্ছে না। নদীর স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য বালুমহাল আইন, ২০১০ এবং বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থাপনার কার্যকর পদক্ষেপ বালুমহাল ইজারাদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা অবিলম্বে তা নিশ্চিত করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাবে।	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুর্গাপুর। ঢাকা বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটি বিষয়টি অবিলম্বে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণপূর্বক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।
০৪।	২৪/০৪/২০১৮ দুর্গাপুর উপজেলায় নদী রক্ষা কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত তিন বছর ছয় মাসে কমিটির একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি। উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা কমপক্ষে ০৩ মাসে ১টি সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কমিটির সভায় নদীর সমস্যা, সমস্যা সমাধানের কর্মকৌশল ও নদী রক্ষার সকল	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহবায়ক, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, দুর্গাপুর ও কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ।

	সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার সমন্বয় করা আবশ্যক। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে নদীর মরুকরণ আবার বর্ষাকালে উজানের ঢল/প্লাবনে আক্রান্ত, নদীর তীরভূমি ও অভ্যন্তর দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণসহ সঠিক বাস্তব বিষয়াদি/অবস্থা কমিটিতে আলোচনা করে সমাধানের কার্যকর উদ্যোগ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে।	
৩৫।	উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিতে বেসরকারি সদস্যের সংখ্যা কম। কমিটির কার্যক্রম ও দায়িত্বাবলিকে আরো কার্যকর করার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রকৃতি, পানি, পরিবেশ ও নদী নিয়ে কাজ করেন তাঁদের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন [বাপা], পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন [পবা], ওয়ার্ল্ড ভিশন, কারিতাস, সংবাদ মাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হতে কমিটিতে সদস্য নিয়োগ করা আবশ্যক।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহবায়ক, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা
৩৬।	২৫/৪/১৮ তারিখ সকাল ১০ টায় নেত্রকোণা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মগড়া নদী পরিদর্শন করা হয়। এই নদীর দৈর্ঘ্য ৪.৫০ কিলোমিটার। নদীর উপর শহরের মধ্যে ৬টি ব্রিজ স্থাপন করা হয়েছে। এই নদীতে দখল, দূষণ ও ভরাট চরম মাত্রায় রয়েছে। পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নেত্রকোণা ও এসি ল্যান্ড [সদর] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উক্ত পরিদর্শনে সাথে থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নেত্রকোণা কোয়ালিটি স্কুলের সামনে ময়লা-আবর্জনা নদীতে ডাম্পিং করা হচ্ছে। নদীর বেশ কয়েকটি স্থানে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিং করা হচ্ছে। অবিলম্বে ঐ অবৈধ ডাম্পিং বন্ধ করতে হবে। পৌর কর্তৃপক্ষকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ময়লা-আবর্জনাদি নদী, খাল ও জলাশয়ে ফেলা যাবে না।	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা, পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ এবং মেয়র, নেত্রকোণা পৌরসভা
৩৭।	শহরের মধ্যে নাগড়া পূর্ব পাড়ায় নদীর জমিতে রক্ষা কালি মন্দির, চৌধুরী মার্কেটসহ আরও কয়েকটি অবৈধ কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। নদী গর্ভে বা নদীর তীরভূমিতে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবেনা। মন্দিরের পার্শ্বেই নদীতে নতুন করে কাঠামো নির্মাণ লক্ষ্য করা গেছে। অনতিবিলম্বে সকল অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে হবে। নদীর জমির উপর ইতিপূর্বে কোন ইজারা বা পত্তন দেয়া হলে তা অবিলম্বে বাতিল করার জন্য সুপারিশ করা হলো।	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা, সহকারী কমিশনার [ভূমি], নেত্রকোণা
৩৮।	মালিনী রোড, কাটা পট্টি, কাটলীতে নদীর মধ্যে শত অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে অবৈধ দখলদার এবং প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করার জন্য সুপারিশ করা হলো। সভায় যে তালিকাটি উপস্থাপিত হয়েছে তার বাস্তব পরীক্ষান্তে/যাচাইঅন্তে চূড়ান্ত করেই অভিযান চালাতে হবে। এই উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে দায়িত্ব নির্বাহ করবে।	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা, পুলিশ সুপার, নেত্রকোণা এবং সহকারী কমিশনার [ভূমি], নেত্রকোণা সদর উপজেলা
৩৯।	স্থানীয় হিসাব মোতাবেক নেত্রকোণা জেলায় ০৮টি উপজেলায় ৫১টি নদী রয়েছে। সভায় নদীগুলো সম্পর্কে আরো বাস্তব তথ্যাদি জানা প্রয়োজন। সভায় উপজেলাওয়ারী নদীর অবস্থা, সমস্যা, সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহীতব্য কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। সমস্যা সমাধানের কর্মকৌশল কমিটিতে আলোচনা	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা এবং সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নেত্রকোণা।

	করে নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য প্রত্যেক উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি তাদের নদ-নদীর অবস্থা ও করণীয় সম্পর্কে পেশ করতে পারবে। প্রতিমাসে একটি উপজেলায় নদ-নদীর উপর বিস্তারিত আলোচনা করার পরামর্শ দেয়া হলো। সভায় যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার বাস্তবায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	
১০।	নেত্রকোণা জেলায় এ যাবৎ দুইটি নদী রক্ষা কমিটি সভা হয়েছে। প্রতিবেদন ও বিবরণী পাওয়া গেছে মাত্র একটি। নদী রক্ষার জন্য বিদ্যমান আইনে জেলা প্রশাসক ও প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃকও নদী কমিটি গঠন পূর্বক ঐ দায়িত্ব পালনের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেজন্য নদী দখল, দূষণ ও ভরাট প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও কর্মযজ্ঞ কালবিলম্ব না করে আন্তরিকভাবে সম্পাদনের নির্দেশনা দেয়া হলো।	জেলা প্রশাসক ও আহ্বায়ক, জেলা নদী রক্ষা কমিটি, নেত্রকোণা।
১১।	জানা গেছে যে, অধিকাংশ উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠিত হয়নি। কোথায়ও কোথায়ও কমিটি হয়েছে তাও কার্যকর হচ্ছে না। কমিটিতে মাত্র উপজেলা পর্যায়ের কয়েকজন কর্মকর্তাকে সদস্য রাখা হয়েছে। কমিটিতে বেসরকারি প্রতিনিধি, সংবাদ মাধ্যম, পরিবেশ কর্মী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।	সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহ্বায়ক,উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, নেত্রকোণা/ জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।
১২।	ব্রহ্মপুত্র নদের ব্রিজের পূর্ব পার্শ্বে নদী ভরাট করে বাসটার্মিনাল করা হচ্ছে। নদীর বুকে বা নদীর জমিতে স্থাপিত অবৈধ বাস টার্মিনাল অন্যত্র স্থানান্তরের কার্যকর বাস্তবায়ন জেলা নদী রক্ষা কমিটি নিশ্চিত করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে জানাবে।	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এবং মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
১৩।	খাকডহরে ঘন্টি এলাকায় নদীর সীমানা সংকুচিত হয়ে পড়েছে। নদীতে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। বালু উত্তোলনকারীগণ নদীর তীরে বালু জমিয়ে জমিয়ে নদীকে নিজেদের দখলে নিচ্ছে। নদীর সীমানা সিএস মোতাবেক ঠিক করতে হবে। নদীর তীরে অবৈধ কাতি যেকোন ভাবেই গড়তে দেয়া যাবেনা। নদীর তীরে বা নদী গর্ভে স্থাপিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এবং সহকারী কমিশনার [ভূমি], ময়মনসিংহ সদর।
১৪।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নদী রক্ষার জন্য সক্রিয় ও সচেতন হবার জন্য ময়মনসিংহের সকল মানুষকে আহ্বান জানান। তিনি নদী রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আহবান জানান। এ লক্ষ্যে বিভাগীয়/জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি অব্যাহতভাবে র‍্যালি, সভা-সমাবেশসহ স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের জনগণ, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীগণকে সচেতন করে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।	বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ এবং সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ময়মনসিংহ।

সকাল ১১টায় ময়মনসিংহ বিভাগের নদ-নদীর সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে করণীয় শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে জাতীয় নদী রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি এবং সার্বক্ষণিক সদস্য বিশেষ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও জামালপুর জেলার জেলা প্রশাসকগণের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ

জেলার জেলা প্রশাসক উপস্থিত ছিলেন।নেত্রকোণা ও জামালপুর জেলা হতে এডিএম ও এডিসি উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ দুটি হলো:

[১] ময়মনসিংহ বিভাগীয় নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানে করণীয় । উপস্থাপক : জনাব মো: মোজাম্মেল হক, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ।

[২] ময়মনসিংহ বিভাগে নদী ভাঙন, নাব্যতা, হাইড্রোলজিক্যাল মরফোলজিক্যাল, কারিগরি বিষয়াদি এবং সমস্যা সমাধানের উপায়।

উপস্থাপিত প্রবন্ধ দুটোর উপর বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আলোচনার সূত্রে চেয়ারম্যান তার বক্তব্য পেশ করেন। অংশগ্রহণকারীগণ অনেক মূল্যবান সাজেশন ও পরামর্শ দিয়েছে। সেমিনার রিপোর্টে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিকাল ২টায় বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান করি। ময়মনসিংহ বিভাগে জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ময়মনসিংহে একটি, নেত্রকোণা ২টি, জামালপুর আদৌ কোন সভা হয়নি এবং শেরপুরে মাত্র ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চেয়ারম্যান সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি একমাসের মধ্যে সিএস এবং আরএস মোতাবেক নদী সীমা নির্ধারণ করার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে নদীর অবৈধ দখল অবশ্যই উচ্ছেদ করতে হবে।

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়নে
১৫।	আগামী একমাসের মধ্যে সিএস এবং আরএস মোতাবেক নদীর তীরভূমিতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহ্বায়ক,উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, ময়মনসিংহ।
১৬।	যে সকল অধিগ্রহণকৃত জমি এখন ব্যবহার করা হচ্ছে তা বিধি মোতাবেক রিমানশন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা।	জেলা প্রশাসক ও আহ্বায়ক, জেলা নদী রক্ষা কমিটি, ময়মনসিংহ।
১৭।	নদীর উদ্ধারকৃত জমিতে ওয়াকওয়ে, বন-বনানী সৃষ্টির জন্য নদীর তীরে গাছ লাগানোর সুপারিশ করেন। এক্ষেত্রে ময়মনসিংহে বিভাগীয় বন বিভাগ গাছের চারা সরবরাহ করবে।	বন বিভাগ, ময়মনসিংহ/ জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি।
১৮।	নদীভিত্তিক কোন প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে যাতে দ্বৈততা পরিহার করা যায় এবং নদীর প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন না করার জন্য নদী কমিশনের মতামত গ্রহণের শর্ত আরোপ করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন-কে অনুরোধ করা হলো।	পরিকল্পনা কমিশন।
১৯।	নদী কোথায় খনন করা হবে তার খননকৃত মাটি কোথায় কিভাবে রাখা হবে তার ব্যবস্থাপনা পূর্বেই ভূমি মন্ত্রণালয়/জেলা প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারণপূর্বক নদী খননের জন্য বিআইডব্লিউটিএ, বিডব্লিউডিবি ও অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ দেয়া হলো।	
২০।	ময়মনসিংহ বিভাগে কতটি নদী, খাল, বিল, জলাশয়ের সংখ্যা নির্ণয়ের মাধ্যমে একটি ডাটাবেজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।	
২১।	ত্রিশাল উপজেলা পরিষদের পূর্ব পার্শ্বে ত্রিশাল থানার উত্তরে ব্রিজের পশ্চিম পার্শ্বে নদীর উপর অবৈধভাবে পড়ে ওঠা বাজারের অবৈধ দোকানপাট/ স্থাপনা করা হয়েছে। নির্মানাধীন দুটি ভবনই অবৈধ। এছাড়াও নদীর তীর ও অভ্যন্তরে ভরাট করে অনেকগুলি দোকানপাট/ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান/ বসতি অবৈধভাবে নদীকে ধ্বংস করে গড়ে ওঠেছে। এসব অবৈধ স্থাপনা যাদের হউক না কেন তারা যত বড় শক্তিশালী হউক না কেন তা আগামী এক মাসের মধ্যে অপসারণ/ উচ্ছেদপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবে। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ রিট পিটিশনের রায়ের বাস্তবায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিকে এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ত্রিশাল

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০২৯.০০১.১৬-৩১৪ তারিখ: ২৪ মে, ২০১৮

অনুলিপি : [সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো]:
০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ/ভূমি মন্ত্রণালয়/নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়/ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। কমিশনার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।
০৫। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য]।
০৬। সচিব [যুগ্মসচিব], জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
০৭। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ/নেত্রকোণা।
০৮। পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহ/নেত্রকোণা।
০৯। মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন/নেত্রকোণা পৌরসভা।
১০। উপজেলা চেয়ারম্যান, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা।
১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুর্গাপুর/সদর, নেত্রকোণা/ময়মনসিংহ সদর।
১২। চেয়ারম্যানের মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা
১৩। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
১৪। দপ্তর কপি।

মো: সাইদুর রহমান
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: আন্তঃদেশীয় নদ-নদীর সংখ্যা নির্ধারণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণে বিষয়ে আন্তঃসংস্থার সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
তারিখ	: ২৭/০৬/২০১৮ ।
সময়	: বিকাল ৩.০০ ঘটিকা।
সভার স্থান	: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সম্মেলন কক্ষ।

গত ২৭/০৬/২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত-মায়ানমারের সাথে আন্তঃদেশীয় [Trans-boundary] নদীর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, খনন ও পানিপ্রবাহ সচল রাখার বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন [পরিশিষ্ট-ক]। সভাপতি উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্যকে আহ্বান জানান। সভার প্রারম্ভে পরিচিতির পর পরই কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য সভা আহ্বানের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি আন্তঃদেশীয় নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নদ-নদীতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট নদী, শাখা নদী, উপনদীতে বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাপতি সমগ্র বাংলাদেশের নদ-নদীর সাথে উজানের আন্তঃদেশীয় বিদ্যমান নদ-নদী ব্যবস্থার [Upper River System] ভৌত সংশ্লিষ্টতা নৌপথের সংরক্ষণ ও যৌথ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্য আন্তর্জাতিক নদ-নদী সমূহের গতি-প্রকৃতি, ব্যবস্থাপনা, আন্তঃদেশীয় নদীর ওপর উজানে পানি প্রবাহ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক ডাইভারশনসহ নদী ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনশীল তথ্যাদি সংগ্রহ ও ডাটাবেজ তৈরির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১। আন্তঃদেশীয় নদ-নদীর ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য নদ-নদীর সংখ্যা নির্ধারণ, অবস্থান চিহ্নিত করা, যৌথ ব্যবস্থাপনা এবং পানিপ্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনজনিত তথ্যাদি নিয়মিত যথোপযুক্ত সময়ে প্রাপ্তির জন্য যৌথ নদী কমিশন [Join: River Commission] এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা আবশ্যক।

বাস্তবায়ন: যৌথ নদী কমিশন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২। আন্তঃদেশীয় নদীতে কোনো বাঁধ বা প্রকল্প গ্রহণ বা পানির স্বাভাবিক প্রবাহের গতি পরিবর্তন, উত্তোলন ও অপসারণ করলে বাংলাদেশে বিদ্যমান ওই নদীর অবশিষ্টাংশের ওপর কি প্রভাব পড়বে তা জানা ও তদানুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি [RS/GIS/GPS/IT based Technology] ব্যবহার/প্রয়োগ করে [web based/online] ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হলো।

বাস্তবায়ন: যৌথ নদী কমিশন, পাউবো, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩। ভারত, চীন ও মায়ানমারের সঙ্গে আন্তঃদেশীয় নদ-নদী সম্পর্কে পুরো তথ্যাদি সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বহুপক্ষীয় [জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, জেআরসি, পাউবো, বিডিবি] কমিটি গঠন করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ আবশ্যক।

বাস্তবায়ন: যৌথ নদী কমিশন, পাউবো, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

৪। আন্তঃদেশীয় নদীসমূহের সার্বিক তথ্যাদি, বর্তমান ভৌত অবস্থা, নদীর পানি ধারণ ও প্রবাহ, ডেলিভারি ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট তৈরি করার জন্য বাংলাদেশের পক্ষে এককভাবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশ/দেশগুলির সঙ্গে যৌথভাবে সমীক্ষা করা প্রয়োজন।

বাস্তবায়ন: যৌথ নদী কমিশন, বিআইডব্লিউটিএ, বিডিবি, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।

৫। আন্তঃদেশীয় নদ-নদীর সুশাসন, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পাহাড়ি ঢল, বন্যার পূর্বাভাস দেয়ার জন্য যৌথ তথ্যভাণ্ডার/তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: যৌথ নদী কমিশন, পাউবো, বিআইডব্লিউটিএ, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

৬। আন্তঃদেশীয় নদীর বর্তমান সংখ্যা ৫৭টি। এই নদীর সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে যৌথ নদী কমিশন [জেআরসি], পানি উন্নয়ন বোর্ড [পাউবো], স্পেস রিসার্চ অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং অরগানাইজেশন [স্পারসো], নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ও নদী রক্ষা কমিশন যৌথভাবে hydro-morphological এবং geo-physical সমীক্ষা/গবেষণার মাধ্যমে নদীর সংখ্যা, বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান চূড়ান্ত করবে। এ সকল নদী পথে পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তিগত ও থিমেটিক ম্যাপ তৈরি করবে।

বাস্তবায়ন: যৌথ নদী কমিশন, পাউবো।

৭। বাংলাদেশে বিদ্যমান আন্তঃদেশীয় নদীর যে-অংশ ভারতীয় অংশের নদ-নদীর পলি, বালু, দূষিত ময়লা আবর্জনা দ্বারা ভরাট হয়ে যাচ্ছে সেগুলো খনন করার জন্য ভারতীয় সহযোগিতা আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা [Partnership] চাওয়া যেতে পারে এবং যৌথ ব্যবস্থার জন্য বিশেষজ্ঞ ফোরাম গঠন করা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন: পাউবো, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৮। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সীমান্ত নদী সমূহের নিয়মিত জরিপ করবে এবং জরিপ বিবরণী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবহিত করবে।

বাস্তবায়ন: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বিডিবি।

৯। পাউবো ১৫টি নদীর উপর যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে সেগুলির নদীভিত্তিক কর্মসূচির চলমান প্রকল্পের বিবরণী ও বাস্তবায়ন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও যৌথ নদী কমিশন-কে অবহিত রাখবে।

বাস্তবায়ন: পাউবো, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১০। আন্তঃদেশীয় যে-সকল নদীর উপর প্রকল্প চলমান সেই সকল প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে জেলা নদী রক্ষা কমিটিকে অবহিত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নঃ পাউবো, সংশ্লিষ্ট জেলা নদী রক্ষা কমিটি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, পাউবো সংশ্লিষ্ট জেলা।

সভায় আর বিশেষ কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০২৯.০০১.১৬/৭২৬[কা] — তারিখঃ ১৪ অক্টোবর, ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ
১। সিনিয়র সচিব/সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২। মহাপরিচালক, বিজিবি, পিলখানা, নিউমার্কেট, ঢাকা
৩। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
৪। মহাপরিচালক, পাউবো, ঢাকা।
৫। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
৬। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, ৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা।
৭। মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা [চেয়ারম্যানের সদয় অবগতির জন্য]
৮। সার্বক্ষণিক সদস্যের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা [সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য]
৯। দপ্তর কপি।

ইকরামুল হক
পরিচালক [উপসচিব]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়ঃ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নদী রক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সংগঠনগুলির তালিকাভুক্তি বিষয়ক সভার আলোচনার জন্য কার্যপত্র।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ এর ২৯ নং আইনের ধারা ৩ অনুযায়ী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। নদী সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি, আধা সরকারি, সংস্থা/দপ্তর, এনজিওসমূহের সহযোগিতায় বাংলাদেশের নদীগুলির অবৈধ দখল, দূষণ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ দেশের খাল-বিল, জলাশয়, সমুদ্র উপকূল রক্ষা ও দূষণমুক্ত রাখা ও নদীর প্রবাহ সচল ও স্বাভাবিক রাখার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও দখল-উচ্ছেদ ও দূষণমুক্ত রাখতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, কমিশনের সমগ্র বাংলাদেশের নদীসমস্যা অবহিতকরণ ইত্যাদি লক্ষে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বাংলাদেশের নদী রক্ষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত সংগঠনগুলিকে তালিকাভুক্তির লক্ষে এ সভা আহ্বান করেছে।
সভার আলোচ্য বিষয়ঃ

১। কমিশনের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির মানদণ্ড নির্ধারণ

বাংলাদেশের নদী রক্ষা, পরিবেশ রক্ষা, পানি ও পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রায় শতাধিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের বিভিন্ন নদী রক্ষামূলক কাজ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে নদীভিত্তিক বা জেলাভিত্তিক/বিভাগওয়ারি ও বাংলাদেশব্যাপী কর্মকাণ্ড পরিচালনায় তারা সহযোগিতা প্রদান করছে। ঐ সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দপ্তর/সংস্থা, এনজিও, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা কোনো একক বা যৌথ ব্যক্তিকে নদী রক্ষায় সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার সমন্বয় আবশ্যক। তরুণ প্রজন্মকে আগ্রহী করে তুলতে, নদী বিষয়ক জ্ঞানভিত্তিক চর্চার মাধ্যমে নদী সুরক্ষায় সামাজিক আন্দোলন ত্বরান্বিত করার জন্য এবং বিভিন্ন দিবস [পানি দিবস, বিশ্ব নদী দিবস] একক বা যৌথভাবে পালনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত কমিশনের কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন ও রাখা আবশ্যক। এজন্য সম্ভাব্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার একটি তালিকা প্রণয়ন করা জরুরি।

কমিশনে অন্তর্ভুক্তির শর্তাবলি:

ক] সংগঠনগুলির নদী রক্ষা, দখল, দূষণ মুক্তির বিষয়ে কাজ করতে হবে।

খ] সংগঠনগুলির জনসচেতনতা নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক/নদীভিত্তিক/জেলাভিত্তিক/বিভাগভিত্তিক/বাংলাদেশ ব্যাপী দখল ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হবে।

গ] সংগঠনটি ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত হলে কমিশন তালিকায় অন্তর্ভুক্তি করা যাবে না।

ঘ] কোনরূপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগঠনকে পরিচিত করা যাবে না। নদ-নদী রক্ষার সংক্রান্ত দেশের ও জনগনের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় কমিশনের জনসচেতনতা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পর্কে সহায়তাকরণ।

ঙ] সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দপ্তর, সংস্থা, এনজিও, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা কোনো একক বা যৌথ ব্যক্তিকে নদী দখলের সহযোগিতা প্রদান বা পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না।

চ] সংগঠন কর্তৃক বা সংগঠনের কোনো সদস্য অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে নদী দখল করে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।

ছ] নদী বিষয়ক জ্ঞানভিত্তিক চর্চার মাধ্যমে নদী সুরক্ষার নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক আন্দোলন তুরান্বিত করতে হবে।

জ] বিশ্ব নদী দিবস একক বা যৌথভাবে পালনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ বা উদ্যোগে সাড়া প্রদান করবে।

ঝ] সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের সাংগঠনিক প্যাডে দরখাস্তের মাধ্যমে তালিকাভুক্তির আবেদন করতে হবে।

ঞ] সংগঠনের নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে-[১] প্রাথমিকভাবে তিন বছরের জন্য নিবন্ধন প্রদান করা হবে; [২] সংগঠনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে পুনরায় তিন বছরের জন্য নবায়ন করা যাবে ; [৩] সংগঠনের নদী আন্দোলন কার্যক্রম অব্যাহত না থাকলে নবায়ন করা যাবে না।

ট] সংগঠনের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে-[১] নদী রক্ষায় কোনো সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা পাওয়া গেলে তালিকাভুক্ত সংগঠনগুলির মধ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে তা বণ্টন করা যেতে পারে ; [২] নদী রক্ষা কেন্দ্রিক সভা, সেমিনার, সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান যৌথ উদ্যোগে গবেষণা, জরিপ ইত্যাদি।

২। কমিশনে অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি ও নীতি নির্ধারণ

নদী রক্ষার কোনো বেসরকারি সহযোগিতা পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করা, কোনো কর্মসূচি আয়োজনের ক্ষেত্রে তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ, নির্ভরতা ইত্যাদির জন্য নদী সংশ্লিষ্ট আন্দোলন/কার্যক্রম সম্পৃক্ত সংগঠনগুলির একটি তালিকা রাখা প্রয়োজন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যকর মানদণ্ড যাচাই ও বিবেচনার জন্য সমাজসেবা দপ্তর, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কোম্পানি আইন ইত্যাদির আওতায় রেজিস্ট্রিকৃত সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানদণ্ড ব্যবহার করা যায়। অদ্যকার সভায় আলোচনা করে প্রতিষ্ঠানের নাম মনোনয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রধানত কয়েকটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা যেতে পারে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের কর্মকর্তাদের ও সংগঠনের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাছাই কমিটি গঠন করা যেতে পারে। কমিটিও প্রাপ্ত কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করে সুপারিশ করবে।

[৩] কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি:

কমিটির গঠন : [১] সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন----------আহ্বায়ক
[২-৫] নৌপরিবহণ/পানি সম্পদ/পরিবেশ/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি---সদস্য
[৬] সংশ্লিষ্ট জেলা উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির প্রতিনিধি ----সদস্য
[৭] সমাজসেবা দপ্তরের প্রতিনিধি---------- সদস্য
[৮] এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতিনিধি----------সদস্য
[৯] যুব উন্নয়ন/মহিলা বিষয়ক দপ্তরের প্রতিনিধি----------সদস্য
[১০] সদস্য/সচিব-উপপরিচালক [পরিবীক্ষণ]----------সদস্য
কমিশন প্রয়োজন অনুযায়ী সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

কার্যপরিধি : [১] দরখাস্ত আহ্বান করা
[২] যাচাই বাছাই করা
[৩] তালিকাভুক্তির জন্য সুপারিশ করা

৩। তালিকাভুক্তির জন্য নদী-সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রধান কার্যক্রম নির্ধারণ

নদী রক্ষা, নদীর অবৈধ দখল রোধ ও উচ্ছেদ, দূষণ প্রতিরোধ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, নদীর তীরবর্তী অঞ্চল বা নদীগর্ভ ভরাট প্রতিরোধ এবং নদীর নানারকম অপব্যবহার বিষয়ে কার্যক্রম নদী রক্ষার মুখ্য [core] কাজ বিবেচনা করা যেতে পারে।

একইসঙ্গে নদী শিক্ষা, নদী প্রচারণা, নদী গবেষণা, নদী জরিপ ও নদীর ইতিহাস সংরক্ষণও প্রধান কার্যাবলি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
সংগঠনের কার্যাবলি বা দায়িত্বাবলি নিম্নরূপ:
কা ত্ব ত অঞ্চলের নদী সমস্যা চিহ্নিত করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সবিস্তর সমস্যা লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।
খা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নদীঘাতি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রতিরোধকল্পে স্মারকলিপি প্রদান, ব্যানার ফেস্টুনের মাধ্যমে নদীঘাতি সিদ্ধান্ত পরিহারকরণে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ, জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সভা, সমাবেশ করতে হবে।

ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিষয়: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে নদী রক্ষা ও এর সার্বিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং শিক্ষাবিদ ও নিমকো কর্তৃক পরিচালিত সকল প্রশিক্ষণে আবশ্যিকভাবে নদী রক্ষা ও এতদুদ্দেশ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টিকল্পে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
সভার স্থান	: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সম্মেলন কক্ষ।
সভার তারিখ ও সময়	: ২৮/০৬/২০১৮ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা:

১। জনাব মো: আলাউদ্দিন, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা
২। জনাব ইকরামুল হক, উপসচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা
৩। জনাব মো: ইলিয়াস ভুঁইয়া, পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৪। মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন, উপসচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
৫। মোহাম্মদ আবু সাদেক, উপপরিচালক, জাতীয় গণগ্রন্থাগার ইনস্টিটিউট
৬। মো: কুতুবউল আলম, সহকারী সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
৭। ফকির মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, সহকারী পরিচালক, ডিটিই, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৮। প্রফেসর মো: ফরহাদুল ইসলাম, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি

সভাপতি প্রারম্ভে সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে উপস্থিত কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হন। সভাপতি অদ্যকার সভাটি কোর সভা হিসাবে উল্লেখ করে আগামীতে শিক্ষা পাঠ্যক্রমে নদ-নদী রক্ষা ও এর সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে, বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সাথে ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে বৃহৎ পরিসরে মতবিনিময় সভা ও ওয়ার্কশপ করা হবে মর্মে সভায় অবহিত করেন। এ বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সমূহকে সম্পৃক্ত করা হবে বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন।

নদীকে বিশাল ও অফুরন্ত সম্পদ হিসাবে আখ্যায়িত করে নদ-নদীর দখল, দূষণ, নদীর নাব্যতা ইত্যাদি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে আগামী প্রজন্মকে নদী রক্ষায় ও এর সার্বিক উন্নয়নে সচেতন করার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থাসমূহ তাদের নিজস্ব বাজেটে নদ-নদী রক্ষাও এর সার্বিক উন্নয়নে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন।

এ প্রসঙ্গে গত ২৭/১১/২০১৬ খ্রি: তারিখে সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়ে সভাপতিত্বে নদ-নদী রক্ষায় দেশব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ও গতত ১৫/০২/২০১৮ খ্রি: তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে এতদবিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় উল্লেখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল মর্মে সভাপতি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশকে নদীর দেশ এবং নদীকে

ঘিরেই এদেশের সভ্যতা ও নগর গড়ে উঠেছে ও এই নদীই হয়ে উঠতে পারে আমাদের অর্থনীতি, পর্যটন ও বিনোদনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। আমাদের কৃষি, অর্থনীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য ও নদীর উপর অনেকাংশে নির্ভর করে বলে তিনি উল্লেখ করেন। দীর্ঘদিনের অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে আমাদের নদীগুলো বর্তমানে দখল দূষণে বিষপর্যস্ত ও অধিকাংশে নদী নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে এখনই এই সমস্ত নদী রক্ষার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়ে আমাদের সকল স্তরের শিক্ষা কার্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে নদীরক্ষা, নদী ব্যবস্থাপনা ও এর সার্বিক উন্নয়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলী অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করেন এবং সার্বক্ষণিক সদস্যকে বাংলাদেশের নদ-নদীর উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের নিমিত্ত নদী সম্পর্কে সার্বিক ধারণা লাভ, নদীর প্রতি দায় দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবই পুস্তকে বাংলাদেশের নদ-নদী এবং এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে তাঁর বক্তব্য প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

সার্বক্ষণিক সদস্য নদীকে জাতীয় সম্পদ হিসাবে উল্লেখ করতঃ আমাদের সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস ও জাতীয় চেতনার মূল ভিত্তি হিসাবে নদ-নদীকে অভিহিত করেন। এই নদী সম্পর্কে দেশের সকল শিক্ষার্থীদের সম্যকভাবে অবহিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। জাতীয়ভাবে নদী রক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে না পারলে কোন একক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে নদ-নদীর সমস্যা ও সমাধান, নদীর গুরুত্ব, নদী সংরক্ষণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণি হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত স্বল্প পরিসরে পাঠ্যপুস্তকে 'নদী পাঠ' বা অন্য কোন শিরোনামে একটি চ্যাপ্টার বা অধ্যায় রাখার প্রস্তাব করেন। এতদবিষয়ে একটি খসড়া ধারণা পত্র সভার জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন Preparatory Stage বা একদম প্রাথমিক স্তর থেকে নদ-নদী বিষয়ক ধারণালাভের উদ্দেশ্যে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করার পর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রয়োজনে ছবির মাধ্যমে এবং বর্ণের আদ্যাক্ষর দিয়ে নদী সম্পর্কে শিশুদের মধ্যে ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। নদীর পরিবেশ দূষণরোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা আবশ্যক। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে পাকা বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে অথচ পয়ঃনিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হচ্ছেনা। নদ-নদী ও খালে ময়লা আবর্জনা, বর্জ্য ফেলা হচ্ছে ও পয়ঃনিষ্কাশন করা হচ্ছে। এতে প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। এতদবিষয়াদি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির, কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্সে নদ-নদী, ব্যবস্থাপনা ও নদী সংরক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব রাখেন।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, এনসিটিবি তে কারিকুলাম রিভিশন হয় ৬/৭ বছর অন্তর অন্তর। ২০১২ সালে ৩২টি মন্ত্রণালয়ের চাহিদার ভিত্তিতে কারিকুলাম রিভিশন করা হয়েছিল। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর হতে কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে চাহিদা পাওয়া গেলে তা প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করে বিষয়ভিত্তিক কমিটির কাছে প্রেরণ করা হয়। ঐ সমস্ত কমিটি প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংশোধন করে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় কারিকুলাম প্রণয়ন করে থাকে। অন্তবর্তীকালীন সময়ে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে গঠিত এনসিসিসি কমিটি তা পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করে এবং এনসিটিবির নিকট বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রেরণ করে।
আগামী জুলাই'১৮তে কারিকুলাম রিভিশন করা হবে। তাই নদীর দখল-দূষণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হলে এখনি তা উপযুক্ত সময় বলে তিনি উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন থেকে উপস্থাপিত কারিকুলামটি প্রয়োজনীয় সংশোধন পরিমার্জন করে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর নিকট মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে। এনসিসি কমিটি এর মাধ্যমে এনসিটিবির নিকট তা প্রেরণ করা হলে এনসিটিবি এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

সভায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় বাংলাদেশের নদ-নদীর দখল-দূষণ প্রতিরোধ, নাব্যতা, সংরক্ষণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিমিত্ত নদীর প্রতি দায়দায়িত্ব বিষয়ে বিভিন্ন বক্তাগণের বক্তব্যে নিম্নোক্ত মতামতসমূহ জানা যায়।

১। সভায় উপস্থাপিত খসড়া পাঠ্যক্রমটি প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্তে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

২। নদ-নদীর দখল, দূষণ, নদী নাব্যতা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে আগামী প্রজন্মকে নদী রক্ষা ও এর সার্বিক উন্নয়নে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিকুলাম প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৩। কারিকুলাম প্রণয়নকালে নদ-নদীর সাথে দেশের নদ-নদী, খালবিল, হাওড়-বাওড়, পুকুর, দীঘিসহ সকল প্রকার জলাধার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।

৪। শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যসূচীতে নদ-নদী ও জলাধার সংরক্ষণ ও দখল, দূষণমুক্ত রাখার বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫। এজন্য দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে নদ-নদীর সমস্যা ও সমাধান, নদীর গুরুত্ব, নদী সংরক্ষণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৬। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্সে নদ-নদী, ব্যবস্থাপনা ও নদী সংরক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়।

৭। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে নদ-নদী দখল ও দূষণ প্রতিরোধ, নাব্যতা বজায় ও নদী রক্ষার বিষয়ে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

[১] ১ম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠক্রমে বাংলাদেশের নদ-নদী, নদীর সমস্যা, সমাধান, সম্ভাবনা ও ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া পাঠ্যসূচি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রণয়ন করবে।

[২] আগামী জুলাই মাসের মধ্যে খসড়া পাঠ্যসূচি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে যার উপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এনসিটিবি-তে প্রেরণসহ পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

[৩] খসড়াটি চূড়ান্তভাবে প্রেরণের পূর্বে পুনরায় আরও একবার এরূপ সভায় আলোচনা করা হবে যেখানে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রধানসহ শিক্ষণ পাঠ্যক্রম বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং তাদের মতামতের উপর ভিত্তি করেই পাঠ্যসূচিতে উক্ত নদ-নদী বিষয়ক পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্তির চূড়ান্তরূপ/সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

[৪] আগামী জুলাই'১৮ মাসের মধ্যেই খসড়া পাঠ্যসূচি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

[৫] মূল পাঠ্যপুস্তকে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হলে নদী সংরক্ষণ বিষয়ে সাপ্লিমেন্টারী বই পাঠ্যহিসেবে প্রণয়ন করা হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করা হয়।

ড. মুজিবুর রহমান খাজাদার
চেয়ারম্যান